Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

অষ্টম খণ্ড

অষ্টম, দশম ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ, মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা)।

গীতা ছাড়া, ইহাতে আছে ঈশোপনিষদের ইংরাজী টীকা, A Note on Kshiti Ap, etc. ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের ও সৃষ্টি সূক্তের ব্যাখ্যা, ওঁকার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য, গ্রন্থকারের কতিপয় কবিতা ও দশমহাবিদ্যার বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ।

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।

(*Ex-Professor, Selection Grade,*
Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বি ৬/১৫, পীতাম্বরপুরা, বারাণসী—১

১৯৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No.....................

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/50 2/160

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

অষ্টম খণ্ড।

অষ্টম, দশম ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ, মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা)।

গীতা ছাড়া, ইহাতে আছে ঈশোপনিষদের ইংরাজী টীকা, A Note on Kshiti Ap, etc. ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের ও সৃষ্টি সূক্তের ব্যাখ্যা ওঁকার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য, গ্রন্থকারের কতিপয় কবিতা ও দশ মহাবিদ্যার বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ।

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।

(Ex Professor, Selection Grade,
Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বি ৬/১৫, পীতাম্বরপুরা, বারাণসী-১

১৯৬৮

মূল্য—

সাধারণের পক্ষে— ১০২.

পুরাতন গ্রাহকদিগের পক্ষে— ৮.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

বি ৬/১৫, পীতাম্বর পুরা

বারাণসী-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presented by the Author
5750
2/160

নিবেদন।

(১) আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে'
পদে পদে পথ ভুলি হে। (রবীন্দ্রনাথ)।

(২) তুমি অরূপ, সরূপ, সগুণ, নির্গুণ
দয়াল, ভয়াল, হরি হে।
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে? (রজনী সেন)।

(৩ কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়?
শুধু, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও। (অতুল সেন)।

(৪) মো কো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে
ময় তো তেরে পাশ মেঁ। (কবীর)।

আমায় মঙ্গলময় ইষ্ট দেবতার ও করুণাময়ী গীতা মায়ের আশীর্ব্বাদে, কোনওক্রমে, এই অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত করাইতে সমর্থ হইয়াছি। বারবার তাঁহাদের প্রণাম করি।

শারীরিক ও মানসিক নানা যন্ত্রণায় ভুগিয়া চলিয়াছি। ইহার উপর অর্থাভাব। Press ও Paper যেরূপ দাম বাড়াইয়াছে, উহা আমাকে বসাইয়া দিয়াছে। যে প্রেসটির সুখ্যাতি করিতাম, সে দাম তো বাড়াইয়াছে অনেক মাসে এক ফর্ম্মার বেশী তাহার নিকট কাজ পাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিবেদনে আমার প্রথম কাজ কৃতজ্ঞতার সহিত ঋণ স্বীকার করা। (১) যাঁহার অসীম দয়া, আমি গীতা-মুদ্রণের আরম্ভ হইতে পাইয়া আসিতেছি, সেই মহাত্মা দানবীর শ্রী কে. কে. বিড়লাজী আমাকে সাহায্য করিতে ৩৬০৲ টাকার গীতা কিনিয়াছেন ? ঐ কেনা, বাস্তবে আমার সাহায্যার্থে আমাকে টাকা দান করা। তারপরে, ঐ গীতাগুলি আমাকেই দিয়াছেন বিতরণ করিতে। ইহার পূর্ব্বেও তিনি ঐভাবে আমাকে টাকা দিয়াছেন। (২) আমি ঐ বইগুলি, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের General Secretary পূজ্য স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, পূজ্যপাদ President মহারাজের অনুমোদনে ঐ বইগুলি দয়া করিয়া বিতরণের ভার লওয়ায়, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। স্বামীজি মহারাজ, এই দ্বিতীয়বার আমাকে একটা গুরুভার কাজ হইতে মুক্তি দিলেন। আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। (৩) আমার উপর চির কৃপাশীল, অযাচক সংস্থার অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ, ২০০৲ টাকার গীতা কিনিয়াছেন ; ঐ টাকা বাস্তবে আমাকে দান করা। আমি তাঁহার নিকট চির ঋণী। (৪) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এইমাত্র অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও আমার পুরাতন ছাত্র ডাঃ শ্রীসত্য প্রকাশজী (D. Sc. etc) আমার লাইব্রেরীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কিছু বই কিনিয়া, আমার চাওয়া দামের উপর আরও ৫০৲ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সাহায্যার্থে দিয়াছেন ; আমি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। (৫) শ্রীশ্রীপ্রকাশজী (Ex-Governor, Assam, Madras, Bombay ও Maharashtra), বিনা বিরক্তির সহিত, যখন যে পরামর্শ চাহিয়াছি তাহা দিয়া, আমাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন ; তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

Bibliography, ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণের পরে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া প্রশংসাপত্র সমূহ ছাপাইলাম না ; বিস্তর টাকা খরচ হয়। সেই টাকায় ১৬ পেজী তিন ফর্ম্মা বই ছাপা হইয়া যায়। Bibliography, দ্বিতীয় খণ্ডে পাইবেন।

সকল খণ্ডেই বলা হইয়াছে, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক, আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর পাঠকদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যথা, যাঁহাদের গীতা ভাল করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি শ্লোকে কি বলা হইয়াছে জানিতে চাহেন, প্রতি অধ্যায়ের বিবৃতি পরিচ্ছেদ পাঠে, ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোক ভক্তিমূলক, কোন্‌গুলি কর্ম্ম-মূলক কোন্‌গুলি জ্ঞানমূলক ইত্যাদির তালিকা পাঠে, ইহা তাঁহাদের জানা হইবে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে চাহেন, তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা, কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ, সরল ভাষায় দেওয়া অনুবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(যাহাতে শ্লোকের কোন কথা বাদ দেওয়া হয় নাই, বা মন-গড়া কিছু আনা হয় নাই বা কোন রকম ফাঁকি দেওয়া হয় নাই) এবং আমাদের মৌলিক ব্যাখ্যা-সকল যেন পড়ুন; বহু নূতন কথা পাইবেন। কিছু না পারেন, আমাদের অনুবাদগুলি যেন পড়েন। যাঁহারা আরও ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা গীতার উপর লেখা ষাটখানা টীকা ও পুস্তকাদি হইতে, ও কথামৃত ও বহু বহু পুস্তক হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ ও উপনিষদ মহাভারত ইত্যাদির reference সমূহ যেন পড়েন। বলিতে গেলে, প্রতি শ্লোকে, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর মধুসূদন, তিলক, অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, গান্ধি, ভক্তিপ্রদীপ, ভূপেন্দ্র-ন্যাথ, ব্যোমব্রহ্ম, গিরীন্দ্র, সন্তদাস, মধ্ব, কৃষ্ণানন্দ, রামকণ্ঠ ইত্যাদির টীকা তো আছেই, আরও বহু বহু টীকাও দেওয়া হইয়াছে। আমাদের এই পুস্তকগুলিতে সকল মতবাদের উদ্ধৃতি পাইবেন। ভারতবর্ষে বা বাহিরে, কোথাও এরূপ পুস্তক এবং এত সস্তা মূল্যে বাহির হয় নাই, এবং বহুকাল অবধি বাহির হইবে না। মাথার খাটুনী তো আছেই, তাহা ছাড়া, এতগুলি বই পড়া সহজ কথা নহে। কি অর্থ খরচ হইতেছে তাহা নাই বা বলিলাম। সে হিসাবে বিক্রয় কিছুই নাই; গীতা কে-ই বা পড়ে, কে-ই বা কেনে? গীতার অন্যান্য টীকার সহিত যেন এই পুস্তকগুলি মিলাইয়া যাচাই করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েক প্রেসে মুদ্রিত হওয়ায়, একাধিক রকমের paging হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তি না থাকার জন্য, ও শরীর ও মনের ক্লিষ্ট অবস্থার জন্য, মুদ্রণ অশুদ্ধি অনেক হইয়াছে। দয়ালু পাঠকেরা যেন ক্ষমা করেন।

এইখণ্ডে গ্রন্থকারের বহু প্রশংসিত কয়েকটি প্রবন্ধও গাঁথিয়া দেওয়া হইল।

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presented by the Author.
2/160

অষ্টম অধ্যায়, অক্ষর ব্রহ্মযোগ।

ভূমিকা

সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দিকে ভগবানের মুখে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম অখিল কর্ম্ম, অধিভূত ইত্যাদি কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ শুনিয়া, তাহাদের অর্থ অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন, সেই সঙ্গে শোনা, মৃত্যুকালে ভগবৎস্মরণের প্রয়োজনীয়তা, তাহারও বিষয় জানিতে চাহিলেন। ভগবানের উত্তরের প্রথম কথা অক্ষরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় হওয়ায়, এই অধ্যায়ের নাম অক্ষরব্রহ্ম যোগ হইয়াছে; ঈশাবাস্য উপনিষদের নামও এইভাবে হইয়াছে। ওঁকারের নামও অক্ষর ও ব্রহ্ম (শব্দ ব্রহ্ম; তস্য বাচক প্রণব)। এই ওঁকার সম্বন্ধীয় অনেক কথা এই অধ্যায়ে আছে; অক্ষরব্রহ্ম যোগ-বাক্যে তাহাও নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

অনেকে এ অধ্যায়কে তারক ব্রহ্ম যোগও বলেন, বোধহয় এইজন্য যে, অন্যান্য কয়েকটি তারক-ব্রহ্ম নামের মত, ওঁকারেও তারক-ব্রহ্ম নাম। তারক-ব্রহ্ম নাম সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য, বিশেষ মৃত্যুকালে। কেহ কেহ এ অধ্যায়ের অধ্যাত্ম-যোগও নাম দিয়াছেন; বোধহয় এইজন্য যে অধ্যাত্ম কি ইহা অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল। তাহা ছাড়া অধ্যাত্মিকতায় সমস্ত অধ্যাই পূর্ণ।

অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ইত্যাদি মনে হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইগুলি সেই সময়কার নানা মতবাদের পারিভাষিক শব্দ। ভগবৎ স্বরূপের দার্শনিক আলোচনা-মূলক, জ্ঞানবিজ্ঞান কথায় এগুলি পড়ে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রবণ মনন ও অধ্যায়ে স্মরণ বিশেষ কথা। স্মরণের অভ্যাস থাকিলে, মৃত্যুকালে, শতেক যন্ত্রণার ভিতরেও, ভগবানের কথা মনে আসিবে। আনুসঙ্গিকভাবে, ওঁকারে তন্ময়তা হওয়া ও মৃত্যুর পর, গতি সমূহের কথাও এই অধ্যায়ে আসিয়াছে। ইহা লক্ষিত হইবে যে অর্জ্জুনের প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ভগবান, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিযজ্ঞ ইত্যাদি তৎকালীন প্রচলিত দার্শনিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা, মাত্র দুচার কথায় সারিয়া দিয়াছেন, যদিচ আসল কিছু তাহাতে ছাড় পড়ে নাই। আমাদের মনে হয় ভগবানের তত আগ্রহ ছিল না যে ভক্তেরা সব ফেলিয়া, এইগুলি লইয়া মাথা ঘামায়; কারণ ওসব ভক্তির সহিত বিশেষ সম্বন্ধিত নহে, গৌণ তত্ত্ব। ভক্তিতে থাকিলে, ওসবের অর্থ ভক্তের মনে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে সপ্তম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকের টিপ্পনীতে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি তাহা দেখুন। সেখানে ইহাও বলিয়াছি যে এ অধ্যায়ে ভগবান জোর দিয়াছেন স্মরণের উপর বিশেষ মৃত্যুর সময়ে স্মরণের উপর; অন্য প্রশ্নগুলির উপর নহে। একটি জিনিষ মনে রাখিতে হইবে যে, হয়তো ভগবান চাহেন না ঐ গুলি লইয়া ভক্তেরা মাথা ঘামায়, কিন্তু ভগবানের কথা কয়টি কি ভাবের পারম্পরিক সম্বন্ধহীন একটি তালিকা মাত্র নহে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা একটি integrated তত্ত্ব গঠন করে। আমরা পরে তাহা দেখাইব।

অধ্যায় বিবৃতি ও সূচী

(১-৪), অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত কাহাকে বলে, অধিদৈব কাহাকে বলে, কিরূপে, কে এই দেহে অধিযজ্ঞ হইয়া আছেন, সংযতচিত্ত পুরুষদিগের দ্বারা প্রয়াণ কালে তুমি কি প্রকারে জ্ঞেয় হও। ভগবান বলিলেন, যিনি পরম অক্ষর, তিনি ব্রহ্ম; আমারই ভাব, স্বভাব বা জীবাত্মাই অধ্যাত্ম. জীবসত্তার উৎপাদন যে ত্যাগের দ্বারা হয়, তাহাই কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ক্ষয় ভাবই অধিভূত, পুরুষ (অর্থাৎ সূর্য্য মণ্ডলস্থ দেবাধিপতি) অধিদৈব, আর দেহের সকল কার্য্য সম্পাদনকারী দেহস্থিত যে আমি তাহাই অধিযজ্ঞ। (৫-৭) অন্তকালে যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যে যাহা স্মরণ করিয়া অন্তে দেহত্যাগ করে, সেই ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। এই জন্য সকল সময়ে আমাকে অনুস্মরণ করিতে থাকিয়া, যুদ্ধাদি তোমার যাহা কিছু কর্ত্তব্য করিতে থাক। আমাকে মন ও বুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্পণ করিলে, তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে। (৮-১০) অভ্যাসরূপ যোগ বা উপায়েও যে চিত্ত অন্য কোনও দিকে যায় না সেই চিত্তের দ্বারা, দিব্য পরম পুরুষ অনুস্মরিত হইতে থাকিলে, তিনি লভ্য হন। (সে পরম পুরুষ কে? তাঁহাতে এমন কি আছে যে তাঁহাকে ভজনা করিব?) তিনি সেই, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অতীতের অতীত হইতে যিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যিনি শাস্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি সকলের ধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ, মোহান্ধকারের পরপারে। প্রয়াণ কালে, অবিচলিত মনে, ভক্তি যুক্ত হইয়া, ভ্রূমধ্যে প্রাণকে যোগ বলে স্থির করাইয়া, যিনি স্মরণ করিতে থাকেন, তিনি, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। (১১-১৫) বেদবিদগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, যতিগণ, বিষয়ে বীতরাগ হইয়া যাঁহাতে সমাহিত হন, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য করা হয়, সেই প্রাপ্তব্য পরম পদ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। সকল ইন্দ্রিয় গুলি সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে রুদ্ধ ও প্রাণকে মস্তকে যোগবলে অবস্থিত করাইয়া, ওঁ এই একাক্ষর-ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করে, সে পরম গতি লাভ করে। অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমাকে স্মরণ করিতে থাকে, সে নিত্যযুক্ত সাধকের নিকট আমি সুলভ। আমাকে পাইলে আর তাহাকে এই দুঃখময় সংসারে পুনর্জ্জন্ম লইতে হয় না। ইহা বড় কম কথা নহে। (১৬-১৯) সকল লোক হইতে, এমন কি ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়, কিন্তু আমাকে পাইলে আর ফিরিতে হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ব্রহ্মলোক কিরূপ ? অহোরাত্র তত্ত্ববিদেরা জানেন যে সহস্র-চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন (দিবস) ও সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। দিন হইলে চরাচর সমুদায় উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পায় ও রাত্রির আগমনে সেই অব্যক্তে সমুদায় বিলীন হইয়া যায়। চরাচরের প্রাণী সমূহ দিনের আগমনে অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, আর রাত্রির আগমনে, অবশ হইয়া তাহাতে বিলীন হইয়া যায় আবার দিনের আগমনে, তাহাদের পূর্ব্বের কর্ম্ম হইতে জাত সংস্কার লইয়া উৎপন্ন বা, এইরূপ কল্পের (ব্রহ্মার দিনের) পর কল্প চলিতে থাকে যতক্ষণ না সেই লোক সকল মুক্ত হয়। (২০-২৩) সেই অব্যক্ত হইতে পৃথক আরও এক সনাতন ভাব যুক্ত অব্যক্ত আছে, যাহা সকল ভূত অর্থাৎ লোকসকল নষ্ট প্রাপ্ত হইলেও নষ্ট হয় না ; সেই অব্যক্ত অক্ষর তাহাকেই পরমগতি বলা হয়। সেখানে স্থান পাইলে আর ফিরিতে হয় না, তাহা আমার পরম ধাম, আমার পরম পদ। অনুক্ষণ স্মরণে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই অনন্যভক্তিতে সেই দিব্য পরমপুরুষকে পাওয়া যায় যাহার ভিতর সকল ভূত অবস্থিত ও যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। (তাহার পর আরও কথা আছে)। (২৩-২৬) যে কালে বা যে অবস্থার ভিতর দিয়া প্রয়াণ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহার কথা শোন। অগ্নি, জ্যোতিঃ দিন, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, ইহাতে যে সকল ব্রহ্মবিদ্‌গণ প্রয়াণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, (ইহাও চিরস্থায়ী স্থান নহে, তাহাও ধ্বংস হয়)। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষ, দক্ষিণায়নঃ ছয়মাস, ইহাতে গমন করিলে, যোগী পিতৃলোকে ও দেবলোকে যথাকাল বাস করিবার পর, চান্দ্রমস জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসে। শুক্ল ও কৃষ্ণ, প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি, চিরপ্রচলিত গতি; কর্ম্মানুসারে দ্বিতীয় মার্গে যাহাকে যাইতে হয়, তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। আর কর্ম্মানুসারে যে প্রথম মার্গে যাইতে সক্ষম হয়, তাহাকে পৃথিবীতে ফিরিতে হয় না। (কিন্তু ব্রহ্মলোকও কোনকালে ইতি প্রাপ্ত হয়)। (২৭-২৮) কিন্তু আমাতে যিনি মহ্যাসক্তমনা, সেই ভক্তিযোগাশ্রয়ী ইহা লইয়া মাথা ঘামায় না, (কারণ আমার পরমপদ চিরস্থায়ী সেখানে তাহার চিরানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। তাই তুমি সকল সময়ে আমাতে যোগযুক্ত হও। আমাতে যে যোগযুক্ত, সে, বেদ যজ্ঞ তপস্যাদিতে যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকও অতিক্রম করিয়া, সেই উৎকৃষ্ট আদ্য স্থান প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়। অক্ষর ব্রহ্মযোগ, বা তারক ব্রহ্মযোগ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শেষের দেড়টি শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে, যে সাতটী বিষয় জ্ঞেয় বলিয়া তাহাদের নাম করিলেন, এই অধ্যায়ে সেই গুলি লইয়া আরম্ভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।১।

পদচ্ছেদ। কিম্ তৎব্রহ্ম কিম্ অধ্যাত্মম্, কিম্ কর্ম্ম পুরুষোত্তম, অধিভূতম্ চ কিম্ প্রোক্তম্ অধিদৈবম্ কিম্ উচ্যতে।

অন্বয়। পুরুষোত্তম, তৎ ব্রহ্ম কিম্, অধ্যাত্মম্ কিম্, কর্ম্ম কিম্ চ অধিভূতম্ কিম্ প্রোক্তম্ অধিদৈবতম্ কিম্ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। প্রোক্তম্=উক্ত হইয়াছে। (পারি-ভাষিকশব্দগুলি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইবে)। এই শব্দগুলিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিজ্ঞানাত্মক কথা বলা যাইতে পারে।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, পুরুষোত্তম (শ্রীকৃষ্ণ) সেই ব্রহ্ম কি? (যাহার উল্লেখ ৭।২৯ শ্লোকে করিলে)। অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? ("পুরুষোত্তম" কথা আসিল, এই প্রথম)।

Modi. The Brh. Up (III 7, 14-15) seems to be the Upanishad from which the Gita borrows the use of these terms (অধিদৈবত, অধিভূত, অধ্যাত্ম)।

সচ্চিদানন্দ। অষ্টম হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায় সমূহের ব্যক্তব্য বিষয়ের তালিকা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে (প্রথম অধ্যায়ে)। তাহার অনুসারে, সাধিভূতং (৭।৩০) শ্লোকোক্ত বিষয়ের বিজ্ঞান কহিবার অভিপ্রায়ে অষ্টম অধ্যায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ। অক্ষর ব্রহ্ম ও অধিভূত এই অধ্যায়ের বিষয়; কর্ম্ম ও অধিযজ্ঞ নবম অধ্যায়ের বিষয়। অধ্যাত্ম ও অধিদৈব দশন অধ্যায়ের বিষয়।

ব্যোমব্রহ্ম। অধ্যাত্ম = যাহা আত্মাকে অধিকার করিয়া থাকে, শরীর মন বুদ্ধি আদি সমন্বিত চৈতন্য। বিসর্গ= আসক্তি ত্যাগ। ভূতভাবোদ্ভবকর=ভূতভাবের (অধ্যাত্মের) উদ্ভবের (উন্নতির কারণ যাহা)।

কৃষ্ণানন্দ। ব্রহ্ম কি? সোপাধিক না নিরুপাধিক? এই দেহরূপ আত্মাকে যিনি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন সেই অধ্যাত্ম ভৌতিক অথবা চৈতন্য স্বরূপ? কর্ম্ম, যজ্ঞাদি বা তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ? অধিভূত কথায় তুমি কি পৃথিব্যাদি কার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছ, অথবা ক্রিয়ামাত্র-কেই বুঝাইয়াছ? দেবতাগণের ধ্যানকে তুমি অধিদৈব বলিয়াছ, অথবা আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী জীবচৈতন্যের নাম অধিদৈব?

রামদয়াল। ব্রহ্ম কি? তিনি কি সগুণ না নির্গুণ? কোন ব্রহ্ম জ্ঞেয়? অধ্যাত্ম কি? দেহকে অধিকার করিয়া যিনি অধিষ্ঠিত তিনিই ত অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্ম কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, অথবা প্রত্যক্ চৈতন্য বা সূক্ষ্ম ভূত? কর্ম্ম কি? লৌকিক কর্ম্মই কর্ম্ম, না যজ্ঞাদ বৈদিক কর্ম্মই কর্ম্ম? অধিভূত কি? পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থকে অধিকার করিয়া যাহা কিছু কার্য্য, তাহার নাম কি অধিভূত, না ক্রিয়ামাত্রই অধিভূত? অধিদৈব কি? ইহা দেবতা মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, না অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহৎ সূর্য্য দেবতা হইতে অতি ক্ষুদ্র দেবতার মধ্যে যে চৈতন্য অনুভূত সেই চৈতন্যকেই বলিতেছ ?

মধুসূদন । ইহাঁরই মত রামদয়ালের ব্যাখ্যা ।

২ । অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ।২

পদচ্ছেদ । অধিযজ্ঞঃ কথম্ কঃ অত্র দেহে অস্মিন্ মধুসূদন, প্রয়াণকালে চ কথম্ জ্ঞেয়ঃ অসি নিয়ত-আত্মভিঃ

অন্বয় । মধুসূদন, অত্র অধিযজ্ঞঃ কঃ অস্মিন্ দেহে কথম্ চ, নিয়তাত্মভিঃ প্রয়াণকালে কথম্ জ্ঞেয়ঃ অসি ।

কঠিন শব্দ । অত্র = এখানে (এই দেহে) । কঃ = কে । কথম্ = কিভাবে আছেন । নিয়তাত্মভিঃ = সংযতচিত্ত । কথম্ = কি উপায়ে । জ্ঞেয়ঃ অসি = জ্ঞাতে হও ।

অনুবাদ । মধুসূদন এখানে এ দেহে) অধিযজ্ঞ কে ও কিরূপে এই শরীরে আছেন ? মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তুমি কিরূপে জ্ঞাত হও ।

Radhakrishnan. What is present in the seif (অধ্যাত্মম্) ? Which is present in the gods (অধিদৈবম্) ? What is present in the Sacriflce (অধিযজ্ঞ) ? what is present in all beings (অধিভূতম্) The answer to these questions is that the Supreme Spirit pervades all croated beings, all

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sacrifices, all deities and all work (মমৈব রূপান্তরাণি, অভিনব গুপ্ত)।

রামদয়াল। অধিযজ্ঞ কে ? এই দেহে যে যজ্ঞ আছে তাহাতে অধিযজ্ঞ কে ? কে ইহার অধিষ্ঠাতা, কে প্রয়োগ কর্ত্তা, কে ফলদাতা ?. অথবা, যজ্ঞ বলিতে কোন্ দেবতাকে বলিতেছ অধিযজ্ঞ ? আর অধিযজ্ঞকে কি রূপে চিন্তা করিতে হইবে ? তিনি অভেদ রূপে চিন্তনীয়, না অত্যন্তাভেদরূপে চিন্তনীয় অধিযজ্ঞ কি দেহের ভিতরে থাকেন না বাহিরে থাকেন ? যদি ভিতরে থাকেন, তবে কি তিনি বুদ্ধি ইত্যাদিরূপে বিরাজিত, না তিনি তদতিরিক্ত কোন পদার্থ।

কৃষ্ণানন্দ। রামদয়ালের মত।

মধুসূদন। যজ্ঞান্তবর্ত্তী কোন দেবতাকে, অথবা পরব্রহ্মকে অধিযজ্ঞ বলিব ?

শঙ্কর ও শ্রীধর। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের শুধু অনুবাদ দিয়াছেন।

রামানুজ। জরামরণ হইতে মুক্ত থাকিতে ভগবানের আশ্রয় যাঁহারা লইয়াছেন, এইরূপ যত্নশীল ভক্তদিগের জানিবার যোগ্য, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি, ও ঐশ্বর্য্যকারী ভক্তদিগের জানিবার যোগ্য অধিভূত ও অধিদৈব কি, ও এই তিনের জানিবার যোগ্য অধিযজ্ঞকে.... আমায় বলা উচিত।

(৩) ক্রমানুসারে ভগবান উত্তর দিতেছেন—

২। শ্রীভগবানুবাচ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্ম মুচ্যতে
ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ ।৩।

পদচ্ছেদ । অক্ষরম্ ব্রহ্ম পরমম্ স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে, ভূত-ভাব-উদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম-সংজ্ঞিতঃ ।

অন্বয় । পরমম্ অক্ষরম্ ব্রহ্ম স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে, ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ । (পাঠান্তর, অক্ষরং পরং ব্রহ্ম) ।

কঠিন শব্দ । (পারিভাষিক শব্দগুলির কিছু আলোচনা এখানে করা হইল ; পরে, উদ্ধৃত টীকাগুলিতে আরও আলোচনা পাওয়া যাইবে) ব্রহ্ম = নির্ব্বিশেষ, যিনি, নিরাকার, একরস, সমত্বপূর্ণ সর্ব্বব্যাপক মূল, স্থির, ক্রিয়াশূন্য (লীলাময় ভাব রহিত) সৎ, চিৎ ও আনন্দই যিনি, ভাষা তাঁহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, করিতে গেলেই সেই অসীম নির্ব্বিশেষকে সসীম করিয়া ফেলিবে। বুদ্ধদেব, তাই এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না ; বাস্ক মুনিও তাই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও চুপ করিয়াছিলেন। Supreme Personality (ভক্তিপ্রদীপ)। সমষ্টিরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ (রামানুজ, বলদেব) (ব্রহ্মশব্দ গীতায় যে যে স্থানে আসিয়াছে, তাহার তালিকা প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে) । (ব্রহ্ম = পরমং যদক্ষরং জগতাম্ মুলকারণম্) এ শ্লোকের 'ব্রহ্ম', ৩।১৫ শ্লোকের কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধির ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং "পরম" বিশেষণযুক্ত । অক্ষর = অবিনশ্বর, যাহা ক্ষয়িত হয় না। কিন্তু নারায়ণ, মহাদেব তাঁহারাও অবিনশ্বর, অতএব

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের জন্য শুধু অবিনশ্বর বলিলে চলিবে, না নির্বিবশেষও বলিতে হইবে, কারণ নারায়ণাদি নির্বিবশেষ নহেন, নানা বিশেষত্ব বিশিষ্ট। অক্ষরশব্দের 'নির্বিবশেষ' অর্থ এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে ব্রহ্মের সামান্য বিবৃতিও মুখ দিয়া ক্ষরিত বা বাহির করান অসম্ভব, যাহা কোন-কিছু বিশেষত্ব থাকিলে, সম্ভব হইত। তিনি অবাঙ্ মনসোগোচরম্। (বৃঃ উঃ ৬।৮।৮-১১) তাই পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই"। পরম = নিরতিশয় (শঙ্কর) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ওঁকারও অক্ষর, জীবাত্মাকেও অক্ষর বলা হয়, (যদিচ ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতে মৃত্যুকালে তাহাদের আত্মার উৎক্রামণ হয় না; কিন্তু বিলীন হইয়া যাওয়াও এক প্রকার বিনশ্বরতা)। উপরে উক্ত অক্ষর ব্রহ্ম যে, অক্ষর ওঁকার বা সকল প্রকার অক্ষর হইতে ভিন্ন, তাহা জানাইবার জন্য 'পরম' বিশেষণ আনা হইয়াছে। এ অধ্যায়ে ওঁকারের কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, ইহা করা হইয়াছে। ৩।১৫ শ্লোকের ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্ যেখানে ব্রহ্ম অর্থে সগুণব্রহ্ম, বেদ ইত্যাদি, এবং অক্ষর অর্থে অক্ষর ব্রহ্ম সেখানে ঐ অক্ষর শব্দের সহিত পরম শব্দ যোগ করা হয় নাই, দরকার ছিল না বলিয়া। ব্রহ্মশব্দ বিভিন্ন বিশেষণযুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক হয়।

নির্বিবশেষ ব্রহ্ম ব্যাপক সূর্য্য রশ্মির মত, এবং সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণ যেন ঘন প্রকাশ কেন্দ্রীয় সূর্য্যের মত, যাঁহা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও যাঁহাকে ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে রশ্মি ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাই বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪।২৭)।

টীকাকারেরা ব্রহ্মের ব্যাখ্যায় শ্রুতির এই উক্তি আনিয়াছেন", ইঁহারই প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র গগনে বিধৃত রহিয়াছে" বা এই উক্তি "এই ব্রহ্ম বা অক্ষরে, আকাশ ওতঃ প্রোতঃ, ভাবে অবস্থিত"। ইহা অনেকটা সগুণ ব্রহ্মের কথা নহে কি? নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের (যথা রূপ গোস্বামীর) মতে ব্রহ্ম ভগবানের বিভূতি।

রামানুজ, বলদেব ঃ অক্ষর শব্দে সমষ্টিরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং পরম্ শব্দে প্রকৃতি বিনির্ম্মুক্ত আত্মস্বরূপ। **মধ্বাচার্য্য ঃ—** ব্রহ্মই নারায়ণ, তিনি সকল দেবতার ঈশ্বরের ঈশ্বর। **রাম-দয়াল,** বৃঃ উঃ ৩।৮।৮।১২ উদ্ধৃত করিয়াছেন। **গীতানন্দ—** ঈশ্বর, ব্রহ্ম অধ্যাত্ম, প্রকৃতি, স্বভাব, এ সমস্ত পর্য্যায় শব্দ; ভগবানের ভিন্ন বিভাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম। **বলদেবঃ—** দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র জীবাত্মা চৈতন্যই এই ব্রহ্ম শব্দের লক্ষিত।

এইবার "অধ্যাত্ম" শব্দ লওয়া যাউক। অধি অর্থে সম্পর্কিত এবং অধি অর্থে অধিষ্ঠাতা। অধ্যাত্মের এইভাবে আমরা অর্থ করিলাম যে ইহা তাহা, যাহা বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ জীবাত্মা। (Jiva, devoid of all worldly dross, ভক্তিপ্রদীপ)। স্বভাব শব্দেরও এই জীবাত্মা অর্থ আসে, অর্থাৎ আমার অংশ স্বরূপ স্ব অর্থাৎ আমার নিজ ভাব ধারণকারী, আত্মা, মমৈবাংশ জীবলোকে (১৫।৭)। অধি অর্থে সম্পর্কিত ধরিলে অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবে যাহা আত্মার অর্থাৎ যাহা বুদ্ধি, দেহ ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্কিত অর্থাৎ জীবাত্মা ; (আত্মা শব্দের বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়—সব অর্থই হয়)। ব্রহ্মের স্বভাব, অর্থাৎ স্ব-সম্বন্ধ বিশেষভাব এরূপ অর্থ নহে, কিন্তু সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ" (মধুসূদন) । আত্মা ব্রহ্মেরই মত, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে (macrocosmএ) ব্রহ্ম যেমন, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জীবদেহে (microcosmএ) জীবাত্মাও সেইরূপ। ইনিও ব্রহ্মের মত স্বভাবে নির্গুণ, স্থির ক্রিয়াহীন ; কিন্তু যখন বুদ্ধি মন ও দেহের সহিত তদাত্মক ভাবে জীব হইয়া যান, তখন নিজের স্বরূপ বা স্বভাব ভুলিয়া যান, এই জীবাত্মা স্বভাব নাম তখনই পান যখন ইনি শুদ্ধ স্ব-স্বরূপে থাকেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধে ইহাঁকে স্ব-স্বরূপে বা স্ব-ভাবে দেখা যায় (তদা দ্রষ্টু স্বরূপে হ্যবস্থান, যোগদর্শন) । বহু বিভাবের ভিতর, "জীবাত্মা" ভগবানের বিশেষ নিজস্ব একটি ভাব। সংক্ষেপে, পরব্রহ্মের প্রতি দেহে যে আত্মভাবে (স্ব-ভাবে, নিজভাবে, ব্রহ্মস্বরূপে) অবস্থান, তাহাই অধ্যাত্মভাব। তাই জ্ঞানমার্গীরা বলেন, জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ। প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের, এই ভাব পুরুষের উপদ্রষ্টা ভাব ; এই উপদ্রষ্টা, তদাত্মকে ক্রমে অনুমন্তা ভর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব প্রাপ্ত হয়।

রামানুজ : অধ্যাত্মকে স্ব-ভাব বলা হয়। প্রকৃতির নাম স্বভাব উহা আত্মসম্বন্ধ যুক্ত অনাত্মভাব। সূক্ষ্ম ভূত ও তাহার বাসনারূপা প্রকৃতি। (রামানুজের টীকা চতুর্থ শ্লোকের টীকায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লওয়া হইয়াছে; সেখানে শঙ্কর, শ্রীধর, মধুসূদন, অরবিন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ ইত্যাদির ও টীকা দেওয়া হইয়াছে।

বলদেব। স্বভাবশব্দে জীবভাব ও জীবের বাসনারাজি। স্বভাবই আত্মতত্ত্ব। দেহে যিনি প্রকৃতি সংসর্গবশতঃ ভোক্তৃরূপে প্রকাশিত হন, তাঁহারই আসল আত্মস্বরূপ।

মধ্ব। জীবই অধ্যাত্ম। **সন্তদাস।** ব্রহ্মের যে স্ব স্ব ইত্যাকার বিভিন্নভাবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ তাহারই নাম অধ্যাত্ম।

গিরীন্দ্রশেখর। শরীরের ইন্দ্রিয়াদি অধিকৃত করিয়া যাহা আছেন অর্থাৎ মানুষের স্বভাব, পরমেশ্বরের আত্মভাব নহে।

মতিলাল। ব্রহ্মের স্বতঃ সিদ্ধ ভাব।

রামদয়াল। আত্মা স্ব স্বরূপে থাকিয়াও দেহ অধিকার করিয়া ভোক্তৃভাবে থাকেন।

ব্যোমব্রহ্ম। কর্ম্ম = আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ স্বরূপ আসক্তি ত্যাগ। অধ্যাত্ম = প্রকৃতি।

এইবার ভূতভাবাদি কথা লওয়া হউক। ভূতভাবোদ্ভবকর = ভূতভাব উদ্ভবকারী; resulting in the production and growth of all beings sentieut aad insentient, (ভক্তি প্রদীপ)। "ভূতগণের অর্থাৎ ভবনধর্ম্ম (উৎপত্তিশীল) স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীগণের অর্থাৎ উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সাধন যাহা করে" (মধুসূদন)। বিসর্গ = "শাস্ত্রবিহিত যাগ দান ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোমাত্মক যে ত্যাগ (মধুসূদন); the principle of gift and saerifice (ভক্তিপ্রদীপ)। সংজ্ঞিত = কর্ম্মনামে কথিত। আমিই কর্ত্তা, আমিই কর্ম্ম, আমিই অখিল কর্ম্ম। 'ভূত সমূহের তত্ত্ব বা গঠন আমার সঙ্কল্প হইতে নিঃসৃত হয়; It is from Being to Becoming এই বিসর্গ অর্থাৎ নিঃসারণই মূল কর্ম্ম। ইহাই সাংখ্যে, অব্যক্তাদ্ ব্যক্ত সর্ব্বাণি। ইহাই পরে কথিত হইয়াছে "মম যোনি মহদ্ ব্রহ্ম, তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহং" ১৪।৩ শ্লোকে। ইহাই আসল যজ্ঞ, আসল বিসর্গ, জীব জগতের আগমন যাহা ঘটাইয়াছে। মহাপ্রলয়ে বিশ্বের সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ কর্ম্ম-সংস্কারের সঙ্গে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। তাহার পর, সৃষ্টির আদিতে, ভগবান যখন সঙ্কল্প করেন "আমি বহু হইব", তখন আবার তাহাদের উৎপত্তি হয়। ভগবানের এই আদি সঙ্কল্পে অচেতন প্রকৃতি রূপ যোনিতে চেতন-রূপ জীবস্থাপিত (১৪।৩); ইহাই জড় চেতনের সংযোগ। জীব-জগৎ-জননকারী ভগবানের নিজেকে বীর্য্যরূপে উৎসর্গ করাই বিসর্গ। কর্ম্ম সমূহের মূল ও প্রথম কর্ম্ম। পুরুষ সূক্তে বিবৃত হইয়াছে, ভগবান নিজেকে যজ্ঞে উৎসর্গ করিলেন; যজ্ঞরূপী, জীবজগৎ উদ্ভবকারী সেই আদিম কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ভগবান নিজেকে যজ্ঞে যেন উৎসর্গ করিতে করিতে, অনন্ত কর্ম্মের অখণ্ড ধারা রূপে বহাইয়া চলিয়াছেন। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মের সঙ্কল্প নিঃসৃত কর্ম্ম ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবের ইচ্ছা প্রসূত কর্ম্ম, একই ধরণের। উৎসর্গমূলক পার্থিব যজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমূহ সেই উৎসর্গমূলক প্রথম যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধিত। আর, ভগবানের শক্তিও যেমন তিনি, সেই শক্তি বা সঙ্কল্প প্রসূত কর্ম্মও তেমনি তিনি। অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি (৩।১৪, ১৫) শ্লোক দুটিতে এই ভাবই আমরা পাই। যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা তিনিই (ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং) আবার যজ্ঞও তিনি (যজ্ঞই বিষ্ণু; অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ)।

ভূতভাবোদ্ভূকরো বিসর্গঃ, এই কথাগুলিতে উপরের ভাব গুলি, ও আরও কয়েকটি ভাবও পাওয়া যায়ঃ—(১) জীবজগৎ সৃষ্টি করিতে সেই সৃষ্টি করা রূপ যজ্ঞে, বিরাটের নিজেকে উৎসর্গ করা রূপ কর্ম্মই কর্ম্ম নাম পাইবার যোগ্য, কারণ তাহা আদর্শ কর্ম্ম ছিল। (২) উহারই মত বলিয়া, আমাদের যজ্ঞ, উহা আনুষ্ঠানিক বা রূপকই হউক, (যথা সহযোগিতা), এবং তাহাতে হবিঃ প্রক্ষেপ, আনুষ্ঠানিক বা রূপকই হউক (যথা স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন) উহাই প্রকৃত কর্ম্ম, কারণ উহা কর্ম্মীকে প্রাণবন্ত ও সত্তা সম্পন্ন, এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হয় (৩।১৪,১৫)। দান, তপস্যা, মানুষের উপকার করা—সবই যজ্ঞ, সবই চিত্ত শুদ্ধি কর। (২) জীব ভাব উৎপন্ন করে এ প্রকার প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম, অর্থাৎ সাধারণ পশুদের কাজ, খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি, অর্থাৎ ভূতভাব-উদ্ভবকর যাহা, তাহার ত্যাগ, ব্রহ্মভাবে উঠিবার জন্য—সেই ত্যাগই কর্ম্ম, অন্য সব-কিছু কোন মূল্যের কর্ম্ম নহে। (৪) জগতের জগতত্ত্ব অর্থাৎ ভূতত্ব প্রকাশে বাহির হইয়া আসিতেছে যাহাতে, অর্থাৎ ভগবৎ শক্তি, সেই শক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদ্বিধ প্রকাশই কর্ম্ম। এই অখিল কর্ম্ম ভগবৎ শক্তি, অর্থাৎ ভগবানেরই প্রকাশ (৫) ভূতভাব, অর্থাৎ জন্ম লওয়ার সার্থকতা উৎপাদনকারী যে সকল ত্যাগমূলক কর্ম্ম, যথা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি তাহাই কর্ম্ম। (৬) প্রাণপূর্ণতা-ভাব উৎপাদন কারী যে সকল কর্ম্ম, ইত্যাদি। এই প্রাণ-পুর্ণতা ভাব আসে দেহে পঞ্চ ভূতের সাম্যে ও চিত্তস্থৈর্য্যে, ষষ্ঠ অধ্যায়)।

"ভূত ভাবোদ্ভব উদ্ভবকর বিসর্গঃ" এই বাক্যটি প্রহেলিকা পূর্ণ। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যে যে ভাব সঙ্গতি পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহাই নিবেদিত হইল; সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

অনুবাদ ঃ উপরে পারিভাষিক শব্দ গুলি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ও পরে উদ্ধৃত টীকাগুলিতে ইহাদের আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। সেই জন্য অনুবাদে আর তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইল না, শব্দগুলি যেমন আছে সেইরূপই রাখা হইল)। শ্রী ভগবান বলিলেন, পরম অক্ষর যাহা, তাহাই ব্রহ্ম। স্বভাব অর্থাৎ আমার ভাব যাহাতে আছে, সেই জীবাত্মাই অধ্যাত্ম। ভূতসমূহের ভূতত্ব (সৃষ্টি) উৎপাদন কর্ম্মই কর্ম্ম। (ভগবান নিজেকে বলি দিয়া ইহা করিতেছেন, ঐ উৎসর্গের ভাব হইাতই ইহা দাড়ায় যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানিকই হউক বা রূপকই হউক, সব যজ্ঞ উচ্চ প্রকারের কর্ম্ম); অথবা জীবভাব, অর্থাৎ পশুভাব উৎপাদন কারী প্রবৃত্তির ত্যাগই কর্ম্ম; অথবা ভূতভাব অর্থাৎ জন্মলওয়ার সার্থকতা উৎপাদনকারী অথবা প্রাণ পুর্ণতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপাদনকারী ত্যাগমূলক কর্ম্ম সমূহই কর্ম্ম। (এগুলি সব উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

(আমরা, পারস্পরিক সংযোগ বিরহিত খাপছাড়া খাপছাড়া ভাবে মাত্র নামগুলির অর্থ দেওয়াতে নিজেদের না রাখিয়া, যাহাকে intigrated whole বলে, অর্থাৎ সর্ব্বসমন্বয়াত্মক একটি ব্যাখ্যা আমাদের গোটাবুদ্ধিতে করিয়াছি, উহা পরে চতুর্থ শ্লোকের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে, সুধীজনেরা আমাদের এ উদ্যম নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন।

শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদন ঃ ইত্যাদি অনেক গুলি টীকাকারের ব্যাখ্যা পরে চতুর্থ শ্লোকের আলোচনার পরে দেওয়া হইয়াছে।

অরবিন্দ ঃ (জগদীশচন্দ্রের গীতা হইতে)। আমার পরম অক্ষর অব্যয় ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রত্যেক বস্তুরই যাহা মূল বা আত্মস্বরূপ, তাহাকেই স্বভাব বা অধ্যাত্ম বলে; সুতরাং সেই নির্গুণ পরব্রহ্মকেই যখন সগুণ বিভাবে সৃষ্টি প্রপঞ্চের মূল কারণ বা বীজ স্বরূপ নানা বিভূতি সম্পন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, তখনই উহাকে অধ্যাত্ম বলা হয় (১১।১)। এই অধ্যাত্ম তত্ত্বই স্বভাব, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মেরই একটি বিভাব। ব্রহ্মের এই স্বভাব বা সগুণ বিভাব হইতেই বিসর্গ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার; বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্ম্মের উৎপত্তি, সুতরাং উহাই কর্ম্ম তত্ত্ব। এই কর্ম্মের যে ফল, অর্থাৎ নশ্বর জগৎ প্রপঞ্চ উহাই ক্ষরভাব বা অধিভূত। স্বভাব হইতেই ক্ষরভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তি। এবং এই ভূত সমূহে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে যাহা অবস্থিত, তাহাই অধিদৈবত। সৃষ্টি ব্যাপারই আদি কর্ম্ম এবং সেই সৃষ্টি রক্ষার্থ জীবের যে নিষ্কাম কর্ম্ম তাহাই যজ্ঞ, এবং সেই সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা, সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা, আমিই অধিযজ্ঞ, অন্তর্য্যামীরূপে আমি সর্ব্বদেহে বাস করি।

মধ্ব। ঈশ্বরের কর্ম্ম সৃষ্টির জন্য ইত্যাদি।

গিরীন্দ্র শেখর। সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরের অহঙ্কার কর্ত্তৃপদবাচ্য, ও সমস্ত সৃষ্টি কর্ম্ম। ভূতভাব বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের উদ্ভব বা ক্রম-বিকাশরূপ বিসর্গ বা সৃষ্টিই কর্ম্ম।

সন্তদাস। প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও বৃত্তিকর যে যজ্ঞাদিরূপ ত্যাগ, তাহাই কর্ম্ম।

Radhakrishnan. Karma is the name given to the creative force that brings beings into existence. It is the whole cosmic evolutien, the principle of movement,

তিলক। সেই মূল ব্যাপার যাহার পরিণামে এই ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, অনন্ত জীবময় জগতের উদ্ভব হয়, তাহার নাম কর্ম্ম।

মহানামব্রত। ব্রহ্ম=আমার পরম নিগূঢ় নির্গুণ স্বরূপ। অধ্যাত্মই আমার সগুণ সবিশেষ স্বরূপ। বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ সূর্য্যাদি কর্ম্মই কর্ম্ম পদ বাচ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. Tha Brahman is tbe Supreme the undestructiqle. Its manifestation (as an individuai self) ia called the অধ্যাত্ম। The offering of an oblation (to any divinity) which is the canse of the production and development of, all things, is named actioo, The Adhibhuta is all perishable things. The Adhidaivata is the (primal) being. And the Adhiyagna is I myself in thus body. Adhidaiva is being supposed to dwell in ths Sun.

Modi অধ্যাত্ম ও স্বভাব = The Jiva, the personal consciousness. বিসর্গ (বৃ উ III, II) is said to be the cause of the birth (উদ্ভব) of the Lord's Form of existence (ভাব), as being.

৪। অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ।৪।

পদচ্ছেদ। অধিভূতম্ ক্ষরঃ ভাবঃ পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্ অধিযজ্ঞঃ অহম্ এব অত্র দেহে দেহভৃতাম্ বর।

অন্বয়। ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্ চ, পুরুষঃ অধিদৈবম্, দেহভৃতাম্ বর অত্র দেহে অহম্ এব অধিযজ্ঞঃ।

কঠিন শব্দ। ক্ষরভাব = যাহা পরিবর্ত্তনশীল ও তাই বিনশ্বর ; জড়, অচিৎ, (জীব শরীরও ইহার ভিতর পড়ে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা আমার অধিভূত ভাব। changeable and perishable ভাব। (ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র, পঞ্চদেশের ক্ষর পুরুষ)। পুরুষ, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ইত্যাদির শঙ্কর রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদনাদির ব্যাখ্যা, পরে নিম্নে আমরা বিশদভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের মোটাবুদ্ধির ব্যাখ্যা এখানে দিলাম। পঞ্চদশ অধ্যায়ের (বিশেষ ১৬, ১৭, ১৮ শ্লোকের) আলোচনার সহিত ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের (১৩।২২), উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা এই কথাগুলির সহিত সঙ্গতি রাখা হইয়াছে; ব্রহ্ম ও অধ্যাত্ম,=পরমাত্মা ও উপদ্রষ্টা অনুমন্তারূপী প্রত্যগাত্মা, (ইহা পূর্ব্ব শ্লোকের। আলোচনায় বলা হইয়াছে)। মাণ্ডুক্য উপনিষদও দ্রষ্টব্য। "অনুবাদ" অনুচ্ছেদের পর, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে এরূপ একটি integrated whole ভাবের, অর্থাৎ একতত্ত্বে একীভূতভাবের একটি ব্যাখ্যা দিয়াছি।

অধিদৈব ঃ পুরুষ। আমি পৌরুষাত্মক শক্তি, শক্তি ব্যঞ্জক হিরণ্যগর্ভাদি দেবতারূপে জগতে প্রকাশিত আছি। আমিই দেবতা ও দেবতাদিগের অধিপতি ব্রহ্মা, বা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ। আমি বায়ু, আমি অগ্নি, আমি মাতরিশ্বা, আমি বরুণ, আমি রুদ্র আমি সূর্য্য (৭।৮৬১৫) ২২,২০ ইত্যাদি)। (দেহরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে, আমি সূর্য্যরূপী বুদ্ধি, চন্দ্ররূপী মন, ইন্দ্রাদি দেবতারূপী ইন্দ্রিয়মূহের অধিস্বামী। প্রকৃতি -পুরুষ তত্ত্বে, পুরুষের এই ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব "মহেশ্বর" বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথিত হইয়াছে (১৩।২২) (১৫।১৭)। সমষ্টি ভাবে যাহাকে প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি বিরাট বা মহেশ্বর বলা হইল, ব্যষ্টিভাবে তাঁহাকেই নানা ইন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রদ অধিপতি বা 'ভর্ত্ত" (১২।২২) বলা হইল। হিরণ্যগর্ভকে পুরুষ বলা হয়, তিনি পৌরুষাত্মক বলিয়া, তিনি জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে, কর-চরণমস্তক উৎপন্ন প্রথম পুরুষ ছিলেন বলিয়া, তাঁহারই বিভাব দেহপুরে ইন্দ্রিয়গণের অধিস্বামীভাবে বাস করে বলিয়া, এবং তিনি সমস্ত পাপকে পুর্ব্বে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ভাবে উৎপন্ন হইবার পুর্ব্বে, বা হিরণ্যগর্ভপদ প্রার্থীদের ভিতর সকলকার পুর্ব্বে ওষিত অর্থাৎ দগ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া (তবেই হিরণ্যগর্ভ পদ লাভ করেন) ইনি দেবতাদিগের অধিপতি, পুরাণের ব্রহ্মা। এই দেবতা ভাব অর্থাৎ অধিদৈবত আমিই।

বৈষ্ণবাকার্য্যগণের মতে মহাবিষ্ণুর প্রতি লোমকূপে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড আমাদের এই Solar system. দৈবত, অর্থাৎ দিব্য বা glowing এই সব Systems. যিনি এই সব Systems গুলিকে চালাইয়া চলিয়াছেন, যথা, পৃথিবী বিরাম বিশ্রামহীন ভাবে সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে, অধিদেবতা নাম সেই চালকেরই হয়। আমাদের সূর্য্যের ভিতর যে অধিদৈবত ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে সেই জন্যই ধ্যান করা হয় "ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ"....

অগ্নিযজ্ঞ। প্রকৃতিতে অশেষবিধ যজ্ঞ চলিতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে দেহের ভিতরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা যজ্ঞ চলিয়াছে। এই যজ্ঞ বা metabolic activity যাহাতে চলিতে থাকে, সেই জন্য জঠরাগ্নি বৈশ্বানররূপী আমাতে (১৫।১৫) খাদ্যরূপ হবিঃ প্রক্ষেপ করা হইতেছে। তাহাতে জীবের উষ্ণতা, ক্রিয়াশক্তি, প্রাণ শক্তি, রস, রক্ত, ধাতু, মজ্জা অস্থি, মাংস, চর্ম্মাদির সৃষ্টি এবং ঠিক কার্য্য করিতে ঠিক স্থানে চালিত হইতেছে। ইহাতে জীবদেহ সংবদ্ধ ভাবে রহিয়াছে, তাহার পুষ্টি সাধিত হইতেছে ও তাহা কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে। যজ্ঞ চালাইতেছে প্রকৃতি আমারই অধ্যক্ষতায়। আমিই এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, তাই অধিযজ্ঞ। আবার ভোক্তাও আমি; দেহে, প্রকৃতির সু কু সকল রকম কার্য্যের, তদাত্মকত্ব হেতু, জীবাত্মা ভাবে আমিই "ভোক্তা" হই (১৩।২৬-২২)। কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞও আমি; যজ্ঞই বিষ্ণু, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ, অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা (৯।১৫,২৪) আমি ভক্ত সম্পাদিত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা (ভোক্তারং যজ্ঞ তপস্যাং, ৫।২৯) ও ফলদাতা। যজ্ঞের দ্বারাই জগৎ চক্র চলিতেছে—বৃষ্টি হইতে শস্য হইতেছে ইত্যাদি (৩।১৪,১৫)। নিয়ন্তা আমি, এবং এই ভাবে ভর্ত্তাও আমি।

এই শ্লোক গুলিতে যাহা যাহা আমরা শুনিলাম, তাহা মাণ্ডুক্য উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব মনে করাইয়া দেয়ঃ—সেখানকার তুরীয় ব্রহ্ম, এখানকার অক্ষর ব্রহ্ম; অধ্যাত্ম= ঈশ্বর বা প্রাজ্ঞ, অধিদৈব=হিরণ্যগর্ভ; অধিযজ্ঞ=তৈজস; অধিভূত=বিশ্ব বা বৈশ্বানর। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার সার কথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একের পর এক, রূপক-অগ্নিতে যজ্ঞ হইতেছে, যাহার শেষে, জীবাত্মা নামিয়া আসিতে আসিতে, জীবভূতা হয়। (রেতঃ, স্ত্রী-অগ্নিতে হবিঃ ভাবে পড়িলে জীব সৃষ্ট হয়)।

অনুবাদ : (উপরে পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং উদ্ধৃত টীকাগুলিতে আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে বলিয়া, অনুবাদে আর তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইল না; শব্দগুলি যেমন আছে তেমনি রাখা হইল)। হে দেহধারীগণের ভিতর শ্রেষ্ঠ (অর্জ্জুন), ক্ষর পদার্থই অধিভূত (অর্থাৎ আমার অধিভূত ভাব), পুরুষই অধিদৈব, (অর্থাৎ আমার অধিদৈব ভাব), এবং আমিই এই দেহে অধিযজ্ঞ।
(এখানে 'আমি' কথা স্পষ্টাক্ষরে আনিলেন। শ্রীকৃষ্ণই সব)

ভগবান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান বিষয়ক, যাহা প্রধানতঃ তাঁহার অব্যক্ত বিভাবের এক চিত্র, আমরা সপ্তম অধ্যায়ে পাইয়াছি। এইবার আর এক রকমের চিত্র যাহাতে অব্যয় অব্যক্ত ভাবও আছে এবং ব্যক্ত ভাবও আছে (যথা প্রণবে যাহাতে অব্যক্ত ভাব বিশেষ ভাবেই রহিয়াছে) তাহা এই অধ্যায়ে পাই। নবম অধ্যায়ে, এইরূপ অব্যক্ত এবং ব্যক্ত ভাবের কথা পাইব; দশমে ব্যক্ত ভাব, এবং একাদশে সার্ব্বভৌমিক মূর্ত্তিতে তাঁহার বর্ণনা পাইব। এ অধ্যায়ে আমাদের জানান হইতেছে, তিনিই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, আবার তিনিই পরাপ্রকৃতি যাহা নিজের আর এক ভাব, স্বভাব, অধ্যাত্ম "মমৈবাংশ"। আবার তিনিই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন পরায়ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষরভাবে, অধিভূত ভাবে বর্ত্তমান ; আবার তিনিই যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, যে যজ্ঞ তিনি আরম্ভ করিয়া, করিয়াই চলিয়াছেন (মম যোনি মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহং), যে যজ্ঞে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্থিতি হইতে লীলায় নামিয়া আসিতেছেন ; নিজেকে উৎসর্গ করিয়া নিজেই জীবজগৎ ভাবে ব্যক্ত হইতেছেন (এই উৎসর্গই কর্ম্ম, যাহা আদর্শ ভাবে, মানুষের কাছে রাখা হইয়াছে, এবং যাহা হইতে মানুষ যজ্ঞের জ্ঞান পাইয়াছে)। আবার শুধু এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যজ্ঞ নহে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে, আমাদের দেহে যে যজ্ঞ অনবরতঃ হইতেছে, যাহাতে দেহও প্রাণ ক্রিয়া পুষ্ট ও সৃষ্ট হইতেছে, সেই যজ্ঞ ভাবে ; আর যজ্ঞ রূপে তিনিই ইহা করিতেছেন, আবার বাহিরে তিনি Solar logos, cosmic logos, অধিদৈব, হিরণ্যগর্ভ হইতে বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল দেবতাই তিনি।

বাহিরে ভিতরে সর্ববত্রই তিনি নানা বিভাবে বর্ত্তমান সেই স্থিতি সমূহের, দার্শনিকেরা নানা নাম দিয়াছেন, যাহার কিছু এখানে আনা হইয়াছে। কোন্ মানুষ না চাহিবে এই মহিমা-ময়েতে নিজেকে বিলীন না করিতে ? ইহা সংঘটিত করাইবার এক বিশেষ উপায়, মরণ কালে, তাঁহাকে স্মরণ করা, এবং তাহা তখনই হইতে পারে জীবন ভোর তাঁহার চিন্তায় থাকায়, "মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ভাবে থাকায়।

Gandhi-Desai. The slokas describe the whole process in which the absolute becomes

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

conditioaal and from the conditioned State becomes the Absolute again. (1) We have first the Impersonal and Uemanifest, Unconditioual Absolute ; (2) it chose to reveal one of its aspects – that aspect was primordial nnmanifest prakriti', here called অধ্যাত্ম, (3) prakriti, next, because active – this distnrbance in the equilibrium of its gunas, was karma-work, action ; (4) the next step in the process were that countless manifestations of matter with name and form—that is অধিভূত ; (5) then the Absolute informed these with its Ego, i.e. beeame conditioned, that is অধিদৈব ; (6) but the conditioned had the potentiality to recover its pristine urconditioned state by means of giving of itself a pnre Sacrifice. The culmination of this seif-sacrifice comes with the dissolution of the body and the merging or identification of the conditioned on the un-conditioned. In short, it is the cyele of sacrifice. The Supreme Being Sacrifices. Himself in the first instance and ultimately the individual Sacriflces himself to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

be merged in the origiual Essence (III. 15 Gita) অধ্যাত্ম=manifestation of ব্রহ্ম। কর্ম্ম the creative process wherby all beings are treated.

মহানামব্রত। অক্ষর=অপরিণামী : অধ্যাত্ম= ব্রহ্মের স্বভাব বা শক্তি বিশেষ। কর্ম্ম=জীবের কল্যাণ কামনায় ত্যাগ। অধিভূত=ক্ষয়শীল। অধিদৈবত=প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অধিযজ্ঞ=প্রত্যেক দেহে ভোক্তা রূপে যিনি স্থিত।

শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদন, তিলক, অরবিন্দ—ইঁহাদের বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত টীকা পরে দেওয়া হইল।

ব্যোমব্রহ্ম। ক্ষর=ক্ষিত্যাদি ভূতগণকে অধিকার করিয়া যাহা হয়, স্থূল মূর্ত্তি; নশ্বর বস্তু। পুরুষ=অক্ষর পুরুষ= পরাপ্রকৃতি=আত্মা। অধিদৈবত=দেবান্ দিবি স্থিতাম্ মনোবুদ্ধ্যাদীন্ অধিকৃত বর্ত্ততে যৎ=আত্মা। অধিযজ্ঞ=জড় ও চৈতন্যের মিলন স্বরূপ।

কৃষ্ণানন্দ। অধিদৈবত=যিনি সমষ্টি লিঙ্গ স্বরূপ, এবং সূর্য্যাদি দেশে ব্যষ্টি ভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশ শক্তি বিধান করেন, সেই হিরণ্যগর্ভই পুরুষ অধিদৈবত। বিষ্ণুর স্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষই আমি; সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ফলপ্রদাতা ও সর্ব্বযজ্ঞের অভিমানীরূপ বিষ্ণু, আমিই সেই অধিযজ্ঞ। ইনি দেহ মধ্যে থাকিয়াও বুদ্ধি আদি হইতে স্বতন্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। পুরুষের অবস্থান হেতু কর্ম্মফল অন্তরস্থ ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ স্বরূপ হইয়া থাকে। এই যে গুপ্ত দেবতা যজ্ঞ গ্রহণ করেন, তিনিই অধিযজ্ঞ। সৃষ্টি ব্যাপারই আদি কর্ম্ম এবং সেই সৃষ্টি রক্ষার্থ জীবের যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই যজ্ঞ। (পৃঃ ৬০ নবম অধ্যায় হইতে) এই পুরুষ নিজেকে বিশ্বের মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ করেন? প্রথমতঃ অক্ষর কালাতীত আত্মারূপে, তাহা সর্ব্বব্যাপী সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার শাশ্বতায় তাহা শুধুই সত্তা, তাহা ভূতগ্রাম নহে। তারপর সেই সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে এক মূল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম-ধারা—স্বভাব। তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা, সেই সত্তা সঙ্কল্প করে, বিকাশ করে।....এইভাবে আত্মায় যাহা সঙ্কল্পিত হয়, সেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ সেই সবকে বিশ্বকর্ম্মরূপে বিসৃষ্ট করে সকল সৃষ্টির এই ক্রিয়া, মূল প্রকৃতির লীলা, কর্ম্ম।...ইহা পরিণত হইতেছে অপর প্রকৃতির মধ্যে.... বুদ্ধি মন ইত্যাদির মধ্যে। ইহা অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সেখানে তাহার সকল ক্রিয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে পরমাত্মা আছেন, তাহার উদ্দেশ্যে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ। অতএব পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের যজ্ঞের অধীশ্বর-রূপে অধিযজ্ঞরূপে বিরাজিত। তাঁহার সান্নিধ্যে তাঁহার শক্তিতেই সেই যজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মসত্তার আনন্দে গৃহীত হয়।

Radhakrishnan. The basis of all created

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

things is the mutable nature. The basis of all Sacrifices, here in the body is Myself The basis of all divine elements is the cosmic spirit.

আশু দাস। ঈশ্বরের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল যে মূর্ত্তিভূত ভাব ধারণ করিয়া আছে, সমস্ত ভূতভভাব তাঁহার যে ক্ষর ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধিভূত। পুরুষও যাহার দ্বারা সমস্ত পুর্ণ বা যিনি দেবরূপপুরে শয়ান, বিরাট জগৎরূপ, দেহে তিনি অধিষ্ঠাতা.... অগ্নি, বায়ু তেজ ইত্যাদিতে থাকিয়া, তাহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী, তাহা অধিদৈবত (বৃঃ উঃ ৩।৭।৩-১২) সমষ্টিভূত তেজ অন্তর্য্যামীরূপে জগতে সকল পদার্থে অনু-প্রবিষ্ট ও আদিত্যাদি দেবগমূহের অধিষ্ঠাতা, যাহাকে পুরুষ বলে, অধিদৈবত তাহা। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ঈশ্বরের তেজের প্রতিরূপ মাত্র। যজ্ঞ শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে দৈবক্রিয়া অনবরতঃ চলিতে থাকে, সেই সব যজ্ঞ ; তাহাদের প্রবর্ত্তক অধিষ্ঠাতা ফলদাতা, অধিযজ্ঞ।

রামদয়াল। বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ অধিভূত, প্রাণি জগৎকে অধিকার করিয়া আছে। পুরুষ অধিদৈবত (হিরণ্য গর্ভই সমস্ত দেবতার উপর, সমস্ত দেবতাকে অধিকার করিয়া বর্তমান। পুরুষ=সমস্ত পূর্ণ করিয়া অবস্থিত, অথবা পুরে শয়ন করিয়া থাকেন। শরীরে যে যজ্ঞ হয়, আমি তাহার অধিষ্ঠাতা। যজ্ঞ, কর্ম্মশক্তির ব্যক্তাবস্থা শক্তি ভগবানে থাকে। সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম=যজ্ঞ ও বিষ্ণু, আমি অধিযজ্ঞ, যজ্ঞকে অধিকার করিয়া আছি।

বলদেব ও বিশ্বনাথ ঃ পরিণামী স্থূল দেহসমূহ প্রাণিদিগকে অধিকার থাকে ; এইজন্য অধিভূত সমষ্টি স্বরূপ বিরাট পুরুষ সূর্য্যাদি সমূহকে অধিকার করিয়া থাকেন, এই জন্য অধিদৈবত। এই দেহে যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তৎফলপ্রদরূপে আমি বর্ত্তমান। আমি অন্তঃনিয়মন করি।

সন্তদাস ঃ অধিভূত=ক্ষয়শীল পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ, হিরণ্যগর্ভ নামক আদি পুরুষ, যাঁহার অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাসকল, তিনি অধিদৈবত। আর এই দেহে আমি পরমাত্মা অধিযজ্ঞ।

গিরীন্দ্র শেখর ঃ যাহা বায়ু, আকাশ প্রভৃতি বস্তুর অভিমানী দেবতাদের অধিকৃত করিয়া আছেন, দেবতা= প্রকাশমান বা দ্যোতন সত্তা, প্রকাশ-গুণ চৈতন্যশীল জীবাত্মা বা পুরুষের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হয়, এজন্য পুরুষই অধিদৈবত ; (শঙ্কর ইন্দ্রিয় ধরিয়াছেন, কিন্তু অধিবাদে, ইন্দ্রিয়=অধ্যাত্ম)। পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ, জীবের সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্তা।

মধ্ব ঃ অধিদেবতা=হিরণ্যগর্ভ অথবা সঙ্কর্ষণ দেষ। অধিযজ্ঞ=দেহস্থবিষ্ণুর রূপ সকল।

গৌর গোবিন্দ ঃ (সমন্বয় গীতা)। সমষ্টি বিরাটকে বলে, এই পুরুষ অধিদৈব। অগ্নি ও আদিত্যাদি দেবগণকে লইয়া, ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শক্তি দান করিয়া থাকেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জন্য ইনি অধিদৈব। যজ্ঞই বিষ্ণু, এই শ্রুতি অনুসারে যে দেবতা এই দেহে অবস্থান করিয়া, সমুদায় যজ্ঞের সহায় হন, তিনিই অধিযজ্ঞ। মনুষ্যদেহ দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই জন্য দেহে যজ্ঞাভিমানী দেবতা অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

মহানামব্রত। অধিভূত=পরিদৃশ্যমান এই জগৎ সংসার। অধিদৈব=প্রত্যেক ভূতে ভূত যিনি অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে বিরাজমান। সকল যজ্ঞের নিয়ন্তৃ ভোক্তৃরূপে আমি অধিযজ্ঞ।

জগদীশ্বরানন্দ। স্থূল দেহকে অধিকৃত করিয়া প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরব্রহ্মরূপ পরমাত্ম বস্তু পর্য্যন্ত সকল পদার্থই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত।

মতিলাল। 'স্বভাবের' দুই অর্থ, নিসর্গ ও স্বরূপ। এখানে স্বরূপ অর্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বতঃ সিদ্ধ ভাব।...অগ্নি পাঁচ প্রকার, দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী পুরুষ ও যোষিৎ। এই ভাবে, আহুতি পাঁচ প্রকার শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি অন্নও রেতঃ। ইহা আলোচিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যায়, কিন্তু এখানে ভাগবত চেতনায় জীব চেতনার মুক্তি সাধনই যজ্ঞের মর্ম্মার্থ,....কর্ম্ম, ব্রহ্ম স্বভাবের স্পন্দন, ইহা ভূতকর, ভাবকয় ও উদ্ভবকর, তিন প্রকারের সৃষ্টি স্তর; ভূত যাহা সৃষ্ট, ভাব যাহা সত্তা মাত্র, ও উদ্ভব যাহা নিরন্তর ভূত ও ভাবের উৎস।...আত্মবাচী সর্ব্বনাম শব্দ যাহা এ পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্পষ্ট ছিল, তাহা "আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবতা", এই কথায় অনুবাদিত হইল। পূর্ব্বাচার্য্যগণ অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন।.... ত্যাগ ও সৃষ্টি ওতঃ শ্রোতঃ ভাবে জড়িত।

আমাদের মোটাবুদ্ধিতে, এই শ্লোকগুলির নিম্নলিখিত ভাবের একটি integrated এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আসিয়াছে; আমরা তাহা এখানে দিলাম, সুধীজন যেন ক্ষমা করেন। ব্রহ্ম অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত অধিযজ্ঞ ও নিখিল কর্ম্ম এই বাক্যগুলি, নিশ্চয়ই, সম্বন্ধহীন ভাবে কথিত, ভগবানের বিভাবের মাত্র একটি তালিকা নহে; ইহারা নিশ্চয়ই অতি সঙ্গত ভাবে যুক্ত পূর্ণাঙ্গ একটি তত্ত্ব গঠন করিয়াছে; এইরূপ সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্বই আমরা পাই, ভাগবতের এই শ্লোকে "বদতি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্, ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবনিতি উচ্যতে। (ভাগবত ২।১।১৪০)। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা তিনিই ভগবান। সেই "তৎ", যখন তাহাকে ভাবা হয় সম্পূর্ণ নির্বিশেষ, তখন তাহার নাম দেওয়া হয়, ব্রহ্ম। চুপ করিয়া থাকা, বা নেতি নেতি বলা বা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলা ছাড়া, তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু বলা অসম্ভব। তাই পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন "ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই"। এমন সৎ চিৎ আনন্দ, বা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং এই সব কথার ভিতরেও যেন একটু সবিশেষতা উঁকি মারে। তাহার পর আসে যাহাতে কিছু সবিশেষতা আছে, তাহা পরমাত্মা। যোগী নিজের প্রত্যাগাত্মাকে এই পরমাত্মার সহিত মিশাইয়া দিতে চাহেন। এই পরমাত্মা বাক্যের ভিতর অনেক কিছু পড়ে, যথা কূটস্থ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পর আনা হইয়াছে, এই বর্গীকরণে, মন প্রাণ স্নিগ্ধ করা পূর্ণ সবিশেষতা, ভগবান শব্দে। জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান। এই তিন অর্থাৎ ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং, ১৪ ২৭), পরমাত্মা ও ব্রহ্ম, যেন কেন্দ্রীয় সূর্য্যগোলক, photosphere ও chromosphere, এবং অসীম প্রকারের অসীম দিকে ব্যাপ্ত কিরণ সমূহ। ভগবান তো পাওয়া গেল ভগবতী কোথায় ? ভগবতী বিনা ভগবান তো থাকিতে পারেন না। তিনি আছেন, ঐ ভগবানের ভিতর। আমাদের মোটাবুদ্ধিতে মনে হয়, ভগবৎ শব্দের ছয়টি বিশেষণের তিনটি ভগবানকে বিবক্ষিত করিতেছে, তাহারা জ্ঞান বৈরাগ্য ও বীর্য (স্থিতি লয় ও সৃষ্টি সামর্থ্য) আর তিনটী বিবক্ষিত করিতেছে ভগবতীকে—শ্রী, যশ (শরণাগত-বৎসলতা, দয়া, রক্ষকভাব, ক্ষমা) ও ঐশ্বর্য্য (পশ্যমে যোগমৈশ্বর্য্যং লীলা, মহামায়ার মায়া, অঘটন ঘটন পটীয়সীতা)। যাক, এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু এখানে আর স্থান নাই।

তারপর পাই আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভগবানের বিভাগ বর্গীকরণ ; ইহাও সুন্দর সঙ্গতি পূর্ণ, এবং ইহা আমরা অধ্যায়ে বিশদ্ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে পাই (১) বিনাশশীল ক্ষরপুরুষ, matter, living and non-living bodies, অক্ষর পুরুষ, যাহাতে পড়ে ব্রহ্ম ঈশ্বর পরমাত্মা, কূটস্থ চৈতন্য, জীবাত্মা ও ভগবৎ শক্তি, আর (৩) এই দুইকে লইয়া যিনি রহিয়াছেন, যিনি ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অক্ষর যাহাতে সম্বন্ধিত ভাবে রহিয়াছে, যিনি একাধারে নির্গুণ যথা পরমাত্মা, ব্রহ্ম, এবং সগুণ, যথা ঈশ্বর (সা লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ), সেই উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম। ইহা অনেকটা সেই ভাবের যাহা আমরা পাই "আমার অপরা প্রকৃতি ও আমার পরা প্রকৃতি ও আমি", এই বর্ণনায়।

এই অধ্যায়ে মনে হয়, গীতাকার আর একধরণের বর্গীকরণ করিয়াছেন, যাহা সঙ্গতি পূর্ণ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকও। এক ধার হইতে লওয়া যাউক ; (১) তৎ-এর ইহা সম্পূর্ণ নির্বিশেষ ভাব যাহা ব্রহ্ম নামে কথিত হন ; (আমরা অক্ষর শব্দের অবিনশ্বর অর্থের সহিত নির্বিশেষ অর্থও যোগ করিয়াছি, কেন করিয়াছি, তাহা বলা হইয়াছে)। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। (তাহা ছাড়া, ইহা ভক্তিষট্‌কের অধ্যায় বলিয়া, ইহাতে অবিনশ্বর নারায়ণ, মহাদেব আদি আসেন ; তবে তাঁহারা নির্বিশেষ নহেন, এবং অবিনশ্বর হইলেও এই শ্রেণীতে পড়িবেন না, অক্ষর অর্থে নির্বিশেষ ধরা হইলে) (পরম্ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)। (২) নির্ব্বিশেষের পরে আনা হইয়াছে তৎ-এর সেই সবিশেষ ভাব, যে বিভাবে তিনি সংখ্যাতীত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধিস্বামী, আর প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর অবস্থিত গ্রহ এবং উপগ্রহ সমূহের অধিস্বামী। ইহা সেই সবিশেষ শক্তি, যে শক্তির দ্বারা এই জগৎ, এই ব্রহ্মাণ্ড সমূহ, এই গ্রহ উপগ্রহাদি বিধৃত রহিয়াছে, টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িয়া

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছে না। নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। Theosophistsরা এই বিভাবকে cosmic logos, solar logos ও planetary logos বলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই তৎকে মহাবিষ্ণু (যাঁহার প্রতি লোমে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত বলা হয়), বিষ্ণু, নারায়ণ ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। নারায়ণের ধ্যানেই আমরা পাই "ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ"। তৎ-এর এই বিভাবের নাম অধিদৈবত ভাব, যাহার দুটি অর্থ আমরা পাই—জ্যোতিষ্ক সমূহ বা দ্যোতনশীল ভাব, ও দেবভাব (উহারও অর্থ দ্যোতনশীল) ; এই দেবভাবকে জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথক রাখা হইল, মহাদেব, নারায়ণ ইত্যাদি অমর দেবতাগণকে রাখিবার জন্য, কারণ ইহা ভক্তিষটক, ইহাদিগকে বাদ দেওয়া যায় না। ইঁহারাও সেই তৎ-এর বিভাব, জগতের নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত। (নারায়ণকে তো আমরা সবিতৃমণ্ডলে এবং জলে পাইয়াছি)।

(৩) তাহার পর যাহা আরও সবিশেষ এবং সর্ব্বদা যাহা চক্ষে পড়ে তাহা লওয়া যাউক। ইহাতে আসে দুই শ্রেণী (১) ক্ষর বা অধিভূত ভাব, যাহা বিনশ্বর, matter of living and non living bodies, ও (২) অধ্যাত্ম বা স্বভাব। জীবাত্মা এই স্বভাব বা অধ্যাত্মভাব ; কেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অধ্যাত্মভাবে মন ও বুদ্ধি সম্বন্ধীয় ভাবও লওয়া যাইতে পারে ; কেন, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মন ও বুদ্ধি, matter ও নহে, soul ও নহে। কথায় বলে 'What is mind ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

no matter. What is matter ? never mind. ইঁহারাও ভগবানের বিভাব, নানা আশ্চর্য্য গুণযুক্ত বিভাব।

(৪) জীবন্ত দেহের কথা, দেহের জড় পদার্থ এবং অধ্যাত্ম সত্তা লইয়াই শেষ হইয়া গেল না; ইহার ভিতর চলিতেছে অসংখ্য রকমের ক্রিয়া, প্রাণক্রিয়া, অসংখ্য রকমের যজ্ঞ— Metabolism (anabolism, katabolism) ইত্যাদি। এই ক্রিয়া সমূহের ভিতর পড়ে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ক্রিয়া সমূহের দ্বারা গৃহীত খাদ্যাদি হইতে উষ্ণতা, রস রক্তাদির উৎপত্তি হয়, অসার বস্তুকে পৃথক করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়, এবং আরও বহু বহু প্রকারের কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। যদি বলা হয় ইহারা প্রাকৃতিক ক্রিয়া, প্রকৃতিই করে,—প্রকৃতিও তো সেই ভগবানেরই বিভাব। আর, আরও এবং কথা আছে। প্রকৃতিই যদি সব হইত তাহা হইলে সর্ব্বত্র এক ভাবের ক্রিয়া হইত; গরুর মত ঘাস খাইয়া আমরাও পুষ্টিলাভ করিতে পারিতাম। একজন নিয়ন্ত্রণকারীর থাকা প্রয়োজন। দেহের ভিতর যে অসংখ্য যজ্ঞ চলিতেছে (বাহিরেও চলিতেছে, কিন্তু আমরা এখানে দেহের কথা লইয়াছি) সেই যজ্ঞ সমূহের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রণ কারী তৎ-এর যে বিভাব, তাহাকে অধিযজ্ঞ বলা হয়।

(৫) কিন্তু সব তো হইল, ভগবৎশক্তিও তো ভগবানের বিভাব। তাঁহার কথা কোথায় ? পরম পুরুষ থাকিলে পরমা প্রকৃতিরও থাকিতে হইবে। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা আসিয়াছে ভূতভাবোদ্‌ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ” এই শ্লোকার্দ্ধে, ইহার আমরা ব্যাখ্যা দিয়াছি “জগতের জগতত্ব প্রকাশে বাহির হইয়া আসিতেছে যাহা, অর্থাৎ ভগবৎ শক্তি, সেই তাহার এবম্বিধ প্রকাশই কর্ম্ম। অখিল কর্ম্ম, ইহা ভগবৎ শক্তি, ভগবানেরই প্রকাশ। (ত্যাগমূলক যজ্ঞই প্রকৃত কর্ম্ম, ভগবৎ প্রদর্শিত কর্ম্ম, এ অর্থ আমরা পুর্ব্বে দিয়াছি)।

সবই ভগবানের বিভাব, শুধু ইহাই এ দুইটি শ্লোক বলিতেছে তাহা নহে যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের এমন বিভাবগুলি লইয়া একের পর এক, ঠিক ভাবে সেগুলিকে সাজাইয়া, একটি পুর্ণাঙ্গ তত্ত্বের গঠন এই শ্লোক দুইটি করিয়াছে। গীতা খাপছাড়া ভাবে কথা কহে না।

মধুসূদন। **অক্ষর ব্রহ্ম,** সোপাধিক নহে। অক্ষর= যাহা ক্ষরিত বিচ্যুত হয় না, অবিনাশী সর্ব্বব্যাপক (সমস্ত বস্তুতে) শ্রুতি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইঁহাকে অস্থূল ইত্যাদি বলেন, ইঁহারই প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র গগনে বিধৃত, ইহা ছাড়া কোন দ্রষ্টা নাই; এই আকাশ যাহাতে ওতঃপ্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত। যিনি সমগ্র প্রপঞ্চের বিধারক, শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতে বিজ্ঞাতা ইত্যাদি। পরমম্=স্বয়ং প্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ। ‘অক্ষর বলিতে ব্রহ্মই বুঝায়,····সব কিছুর ধারণ তাঁহাতেই সম্ভব’ (ন্যায় ও দর্শন)। অক্ষর=বর্ণ নহে, অর্থাৎ প্রণব নহে।

স্বভাব। যে অক্ষরকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাঁহারই যাহা স্বভাব; স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ যে প্রত্যকচৈতন্য। ষষ্ঠী তৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ নহে, কর্ম্মধারয়। স্ব-এর ভাব অর্থাৎ স্বসম্বন্ধ বিশিষ্টভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাব এরূপ অর্থ নহে, কিন্তু স্ব-ই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, এই অর্থ। যাহা আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন করিয়া ভোক্তারূপে বর্ত্তমান, তাহাই অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। সুতরাং অধ্যাত্ম অর্থ করণ-গ্রাম (ইন্দ্রিয় নিশ্চয়) হইতে পারে না।

বিসর্গ = শাস্ত্রবিহিত যাগ দান ও হোমাত্মক যে ত্যাগ, যাহা ভূতভাবোদ্ভবকরঃ অর্থাৎ ভূতগণের অর্থাৎ ভবন ধর্ম্ম (উৎপত্তি-শীল) স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবগণের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্ভব অর্থাৎ বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে তাহাই (বিসর্গই) এখানে কর্ম্ম-সংজ্ঞিত = কর্ম্মের দ্বারা অভিহিত হয়।....এই সবেতেই "ত্যাগ" এই অংশটি অনুগত রহিয়াছে ; তাদৃশ যে ত্যাগ তাহা যে জীবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে তাহা "অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে, আদিত্য হইতে বৃষ্টি সাধিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিও স্মৃতি বাক্যে কথিত।

ক্ষর। যাহা ক্ষরিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এমন যে ভাব। জন্মশীল বস্তুই অধিভূত, কারণভূত অর্থাৎ প্রাণিবর্গকে লইয়া প্রবৃত্ত হয়।

পুরুষ। সমষ্টি লিঙ্গ শরীর স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ, তিনি সমস্ত ব্যষ্টি করণের অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরের অনুগ্রাহক অর্থাৎ তাঁহারই অনুগ্রহে ব্যষ্টিভূত প্রত্যেক জীবের করণগ্রাম প্রেরিত হইতেছে। "অগ্রে, অর্থাৎ নিখিল জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র আত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই পুরুষের ন্যায় শিরঃ পাণি আদি লক্ষণ বিশিষ্ট ছিলেন,....যেহেতু তিনি সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এবং যেহেতু তিনি সমস্ত পাপকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্ব লাভেচ্ছু আসঙ্গপুর্ণ অন্যান্য ব্যক্তিকে পুর্ব্বেই ওষিত (দগ্ধ) করিয়াছিলেন, এই কারণে তিনি পুরুষ। ইতি অধিদৈবত। স্মৃতি যথা— তিনিই প্রথম শরীরী, তিনিই পুরুষ কথিত হন; ইনি সমস্ট জীবগণের আদি কর্ত্তা, তিনিই প্রথমে জগতে ব্রহ্মা রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইনি অধিদৈবত, কারণ ইনি দৈবত অর্থাৎ আদিত্যাদি দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়া জীবগণের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আধিপত্য করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরিত করেন। হিরণ্যগর্ভ নামক যে সমষ্টি লিঙ্গাত্মা পুরুষ তিনিই সেই দেবতাগণকে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছেন।

অধিযজ্ঞ ঃ সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা; যজ্ঞের অভিমানিনী বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ যে দেবতা তিনি অধিযজ্ঞ; যজ্ঞই বিষ্ণু, আমি বাসুদেব অধিযজ্ঞ বিষ্ণু। সেই বিষ্ণু বিশ্বব্যাপক, মনুষ্যদেহে যজ্ঞরূপে অবস্থান করিতেছেন (বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ব্যতিরিক্ত ভাবে)। যজ্ঞ মনুষ্যদেহে অবস্থান করে, ইহার কারণ যজ্ঞ মনুষ্যদেহের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। শ্রুতি বলেন—পুরুষই যজ্ঞ, যেহেতু পুরুষ যজ্ঞ সম্পাদন করে।

দেহভৃতাং বর = দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ ঃ ব্রহ্ম, পরম-অক্ষর (অক্ষর = যাহার নাশ হয় না) । সমষ্টিরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)-কেই ব্রহ্ম বলা হয়। শ্রুতি বলেন—'অব্যক্ত অক্ষরে লয় হয়, অক্ষর অন্ধকারে (প্রকৃতিতে) লয় হয়। যাহার স্বরূপ সর্ব্বথা প্রকৃতি হতে সংসর্গরহিত, সেই আত্মার নাম পরম অক্ষর। অধ্যাত্মকে স্বভাব বলে। অভিপ্রায় এই যে প্রকৃতির নাম স্বভাব; ইহা আত্ম সম্বন্ধ অনাত্ম বস্তু, সূক্ষ্ম ভূত ও উহাদের বাসনারূপা প্রভৃতি পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় জানিবার যোগ্য বলা হয়, ঐ দুই প্রাপ্য ও ত্যাজ্য ভেদে মুমুক্ষুদের দ্বারা জানিয়া লইবার যোগ্য।

মনুষ্যাদি ভূত সমূহের সত্তার নাম ভূত ভাব, ইহার উৎপাদন কারী যে বিসর্গ অর্থাৎ পঞ্চম আহুতিতে জল, 'পুরুষ' বাচী (বৃ উ ৫।৩।৩); ঐ শ্রুতিতে সিদ্ধ যাহা স্ত্রীসম্বন্ধ জনিত বিসর্গ (শুক্রত্যাগ), তাহার নাম 'কর্ম্ম'; উহাতে বিরক্ত ও উহাকে ত্যাজ্য বুঝিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে, মুমুক্ষু পুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত জানা প্রয়োজন। ইহাই বলা হইয়াছে ৮।১১ শ্লোকে।

ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান যে ভক্তেরা চাহে, তাহাদের জন্য জানিবার যোগ্য 'অধিভূত ক্ষর ভাব'। অর্থাৎ আকাশাদি ভূতে বর্ত্তমান উহাদের কার্য্য বিশেষ, যাহা, নিজ আশ্রয় সহিত বিলক্ষণ শব্দস্পর্শাদি ক্ষরণশীল (বিনাশী) ভাব ; উহাদের নাম অধিভূত।....যাহা অধিদেব বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহা পুরুষ। অভিপ্রায় এই, যাহা দেবতাদের উপর, তাহা অধিদেব ! তাই ইন্দ্র প্রজাপতি আদি সকল দেবতাদের উপর বর্ত্তমান, ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রাদি দেবতাদের সকল ভোগ হইতে বিলক্ষণ, শব্দ স্পর্শাদি ভোগের ভোক্তা পুরুষের নাম অধিদৈব।----

অধিযজ্ঞ আমি স্বয়ং; অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা আরাধ্য দেবতার নাম অধিযজ্ঞ; এ কথা, তিন প্রকারের অধিকারীর মহাযজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবার সময় জানা চাই যে ইন্দ্রাদি দেবতা আমি অর্থাৎ পরমেশ্বরের শরীর, আর আমি নিজ আত্মরূপে স্থিত। আমিই যজ্ঞের দ্বারা আরাধ্য (বলদেব রামানুজকে অনুসরণ করিয়াছেন)।

শঙ্কর। (মধুসূদনের ব্যাখ্যায় ইহাঁর অনেক কথা আছে, উহা দ্রষ্টব্য)। পরম অক্ষর, ব্রহ্ম। হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে ইত্যাদি (বৃ উ ৩৮৯); যাহা কখন নষ্ট হয় না, এই পরমাত্মাই ব্রহ্ম। পরম বিশেষণের সহিত যুক্ত করাইবার কারণ, যে অক্ষর শব্দে ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম এই বাক্যে বর্ণিত ওঁকারের গ্রহণ করা হয় নাই। পরম=নিরতিশয়, এই ব্রহ্মে যুক্তি যুক্ত। সেই পরম ব্রহ্মের যাহা প্রত্যেক শরীরে অন্তরাত্মভাব, তাহার নাম স্বভাব; এই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা হয়। অভিপ্রায় এই, যাহা আত্মা অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করে', অন্তরাত্মভাবে তাহাতে থাকে, ও পরিণামে যাহা পরমার্থ ব্রহ্মই, সেই তত্ত্বই ব্রহ্মই, সেই তত্ত্বই স্বভাব, তাহাকেই অধ্যাত্ম বলা হয়।

ভূত ভাব উদ্ভবকর। ভূতভাব=ভূতদিগের সত্তা, তাহার উৎপত্তি=ভূতভাবোদ্ভবকর, অর্থাৎ ভূতবস্তুকে উৎপন্ন করে এরূপ যে বিসর্গ, অর্থাৎ দেবোদ্দেশে চরু পুরোডাশ আদি (হব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার যোগ্য) দ্রব্যের ত্যাগ। এই ত্যাগরূপ যজ্ঞকে কর্ম্ম বলা হয়। এই বীজরূপী যজ্ঞ হইতেই, বৃষ্টি আদির ক্রমে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূত প্রাণী উৎপন্ন হয়।

যাহা প্রাণিমাত্রেরই আশ্রিত করা হয়, তাহার নাম অধিভূত।

পুরুষ অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই সব জগৎ পরিপূর্ণ, অথবা যাহা শরীর রূপ পুরে থাকে তাহা পুরুষ, এই সব প্রাণিদের ইন্দ্রিয়াদি করণের অনুগ্রাহক সূর্য্যলোকে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ, অধিদৈব।

যজ্ঞই বিষ্ণু, এই শ্রুতি অনুসারে সব যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু নামক দেবতা, তিনিই অধিযজ্ঞ। এই দেহের যাহা যজ্ঞ, তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুরূপ অধিযজ্ঞ আমি। শরীর হইতেই সিদ্ধ হইতেছে যে যজ্ঞের সহিত শরীরের নিত্য সম্বন্ধ; ও শরীরের ভিতর ইহা হইতেছে।

শ্রীধর। ভগবান ক্রমানুসারে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। অক্ষর = যাহা বিনষ্ট হয় না বা ক্ষরে না। যদি বল জীবও অক্ষর, তাহাতে বলিতেছেন, যাহা পরম অক্ষর, জগতের মূল কারণ, তাহাই ব্রহ্ম। শ্রুতিতেও আছে, ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন। স্বভাব = ব্রহ্মের আপনারই অংশরূপে জীবভাবে অবস্থান। সেই জীবই আত্মা; দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তা ভাবে থাকায়, অধ্যাত্ম বলা হয়। জরায়ুজ প্রভৃতি ভূতগণের ভাব অর্থাৎ অবস্থান বা উৎপত্তি। উদ্ভব = উৎকৃষ্টরূপে উৎপত্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে ইত্যাদি" ক্রমে বৃদ্ধি। যাহা এই উভয়কে সম্পন্ন করে, সেই দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞই কর্ম্ম। ক্ষরভাব = বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ ; ভূত = প্রাণিমাত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইজন্য তাঁহাকে অধিভূত বলা হয়; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত ও স্বাংশরূপে সকল দেবতার অধিপতি যে বিরাট পুরুষ, তিনি অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অর্থাৎ অধিদৈবত নামে খ্যাত ; শ্রুতিতে আছে, সেই শরীরিই প্রথম তিনিই পুরুষ নামে খ্যাত ; তিনি সমস্ত প্রাণীর আদি কর্ত্তা, ব্রহ্মাগ্রে অবস্থিত ছিলেন। এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমি অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্তকও হইল ফলদাতা। এই ভাবে দ্বিতীয় শ্লোকে "কিরূপে" প্রশ্নে উত্ত অন্তর্য্যামীর অসঙ্গত্ব বা আসক্তি-হীনতা প্রভৃতি গুণের জন্য তি জীব হইতে পৃথগ্ ভাবে দেহে অবস্থিত। শ্রুতিও তাই বলে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি। 'দেহধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' এই বাক্যে এই ভাব যে তুমিও এইরূপ অন্তর্য্যামীকে পরাধীন নিজপ্রকৃতি ও নিবৃত্তির অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবদ্বয়ে বুঝিতে যোগ্য হও।

অরবিন্দ ; অর্জ্জুনের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিলে শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে, যেন তাহা সত্যটি ধরিতে পারা যায়।.... প্রতিভাসিক (phenomena জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (self existent) সত্তা বুঝাইতে উপনিষদ একাধিক বার "তদ্ ব্রহ্ম" এই বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহার করিয়াছে, মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর প্রতিষ্ঠাকে the immutable self existence) বুঝিয়াছে, ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্ত্তনীয় আনন্ত্যের উপরে বাকী সব—যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই সব—প্রতিষ্ঠিত অক্ষরম্ পরম্। পরাপ্রকৃতিতে জীবের যে আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা—স্বভাব, গীতার মতে তাহাই অধ্যাত্ম। গীতা সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কর্ম্ম বলিয়াছে—বিসর্গ কর্ম্মসংজ্ঞিত। ঐ প্রকার মূল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব হইতে কর্ম্মই বস্তুতঃ সকলকে সৃজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের বশেই কার্য্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে। ক্ষরলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, আধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতিতে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছেন—প্রকৃতিস্থ আত্মা—তিনিই অধিদৈব। তাঁহার মূল সত্তার যে সব ক্ষরভাব কর্ম্ম করিতেছে, প্রকৃতিতে প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় সে সব প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তর্য্যামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'কর্ম্মের ও যজ্ঞের অধিপতি, অধিযজ্ঞ বলিতে আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব পুরুষোত্তম, এখানে এইসব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছি। অতএব যাহা কিছু আছে—সর্ব্বমিদং—সবই, এই কয়েকটি শব্দের সূত্রের মধ্যে পড়িতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জগৎ লীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই সমুদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে সাধারণতঃ "সর্ব্বমিদং" এইবাক্য ব্যবহৃত হইয়াছ)।....ঐ অপরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড আধার, ব্রহ্ম, যদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশকাল নিমিত্তের বিভাব এবং নাম রূপের খেলা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজে ঐ অক্ষর ব্রহ্ম কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সঙ্কল্প করে না ; ইহা নিরপেক্ষ (impartial) সম।...তাহা হইলে উৎপাদন করে কে ? সঙ্কল্প করে কে ? পরম পুরুষের দিব্য প্রেরণা দেয় কে ? কর্ম্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্তা হইতে কালের মধ্যে কার্য্যতঃ বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সে কে ? স্বভাবরূপে প্রকৃতি। ভগবান যে দিব্য সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন— যয়েদং ধ্যার্য্যতে জগৎ—তাহাই পরাপ্রকৃতি।...প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সত্তার মধ্যে যে মূল দিব্যপ্রকৃতি সকল পরিবর্ত্তন বিকৃতি বিপর্য্যয়ের ভিতরেও দিব্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাই স্বভাব।...এই সব অভিব্যক্তি এবং অনবরতঃ অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন—ইহাই কর্ম্ম প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্ম্মী, সৃষ্টির দেবী। স্বভাব যখন সৃষ্টি ক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহা কর্ম্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের, ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ঐ সকল বস্তু, অন্তরে ও বাহিরে, যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই ভাব (ভাবকর); কালের মধ্যে নিয়ত ঐ সকল জিনিষেরই উৎপত্তি হইতেছে (উদ্ভব); কর্ম্মের সৃষ্টি শক্তিই এই উদ্ভবের মূল।....এই সমুদয়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তা স্বরূপ, প্রকৃতিস্থ দেবতা। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের দিব্যশক্তি সমূহ, জীবাত্মা আপন চৈতন্যের সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেলাকে নিজের মধ্যে প্রলিফলিত করে, তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব। অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর পুরুষ; ইহাই পরিবর্ত্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্ম্মলীলা।...এখানে ভগবান প্রকৃতির কর্ম্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন, এবং মানুষ সজ্ঞানে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন।...তাঁহা হইতেই জীবাত্মা প্রকৃতির ক্ষর লীলায় আবিভূত হয়; অক্ষর আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবাত্মা আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের পরমপদ লাভ করে, পরং ধাম।...

ভূপেন্দ্রনাথ : স্থূল দেহের সহিত সংগ্রহ ছিন্ন হইবার সময় জীব যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া থাকে, নিজকৃত কর্ম্ম জীব অনুস্মরণ করিতে থাকে।....সগুণ ও নির্গুণ ভেদে এই ব্রহ্মের দুই প্রকার বিভাগ। এখানে (১) কোন্ ব্রহ্ম জ্ঞেয়? সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? (২) এই দেহকে অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থিত সেই অধ্যাত্মের স্বরূপ কি? উহা চেতনরূপ বা ভৌতিক? যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উহা জড়বৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও উহা দ্বারা বোধ হয়—এই জন্য চেতনাত্মক শক্তিই কি অধ্যাত্ম, (৩ কর্ম্ম কি ? বৈদিক যজ্ঞাদি অথবা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্ম্মই কি কর্ম্ম, (৪) পৃথিব্যাদি কার্য্যই অধিভূত, না কর্ম্ম মাত্রকেই ইহা দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছ ? (৫) অধিদৈব কি ? ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণকে কি লক্ষ্য করা হইয়াছে ? অথবা "আদিত্যান্তর্গত সর্ব্বজ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ সর্ব্বভূতের হৃদয়ে জীবভূত যিনি; তাঁহাকে কি লক্ষ্য করিতেছ ? (৬) অধিযজ্ঞ কে ? তিনি কি দেবতা বিশেষ অথবা পরব্রহ্ম ? তাঁহাকে কি ভাবে চিন্তা করিতে হয় ? তিনি দেহের ভিতরে অথবা বাহিরে ? তিনি বুদ্ধিরূপে অথবা বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ? (৭) মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তির তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও। সাত প্রশ্ন।...যিনি একমাত্র সৎ, ক্ষয়হীন অবিনাশী, ...অন্তর বাহ্যব্যাপী, উৎপত্তি বিনাশবর্জ্জিত, যাঁহার ত্রিকালে কোন পরিবর্ত্তন হয় না, মায়ার কুহক যেখানে নিরস্ত তিনিই ব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষ। 'অক্ষর' শব্দে জীবকেও বুঝায় সেই জন্য পরম= (নিরতিশয়) শব্দ দ্বারা জীবোপাধি রহিত পরব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।....গার্গীর প্রশ্নে...."এই আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য যথাস্থানে ধৃত"; ইত্যাদি ও এই অক্ষরকে না জানিয়া যে যজ্ঞ করে, সে যজ্ঞের ফল অক্ষর নহে।...স্বভাব ও অধ্যাত্ম "সেই পরব্রহ্মের দেহরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যগাত্মা বা জীবরূপে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই অধ্যাত্ম। ভোক্তা জীবরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স্ব"-এর ভবন বা অবস্থিতির নাম "স্বভাব" এবং তাহাই অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্ম বা জীব ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তিনি আত্মারূপে থাকিয়াও যখন দেহকে অবলম্বন করিয়া ভোক্তৃরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তখনই তাঁহাকে অধ্যাত্ম বলা হয়—ইহাই জীবভাব। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃই কর্ম্ম—বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগই কর্ম্মঃ জীবের মধ্যে যে বহুধা শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহা ফুটাইয়া তোলার নামই কর্ম্ম, ইহা বিনা ত্যাগে হয় না, তাই বলা হয় expenditure of energy, শক্তিব্যয় বিনা কোন কর্ম্ম হয় না।....শাস্ত্র, শক্তির সকল রূপ ব্যয়কে কর্ম্ম বলে না। দেবতার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ, কর্ম্ম। ভূতভাব শব্দ জীবের উৎপত্তিও বুঝায়, এবং জীবেব অন্তরভাব সমূহকেও বুঝায়। উভয়তঃই সৃষ্টি ক্রিয়া বর্ত্তমান। সৃষ্টির অর্থ ই ভাবের বিকাশ। জগৎ-পিতার অন্তঃকরণে যাহা ভাবরূপে বিদ্যমান, তাহার বিকাশ সাধনের চেষ্টার নামই ঐশ্বরিক কর্ম্ম এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে বহুধা অস্ফুটন্ত ভোগ নিচয় প্রসুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহা ফুটাইতে পারাই জীবের কর্ম্ম। কিন্তু শুধু ভাব ফুটাইলেই কর্ম্ম হয় হইল না। যে ত্যাগ জীবের ভাবের বিকাশক যাহা।দেবোদ্দেশে বা বিষ্ণু প্রীত্যর্থে ব্যয়িত হয়, শাস্ত্র তাহাকে কর্ম্ম বলে।' অর্থ উপার্জ্জিত হয় বহু পরিশ্রমে, কিন্তু তাহা 'কর্ম্ম' নহে, যদি না পরদুঃখ মোচনের জন্য, সর্ব্বভূতস্থ বিষ্ণুর প্রীতির সাধনে ব্যয়িত হয়। (ভূপেন্দ্রনাথ, এই প্রকারের অনেক উদাহরণ দিয়াছেন), তারপর আসে সাধনার কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ চৈতন্য, ইঁহাকে হৃষীকেশ বলা হয়, কারণ এই কূটস্থ চৈতন্য আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইনিই কর্ত্তা বা অধিযজ্ঞ পুরুষ। এই চৈতন্য সর্ব্বভূতের ভিতর প্রবিষ্ট তাই তাঁর নাম বিষ্ণু, সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। ইনি সর্ব্বগত বলিয়া বিভু, সর্ব্বদুঃখ হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া তারক।....অনন্ত জীবের অনন্তরূপ আমরা দেখিতেছি, কিন্তু সেই জীব মধ্যস্থ কূটস্থ চৈতন্য সর্ব্বদা সকলের একরূপ, ইহাই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ ; (আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর মত সেই বিষ্ণুর পরমপদকে জ্ঞানীরা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন)।...হিরণ্ময় কোষের মধ্যে সুনির্ম্মল ব্রহ্ম-স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল, সেই শুভ্র সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ যাঁহার জ্যোতিঃ, তিনিই আত্মা....যে সাধনার দ্বারা নিজের মধ্যে এই আত্মস্বরূপের দর্শন হয়, সেই সাধনাই অধ্যাত্ম সাধনা। ঐ সাধনায় আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হয়, ক্রিয়ার পরাবস্থা, ত্রিগুণাতীত অবস্থা...। আত্মার গুণময়ভাব ও গুণাতীত দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান। গুণময় ভাবই প্রাণের স্পন্দনভাব, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার মধ্যগত অবস্থা। গুণাতীত অবস্থা, প্রাণের নিস্পন্দ অবস্থা, গুণের মধ্য দিয়া অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সাহায্যেই লাভ করিতে হইবে। ইহাকেই উপনিষদে ত্রিনচিকেত অগ্নির উপাসনা বলিয়াছেন (ভূপেন্দ্রনাথ কর্ম্মের ১।১।১৭,১৮ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন)। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে।...যে কর্ম্মদ্বারা আমরা ব্রহ্মসংমিলনরূপ সুখলাভ করিতে পারি, তাহাই সর্ব্বশ্রেয়স্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্ম কর্ম্ম।...অচঞ্চল প্রাণ যখন চঞ্চল হয় তখনই জীবভাব, ভূতভাব; প্রাণ বহির্ম্মুখী হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম উৎপন্ন করে। ইহা হইতেই সৃষ্টি ইত্যাদি, সংসার প্রকৃতি ইত্যাদি। নিবৃত্ত হইতে হইলে উল্টা পথ ধরিতে হয়, অর্থাৎ শ্বাস যে ভাবে প্রবাহিত হইয়া এই জীবভাবকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে তাহাই জীবপ্রবাহের (জন্মমৃত্যুলীলার) 'উদ্ভবকর'; শ্বাসের বহির্গমনাগমনই সেই ভূতভাবোদ্ভকরঃ ভাব। এই ভাব হইতে আত্মার ফিরিতে ফিরিতে শেষে সেই অনাদি এবং অব্যক্ত ভাবে আসিয়া জীব সংমিলিত হয়। ইহাই অব্যক্ত আত্ম বিসর্জ্জন, শিবভাব, ব্রহ্মভাব, জীবভাবের বিসর্গ, অব্যক্তে আত্মবিসর্জ্জন সমস্ত প্রকৃতি প্রবাহ সঙ্কুচিত হইয়া অপরিণামী বিন্দুতে আসিয়া বিলীন হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। অধি অর্থে বুদ্ধি। যখন বুদ্ধি আত্মাকে ছাড়িয়া এই দেহ লইয়া খেলা করেন, এই দেহকেই আপনার স্বরূপ বলিয়া বুঝেন, তখনই অধিভূত অবস্থা। আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী ও তাহাদের গুণ বা সূক্ষ্মাবস্থা শব্দস্পর্শাদি, ইহাই পঞ্চভূত। এই পঞ্চ তত্ত্বে (মূলাধার—ক্ষিতি, স্বাধিষ্ঠান—জল মণিপুর—তেজ, অনাহত—মরুৎ, বিশুদ্ধ—ব্যোম, আজ্ঞা—মন রাখিয়া সাধন করিতে হইবে। এই সাধনে যে স্থিরতা বা অক্ষর ভাব আসে, মন তাহাই হইয়া যায়। তাহার পর অধিদৈব, ইহাই পুরুষ ভাব।...আকাশই সব, তাহাকে প্রাচীর দিয়া ঘেরিলেই তাহা তখন পুর হয়। আমাদের দেহরূপ পুর মধ্যে যে চৈতন্যরূপ আকাশ বা চিদাকাশ রহিয়াছে, তাহাই অধিদৈব।...

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহপুর মধ্যে যে চিজ্জ্যোতির প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই, অধিদৈব পুরুষ, আদি অধিদৈব পুরুষের উহা প্রতীক ।... দেহপুরে, ব্রহ্ম-চক্রে আত্মহংস ঘুরিতেছেন। সাধকেরা এই ক্রিয়াবান চক্র আজ্ঞা চক্রে দেখিতে পান। এই কূটস্থ তেজ, অপ্ অন্নস্বরূপ ; তিনিই গায়ত্রী, পরমসূক্ষ্মধ্বনিরূপা নিত্যা, ইনিই দুর্গা এই শরীর রূপ দুর্গে রহিয়াছেন। সেই কূটস্থ ব্রহ্ম, অমৃত অক্ষর ও সূর্য্যস্বরূপ, সেই সূর্য্যেই বরণীয় শক্তি। তাঁহার উপাসনায় বিদ্যা, শান্তি প্রতিষ্ঠাও নিবৃত্তিরূপা চারি শক্তি প্রকাশিত হয়।—এই শরীর ওঁকার স্বরূপ, ওঁকার ক্রিয়ার কাল ক্ষেত্রজ্ঞ ওপ্রধানকে অর্থাৎ মহাবিষ্ণু (পরবস্থায় সর্ব্বদা স্থিতি), বিষ্ণু (অল্পস্থিতি), ও ব্রহ্মাকে অস্থিতি) জানিতে পারা যায়। অব্যক্ত পদ সদসদাত্মক ; যাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয় ইত্যাদি, তিনিই ব্রহ্ম।....প্রথমে শ্বাসই ব্রহ্মযোনির মধ্যে প্রবিষ্টা হইলে গায়ত্রী পদ প্রাপ্ত হন।....যখন কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, তখন সমস্তই প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে ছিল। এই অব্যক্তাবস্থাই সদসদ্ভাব অর্থাৎ বিকৃত, অবিকৃত নিত্য ও অনিত্য, দুই ইহার মধ্যে আছে। ব্রহ্মই এই দুই অবস্থা প্রাপ্ত হন, কূটস্থ ও অক্ষরভাব ।...জগৎ কালের অধীন কিন্তু কালও মহাকালের মধ্যে লয় হইয়া যায়।...আত্মাস্বরূপ শিব ও প্রকৃতি স্বরূপা শিবা স্বভাবে থাকিলে দুইই সমান। কূটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে উত্তম পুরুষকে দেখা যায়, যাঁহাকে শাস্ত্রে পরমাত্মা বলে।....মহাদেব জলে বীজ রোপণ করিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতি-যোনিতে বীর্য্য পতন হইল। তাহা হইতে সোনার মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অণ্ড। এই জন্য এই পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বলে, ও প্রথমে ব্যক্ত হওয়াতে আদিত্য বলা হয়।...পুরুষ, অব্যক্ত ও পঞ্চতত্ত্ব এই সপ্ত প্রকৃতিতে অণ্ড আবৃত (ভূপেন্দ্রনাথ লক্ষী,সরস্বতী ঈশ্বর, রুদ্র ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন)। 'যোসাবাদিত্য পুরুষঃ সোঽসাবহম্ ; যিনি আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনিই আমি, ইনিই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক ব্রহ্মসূত্র। ইনিই অধিযজ্ঞ পুরুষ। ইহাতে মন রাখিয়া সমুদয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম অধিযজ্ঞ ভাব। ইনিই যজ্ঞের কর্ত্তা ও ফলদাতা তাই যজ্ঞেশ্বর, সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট তাই বিষ্ণু ; বাসুদেব ইঁহার নামান্তর।....গীতায় ভগবান যেখানে অহং শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেইখানে এই অধিযজ্ঞ পুরুষকে বুঝিতে হইবে।....এই অহংএর স্বরূপ কি ? তিনি কৃষ্ণ বা রাম বা বিষ্ণু অথবা কোন দেবতা বিশেষই ..তাঁহার আমাদের মত আকৃতি বটে, কিন্তু সে আকারে স্থূল জড় দেহের ধর্ম্ম নাই, তাহা শুদ্ধ চিদাকাশ স্বরূপ।...

Krishna Prem. All manifestation springs from the self-limitation of that Brahman. Brahman as subject sees Itself as object and thus we get the first, though all manifest, qnality, The essential nature (স্বভাব) of the One as transcondent Subject, here called অধ্যাত্ম, separates out, as it were, leaving other aspect of the ব্রহ্ম to stand as the eternal Objeet, মূল প্রকৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

This মূল প্রকৃতি the unmanifest basis of all objectivity is, from its very nature, the source of all the manifested Many. Reflecting as it does, the light of the One Atma, It is the root of all plurality, In its dark being iie al| the seeds of action, seeds that under the Sun's bright rays, will shoot and grow into the Great World Tree Because it is thus the root of all action, the Gita terms it "Karma", but it should be borne in mind that it is not any sort of primordial "brute matter" existing in its own right, as speeulated on by nineteenth century Seientists, but merely the ob ective aspect of Brahman, the unmanifest Substratum in which forms live and move and have their being It canuot siand alone apart fro n the Brahman of Which it is an aspect, It was a failure to parceive this thaf led the later Sankhyas into dualism. Remove the dualistic kuowing and the মূলাপ্রকৃতি collapses into Brahman of Which it is but the appearance. It the Brahman is to appear as an object at all, it is ouly as the মূলা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি that It can so appear [This dualistic "knowing" is however not individual, but cosmic. It springs from the mysterious extra-cosmic Something, called by various schools, the Will of God, লীলা (the Divine play) Eternal Law, or মায়া। All these names express some aspects of it, but, being beyond the mauifested Cosmos it is beyond the reach of words, Its nature is too mysterious to be speculated on, but its reality is proved by the fact of manifestation having taken place at all. In attempting to describe it, শঙ্কর was forced into paradox and contradiction while the বুদ্ধ preferred to keep silent altogether]. Verse 4. Passing now to the manifested Cosmos, we find that the inter-action of these two, the Unmanifested Subject and the Unmanifested object, gives rise, on the one hand, to the changing world of forms, the "perishable nature" (অধিভূত) and on the other hand to the witnessing consciousness, the one life, the অধিদৈব, termed in the কঠোপনিষদ the Great or the মহৎ আত্মন (also known in some traditions

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

as the third Logos). Then comes the অধিযজ্ঞ, the Mystic Sacritice, by which Krishna, the One Life, unites Himself with the passing forms. Just as the Unmanifested Two find their unity in fhe Supreme Un-nauifested Brahman, so do tbe manifested Life and Form find union, in the sacrificial act of কৃষ্ণ। This is that Mystic Sacrifice mentioned in the Rig Veda in which the পুরুষ was dismembered to create the world of beings. And this the Crucifiction of the Christ, pouring out His life blood on the Cross of matter, redeeming this the duality of the world. The One Self, Seeing Itself reflected in the myriad forms by its mystic Yoga to identify Itself with them and share their imita-tions, Thus were the individuals formed, the central being of men, sometimes termed (higher) মনস, sometimes অহঙ্কার, the scaltred limbs of the Divine Osiris. These are the Immortal Sparks, the shining Threads, dying in myriad froms and yet, unseen, passing from like to life in age-long immortality. [অহঙ্কার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

literally the I-maker, is a term that can be applied either on the level of the personal Self or on that of the higher Self, fhe true individual In later writings, it is usually cmployed in the lower sense, but in the Gita, মনস is generally used for the lower Self and অহঙ্কার for the higher. The term higher মনস is not used in the Gita, though as previously mentioned it is referrvd to in মৈত্রী উপনিষদ as শুদ্ধ মনস, The term অহঙ্কার has the same significance, but emphasises not its cognitive but ego nature.)

তিলক। এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত জ্ঞান বিজ্ঞানেরই নিরূপণ হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ, এই যে পরমেশ্বরের স্বরূপের বিবিধ ভেদ বলা হইয়াছে, প্রথমে উহার অর্থ বলিয়া বিচার করিয়াছেন যে উহাতে কি তথ্য আছে। পরন্তু, এই বিচার এই শব্দগুলির কেবল ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রীতিতে করা হইয়াছে। অতএব এখানে উক্ত বিষয় কিছু অধিক পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। বাহ্য সৃষ্টি অবলোকন করিয়া উহার কর্ত্তার কল্পনা অনেক লোক অনেক প্রকারে করিয়া থাকেন। (১) কেহ কেহ বলেন যে সৃষ্টির সকল পদার্থ পঞ্চমহাভূতেরই বিকার, এবং এই পঞ্চভূত ছাড়িয়া মূলে অন্য কোনও তত্ত্বই নাই। (২) অপর কেহ কেহ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ বর্ণনা আছে, প্রতিপাদন করেন যে এই সমস্ত জগৎ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরমেশ্বর যজ্ঞ নারায়ণ রূপী, যজ্ঞ দ্বারাই তাহার পূজা হয়। (৩) অপর কেহ কেহ বলেন, স্বয়ং জড় পদার্থ সৃষ্টির ব্যাপার করে না, কিন্তু উহার প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোন সচেতন পুরুষ বা দেবতা থাকেন, যিনি এই ব্যাপার করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের আরাধনা করা উচিত। উদাহরণার্থ, জড় পাঞ্চভৌতিক সূর্য্যের গোলকে, সূর্য্যনামধারী যে পুরুষ আছেন, তিনিই প্রকাশ করা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব তিনিই উপাস্য। (৪) অন্য কেহ কেহ বলেন পঞ্চমূল মহাভূতে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা এবং হস্ত পদাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির মূল ভূত থাকে। এই চতুর্থ তত্ত্বেরই উপর সাংখ্যের এই মতও অবলম্বিত যে প্রত্যেক মানবের আত্মাও পৃথক পৃথক এবং পুরুষ অসংখ্য।... উক্ত চারিপক্ষকেই যথাক্রমে অধিভূত অধিযজ্ঞ অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম বলা হয়। "অধি" উপসর্গে অর্থ হয়—তমধিকৃত্য, তদ্বিষয়ক ঐ সম্বন্ধের, উহাতে স্থিতিশীল ঐ অর্থ অনুসারে অধিদৈবত অর্থে অনেক দেবতাতে স্থিতিশীল তত্ত্ব। সাধারণতঃ সেই শাস্ত্রই অধ্যাত্ম যে শাস্ত্র প্রতিপাদন করে যে সর্ব্বত্রই এক আত্মা আছে; কিন্তু এই অর্থ সিদ্ধান্ত পক্ষের। পূর্ব্বপক্ষের কথা, প্রত্যেক পদার্থের সূক্ষ্ম স্বরূপ বা আত্মা পৃথক পৃথক, এবং এ স্থলে অধ্যাত্ম শব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত।....মহাভারতকার ইন্দ্রিয় সমূহের এই ভাবে বিচার করেন—উদাহরণ চক্ষুর দ্বারা যাহা দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, কাণ দিয়া যাহা শোনা যায়—সব অধিভূত ; ইন্দ্রিয়দের (সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত) সূক্ষ্ম স্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ, ইহাদের, অধ্যাত্ম ; ইহাদের আবার দেবতা আছেন, যথা চক্ষুর সূর্য্য. উহা অধিদৈবত। উপনিষদে উপাসনার জন্য ব্রহ্মস্বরূপের মনকে অধ্যাত্ম, এবং সূর্য্য অথবা আকাশকে অধিদৈবত প্রতীক বলা হইয়াছে।...সারাংশ এই যে অধিদৈবত, অধিভূত, অধ্যাত্ম প্রভৃতি ভেদ প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে।.... মনুষ্যের দেহে সকল প্রাণীতে (অধিভূত) সকল যজ্ঞে (অধিযজ্ঞ), সকল দেবতাতে (অধিদৈবত), সকল কর্ম্মে ও সকল বস্তুর সূক্ষ্মস্বরূপে (অধ্যাত্ম) একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন।

Radhakrishnan, স্বভাব = Brahman assumes the form of জীব। অধ্যাত্ম = the lord of the body, the enjoyer, the Divine, constituting the individual self. Brahman is the immutable self-existence. Self is the spirit of man and nature. কর্ম্ম is the creative implse out of which iife's forms issue. The whole cosmic evolntion is called কর্ম্ম। The Immutable, which is above all dualities of subject and object, becomes from this cosmic end the eternal subject অধ্যাত্ম, facing the eternal objecf, which is mutable

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

infinsture, প্রকৃতি, the receptacle of all forms, while কর্ম্ম is the corrective force, the principle of movement, All these are not independent bnt are the manifestations of the One Supreme.... The distinction between Godhead and God, the Absolute and the Personal God, Brahman and Iswara is clearly given in the উপনিষদ। 4th verse. The basis of all created things is the mutable nature; the basis of the divine elements is the cosmic spirit, And the basis of all sacrifces, here in the body is Myself,....This is integral knowledge of the Divine—the Immutable Divine ব্রহ্ম, the Personai God ঈশ্বর (the object of all devotion), the Cosmic self হিরণ্যগর্ভ the presiding deity of the cosmos, and the Jiva the individual soul which partakes of the higher nature of the Divine, and প্রকৃতি the mutable nature.

(৫) বাসুদেব—স্মরণের ফল—

৫। অন্তকালে চ মামের স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।৫।

পদচ্ছেদ। অন্ত-কালে চ মাম্ এব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেকরম্। যঃ প্রথাতি সঃ মদ্‌ভাবম্ যাতি ন অস্তি সংশয়ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়ঃ চ যঃ অন্তকালে মাম্ এব স্মরেন্ কলেবরম্ মুক্ত্বা প্রযাতি সঃ মদ্ভাবম্ যাতি, অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি।

কঠিন শব্দঃ অন্তকালে=মৃত্যুকালে। কলেবরং মুক্ত্বা=দেহ ত্যাগ করিয়া ; "শরীরের উপর যে "আমি, আমার" ইত্যাকার অভিমান থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া" (মধুসূদন)। প্রযাতি=প্রকৃষ্টরূপে গমন করে ; পরলোকে যায় ; "তিনি যদি সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে পিতৃযানমার্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে অগ্নি. জ্যোতিঃ অহঃ শুক্ল পক্ষ ইত্যাদি বক্ষ্যমান দেবমার্গে যান ও পরে হিরণ্যগর্ভ লোকে থাকিয়া তথাকার ভোগাবসানে, মদ্ভাব অর্থাৎ মৎরূপতা অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ; আর যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার পক্ষে 'কলেবর ত্যাগ করিয়া প্রমাণ করেন' এই যে উক্তি ইহা লোকদৃষ্টি অনুসারে বুঝিতে হইবে, বাস্তবিক কিন্তু ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ উর্দ্ধগামী হয় না, এইখানে থাকিয়াই তাহা লীন হইয়া যায় ; মদ্ভাব=ব্রহ্মভাব=বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন" (মধুসূদন)। বৈষ্ণবেরা কিন্তু পঞ্চ প্রকারের অবস্থা (সার্ষ্টি ; সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য) চাহেন না, তাঁহারা দাসোহং হইয়া ভগবৎ সমীপে থাকিতে চান। মদ্ভাব=আমার সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিতি (সন্তদাস)। মদ্ভাব=আমার স্বরূপ ; গুণাতীত ভাব। চ=অপি, অর্থাৎ অন্ততঃ অন্তকালেও। (ছা, ৩।১৭।১ ; প্রশ্ন ৩।১০ (ভাববত ১।৯।২৩)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। মৃত্যুকালেও যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে যাত্রা করে, সে আমার স্বরূপকে (গুণাতীত ভাবকে, বা আমাকেই) পায়, (বা আমাতে বিলীন হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে)।

'মদ্‌ভাব' বাক্য গীতায়, ৪।১৩ ; ৮।৫ ; ১০।৬ ; ১৩।১৮ ও ১৪।১৯ শ্লোকে আসিয়াছে। অর্থ সাধারণতঃ "বিলীন হইয়া যায়", বা "গুণাতীত অবস্থা পায়"। সর্ব্বদা স্মরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা ; দশম অধ্যায়, ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

মধুসূদন। আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন কিনা, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন ইত্যাদি সংশয়। মদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি বলায়, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলা হইল।

শ্রীধর। অর্চ্চিরাদি পথে, উত্তরায়ণ মার্গে যান ; আমার সারূপ্য পান। স্মরণই জ্ঞানের উপায়, আমার ভাব প্রাপ্তিই ফল।

আশু দাস। মৃত্যুকালে অধ্যাত্মাদি স্মরণ করিলে ইত্যাদি।

রামানুজ। মদ্‌ভাব=মৃত্যুসময়ে আমার যেরূপ ধ্যান করে, আমার সেইরূপ সে পায়।

শঙ্কর। মদ্‌ভাব = বিষ্ণুর পরমস্বরূপ

Shuttleworth. Lifc's evening, we may rest assured, will take its character from the day which has preceded it :

বলদেব ও বিশ্বনাথ। মনুষ্য স্মরণাত্মক ধ্যানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারাই, আমার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, এবং আমিও তাহাদিগকে স্মরণানুরূপ তদ্রূপ ফল দি। মদ্ভাব = আমার স্বভাব, আমি, অপহতপাপ্মাত্বাদি আট প্রকার গুণ বিশিষ্ট।

কৃষ্ণানন্দ। জীবিত কালে ভোবাসক্ত থাকিয়াও, মৃত্যুকালে মনে যদি স্মরণকরে, নির্গুণ সগুণ যে রূপেই হউক, ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। আজীবন স্মরণে অভ্যাস হয়, দেহ অবশ হইলেও স্মরণ হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। অন্তকালে কূটস্থকে স্মরণ পূর্ব্বক যে কেহ শরীর ত্যাগ করে যে আমাতেই মন থাকার দরুন আমারই ভাব অর্থাৎ আমাতেই স্থিতি হইয়া মুক্ত হয়; অন্তকালে কূটস্থের স্মৃতি উদয় হইলে মন তাহাতেই থাকে।...আমাদের দেশে মৃত্যুকালে জীবকে নাম শুনায়।···"মরণের সময়ে সেই হৃদয়ের অগ্রভাগের জলন দ্বারা দীপ্তি হয়, সেই তেজ-মালা চক্ষু মূর্দ্ধা ইত্যাদি দ্বার দিয়া উৎক্রমণ করে।····উদান বায়ুর নাড়ী দ্বারা পুণ্য বান পুণ্যলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যায়, আর পাপী মনুষ্য লোকে যায়"।

(৬) মৃত্যুকালের স্মরণ। (আমাকে স্মরণ ছাড়া, আর কাহারও স্মরণে কিছু হয় না, তাহা নহে।

(৬) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ

পদচ্ছেদ। যম্ যম্ বা অপি স্মরন্ ভাবম্ ত্যজতি অন্তে কলেবরম্, তম্ তম্ এব এতি কৌন্তেয় সদা তদ্-ভাব ভাবিতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়ঃ কৌন্তেয়, অন্তে যম্ যম্ বা অপি ভাবম্ স্মরণ কলেবরম্ ত্যজতি, তম্ তম্ এব এতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।

কঠিন শব্দঃ এতি = পায়। তদ্ভাব ভাবিতঃ = সেই ভাবই চিন্তা করিতে থাকিলে; because of his constant contemplation on the same (ভক্তি প্রদীপ) "সেই দেবতাবিশেষ আদিতে যে ভাব বা বাসনা তাহাই তদ্ভাব, সেই তদ্ভাব যাঁহার দ্বারা ভাবিত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন" (মধুসূদন)

অনুবাদঃ হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন) মৃত্যুকালে যে, যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সর্ব্বদা যাহা চিন্তা করিয়া আসিয়াছে এমন যে সেই, সে সেই সেই ভাব সর্ব্বদা প্রাপ্ত হয়।

দেবতা স্মরণে আসিলে দেবভাব পায়; পশু পক্ষী স্মরণে আসিলে পশু পক্ষী দেহ পায়। ভরত মুনির তাঁহার পালিত হরিণ শাবকের কথা স্মরণে আসিয়াছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার হরিণ জন্ম হইয়াছিল। নন্দিকেশ্বর শিব চিন্তা করিয়া এই দেহেই শিবত্ব পাইয়াছেন। (গীতা ৭।২৩ ; ৮।১৩ ; ৯।২৫ ; ছা উ ৩।১৮।১) অন্তঃকালের স্মরণ অভ্যস্ত বিষয়েই হয়।

Radhakrishnan. It is not the casual fancy of the last moment but the persistent endeavour of the whole life that determines the future.

(প্রশ্ন উ ৩।১০ ; ছা ৫।১০।৭ ; বৃ উ ৪।৫।৬ ; কঠ ৩।৫-৮ ; কৌশী ১।২ , শ্বে ৫।৭।১২ ; মৈত্রী ৩।২ ; ৬।৩৪ ; যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূত্র ৩।২০৭, মহাভা ১৪।৩৫।৩০, ৩১ ; মনুস্মৃতি ১২।৫৫। ছা ৩।১৪।১) (গীতাপ্রেমী—অধ্যাত্ম ৫।১।৪)।

ব্যোমব্রহ্ম। সর্ব্বদা সেই সেই বিষয়েই চিন্তারত থাকিলে, সেই সেই বাসনা সিদ্ধির উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সচ্চিদানন্দ। তদ্ তদ্ ভাব ভাবিতঃ অর্থাৎ জীবদ্দশায় এক বার যোগারূঢ় হইলে কর্ম্মসন্ন্যাসই করা কর্ত্তব্য।

গিরীন্দ্র। মৃত্যুকালের চিন্তা অনুযায়ী জীবের পরজন্মের গতি হয়, এই বিশ্বাস অধিবাদের অন্তর্গত।

কৃষ্ণানন্দ। তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয়ের জন্য ভ্রমর কীটের (কাঁচ পোকার) চিন্তাবশতঃ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে নিজদেহ পরিহার পূর্ব্বক ইত্যাদি। চিন্তায় মনোময় সূক্ষ্ম শরীর তদ্‌ভাবাপন্ন হয়। মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীর তদনুরূপ সূক্ষ্ম শরীর রচনা করিয়া লয়।....আত্মজ্ঞানীর মুক্তি।...নিবৃত্তি মার্গের সূক্ষ্ম শরীর সুষুম্না দিয়া বাহির হয়।

শঙ্কর। উপাস্য দেববিষয়ক ভাবনার নাম তদ্‌ভাব ; তাহাতে বারম্বার চিন্তনে অভ্যস্ত ইত্যাদি।

রামানুজ। অন্তকালের প্রতীতি পূর্ব্বেকার অভ্যস্ত বিষয়েই হয়।

শ্রীধর। কেবল আমাকে স্মরণ করিলে, আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ নিয়ম নহে, অন্য দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে যদি দেহ ত্যাগ হয়, তবে সেই স্মৃতির অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতিলাল। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

ব্যোমব্রহ্ম। নান্যগামিনঃ = অন্য বিষয়ে ধাবমান হয় না এমন মনের দ্বারা।

বলদেব। দিব্যং পুরুষম্ পরম = শ্রী সহকৃত নারায়ণ বাসুদেব। মনকে "তৎতুল্য" হওয়ার বিষয়ে কীট-ভৃঙ্গ ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

গোয়েন্‌কা। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের অভ্যাসের নাম, অভ্যাস যোগ।

সন্তদাসঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ আত্মাকে পায়।

কৃষ্ণানন্দ। নিরন্তর পরমাত্মা চিন্তন অভ্যাসই সমাধি যোগ। জীবিতাবস্থায় ও জীবনাবসানে পরমাত্মস্বরূপে স্থিতিই জীবনমুক্তি বিদেহ কৈবল্য বলে। নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্তে অন্য চিন্তা উদয় হইতে না পাইলেই চিত্ত শুদ্ধি হয়, এবং সেই নিরুদ্ধ চিত্তে ভগবানের চিন্মাত্র সত্তার বিকাশ হইয়া থাকে।

মহানামব্রত। মৃত্যুর ভয়প্রদ বিভীষিকার সম্মুখেও ভক্ত বেঁহুষ হইয়া পড়েন না, ইষ্টকে ভাবেন। স্মরণের ফলে মদ্ভাবং যান্তি। মদ্ভাব, অদ্বৈত বাদীরা বলেন নির্গুণ ব্রহ্মভাব; ভক্তিবাদী বলেন পার্ষদদেহে আমার সেবানুকূল ভাব লাভ। এই কথা গীতাকার বলেছেন, মমসাধর্ম্ম্যমাগতা (১৪) কথায়;....ঈশ্বর গুণাতীত, ভক্তও গুণাতীত হন (১৮।২৬)···ইহা মায়াতীত, গুণাতীত, এক অপূর্ব্ব সিদ্ধ ভাব। মৃত্যুকালে ভগবৎ স্মরণ থাকিলে ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হয় (৮।৫)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহানামব্রত : সারা জীবন যে সেভাবে থাকিলে, মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসিবে না, সেই জন্য সদাকাল ঈশ্বর চিন্তায় থাকিতে বলিয়াছেন (তদ্‌ভাব ভাবিতা)

ভূপেন্দ্রনাথ : প্রত্যেকের দেহই নিজ নিজ ভাবানুরূপ হইয়া থাকে ; কর্ম্মানুরূপ ভাব উৎপন্ন হয়।...আমরা বুঝিতে না পারিলেও, শিশু দেখিলেই বুঝিতে পারে ।....জীবিত কালে বহুভাবের পরিবর্ত্তন হইতে থাকায়, সব লক্ষ্য করা যায় না ; কিন্তু মৃত্যুকালের ভাবটি সূক্ষ্ম দেহে স্থায়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ মনোময় সূক্ষ্ম শরীরটি তদ্‌ভাব ভাবিত হইয়া রহিল। নূতন দেহ গ্রহণের সময়, ভাবময় বা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরের অনুরূপ ভাবে রচিত হইয়া থাকে । মরণ মুহূর্ত্তে, অবশ ভাবে কৃত কর্ম্মের প্রতিচ্ছবিগুলি আমাদের মানস পটে আসে, সেই চিন্তাগুলি পিণ্ডীকৃত হইয়া যেন সম্মুখে ভাসিতে থাকে, আমরা যেন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাই হইয়া যাই। ঈশোপনিষদে আছে "মৃত্যুকালে প্রাণ-বায়ুরূপ সূক্ষ্ম শরীর বায়ুরূপ সূত্রাত্মাকে প্রাপ্ত হউক··· কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর।....সাধনাভ্যাসে আত্মার সহিত তন্ময়তা হয়।

(৭) সেইজন্য, আমাকে যদি পাইতে চাও, আমাকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে থাক ; ইহাতে নিজের কাজ বন্ধ করিবার কোন কথা নাই।

৭। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ
মষ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ।৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ, ময়ি অর্পিত মনঃ-বুদ্ধিঃ মাম্ এব এষ্যসি অসংশয়ম্।

অন্বয়। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর চ যুধ্য, ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ম্ মাম্ এব এষ্যসি।

কঠিন শব্দ। যুধ্য="চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ, প্রভৃতি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে, চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় কর" (মধুসূদন)। যুদ্ধ অর্থে স্বধর্ম্ম পালন উপলক্ষিত হইয়াছে। (যুধ্য, যুধ্যশ্চ পদের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর্ষ প্রয়োগ) (মধুসূদন)। ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি="আমার অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবের উপর অর্পিত হইয়াছে সংকল্পাত্মক মন ও অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যাহা কর্ত্তৃক (মধুসূদন); ("এই প্রকারের সগুণ ব্রহ্মোপাসনা কর্ম্মী দিগের জন্য কথিত হইল, যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই, অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়" (মধুসূদন)। যুদ্ধে স্থূল অর্থ লইলেও ক্ষতি নাই; যুদ্ধে মৃত্যুর সময়, অভ্যাস যদি থাকে, আমাকে স্মরণ হইবে ও আমাকে পাইবে।

অনুবাদ। অতএব সকল সময়ে আমাকে চিন্তা কর, এবং যুদ্ধ কর (কষ্টকর হইলেও তোমার স্বধর্ম্ম পালন কর, আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ যে করে, নিঃসন্দেহে সে আমাকেই পায়। (যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে, ৪।১১)। (৬।৩০; ১৮।৪৫ ৫৬; ১২।১১)।

কাজ বন্ধ করিতে আমি বলিতেছি না, কাজ করিয়া চল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চল, কর্ত্তব্যে পলাতক হইও না, কিন্তু আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। মরণ কখন আসিবে তাহার ঠিক নাই, আর, সকল সময়ে চিন্তা করিবার অভ্যাস না থাকিলে, মৃত্যুকালে, জরামরণের মুহ্যমান অবস্থায়, আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে না।

ভগবানকে পাইবার প্রথম ক্রিয়া, আর প্রয়াণ কালে যাহা বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা স্মরণ, এই স্মরণে কি হয়, পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

শঙ্কর। শাস্ত্রাজ্ঞানুসার স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধও কর।...আমার যথাচিন্তিত স্বরূপ পাইবে।

রামানুজ। বর্ণাশ্রম অনুকূল শ্রুতি স্মৃতিবিহিত যুদ্ধাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও কর।...নিজ ইষ্টরূপ আমি পরমেশ্বরকে পাইবে।

শ্রীধর। অন্তকালে বিবশ পুরুষের স্মরণ সম্ভব নহে, অতএব সর্ব্বক্ষণ অনুচিন্তণ কর। চিত্ত শুদ্ধির জন্য যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।....অভিনাষ ময় মন ও নিশ্চয়ময়ী বুদ্ধি অর্পিতা থাকিলে, ইত্যাদি

Gandhi-Desai. It was not only the actual warfare in front of them that was meant, but the fight, moral and spiritual, that is man's lot on earth,

Radhakrishnan. It is not fight on the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

material plane that is intended here, for it cannot be done at all times. It is the fight with the powers of darkness, "Just as a dancing girl fixes her attention on the water pot she bears on her head, even when dancing to various tunes, so also a truly pious man does not give up his attention to this blissful fact of the Supreme Lord, even when he attends to his many concerns ?

Aravinda. A man may not always be praying, but should always be ready to pray

আশুদাস। ইহাই গীতার ভক্তি-যোগ, অন্তরঙ্গ সাধন; লৌকিক পূজাদি তো বহিরঙ্গ সাধন।

তিলক। যাঁহারা গীতাতে এই বিষয় প্রতিপাদিত বলেন যে সংসারকে ছাড়িয়া দাও, এবং কেবল ভক্তিকেই অবলম্বন কর, তাঁহাদের এই সপ্তম শ্লোকের দৃষ্টান্তের প্রতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

বলদেব। যুধ্য = লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম সম্পাদন

ব্যোমব্রহ্ম। যুদ্ধ কর, অর্থাৎ প্রাণপণে চেষ্টা কর আমাকে পাইতে।

সচ্চিদানন্দ। যুধ্য অর্থাৎ যোগারুরুক্ষু দশাতে চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মাচরণের সময়েও ঈশ্বরের একত্ব মনে রাখ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'যে কেহ অন্তিমকালে আমাকে অনুস্মরণ পুর্ব্বক তাহার দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়; ভগবানের মূল সত্তার সহিত সে মিলিত হয়। তাহাই জীবাত্মার চরম গতি (পরোভাব) এই খানেই কর্ম্মের শেষ পরিণতি....কর্ম্ম এইখানে নিজের মধ্যে আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্ব লীলার মধ্যে আসিয়া জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি স্বভাব ঢাকা পড়িয়া যায়—তাহার চৈতন্যের অন্যান্য প্রতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়—তম্ তম্ভাবম্। জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অনুসরণ করিয়া তাহার সকল প্রতিভাসিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়; এবং এইরূপে ফিরিয়া গিয়া সে তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার, আত্মার সন্ধান পায় এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে (মদ্ভাবম্); সে ভগবানের প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়।....অরবিন্দ, মৃত্যুকালীন মনের ভাবের ও চিন্তার উপর গীতা কেন বিশেষ জোর দিয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—চিন্তা আন্তরিক শক্তি শ্রদ্ধা এবং পুর্ণ ও ঐকান্তিক সহিত যাহার উপর নিবদ্ধ হয়, আমাদের আন্তরিক সত্তাসত্ত তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হয়, ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া যথেষ্ট ভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু মৃত্যুকালে অনুস্মরণ আমাদিগকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে না। (লৌকিক ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল মুক্তিলাভের যে সব সহজ পথ দেখাইয়া চলে, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই...অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার মন ও বুদ্ধি, সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং আমাকে অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি আমাতেই আসিবে, কারণ সর্ব্বদা যোগ অভ্যাসের দ্বারা অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে লোক দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। এখানে আমরা পরম পুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি—ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও বৃহত্তর ও মহত্তর, গীতা পরে ইহাঁকেই পুরুষোত্তম নাম দিয়াছে।

মহানামব্রত ঃ সর্ব্বদা আমার ভাবে থাক, স্মরণ করিতে করিতে সংসার যুদ্ধ কর। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ চির জীবন ফাঁকি দিয়া আসন্নকালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তুমি পার হইয়া যাইবে তাহা ভাবিও না, যদি না পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের খুব বেশী পুণ্য থাকে।...পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমূহের সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, যুদ্ধ কর।....অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন সাধকের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ, অর্থাৎ প্রাণপণে সাধনাভ্যাস। আত্মসমর্পণ চাই। "আমি আমার" জয় করিতে।...মুণ্ডক উপনিষদের শর সন্ধানের বর্ণনা। তদ্ভাব গতেন=লক্ষ্য স্বরূপ অক্ষর পুরুষকেই বেদ্ধব্য বলিয়া জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮) কিন্তু অভ্যাস চাই, তবেই—

৮। অভ্যাস যোগ যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ।৮।

পদচ্ছেদ। অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন চেতসা ন-অন্য-গামিনা, পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থ-অনুচিন্তয়ন্।

অন্বয়। পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা, অনুচিন্তয়ন্ পরম্ দিব্যম্ পুরুষম্ যাতি। (চেতসানৈন্যগামিনা, পাঠান্তর)।

কঠিন শব্দ। অভ্যাস যোগ যুক্ত = অভ্যাসরূপ সাধনায় যুক্ত ; "বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অনন্তরিত (বিচ্ছেদহীন) যে মদ্‌বিষয়ক অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক সজাতীয় (একজাতীয়) প্রত্যয় প্রবাহ অর্থাৎ জ্ঞানধারা = অভ্যাস (ষষ্ঠ অধ্যায়) ; ঐ অভ্যাসরূপ যে যোগ বা সমাধি, তাহাতে ব্যাপৃত। অর্থাৎ আত্মাকারী বৃত্তি ছাড়া অন্যরকম যে সব বৃত্তি আছে তাহা বিরহিত" (মধুসূদন)। with constant practice of Yoga (ভক্তিপ্রদীপ) নান্য গামিনা = অন্যদিকে গতিহীন ; "যাহা অভ্যাসের পটুতা নিবন্ধন, নিরোধ বিষয়ে প্রযত্ন না করিলেও যাহা স্বভাবতঃই আর কোন বিষয়ান্তরে যায় না", (মধুসূদন)। পরমম্ দিব্যম্ = প্রকাশময় মহান্ পুরুষকে ; "নিরতিশয় স্বয়ম্ প্রকাশ আদিত্য-মণ্ডলাবস্থিত যে পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ তত্ত্ব" (মধুসূদন)। The Supreme Lord with all His

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

splendour (ভক্তিপ্রদীপ)। অনুচিন্তয়ন্ = নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে। পরম পুরুষ = "অন্তর্য্যামি অধিযজ্ঞ পুরুষ"।

অনুবাদ ঃ হে পার্থ, অভ্যাসরূপ সাধনায় যুক্ত ও অন্যদিকে গতিহীন চিত্তের দ্বারা, আমাকে নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে, সেই অভ্যাসকারী, প্রকাশময় মহান পুরুষকে, (অর্থাৎ আমাকে) প্রাপ্ত হয়। (স্মরণ মননের পরের ধাপ অভ্যাস বা নিদিধ্যাসন)। (অভ্যাস না থাকিলে, মৃত্যুকালের বিবশতায়, সেই তমসার পারে অবস্থিত পরমপুরুষকে, স্মরণ হয় না)। (পুরুষোত্তমই পরম পুরুষ) (নিরন্তর অভ্যাসেই দ্বারাই বস্তু স্মরণে থাকে)। প্রথমে আনা হইয়াছে নির্গুণ ভাবের অনুচিন্তন, যথা ওঁকারের অনুচিন্তন।

শঙ্কর ঃ অভ্যাস = বিজাতীয় প্রতীতির ব্যবধান রহিত, তুল্য প্রত্যয়ের আবৃত্তি।...আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষকে পায়।

শ্রীধর ঃ নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসই অন্তরঙ্গ সাধন। অভ্যাস = একই প্রকারের বিশ্বাসের প্রবাহ। যোগ = উপায়। যুক্ত = একাগ্র। দ্যোতনশীল পরমপুরুষ ইত্যাদি।

রামানুজ ঃ ভরত ও মৃগশাবক। ঐশ্বর্য্যের বিশেষতায় আমার সমরূপ বিশিষ্ট।

নীলকণ্ঠ ঃ অভ্যাস = বিরাট,সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীতে মন স্থির করিবার জন্য যত্ন, চিত্ত স্থৈর্য্যের জন্য যত্নের নাম অভ্যাস (পাতঞ্জল যোগসূত্র ১।১২) দিব্য = সৃষ্টি আদি ক্রীড়া যুক্ত (মাধ্ব)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Radhakrishnan. It is not death-bed repentance that will save us, bnt constant practice and unwavering dedication to the Supreme.

মহানামব্রত। অনন্যগামী চিত্তদ্বারা অনুচিন্তন করতঃ সেই পরম পুরুষকে পাওয়া যায়

ভূপেন্দ্রনাথ। চিত্তকে সাধনদ্বারা একাগ্র ও অনন্যগামী করিবে। চিত্তে সজাতীয় প্রত্যয়ের ধারা প্রবাহিত করিবার যে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস, তাহার নাম অভ্যাস। মৌখিক বেদান্তাদির আলোচনাই ব্রহ্মবিচার নহে, ব্রহ্মসত্তায় অবস্থানের প্রযত্ন ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্মে বিচরণ। (পৌরুষ প্রযত্ন চাই "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ইত্যাদি (মুণ্ডক ৩,৪

মধুসূদন। পরমম্ দিব্যম্ = নিরতিশয় দ্যোতনাত্মা অর্থাাৎ স্বয়ম্ প্রকাশ আদিত্যমণ্ডলাবস্থিত যে পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ তত্ত্ব।

Telang, He who thinks of the Supreme divine Being, with a mind not running to the objscts and possessed of abstraction in the shape oi continuous meditation ahout the Supreme, goes to him.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৯) যাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে
সেই পুরুষ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

৯। কবিং পুরাণমনুশাসিতার মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।৯

পদচ্ছেদ। কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোঃ অণীয়াংসম্ অনুস্মরেৎ যঃ সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্য-বর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ।

অন্বয়। যঃ কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম অণোঃ অণীয়াংসম্ সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ অনুস্মরেৎ।

কঠিন শব্দ। কবি = সর্ব্বজ্ঞ। পুরাণং = প্রাচীন কিন্তু চিরকাল একভাবে বর্ত্তমান, চিরন্তন। অনুশাসিতারম্ = সর্ব্বনিয়ন্তা All controlling Principle (ভক্তি প্রদীপ) অণোঃ অণীয়াংসম্ = অণু, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। সর্ব্বস্য ধাতারম = সর্ব্ব ধারক, কর্ম্মফলদাতা, বিধান কর্ত্তা। অচিন্ত্য রূপম্ = চিন্তাতীত মন বুদ্ধির অগোচর। আদিত্যরূপম্ = মহান্‌জ্যোতির্ম্ময়, সূর্য্যের ম স্বপ্রকাশ, ও সব কিছু প্রকাশ করিতেছেন। তমসঃ পরস্তাৎ যিনি প্রকৃতির অতীত, বা যিনি গুণাতীত চিদ্‌রূপ ; মায়া অবিদ্যারূপী অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত। (ভগবান চমৎকা ভাবে উত্তর দিলেন, যাহা কোন সাম্প্রদায়িকতায়, কোন বিশে ক্ষেত্রে বা আশ্রয়ে সীমাবদ্ধ হয় নাই ; অতি উচ্চ, কাব্যম abstract তত্ত্ব)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ ঃ যিনি সর্ব্বজ্ঞ, চিরকাল একভাবে বর্ত্তমান, সর্ববনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সর্ববধারক, বিধান কর্ত্তা, মন বুদ্ধির অগোচর, মহান্ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের মত স্ব-প্রকাশ ও সব কিছু প্রকাশ করিতেছেন, যিনি প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যারূপী অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত—সেই তাঁহাকে যে চিন্তা করিবে। (পরের শ্লোক ইহার সহিত পড়িলে ভাল হয়)। (কেন ২৷২০, শ্বে উ ৩৷৫,২০ ১৮ ; শ্বে ৩৷৮,৯ , মু ২৷২৷৬, মহাভা ৫ ৪৫৷২০ ছা, ৭৷২৬৷২)

ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি মন বুদ্ধির দ্বারা হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক লক্ষণ গুলির স্মরণ ও মনস তো হইতে পারে।

মধুসূদন ঃ কবি = ক্রান্তদর্শী, অতীত বিষয়ের জ্ঞানশালী, সর্ববজ্ঞ। পুরাণ = সকলেরই কারণ বলিয়া তিনি অনাদি।...অণু হইতেও অণুতর, অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকাশাদি পদার্থ হইতেও সূক্ষ্ম, (কেন না তিনি ইহাদেরও উপাথান।—নিখিল বিশ্বের অবভাসক —এইরূপ পুরুষকে যে চিন্তা করে....

শঙ্কর ঃ বিচিত্র রূপে বিভাগ করিয়া সকল প্রাণীর কর্ম্মফল দেন। ..যাঁহার স্বরূপ সর্ববদা নিয়ম ও বিদ্যমান থাকা সত্বেও, চিন্তন অসম্ভব।

শ্রীধর ঃ আকাশ, কাল, দিক, হইতেও অধিক সূক্ষ্মতর। প্রকৃতির পরস্তাৎ = অতীত হইয়াও বর্ত্তমান। প্রকৃতি অতীত মহাপুরুষকে জানি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ। অচিন্ত্যরূপ=সব হইতে ভিন্ন, বিলক্ষণ স্বরূপ যুক্ত।

কৃষ্ণানন্দ। চিন্তা দ্বারা ভগবানের রূপ সাক্ষাৎ করা যায় না, কেননা চিন্তা-কালে পার্থক্য বুদ্ধি থাকে, ভেদভাব অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্ কল্পনা করাই "অবিদ্যা" অভিন্নভাবে আত্মসংস্থ হইলে তিনি প্রকাশিত হন।

ব্যোমব্রহ্ম। ধাতা=পালক, রক্ষাকর্ত্তা।

ভূপেন্দ্রনাথ। যং মনসা ন মনুতে।... অব্যক্ত পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ পরমাত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থায়, তাঁহাকে তেজো বিন্দুরূপে দেখা যায়, সাধক সেই তেজোরূপকে দেখিতে দেখিতে পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়।

মধুসূদন। সেই অনুচিন্তিতব্য পুরুষ, তিনি ক্রান্তদর্শী (অতীত বিষয়ের জ্ঞানশালী, চিরন্তন; নিখিল জগতকে নিয়ন্তা সূক্ষ্ম আকাশাদি পদার্থ হইতেও সূক্ষ্ম কেন না তিনি ইহাদের উপাদান, সকলের ধাতা অর্থাৎ প্রাণিগণের অশেষ প্রকারের কর্ম্মের ফল বিচিত্ররূপে তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। অচিন্ত্যরূপে=অপরিমিত মহিমা বলিয়া যাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না. এতাদৃশরূপ যাহার। আদিত্যবর্ণ= আদিত্যের বর্ণ যেমন জগৎ প্রকাশক, ...তিনি নিখিল বিশ্বের অবভাসক; আর এই কারণেই তমসঃ পরস্তাৎ' অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারের বাহিরে;

Tetang. আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ = whole brillianc

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is like that of the sun and who is beyond all darkness.

মতিলাল। প্রাণ ঊর্দ্ধক্ষেত্রে উত্তোলিত হইলে, দিব্য পরম পুরুষকে সন্দর্শন করা যায়, এবং ইহাই প্রয়ান কালে করিতে হইবে। সারা জীবনের অভ্যাস যোগেই ইহা সম্ভব পর।....মনের প্রভাবে প্রাণ আচ্ছন্ন।

(১০) ইহা পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত পঠিতব্য—

১০। প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যাযুক্তো যোগ বলেন চৈব
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক স তং পরং পুরুষ মুপৈতি
দিব্যম্।১০।

পদচ্ছেদ। প্রয়াণ-কালে মনসা অচলেন ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগ বলেন চ এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্ সঃ তম্ পরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্।

অন্বয়। সঃ ভক্ত্যা যুক্তঃ প্রয়াণকালে যোগবলেন ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ সম্যক্ আবেশ্য চ অচলেন মনসা (স্মরন্) তম্ দিব্যম পরম্ পুরুষম্ এব উপৈতি।

কঠিন শব্দ। যোগ বলেন=সমাহিত হইবার শক্তি যুক্ত হইয়া। ভ্রূমধ্যে=আজ্ঞা চক্র। প্রাণ, ইহার অর্থ, জীবন, বা পঞ্চ প্রাণ বা মুখ্য প্রাণ, বা ইন্দ্রিয়, এখানে খাটিবে না; আজ্ঞাচক্রে ইহাদের উত্তোলন—ইহাতে কোন সঙ্গতি পূর্ণ অর্থ আসে না। যোগশক্তি লিখিলে কি রূপ যোগশক্তি, তাহা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। এই সব কারণে আমরা প্রাণ অর্থে স্মৃতি শক্তি দিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(কেন দিলাম তাহা পরে ব্যাখ্যায় বলিয়াছি)। আমরা সকলেই জানি, স্মৃতি শক্তি উদ্বুদ্ধ না করা হইলে, চাপা বা কুণ্ডলিত হইয়া অনেক কিছুর নীচে পড়িয়া থাকে। এই স্মৃতির বা ভগবৎ স্মৃতির জাগরণ কি যোগের বা তন্ত্রের কুণ্ডলিনী-জাগরণ? শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে প্রচলিত নানা সাধনার কিছু না কিছু বর্ণনা বা ইঙ্গিত, সংস্কারিত ভাবে দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় তিনি এখানে আজ্ঞা চক্রে কুণ্ডলিনী উত্তোলন নামক সাধনার ইঙ্গিত দিলেন। আমাদের মোটা বুদ্ধি অনুসারে আমরা এখানে "ভ্রুবোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য" ইহার অর্থ 'ভগবৎ স্মৃতিশক্তিকে জাগাইয়া তোলা' দিলাম, এবং কেন দিলাম, ও ভ্রূমধ্যের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ. পরে তাহারও ব্যাখ্যা দিলাম।

অনুবাদ। মৃত্যুকালে, ভক্তিযুক্ত স্থিরমনা হইয়া, অকপট গভীর চিন্তারূপ) যোগবলের দ্বারা, চাপাপড়া স্মৃতিকে তুলিয়া আজ্ঞা চক্রে সম্যক্ রূপে স্থাপিত করিয়া, সে (সেই ক্রিয়াকারী), অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদে আছে এরূপ ভাবের শ্লোক. যথা বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যু মেতি, নান্যপন্থা বিদ্যাতে অয়নায়।

ভ্রুমধ্য-বিন্দুতে প্রাণকে রাখা, ইহার নানা অর্থ নানা লেখক দিয়াছেন; পড়িলেই দৃষ্ট হইবে যে মনে কোনটাই লাগে না। অধ্যায়ের প্রধান কথা স্মরণ ইহা যেন মনে থাকে। আমাদের দেহে কয়েক প্রকারের প্রাণ শক্তি, potential বা কুণ্ডলিত অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, যথা, যে শক্তি পেশী সমূহে বর্ত্তমান, যে শক্তি স্মৃতিতে বর্ত্তমান, ইত্যাদি। এ গুলি সুপ্ত থাকে, উদ্বুদ্ধ হইলে কাজ করে। ভগবৎ-স্মরণ করিবার শক্তিও protential প্রাণ শক্তি। গৌরবে স্মৃতিশক্তিকে প্রাণ বেশ বলা চলে, কারণ সে অতি প্রিয় শক্তি। যে ভাগ্যহীন স্মৃতিশক্তি-বঞ্চিত, জীবনে সে মৃত। আমাদের অন্য প্রশ্ন ছিল, কোন্ সে শক্তি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যবিন্দুতে আনা যায়, স্মৃতি শক্তিকে সেই শক্তি লইলে, তাহাও ব্যাখ্যাত হয়। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন কোন জিনিষকে তীব্রভাবে স্মরণ করিবার সময়, বা ভাল করিয়া কোন জিনিষে প্রবেশ করিবার সময়, আমরা আপনা আপনি ভ্রূকুঞ্চিত করি। তোতাপুরীর উপদিষ্ট, নির্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় পরমহংস দেবের মন যখন বসিতেছিল না, তখন তোতা পুরী পরমহংস দেবের ভ্রূমধ্যবিন্দুতে একটুকরা কাঁচ ফুটাইয়া দিয়া বলিলেন, এইখানে চিন্তা কর্। প্রয়াণ কালেরও সহিত স্মৃতির সম্বন্ধ আছে; শোনা যায় সেই সময়ে অতীতের সকল ঘটনা দ্রুতবেগে মনে ফুটিয়া উঠে। ঈশোপ-নিষদের শেষের দিকে আমরাই ইহার কিছু ইঙ্গিতও পাই। দেখা গেল, এখানে প্রাণ অর্থে স্মৃতি বেশ খাটে; আরও ভাল ভাবে খাটে, যদি এই স্মৃতি, তাহার একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এ অধ্যায় ভগবৎ স্মরণের অধ্যায়; এখানে, সেই জন্য প্রাণ অর্থে, ভগবৎ স্মরণ বিষয়ক স্মৃতি লইলে আরও সুসঙ্গত হয়। আর, প্রয়াণ কালে উপযোগিতা তো সেইরূপ স্মৃতিরিই। কি রূপ যে স্মৃতি হইবে, পুর্ব্বের শ্লোকে আমরা তাহারও বর্ণনা পাই। গীতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রহেলিকায় মীমাংসা, গীতা নিজেই করিয়া দেন, আর তাহা করিয়া দেন, কাছাকাছি শ্লোকে; ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এই ব্যাখ্যা হইতে কুণ্ডলিনী শক্তি বিষয়ক অনেক কথা আনা যায়। প্রথমতঃ, স্মৃতি শক্তি, একটি অব্যক্ত, একটি কুণ্ডলিত শক্তি যাহাকে জাগাইতে হয়। দ্বিতীয়, আমাদের সকলের মনে ভগবৎ কথা কিছু না কিছু থাকে, তবে দৈবিক ও মানসিক, তামসিক ও রাজসিক, সহস্র সহস্র ব্যাপারের নীচে ঐ চিন্তা থাকে, সাধারণ জাগতিক জীবনে প্রায় কেহই তাহাকে স্মরণ পথে আনে না; ইহাই কুণ্ডলিনী ক্রিয়ার ভাষায় ঐ স্মৃতি, কুণ্ডলীকৃত নাগিনীর মত সর্ব্ব নিম্ন চক্র মূলাধারে নিদ্রিত থাকে। ঐ স্মৃতিকে সকলের উপরে তুলিবে, বিশেষ প্রয়াণ কালে। কুণ্ডলিনী ভাষায়, ইহাকেই বলা হইয়াছে, সুপ্ত নাগিনীকে জাগাইয়া, মূলাধার হইতে উপরে তুলিতে হইবে, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্র ভেদ করাইতে হইবে। আমাদের শরীরের নিম্নার্দ্ধ, পুরীষ, মূত্র ও প্রজননাদি দৈহিক ব্যাপার সমূহের সহিত সংযুক্ত; ঐ সকল দৈহিক ব্যাপারের স্মৃতির উপর ভগবৎ স্মৃতিকে তুলিতে হইবে। ইহাকেই ঐ ভাষায় বলা হয় ব্রহ্ম গ্রন্থি ভেদ করা। তাহার পর আরও তুলিতে হইবে, মানসিক স্মৃতি সমূহের উপরে; অর্থাৎ অনাহত ও বিশুদ্ধাখ্য চক্র ভেদ্ করাইতে হইবে। ইহাকেই বলা হয়, বিষ্ণু গ্রন্থিভেদ। এই ভগবৎ স্মৃতিকে রাখিতে হইবে যেখানে বোধি আছে, যাহাকে আজ্ঞা চক্র বা ভ্রূমধ্য-বিন্দু বলে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ভগবানের কোন মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তির ধ্যানে থাকা, দিব্য পুরুষের ধ্যানে থাকা। ইহার উপরে উঠা যায়, সহস্রার চক্রে, যেখানে সেই স্মৃতি, ভগবানে বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান সব এক হইয়া যায়; ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। উহাই বিচার দৃষ্টিতে সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার। কিন্তু প্রয়াণ-কালে, মনে শূন্য আনা কিছু নয়; মন ভরপুর রাখা দরকার দিব্য পুরুষের জ্ঞানে। এই ভগবৎ চিন্তায় নিজের মনকে ক্রমে ক্রমে আনিয়া রাখার জন্য নেতি ধৌতি ইত্যাদির প্রয়োজন নাই, যাহা মৃত্যুপথ যাত্রীর পক্ষে করা অসম্ভব। শুধু চাই, সকল চিন্তার উপর ভগবৎ চিন্তাকে আনা ও তাহাতে নিমগ্ন থাকা।

আমাদের এ ব্যাখ্যায় সকল দিক রাখা হইয়াছে, অথচ সরলও হইয়াছে এবং অসঙ্গতি কোথাও আসে নাই। মূর্খ আমরা, ভুল ভ্রান্তি সুধী জনেরা যেন ক্ষমা করেন।

মধুসূদন। যোগবলেন চৈব ইত্যাদি = সমাধিপ্রভাবে ব্যুত্থানকালী সংস্কারের বিরোধী যে সমাধিযুক্ত সংস্কার। তদ্যুক্ত হইয়া (এইরূপ প্রাণকে প্রথমে হৃদয় পুণ্ডরীকে বশীকৃত করিয়া, তাহার পর উর্দ্ধগামিনী সুষুম্নানামক নাড়ীর মধ্য দিয়া, গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মার্গ অনুসারে,ক্রমে অগ্রিম ভূমিগুলি জয় করিতে থাকিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞা চক্রে প্রাণকে স্থাপিত করিয়া, সকল রকম অনবধানতা বিহীন হইয়া এই জাতীয় উপাসক ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রান্ত হইয়া দ্যোতনাত্ম পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ। যোগবলের দ্বারা দৃঢ় সংস্কার যুক্ত হওয়ার জন্য, অচল চিত্তে....তাঁহকে পায়, অর্থাৎ তাঁহার ভাব পায়, অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্য্যশালী হয়

শঙ্কর। যোগবল=সমাধিজনিত সংস্কার সংগ্রহ হইতে উৎপন্ন চিত্ত স্থিরতা।....প্রথমে হৃদয়কমলে চিত্ত স্থির করিয়া, পরে উপর দিকে গিয়াছে এইরূপ নাড়ী দ্বারা চিত্তের প্রত্যেক ভূমি ক্রমে ক্রমে জয় করিতে থাকিয়া, ভ্রূমধ্যে প্রাণকে ইত্যাদি। সেই কবি পুরাণম্ ইত্যাদি লক্ষণশীল চেতনাত্মক, পরম পুরুষকে পায়।

শ্রীধর। যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থান করেন। মনের নিশ্চলতা বিষয়ের লক্ষণ—যোগবলে সুষুম্নামার্গে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আদেশ করেন। দিব্যম্= দ্যোতনাত্মক।

ব্যোমব্রহ্ম। মনসা চলেন=একাগ্র মনে।...দেহত্যাগ ঘটিলে ঐ মানুষ দিব্য অবস্থা পায়।

Dr. S. N. Das Gupta (p. 44), It is difficult to say what is exactly mcant by taking the প্রাণ on to the head or between the eye brows. There seems to have been a belief in the অথর্ব্ব শিরস উপনিষদ and also in the অথর্ব্ব শিখা উপনিষদ that the প্রাণ can be driven upwards.

ভূপেন্দ্রনাথ। বাদরায়ণ বেদান্ত সূত্রে বলিয়াছেম যে জীবের মরণ কাল উপস্থিত হইলে জীবের সমুদয়ই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ বৃত্তি সূক্ষ্ম দেহে সপিণ্ডিত হয়।...জীব ও সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোকে যায়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হইয়া যায়·না, ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন নারদাদির। (কয়েক পৃষ্ঠা ব্রহ্মলোকে থাকা ইত্যাদির আলোচনা আছে, আমরা পূর্বে দিয়াছি। যোগে দেহত্যাগের ও বর্ণনা আছে। যথা ভীষ্মের, জীবাত্মাকে পরমাত্মায় আবিষ্ট করিয়া প্রাণ রুদ্ধ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন)।...কুণ্ডলিনী শক্তি সদা যাঁহার জাগ্রত, তিনি যোগে দেহত্যাগ করিতে সমর্থ। যা দেবী বায়বী শক্তিঃ....

বিবেকানন্দ ঃ যোগিগণের মতে মেরু দণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তি প্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই সূন্য নালীর নিম্ন প্রান্তে কুণ্ডলিনীর আধারভূত পদ্ম অবস্থিত।... যোগীদিগের রূপক ভাষায় ঐ স্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমান; যখন এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, আর যতই তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের স্তরের পর স্তর যেন খুলিয়া যাইতে থাকে, আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক হইয়া যান, এবং তাঁহার আত্মা আপন মুক্তভাব উপলব্ধি করেন।...কুণ্ডলিনী চৈতন্য করাই তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞানাতীত অনুভূতি ও আত্মানুভূতির এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র উপায়, কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করিবার অনেক উপায় আছে, কাহারও কেবল মাত্র ভগবৎ প্রেম বলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়। কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপায় উহা ঘটিয়া থাকে, কাহারও বা সূক্ষ্ম জ্ঞান বিচার দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইয়া থাকে।...সুষুম্নাকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য।.... শক্তিবহুল কেন্দ্রগুলি, যোগীদিগের মতে তাহারা সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত।....(ইহাদিগকে পদ্ম, বা চক্রও বলে। উহাদের মধ্যে সকলের নিম্নদেশস্থটি সুষুম্নার সর্ব্ব নিম্নভাগে অবস্থিত উহার নাম (১ম) মূলাধার, তৎপরে (২য়) স্বাধিষ্ঠান, পরে (৩য়) মণিপুর (ইহা নাভিস্থানে), (৪র্থ) অনাহত (ইহা হৃদয়ে) (৫ম) বিশুদ্ধ (ইহা কণ্ঠে), (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা (ইহা ভ্রূমধ্যে), সর্ব্বশেষে (৭ম) মস্তিষ্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম।

(ইহার সহিত, মূর্খ আমরা, দুই একটি কথা যোগ দিলাম।— বহু বিষয় এই চক্র গুলির সহিত সম্বন্ধিত) আমাদের ভিতর self যেন lower self ও higher self ভাবে আছে। নিম্নদেশ হইতে মণিপুর চক্র বা নাভিদেশ পর্য্যন্ত যেন lower self। এই প্রদেশে পরিপাক, মলমূত্র ত্যাগ, প্রজনন ইত্যাদি ক্রিয়া হয়। এই তিন চক্র ভেদ করাকেই বোধ হয় ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করা বলা হয়—ব্রহ্মার সহিত ইহারা যেন সম্বন্ধিত, প্রজনন ইত্যাদি প্রজাপতির কাজ। এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করার অর্থ lower self কে আয়ত্তে আনা। পঞ্চভূতের ক্ষিতি, অপ এবং অন্নময় কোশ ও প্রাণময় কোশ যেন ইহাদের সহিত সম্বন্বিত। অনাহত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্র ভেদ করা, যেন বিষ্ণু গ্রন্থি ভেদ করা। ইহার সহিত তেজ ও মনোময় কোশ সম্বন্ধিত। বিশুদ্ধ চক্রের সহিত যেন মরুৎ সম্বন্ধিত এবং আজ্ঞা চক্রের সহিত যেন বিজ্ঞানময় কোশ, ও আনন্দ ময় কোশ ও ব্যোম সম্বন্ধিত। এই রকম আরও অনেক সম্বন্ধ দেখাইতে পারা যায়। পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। আজ্ঞা চক্র ভেদ করা যেন রুদ্র গ্রন্থি ভেদ করা। সহস্রারে যাইবার পথ খুলিয়া যায়।

(১১) ওঁকার সাধনা, মূল্যবান সাধনা,—তস্য বাচক প্রণব; ইহা সকল বীজমন্ত্রের মূল।

১১। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১।

পদচ্ছেদ। যৎ অক্ষরম্ বেদ্ বিদঃ বদন্তি, বিশন্তি যৎ যতয়ঃ বীতরাগাঃ যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি তৎতে পদম্ সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।

অন্বয়। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরম্ বদন্তি বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি তৎ পদম্ তে সংক্রহেণ প্রবক্ষ্যে।

কঠিন শব্দ। অক্ষর = অপরিবর্ত্তনশীল অবিনাশী যাহা, অথবা যাহা ওঁকার (ব্রহ্মের বাচক ও প্রণব)। বিশন্তি = প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সমাহিত হন। সংগ্রহেণ = সংক্ষেপে। (ওঁকারের মহিমা যোগসূত্রে, বহু উপনিষদে, ব্রহ্ম সূত্রে, ইত্যাদি বহু গ্রন্থে বিশদ্ ভাবে কথিত হইয়াছে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষাংস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টব্য। "In the beginning there was Word, and the Word was God", Bible-এর এই উক্তি ও অনাহত ধ্বনি ওঁ যাহা তত্ত্ববাচক প্রণব—ইহারা বোধ হয় একার্থক।

অনুবাদ। বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে অপরিবর্ত্তনশীল অবিনাশী বলেন (বা অক্ষর ওঁকার বলেন) নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসীগণ যাঁহাতে সমাহিত হন, যাঁহাকে জানিবার বা পাইবার ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে বিচরণ করেন (নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধন করেন), সেই পরম পদ বা পরমস্বরূপের বিষয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিব।

"সর্ব্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি"—কঠ। পরম পদ অর্থাৎ পরমস্বরূপ ঃ—তৎ বিষ্ণো পরমম্ পদং। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থতঃ ও শেষার্দ্ধশব্দশঃ, কঠ ২।৯৫)

মধুসূদন। বেদবিদঃ বদন্তি—যথা, গার্গি, এই সেই অক্ষর যাহাকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ অস্থূল অতনু বলেন (বৃঃ উ ৩।৮।৮) ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি=গুরুকুলে বাস ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি তপস্যা যাবজ্জীবন অবলম্বন করিয়া থাকেন। তৎপদম্= অক্ষর নামক পদনীয় (প্রাপ্য) তত্ত্ব।.... এ স্থলে অক্ষর এই শব্দটিকে ব্রহ্মের বাচকরূপে অথবা প্রতিমাদি যেমন বিষ্ণু আদি দেবতার প্রতীক সেইরূপ প্রতীক উপাসনা করিবার বিষয় বিধান করাই ভগবান অভিপ্রেত করিয়াছেন। এই কারণে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত যোগ ও ধারণার সহিত ওঙ্কারের উপাসনা, ফল, ফল প্রাপ্তির মার্গ ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁকারকে সগুণ ব্রহ্মের প্রতীক ভাবিয়া উপাসনা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

শঙ্কর। পিপ্পলাদ সত্যকামের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন 'ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম। একাক্ষরং ওম্, কঠ, ১।২।১৪-১৫। ওঁকার সাধন পত্রের শ্লোকে।

রামানুজ। পদ=পদ্যতে গম্যতে অনেন ইতি।

শ্রীধর। প্রণবের অভ্যাসকে অন্তরঙ্গ করা হইতেছে।

Krishna Prem describss the Stages of the Path, taking that from the Kathopanishad

বশিষ্ঠগীতা। সর্ব্ববেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি, তৎতে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।

Bhandarkar (from Modi). These verses 4 to 15 are very impcortant as they show the relation between the Upanishads and the Gita, The attributes of the Supreme Being, the Gita always draws from the Upanishads.

গোয়েন্‌কা। পরমাত্মা তো নিজ স্বরূপ হওয়ায় নিত্য প্রাপ্ত; সেই নিত্য প্রাপ্ত তত্ত্ব যে অপ্রাপ্তি রূপ ভ্রমে থাকা হয়, সেই অবিদ্যারূপ ভ্রমে মিটিয়া যাওয়াই, পরমাত্মায় প্রবেশ করা। ব্রহ্মচর্য্য = যে সাধনাদি দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গে অগ্রসর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারা যায়, তাহারই আচরণ করা; প্রধান আচরণ, উর্দ্ধরে
হওয়া। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সর্ব্ব প্রথম আশ্রম।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ মাণ্ডুক্যে আছে 'ওমিত্যেতদক্ষরমি
কঠে আছে 'সর্ব্বেবেদা ইত্যাদি (১।২।১৫) ও "এত ত্থেবাক্ষর
ইত্যাদি (১।২।১৬) ওঁ, অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম; (অপরব্রহ্মঃ
হিরণ্যগর্ভ) এই স্থূল পঞ্চভৌতিক শরীর, সপ্তদশ অবয়ব স্থূ
সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর, এবং তদতিরিক্ত (তুরীয়) ন
বিন্দু কলা ও কলাতীত অবস্থা—একত্রে ওঁকার। ইহাকে স্থূ
সূক্ষ্ম কারণ ও কারণাতীতরূপে জানিলেই সাধক ব্রহ্মরূপ হই
যান।....আত্মবিদ্‌গণ সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে জ্যোতির্ম্ময়াকা
অবস্থিত আছেন দেখেন (মুণ্ডক ২।২।১০; ঈশ ১৫,১৬)। পর
পুরুষের সহিত মনের সংযোগের নামই যোগ।

(১২) ওঁকার সাধনার পদ্ধতি।

১২। সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণ-মাস্থিতো যোগধারণাম্। ১২।

পদচ্ছেদ ঃ সর্ব্ব-দ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য
মূর্দ্ধ্নি আধার আত্মনঃ প্রাণম্ আস্থিতঃ যোগধারণাম্।

অন্বয় ঃ সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ আত্ম
প্রাণম্ মূর্দ্ধ্নি আধায় (আত্মানঃ) যোগধারণাম্ আস্থিতঃ।

১৩। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্। ১৩।

পদচ্ছেদ ঃ ওঁ ইতি এক-অক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্ ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুস্মরন্ যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্।

অন্বয়। যঃ ওঁ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ দেহম্ ত্যজন্ প্রয়াতি সঃ পরমাম্ গতিম্ যাতি।

কঠিন শব্দ। মূর্দ্ধ্নি আধায়, হয়তো ইহার অর্থ, মস্তকের অন্তরালে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী বিন্দুতে (৮।১০) স্থাপিত করিয়া। মনঃ হৃদি নিরুধ্য=চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া; "keeping the mind steadied in the heart" ব্যাহরণ=মনে মনে উচ্চারণ করিয়া। আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ=Being deeply absorbed in Samadhi by the practice of yoga (ভক্তি প্রদীপ)। প্রাণ=(৮।১০) শ্লোকে "প্রাণ" শব্দের আমরা এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দেখিতে অনুরোধ করি। (উহা ভগবৎ স্মরণ রূপ স্মৃতি-শক্তি)। আত্মনঃ মূর্দ্ধ্ন্যা বা আত্মনঃ প্রাণম্ দুইই হইতে পারে, আত্মনঃ অর্থাৎ নিজের।

অনুবাদ। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযত করিয়া, (সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, ভগবৎ স্মরণের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ও উহাকে ভ্রূযুগলের মধ্যে (আজ্ঞা চক্রে) স্থাপিত করিয়া, অন্তর্যামীতে সমাহিত ভাবে (তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থান)। এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, ওঁ, এই একাক্ষর ব্রহ্মরূপী শব্দটি মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে, আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি পরমাগতি, অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন গতি নাই, তাহা লাভ করেন, অর্থাৎ মদ্‌ভাব লাভ করেন, আমাতে বিলীন হন (৮।২১) বৈষ্ণবরা বিলীনতা চাহেন না, দাসোহহংভাবে তৎসমীপে থাকিতে চাহেন। শুধু ওঁ উচ্চারণ চলিবে না. তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। (ওঁকারের বিষয় কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য প্রশ্ন ইত্যাদি বহু উপনিষদে যোগদর্শনে ও ব্রহ্মসূত্রে ও ১৭।২৩,২৪ গীতার শ্লোকে আছে। অ ও উ ব্যক্তস্বর ম্ অব্যক্ত বা অস্ফুটস্বর, ঁনাদ বা ধ্বনি, বীজাবস্থা। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরা। নানাপ্রকারের আলোচনা আছে। ওঁকার সম্বন্ধে লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হয়।

মধুসূদন ঃ সংযম্য=পুনঃ পুনঃ "বিষয়ে দোষ দর্শন করতঃ শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে তাহা হইতে বিমুখ করিয়া তাহাদের দ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করিয়া ইত্যাদি। বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ করা হইলেও মন তো বহির্দিকে যাইতে পারে তাই বলিলেন 'মনঃ হৃদি' নিরুধ্য চ।....ওঁ ইহা মাত্র একটি একাক্ষর, এই জন্য বলিলেন, যে অন্তকালে ওঁ উচ্চারণ আয়াস সাধ্য হইবে।

শঙ্কর ঃ মনকে সঙ্কল্প বিকল্পরহিত করিয়া, তারপর বশীকৃত মনের সাহায্যে, হৃদয় হইতে উপরে গিয়াছে যে সব নাড়ী, তাহাদের মস্তকে প্রাণকে স্থাপন করিয়া, ইত্যাদি।

রামানুজ ঃ ওঁ এই একাক্ষর রূপ ব্রহ্মের অর্থাৎ আমার নাম উচ্চারণ ও নামীকে স্মরণ করিতে থাকিয়া। পরমগতি= আমার সমান আকৃতিবিশিষ্ট, প্রকৃতি সংসর্গ রহিত পুনর্জ্জন্মহীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মস্বরূপ পায়। আত্মতত্ত্বকেই অক্ষর ও পরম গতি বলা হইয়াছে। (গীতা ৮।২০,২২)।

শ্রীধর ঃ ওঁ, ব্রহ্মের বাচক, আবার প্রতিমাদির ন্যায় প্রতীক।

গিরীন্দ্রশেখর ঃ চিত্তকে দেশ বিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা (পাতঞ্জল সূত্র ৩।৪)। যখন যোগী নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যান করেন, নাসিকাগ্রেই তাহার যোগের ধারণা। (৮।১০) শ্লোকে ভ্রুযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, ও ৮।১২ শ্লোকে মূর্ধায় যোগ ধারণার স্থান বলা হইয়াছে।

সন্তদাস ঃ প্রাণ বায়ুকে মস্তকে সম্যক ধারণ করিয়া ইত্যাদি। যোগধারণাম = সমাধি।

আশুদাস ঃ ওঁকারের মধ্যে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরাশব্দের চারি অবস্থাই বর্ত্তমান। ইহা নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাচক শব্দব্রহ্ম।

বিশ্বনাথ ও বলদেব ঃ পরাং গতিম্ = ভগবৎ সালোক্য প্রাপ্তি।

গোয়েন্দকা ঃ ৮-১০ নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের ও ১১-১৩ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা।

কৃষ্ণানন্দ ঃ মনকে অধ্যাত্ম দেশে নিরুদ্ধ করিবার সময় দ্বৈতভাব থাকে ; প্রত্যগ্‌চৈতন্যে সমাহিত করিবার চেষ্টাও দ্বৈতভাব শূন্য নহে।

গিরীন্দ্র ঃ প্রাণ স্থাপনা। শরীরের যাহা কিছু কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্পন্ন হয়, প্রাণ বায়ুর সাহায্যেই তাহা হইয়া থাকে। সাংখ্য প্রবচনভাষ্যেও আছে, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু. করণগুলির সাধারণী বৃত্তি। করণ শব্দে মন বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণত্রয়, ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বুঝায়। মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, মন নিশ্চল না হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রাণ ক্রিয়া সংযমিত হইবে না। মনের স্থান হৃদয়ে. এজন্য হৃদয়ে মনকে নিরুদ্ধ করিতে উপদেশ। সর্ব্ববিধ শারীরিক চেষ্টাই প্রাণের ক্রিয়া। শরীর নিশ্চল না হইলে কোন কর্ম্ম হয় না। এ জন্য প্রাণ সংযম আবশ্যক। প্রাণ ক্রিয়া দুই প্রকারের—ইচ্ছা সহকারে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল কাজ করা যায়, তাহা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। মন নিরুদ্ধ হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়াও নিরুদ্ধ হয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিও নিশ্চল হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়া ব্যতীত শরীরের আর একপ্রকার ক্রিয়া আছে, যথা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, বিভিন্ন স্থানের স্পন্দন। ইহা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অত্যধিক বিক্ষেপ থাকিলেও যোগ সিদ্ধ হয় না। (পেট কামড়াইলে মনস্থির হয় না)।...

যোগ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ অধিবাদীদের সাধনার এক অঙ্গ : ব্রহ্ম রন্ধ্র দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই কারণে অধিবাদী সাধক প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে প্রাণকে মূর্ধায় স্থাপিত করেন। ১।১০ শ্লোকে ও ১২,১৩ শ্লোকে দুই প্রকারের সাধকদের কথা বলা হইয়াছে। ইচ্ছামৃত্যুই উভয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা, কেবল উপায় সম্বন্ধে পার্থক্য এখন যেমন তারকব্রহ্ম নাম করা হয়, ৫ শ্লোকে সেইরকম ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ প্রয়াণ-কালে যোগী যেভাবে দেহত্যাগ করিলে পরমগতি লাভ করেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।.... কুণ্ডলিনী শক্তিই ঈশ্বরের পরা শক্তি জীবভূতা প্রাণ।...প্রাগুক্ত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর সাময়িক জাগ্রত ভাব আসে—এই সাধন ক্রিয়াকে যোনি মুদ্রা বলে।...শরীরাভ্যন্তরে যে ৭২০০ নাড়ী আছে, যোগীরা প্রাণবায়ুর সাহায্যে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণিত)।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ যে সাধনার দ্বারা ব্রহ্মগতি লাভ হয় তাহার সুদীর্ঘ বর্ণনা (যোগীর প্রক্রিয়া)। প্রাণবায়ুকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মারন্ধ্রে লইয়া যাইবার প্রক্রিয়া (শ্রীমদভগবতে ৪।২৩।১৪-১৭ বর্ণনা দেখ)।

মাভলাল ও জগদীশ্বরানন্দ ঃ আনন্দগিরি বলেন, গতির পুর্ব্বে পরম শব্দ থাকাতে, উহা ক্রম-মুক্তির নির্দ্দেশ দেয়। বলদেব বলেন, যথা ভগবানের সালোক্য প্রাপ্ত। শঙ্কর কোন অর্থ দেন নাই।

(১৪) শুধু যে যোগে ও ধ্যানে তিনি প্রাপ্য, তাহা নহে, অনন্যচেতা ভক্তিতেও প্রাপ্য, আর সহজে। ঐশ্বর্য্য ও কৈবল্য প্রার্থীদের কথা বলিয়া জ্ঞানীর কথা বলিতেছেছেন, (রামানুজ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ।১৪।

পদচ্ছেদ। অনন্য-চেতাঃ সততম্ যঃ মাম্ স্মরতি নিত্যশঃ তস্য অহম্ সুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ।

অন্বয়। পার্থ, যঃ অনন্যচেতাঃ নিত্যশঃ সততম্ মাং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ অহম্ সুলভঃ।

কঠিন শব্দ। অনন্যচেতা = অন্যদিকে চিত্ত না দি (বিষয়ে নহে, অন্য দেবতাতে নহে)। নিত্যযুক্ত = সর্ব্বক্ষণ আমাতে সমাহিত, ever intent on Me (ভক্তি প্রদীপ)।

অনুবাদ। হে পার্থ যিনি অন্যদিকে চিত্ত না দিয়া নি ও সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করেন, সেই রূপ, সর্ব্বক্ষণ আমাতে সমাহিত সাধকের পক্ষে আমি সহজলভ্য। (অব্যক্তের ব্যক্তের দুই উপাসনাই আনিয়াছেন) (ভক্তিই ভগবানে অনুমোদিত সাধন মার্গ)।

আহারে নিদ্রায় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব কার্য্যে আমাকে স্মরণ কর আমার ধ্যানযোগ হইবে, গীতাকার নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মে চলিয়াছেন ; ক্রমে ভক্তি শব্দ আনিবে শুধু স্মরণ নহে।

মধুসূদন। অনন্যচেতাঃ = যাহার চিত্ত আমা (ঈশ্ব ছাড়া আর কোন বিষয়ে নাই। নিত্যশঃ = যাবজ্জীবন। নিত্যযু =সতত সমাহিত চিত্ত···যদি মূর্দ্ধা নাড়ী পথে প্রাণের উৎক্রা হয় ভালই, না হয় না হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। সততং নিত্যশঃ=নিরন্তর প্রতিদিন (বা যাবজ্জীবন)।

রামানুজ। নিত্যযুক্ত=নিত্য আমার সংযোগ যে চায়। সুলভ=সে চাহে আমাকে, আমার ঐশ্বর্য্যাদি নহে। সহজ ভাবেই সে পায়। অর্থাৎ তাহাকে না পাওয়া আমি সহ্য করিতে না প্যারিয়া, তাহাকে আমিই বরণ করিয়া লই। আমার প্রাপ্তির অনুকূল উপাসনা আমিই তাহাকে দি (গীতা ১০।১০-১১, তেষাং সতত যুক্তানাং ইত্যাদি) (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য, মু ৩।২।৩)।

ইহার পর অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞানীর আর কৈবল্য (আত্মসাক্ষাৎকার প্রার্থীর পুনরাগমন না হওয়া, আর ঐশ্বর্য্য প্রার্থীর পুনর্জন্ম হওয়ার কথা।

শ্রীধর। অনন্যচেতা = যাহার অন্যবিষয়ে মন সংযুক্ত নাই। বিনা শ্রমেই লভ্য অন্যের পক্ষে নহে।

বলদেব, বিশ্বনাথ। আর্ত্ত ইত্যাদি চার রকমের ভক্তের জরামরণ মোক্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। এইবার কবি পুরাণম্ ইত্যাদি শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয় বলা হইল। এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নিগুর্ণা কেবলা ভক্তির কথা চলিবে।

কৃষ্ণানন্দ। প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা যোগিগণ যে ভগবানকে লাভ করে থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, এক্ষণে বলছেন, প্রাণায়াম যোগাদি না করেও যদি কেহ চিরদিন অবিচ্ছেদে, আহারে শয়নে সর্ব্বক্ষণই আমাকে স্মরণ করে, তাহা হইলেও আমাকে পান। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা একাগ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকায়, দৈনিক কার্য্যাদি নিদ্রিতের ন্যায় করেন, তাহার চি বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কেননা ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাই, তি প্রাণায়ামাদি সাধ্য সমাধি, বা চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগব লাভ করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ ১৭২৪ বার প্রাণায়াম ও জড় সমা নানা কথা আছে।...দীর্ঘকাল নিরন্তর স্মরণাভ্যাস চাই।....আ আত্মাতে ডুবিয়া যাইবে, লোভাত্মক চিত্তে করিলে, শা আসে না।

আমাকে পাইলে কি হয় বলিতেছেন।

১৫। মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্
না প্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ।১৫।

পদচ্ছেদ ঃ মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখ-আলয় অশাশ্বতম্, ন আপ্নুবন্তি মহা-আত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাম্ গতাঃ

অন্বয় ঃ পরমাম্ সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মানঃ মাম্ উপেত দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্ পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি।

কঠিন শব্দ ঃ পরমাং সংসিদ্ধি = পরম সিদ্ধি অর্থা পরম কৃতকৃত্যতা, পরম কাম্য যাহা তাহা পাওয়া, মদ্‌ভা মাগতা হওয়া, having attained the acme of thei desires (ভক্তিপ্রদীপ); পরমশান্তি ; মৃত্যুকালে স্মরণ সাম বা স্মরণে সমর্থ হওয়া।

অনুবাদ ঃ জীবনের যাহা পরম কাম্য ইহা যাঁহারা লা করিয়াছেন এইরূপ পুণ্যাত্মাগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগার, অনিত্য অর্থাৎ যাহা মাত্র ক্ষণিকের জন্য এরূপ জন্ম (দেহগ্রহণ) আর প্রাপ্ত হন না। (দেহস্থিতি, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ ও চঞ্চলতায় পূর্ণ; বিনা দুঃখ ভরা কোন কর্ম্ম ই হয় না। পূর্ব্ব শ্লোকাদির সাধনা, (ওঁকার সাধনা) কঠিন সাধনা; ভক্তি 'সুসুখম্ সাধনা'।

মধুসূদন ঃ দুঃখালয় = গর্ভবাস ইত্যাদি ইত্যাদি। অশাশ্বতন্ = দৃষ্টনষ্ট স্বরূপ। মহাত্মা = ইহাদের অন্তঃকরণ রজঃ ও তমঃ মুক্ত। পরমাং সংসিদ্ধিম = সর্বোৎকৃষ্ট মুক্তি এখানে আমায় প্রাপ্ত হইয়া, অনন্তর তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এইরূপে বলায় ক্রমমুক্তির কথা বলা হইল।

রামানুজ ঃ আমাকে পাইলে, সমস্ত দুঃখের স্থান রূপ এই অনিত্য জন্ম আবার আর পায় না। তাহারা আমাকে যথার্থরূপ জ্ঞানে বলিয়াই মহামনা; আমাতে অনন্ত প্রেম থাকায়, আমা বিনা জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হয়। পরম সিদ্ধিরূপ আমি পরমেশ্বরকে পায়।

শ্রীধর ঃ আমাকে পাইয়া আবার দুঃখের আধার অনিত্য জন্ম লাভ করেন না, কারণ তাহারা সম্যক্ সিদ্ধি মোক্ষই পাইয়াছেন।

শঙ্কর ঃ আমি অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাইলে, অর্থাৎ আমায় ভাব পাইলে পুনরায় সেই মহাপুরুষরা পুনর্জ্জন্ম পান না। আধ্যাত্মিক আদি তিন প্রকার দুঃখের স্থান পুনর্জ্জন্ম। মহাত্মা = সন্ন্যাসীগণ। পরম সিদ্ধি = মোক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলদেব। পরমা সংসিদ্ধি=সৎলীলা সহচররূপ।

কৃষ্ণানন্দ। শৈবগণের আনন্দধাম রুদ্রলোক, বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠ।

অরবিন্দ। (৮-১৫)। তিনি এই জন্যই অনির্দেশ্য যে মানুষের মন যত বেশী সূক্ষ্ম ভাব ধারণা করিতে পারে, তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্ম, তাঁহার অনন্ত দৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনি সমগ্র বিশ্বের শাস্তা, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন ;…বেদবিদ্‌গণ যে স্বয়ম্ভু অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলেন, এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ম।…যোগী অন্তিম কালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া, যে পরম দিব্য স্থানে পৌঁছান, গীতা তাহারই বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান আত্মা, ভক্তিতে ভগবানের সহিত যোগ (জ্ঞানের দ্বারা নিরাকারে সহিত যোগ থাকে বলিয়া, ভক্তিযোগ নিষ্প্রয়োজন হয় না ; শেষ পর্য্যন্ত এই ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিদ্যমান থাকে)। এবং প্রাণশক্তি ভ্রূমধ্যে দিব্য দৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা হয়। প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ হইতে সংগ্রহ করিয়া মস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়। বুদ্ধি, এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে এবং পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে একাগ্র হয় (মামনুস্মরণ)। ইহা দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা—বিশ্বাতীত অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি ইহা কেবল একটি প্রক্রিয়া মাত্র ; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে, এমন কি যুদ্ধ ও কর্ম্মের মধ্যেও সর্ব্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ করা, মামনুস্মর যুধ্য চ, এবং সমগ্র জীবন যাত্রাকে বিরতিহীন যোগে পরিণত করা (নিত্য যোগ)। ভগবান বলিলেন যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে, সেই মহাত্মাই পরম সিদ্ধি লাভ করে।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ যখন আত্মতত্ত্ব সাধকের নিকট প্রকাশিত হয় তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি স্বয়ংই সেই বিশুদ্ধ তত্ত্ব শিবস্বরূপ বিশ্বাত্মা হইয়া গেলে, ইচ্ছাও থাকে না। এই ইচ্ছা রহিত অবস্থাকেই পরমাগতি বলে।

(১৬) ব্রহ্মার লোকেরও শেষ আছে ; আমাকে পাইলে অশেষ ভাবে পাওয়া হইবে, জন্ম তো হইবেই না।

১৬। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।১৬।

পদচ্ছেদ ঃ আ-ব্রহ্ম-ভুবনাৎ লোকাঃ পুনঃ আবর্ত্তিনঃ অর্জ্জুন, মাম উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে।

অন্বয় ঃ অর্জ্জুন, আব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ তু কৌন্তেয় মাম উপেত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

কঠিন শব্দ ঃ আব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকাঃ = ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোক। পুনরাবর্ত্তিনঃ = পুনরায় এ সংসারে ফিরিয়া আসা হয়, কোথাও স্থায়ী বাস হয় না।

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন, ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল লোকের পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার স্থান হয়, কোথাও স্থায়ী বাসের স্থান হয় না, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম আর হয় না।

মানুষ মরণের পর, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে এই সব লোকে যায়, নিজ পুণ্যার্জ্জিত সুখ ভোগ করিতে। সেই ভোগ সমাপ্ত হইলে আবার দুঃখালয় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার আবার জন্ম লইতে হয়। ইহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং আবার বলা হইবে যে, যে দেবতার ভজন করে, সে সেই দেবতার লোকে যায়, এবং প্রাপ্য সুখ ভোগান্তে ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে বিশন্তি (৭।২০-২১, ৭।২৮, ২৯)। বহু বহু পুণ্যফলে ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোক) প্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মলোকের দিনগুলি সকল লোকের দিনাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হওয়ায়, অতি দীর্ঘকাল সেখানকার প্রাপ্য সুখভোগ হইতে থাকে। যাহারা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া না আসে, তাহারা সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা পাইতে থাকে; শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, "ক্রম মুক্তি" পাইল বলা হয়। এই ক্রম মুক্তি পাইতে যে সমর্থ হয় না, বা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহাদের, ব্রহ্মলোকে প্রাপ্য সুখ ভোগান্তে (এ সুখভোগ অন্য লোকাপেক্ষা বেশী এবং বহু বহু দিন পর্য্যন্ত ঘটে, তবুও) আবার জন্ম লইতে হয়। যাহারা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া আসে, বা সেখানে ক্রমমুক্তি পাওয়ার ভাবে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান পাইতে সমর্থ হয়, মাত্র তাহারাই, ব্রহ্মা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন জীবিত থাকে; ব্রহ্মার মৃত্যুর সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদেরও মৃত্যু ঘটে। ব্রহ্মা অমর নহেন, ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ৪৩২০০০০০০০ X ২ X ৩৬৫ X ১০০ মানব বৎসর। তাহা হইলে, অন্য লোক অধিবাসীদের বা অন্য দেবতাদের কি কথা, ব্রহ্মলোক অধিবাসীরা এমন কি ব্রহ্মাও অমর নহেন। তাই ভগবান বলিলেন, মাত্র তাঁহাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তদ্‌ভাব প্রাপ্তি ঘটে, তৎস্বরূপ হয়। যে সাযুজ্যাদি (বিলীনতা প্রাপ্তি আদি) মুক্তির, ভক্তিতে যে মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়, যে সেই মুক্তিপায়; সে মুক্তি পুনর্জ্জন্ম নহে, তাঁহার ধামে চিরবসবাস। পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ হইতে মুক্তি। যে দাসোঽহং হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় থাকিতে চায়, সে তাহাই পায়।

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধদেশে অবস্থিত পুরাণের সপ্ত লোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জলঃ, তপঃ, সত্যঃ বা ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোক) (ইহা সর্ব্বোর্দ্ধে স্থিত)।

অনেকের মতে ইন্দ্রাদি পদের মত ব্রহ্মা হওয়াও একটা পদ প্রাপ্তি; তাহার একটা ভোগ কাল আছে, তাহাকেই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল বলা হয়। ব্রহ্মা মরেন না, পদ ছাড়ার পর ব্রহ্ম জ্ঞানে অবস্থিত থাকেন বা অব্যক্তে লীন ভাবে অবস্থিত থাকেন। পুরাণের মতে, সৃষ্টি বিকাশোন্মুখ সময়ে, কারণার্ণবশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তিনি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য তপস্যা করিবার আদেশ পান; তপস্যান্তে সৃষ্টির আরম্ভ করেন ইত্যাদি। সৃষ্টির পর স্থিতির কাল, সে কাল সমাপ্ত হইলে ধ্বংস, প্রলয়। উহার পরিণতি কারণার্ণব;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধেয় ভাবে সব কিছু তাহাতে বিলীন ভাবে থাকে। ব্রহ্মা তাঁহার উদ্ভব স্থান নারায়ণে বিলীন হইয়া যান। নারায়ণ, কারণার্ণবের উপর শেষ নাগের উপর যোগ নিদ্রায় থাকেন। শেষ নাগ, কুণ্ডলীকৃত জাগতিক শক্তি সমূহ। প্রলয়াবস্থার কাল সমাপ্ত হইলে আবার উপরি উক্ত ভাবে সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

শ্রীধর ঃ যাঁহারা উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ হয়, অন্যের হয় না।...ব্রহ্মার পরমায়ুর অবসানে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রবেশ করেন।...কর্ম্মের দ্বারা যাঁহাদের ব্রহ্মলোক লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের মোক্ষ নাই।

রামানুজ ঃ আমাকে প্রাপ্ত হইলে বিনাশের প্রসঙ্গ উঠেই না।

আশুদাশ ঃ আমাকে যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা ত্রিগুণময় সংসার অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে আমার যে নিত্যধাম, যাহা দেশকাল পরিচ্ছিন্ন (ভোগ ভূমি নয়), সেই স্থানে গমন করেন। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়া, সেই স্থান হইতে ব্রহ্মার দিবারাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন ; তাঁহারাই অহোরাত্রবিৎ।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ ব্রহ্মা = রজোগুণাত্মক সৃষ্টি কারণ। ব্রহ্মার পতন = অব্যক্তে লীন হওয়া।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ সমাধিধ্যান পুরুষ হইলেই যে তাহার কর্ম্ম নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে তাহা নহে, সমাধি ভঙ্গ হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সংস্কার ঘেরিয়া বসে, সুতরাং সেই সাধককে উচ্চাবস্থা হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে হয়।

মধুসূদন। ব্রহ্মা জীবন্মুক্ত পুরুষ, প্রারব্ধ বশে ব্রহ্ম লোকের অধিকারী। প্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহার অধিকার ক্ষয় হইলে তিনি মুক্তি লাভ করিবেন, এবং তাঁহার লোকে অবস্থিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে, যে সমস্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান হইবে, কেবল মাত্র তাঁহারাই মুক্ত হইবেন। আর যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিহীন হইয়াও, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রভৃতির প্রভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

শঙ্কর। যাহাতে প্রাণী উৎপন্ন হয় ও নিবাস করে, তাহাকে ভুবন বলে।

(১৭) ব্রহ্মালোকও বিলীন হইয়া যায়, কারণ তাহা কাল পরিচ্ছিন্ন; কিরূপ ভাবে কার-পরিচ্ছিন্ন তাহাই বলিতেছেন।

১৭। সহস্রযুগ পর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ
রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ।১৭।

পদচ্ছেদ। সহস্র-যুগ-পর্য্যান্তম্ অহঃ যৎ ব্রহ্মণঃ বিদুঃ, রাত্রিম্ যুগ-সহস্র অন্তাম্ তে অহো-রাত্রবিদঃ জনাঃ।

অন্বয়। ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ সহস্র যুগ পর্য্যন্তম্ রাত্রিম্ যুগ-সহস্রান্তাম্ (যে) বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ।

কঠিন শব্দ। সহস্র যুগ = সহস্র মহাযুগ; একমহাযুগ = সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি চারযুগের সমান। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির কাল, যথাক্রমে ১৭২৮০০০, ১২৯৬০০০, ৮৬৪০০০,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৩২০০০ মানব বৎসর। এই হিসাবে ৪৩২০০০০ X ৪, ৪৩২০০০ X ৩, ৪৩২০০০ X ২ ও ৪ ২০০০ X ১, মানব বৎসর। এই হিসাবে ৪৩২০০০০ মানব বৎসর=এক মহাযুগ। এক হাজার মহাযুগ ব্রহ্মার এক দিবস ; ঐ কাল ব্রহ্মার এক রাত্রিও। এই হিসাবে ব্রহ্মায় এক দিবারাত্র ২ X ৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর এবং ব্রহ্মার এক বৎসর=৩৬৫ X ২ X ৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর। ব্রহ্মার আয়ুষ্মান ব্রহ্মার বৎসরের একশত বৎসর, অর্থাৎ ১০০ X ৩৬৫ X ২ X ৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর=৩১৫৩৬০০০ ০০০০০০০ মানবীয় বৎসর, বিষ্ণু পুরাণ মতে ; অহোরাত্র বিদ্‌গণের মতে, উহা X ১০০/৩ ; মনুর মতও তাহাই। ব্রহ্মার অর্দ্ধেক আয়ুষ্কাল গত হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মার এক দিবসকে (=৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর) এক কল্প বলে। ইহাতে ১৪ মনুর রাজত্ব হয় ; এক এক মনুর রাজত্ব ১০০০ ÷ ১৪=প্রায় ৭১ চতুর্যুগ অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিবসে, মোটা মুটি ভাবে ৭১ বার সত্যাদি প্রতিযুগ হয়। যুগের পর যুগ আসিতে থাকে। ব্রহ্মার দিবসান্তে রাত্রি আসে, অর্থাৎ ব্রহ্মা নিদ্রা যান, সব অব্যক্তে বিলীন হয়। ব্রহ্মার রাত্রি অন্তে (ইহাও দিবস পরিমাণ কাল) আবার ব্রহ্মার দিবস আসে, অর্থাৎ ব্রহ্মা জাগিয়া উঠেন, অর্থাৎ অব্যক্তে যাহা বিলীন হইয়াছিল তাহা বাহির হইয়া আসে। ব্রহ্মার প্রতিদিনে ত্রিলোকের উৎপত্তি ও প্রতিরাত্রে ত্রিলোকের প্রলয় হয়।

ব্রহ্মার অর্দ্ধেক আয়ু গত হইয়া ৬ কল্প হইয়া গিয়াছে। এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ইহারও ছয় মন্বন্তর হইয়াছে; সপ্তম অর্থাৎ এখনকার মনুর নাম বৈবস্বত মনু। এই সপ্তম মনুর ২৭ মহাযুগ চলিয়া গিয়াছে; এখন অষ্ট বিংশতি মহাযুগের শেষ যুগ কলিকাল; ১৩৭১ সাল কলির ৫০৬৯ বর্ষ; কলির জীবন ৪৩২০০০ বৎসর। (মনুস্মৃতি ১।৭৩) এক ব্রহ্মার পরে অন্য ব্রহ্মা হইবেন। অনাদি অনন্ত এ জগৎ।

ব্রহ্মলোক অর্থে ব্রহ্মার লোক, ব্রহ্মের লোক নহে; ব্রহ্ম কালাতীত দেশাতীত, যে বিদ্বান বা যোগী যোগবলে (বা শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম হইতে), ব্রহ্মার দিবার দৈর্ঘ্য ও ব্রহ্মার রাত্রির দৈর্ঘ্য ও তাহাতে কি হয়, জানিতে বা দেখিতে সমর্থ হন। তিনি দিবা ও রাত্রির তত্ত্ব জ্ঞাতা বলিয়া কথিত হন।

ভূঃ ভুব, স্বঃ, এই তিন লোকের উপর যথাক্রমে মহঃ, জন ও তপঃলোক; এই তপঃলোকই ব্রহ্মার লোক।

অনুবাদ। সহস্র মহাযুগ পরিমিত ব্রহ্মার যে এক দিবস ও সহস্র মহাযুগ পরিমিত ব্রহ্মার যে এক রাত্রি হয়, ইহা যাহারা জানিতে সমর্থ হন; তাহাদিগকে দিবরাত্রির বেত্তা বলা হয়।

অরবিন্দ। জন্মান্তর চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে মত সুপ্রচলিত ছিল, তাহাই গ্রহণ করিয়াছে।

শঙ্কর। ব্রহ্মা অর্থাৎ বিরাট। **শ্রীধর,** ব্রহ্মা শব্দ দ্বারা মহঃ-লোকাদিবাসিগণও লক্ষিত। রামানুজ। যাহারা আমার ইচ্ছায়, মনুষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলকার দিনরাতের ব্যবস্থা জানে ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ যোগী ব্যতীত কাল রহস্য কেহ বুঝিতে পারে না। পরিমিত কালই মায়ার স্বরূপ। মহাকাল, অনন্ত। সেই কাল ঘটস্থ হইলে তবে তাহার পরিমাণ হয়। ভোক্তা ও ভোগ্য সূর্য্য ও চন্দ্র মিথুন। এই মিথুনই ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ (শ্বে উ) পরমাত্মাই মহাকাল, মহাকালের সীমা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, মর্ম্ম কেহই জানিতে পারে না, "বিধি হরি শম্ভু নারায়ন হারা"।....সীমাবদ্ধ কাল লইয়াই নামরূপময় জগৎ। সীমাবদ্ধ এই কাল, জীবের আয়ু, অজপা। জীব দিবারাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাস ফেলে ও গ্রহণ করে। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীব এই শ্বাসের পুঁজি লইয়া জন্মায়। যোগী প্রাণায়াম দ্বারা আয়ু ও বল বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রতি মিনিটে সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৫ বার শ্বাস প্রশ্বাস চলে (দিবারাত্রে ২১৬০০ বার); যিনি উহা কমাইয়া ২৩০০ বারে আনিতে পারেন, (অর্থাৎ ৪৪ সেকণ্ডে একবার) তিনি মহর্ষি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন।

মধুসূদন ঃ তাৎপর্য্য এই, যাহারা কেবল সূর্য্যের ও চন্দ্রের গতি অনুসারে দিবারাত্র অবধারণ করেন, তাহারা অহোরাত্রবিৎ নহে, কারণ তাহারা অল্পদর্শী।

আর জগৎ ও প্রাণিসমূহ? ব্রহ্মার দিবসাগমও রাত্রি আগমের সহিত সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধিত।

১৮। অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে,...
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈ বাব্যক্ত সংজ্ঞকে।১৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি অহঃ আগমে, রাত্রি আগমে প্রলীয়ন্তে তত্র এব অব্যক্ত সংজ্ঞকে।

অন্বয়। সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ অহরাগমে অব্যক্তাৎ প্রভবন্তি রাত্র্যাগমে তত্র অব্যক্ত সংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে।

কঠিন শব্দ। অহরাগমে=(ব্রহ্মার) দিবা আগত হইলে। অব্যক্ত=যাহা প্রকাশিত নহে, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, অর্থাৎ মূল কারণ প্রকৃতি causal Unmanifest Principle। (ভক্তি-প্রদীপ) ব্যক্ত=প্রকাশিত সকল বস্তু।

অনুবাদ। ব্রহ্মার দিবা আগত হইলে, "অব্যক্ত" অর্থাৎ মূল কারণ, ইন্দ্রিয়াতীত, প্রকৃতি হইতে, ব্যক্ত অর্থাৎ নামরূপে ব্যক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধ বস্তু সকল উৎপন্ন হয়। (ব্রহ্মার) রাত্রি আগত হইলে ইহা, "অব্যক্ত" দান যাহার, সেই তাহাতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বোধগম্য নহে, সেই মূল কারণ প্রকৃতিতে প্রলীন হইয়া যায়। (তৈ ৩।১; মুণ্ড ২।১।৯; শ্বে ৪।১ মৈ ৬।১৫।১৭; মহাভা ৫।৪৪।৩০, মনু ১।৫২।৫৭

প্রকৃতি তো ভগবানেরই শক্তি; তিনিই ইহাকে স্ফুরিত করিয়া কাজে লাগান আবার নিজেতে বিলীন করিয়া লন (৯।৭,১০; ১৪।৩)। প্রলয়, অব্যক্তে বিলীন; ব্রহ্মার রাত্রি বা তাহার নিদ্রা যাওয়া, সব একই কথা একই ভাব ব্যঞ্জক।

মধুসূদন। অব্যক্তাদ্ এ স্থলে অব্যক্ত পদের অর্থ যে জগতের অব্যাকৃত অবস্থা তাহা নহে, কারণ এখানে দৈনন্দিন সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মধ্যে আকাশাদি (অব্যক্তান্ত পদার্থ) অন্তর্ভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াই যাইতেছে বলিয়া তাহার আর পৃথক উল্লেখ অনাবশ্যক। অতএব 'অব্যক্ত' পদের অর্থ এখানে প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা অর্থাৎ অব্যক্ত অর্থ নিদ্রাবস্থাপন্ন প্রজাপতি। বক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ = সমস্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ শরীর এবং বিষয় ইত্যাদি প্রকার ভোগ ভূমি সকল। শ্রীধরের ব্যাখ্যা ভিন্ন রকমের।

রামানুজ। (সকল বস্তু) ব্রহ্মার দিবসারম্ভে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দেহরূপ অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি অনেকেই ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীর বলিয়াছেন।

অব্যক্ত=প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা (শঙ্কর) ; কার্য্যের অপ্রকাশিত অবস্থা, কারণ স্বরূপ, অথবা প্রকৃতি (শ্রীধর)।

কৃষ্ণানন্দ। কারণে লয় হয়; ব্রহ্মার সুষুপ্তি।

ব্যোমব্রহ্ম। রাত্রি আসিলে সংহার কারণ তমঃ প্রবৃত্ত হয়।

Modi. Gives a very loog list of passages in which ভূত occurs,

নাসদীয়সূক্ত। In the begfnning there was neither nouuht nor ought.

ভূপেন্দ্রনাথ। যখন দিন রাত ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইয়া সুষুম্নাতে চলে, তখন বিজ্ঞান পদ।...সূর্য্য নাড়ী পিঙ্গলায় শ্বাস বহিলে দিন, এবং চন্দ্র নাড়ী ইড়ায় শ্বাস বহিলে যোগীদের রাত্রি। ইড়া হইতে পিঙ্গলায় যাইবার মুখে ও পিঙ্গলা হইতে ইড়ায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সুষুম্নায় যে শ্বাসের গতি হয় তাহাই অব্যক্তাবস্থা বিজ্ঞান পদ। যোগী সর্ব্বগত হন।

শঙ্কর। ব্রহ্মার দিনের আরম্ভকালে, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা হইতে সকল ব্যক্তি অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম-রূপময় প্রজা প্রকট হয়, ইত্যাদি।

শ্রীধর। অব্যক্ত=কার্য্যের অপ্রকাশিত অবস্থা, অর্থাৎ কারণ।....অহোরাত্রজ্ঞ মানবগণ ব্রহ্মার যে দিবার বিষয় জানেন, সেই দিবার আগমনে, কারণ হইতে কার্য্যসমূহ প্রকাশিত হয়; ইত্যাদি।

Telang On the admit of day, all perceptible things are prcduced from the unperceived.

(১৯) প্রলয়েই সব শেষ হইয়া যায় না; কর্ম্মফলের ভোগ-বলে, নূতন সৃষ্টি আবার জন্ম হয়।

১৯। ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।১৯।

পদচ্ছেদ। ভূতগ্রামঃ সঃ এব অয়ম্ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্রি আগমে অবশঃ পার্থ প্রভবতি অহঃ আগমে।

অন্বয়। পার্থ, সঃ এব অয়ম্ ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা অবশঃ রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে অহরাগমে প্রভবতি।

কঠিন শব্দ। ভূতগ্রাম=প্রাণি সকল। ভূত্বা ভূত্বা=উৎপন্ন হইয়া হইয়া। অবশঃ=বাধ্যভাবে প্রকৃতির অধীনে (নিজ নিজ কর্ম্মের ফলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। পার্থ, সেই এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মফলের জন্য বাধ্যভাবে প্রকৃতির অধীনে (থাকে) ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে বিলীন প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মার দিবসাগমে আবার উৎপন্ন হয়। (শ্বে ৩:২; তৈ ৩।১, মু ২।১।২, শ্বে ৮।১; মৈত্রী ৬।১৫।১৭; মহাভা,৫।৪৪।৩০, মনু ১।৫২।৫৭

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরূপি"; ইহা না হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম নামক দোষ হয়। মনে হয় মনে বৈরাগ্য আনিবার জন্যও এই শ্লোক।

সৃষ্টি এই ভাবে চলিতে থাকে, বিরামহীন। বার বার ব্রহ্মাণ্ড সমূহ উৎপন্ন হইতেছে, একই ভাবে সূর্য্যচন্দ্র উৎপন্ন হইতেছে সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবী চান্তরী মথো স্ব। 'অয়ং' = এই = সেই পুর্ব্ব কল্পে যাহা ছিল সেই সমস্ত বস্তুতঃ কোনও নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না। (কৃষ্ণানন্দ)।

কৃতনাশ = যাহা আছে, তাহাকে নষ্ট করা। অকৃতাভ্যাগম = যাহা নাই তাহা স্বীকার করা।...

রামানুজ। ব্রহ্মলোকও লীন হয়, পৃথ্বী জলে, জল তেজে লয় হইয়া যায়। এই ক্রমে অব্যক্ত অক্ষর ও তমঃ পর্য্যন্ত সব আমাতে লয় হইয়া যায়।...ঐশ্বর্য্য গতি প্রাপ্ত্য পুরুষের পুনরাগমন অনিবার্য্য, কিন্তু আমাকে পাওয়া ভক্তের পুনর্জ্জন্মের প্রসঙ্গই হয় না।

মধুসূদন। সেই এই ভূত সমূদায়ই এই কল্পে উৎপন্ন হইতে থাকিলেও তাহারা অন্য আকারে কল্পান্তরে (অন্য সৃষ্টিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপন্ন হইলেও বস্তুতঃ ভিন্ন নহে ; কারণ অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করা হয় না। অবশ = অবিদ্যা, কামনা কর্ম্ম প্রভৃতির অধীন।

শ্রীধর। আবার দিবাভাগের আগমনে কর্ম্মাদির অধীন হইয়া জন্মলাভ করে।

শঙ্কর। ঐ প্রকারেই বিবশ হইয়া দিনের প্রবেশ কালে পুনরায় উৎপন্ন হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। যেমন আমরা নিদ্রার সময় পূর্ব্ব দিনের চিন্তা ও কর্ম্মের সংস্কার লইয়া সুপ্ত হই, জাগ্রত হইলে আবার সেই সংস্কার ও চিন্তা সহ জাগিয়া উঠি, সমুদায় জীব প্রলয়কালে তাঁহাদের কর্ম্ম ও চিন্তা লইয়া অব্যক্ত হইতে বাহির হইয়া আসে। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা, ইত্যাদি (ঋগ্‌বেদ)। অবশভাবে সব জীবই এইরূপ প্রবাহের মধ্যে কতবার ডুবিতেছে উঠিতেছে।...এই আত্মাকে জানিতে হইলে সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে।

মতিলাল। (ঠিক ব্রহ্মার মত) জীব ও জাগ্রত কালে যে কর্ম্ম ও চিন্তার অভিব্যক্তি রাখে, নিদ্রায় তাহার লয় হইয়া যায়।

(২০) কিন্তু যিনি কারণের কারণ, তাঁহার নিত্যতা চলিতেই থাকে।

২০। পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।২০

পদচ্ছেদ। পরঃ তস্মাৎ তু ভাবঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ অব্যক্তাৎ সনাতনঃ যঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ যঃ সনাত
অব্যক্তঃ ভাবঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।

কঠিন শব্দ। পরঃ=পৃথক ও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ
সনাতন=নিত্য বর্ত্তমান।

অনুবাদ। কিন্তু সেই অব্যক্ত হইতে পৃথক ও তা
হইতে শ্রেষ্ঠ, অন্য যে নিত্য বর্ত্তমান অব্যক্তভাব বা সত্তা আ
তাহা ভূত সকল বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না।

প্রপঞ্চের কারণ হিরণ্যগর্ভ, শ্রুতি ইত্যাদিতে কথিত হইয়াে
ভগবান তাহারও কারণ।···প্রভৃতি ও ভগবান দুইই অব্য
তাঁহাদের বিবৃতি দেওয়া যায় না, সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহ
উপলব্ধব্য নহেন। প্রথমোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ ভগবৎ শক্তি প্রকৃ
ভগবৎ ইচ্ছায় সক্রিয় হয় আবার ভগবৎ ইচ্ছায় নিষ্ক্রিয় হ
দ্বিতীয় অব্যক্ত অর্থাৎ ভগবান, 'তস্মাৎ পরঃ", অর্থাৎ প্র
অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার স্ফুরণ নির্ব্বাণ নাই, তিনি প্রথে
কারণ ও সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।

পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।

মধুসূদন। অব্যক্ত=রূপাদি বিহীন হওয়ায় চক্ষুরা
অবিষয়, তাহা "ভাবঃ", সমস্ত কল্পিত কার্য্যের মধ্যেই সৎ র
অনুগত।

শ্রীধর। অব্যক্ত=কার্য্যের অপ্রকাশিত অবস্থা, কা
স্বরূপ।

শঙ্কর। তু শব্দে বিলক্ষণতা প্রদর্শিত হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমোক্ত অব্যক্ত, ভূত সমুদয়ের বীজভূত অবিদ্যারূপ অব্যক্ত।

রামানুজ। প্রথমটি জড়প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত। দ্বিতীয়টি, জ্ঞানের একাকারতার জন্য শ্রেষ্ঠ। যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির দ্বারা জানা যায় না, তাহা অব্যক্ত কথিত হয়, দ্বিতীয় অব্যক্ত (আত্মতত্ত্ব) স্বয়ং সংবেদ্য। কার্য্য কারণ সহিত আকাশাদি সম্পূর্ণ ভূতসমূহের নাশ হইলেও, যদিও উহা উহাতে স্থিত, তবুও নাশপ্রাপ্ত হয় না।

কৃষ্ণানন্দ। পরমার্থ সত্তা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্য সহ মায়িক সম্বন্ধবশতঃই ইন্দ্রিয়াদির বোধশক্তির বিকাশ হয়। কাজেই চৈতন্য শক্তি ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ, তাহা মায়িক দিক কালের অতীত।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকল বস্তু হইতে চিন্তার নিবৃত্তি হয়।...কূটস্থের জ্যোতিতেই এই প্রত্যক্ষ শরীরাদি ইন্দ্রিয় বর্গ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সেই কূটস্থ মণ্ডল হইতেও বিশুদ্ধ আর একটি অব্যক্ত ভাব আছে তাহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা....উনিই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, উনিই নারায়ণ।

(২১) যিনি কারণের কারণ, পাওয়া চাই তাঁহাকেই।

২১। অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমম্ মম।২১।

পদচ্ছেদ। অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ তম্ আহুঃ পরমাম্ গতিম্ যম্ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ ধাম পরমম্ মম।

অন্বয়। অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ তম্ পরমাম্ গতিম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহুঃ যম্‌প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমম্ ধাম।

কঠিনশব্দ। অব্যক্ত, পূর্ব্বেশ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অক্ষর=পরিবর্ত্তন ও বিনাশরহিত। পরমাং গতি= তাঁহার কাছে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ যাওয়া, যে যাওয়ার উপরে আর কোন যাওয়া নাই (৮।১০) যে যাওয়ার অর্থ তদ্‌ভাবমাগত হওয়া। পরমধাম=পরম স্বরূপ। রাহুর শিরের মত, পরমস্বরূপ, পরমগতি, পরমধাম, সব একার্থ বাচক। পরমাং গতিম্=the highest ultimate end (ভক্তি প্রদীপ)

অনুবাদ। (এই দ্বিতীয়) অব্যক্তকে অক্ষর (অবিনশ্বর ও পরিবর্ত্তনহীন) বলা হয়; ঐ অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকে পরমগতি বলা হয়। আর, যে সনাতন অব্যক্তভাব পাইলে, মানুষ আর ফিরিয়া যায় না (পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম)। (গীতা ১৬।৬; ১৩।২৮; ১৬।২২; ৮।১০; ৩।৩২; মৈত্রী ৬।৩০ কঠ ৬।১০; গীতা ৪।১৩; ৯।৩২

শ্রীধর। শ্রেষ্ঠগতি=প্রাপ্য পুরুষার্থ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতি। ধাম=স্বরূপ। "আমার" এই শব্দে উপচারে (অভেদে) ষষ্ঠী, যেমন "রাহুর মস্তক" (মস্তকাংশই রাহু নামে পরিচিত), অতএব আমিই অন্তিম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য।

মধুসূদন। উৎপত্তি বিনাশ রহিত স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া পুরুষার্থের বিশ্রান্তি। 'মম ধাম'=আমার স্বরূপ, এ ষষ্ঠী, রাহুর শিরের মত। আমি বিষ্ণুই পরমাগতি।

রামানুজ। অক্ষরশব্দ আসিয়াছে ১২।৩ ও ১৫।১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকে । 'পরমাগতি' আসিয়াছে ৮।১৬ শ্লোকে। পরমধাম= পরমনিয়মন স্থান ; এক নিয়মন স্থান, জড় প্রকৃতি ; দ্বিতীয় জীব-রূপা প্রকৃতি ; আর পরম নিয়মন স্থান, যাহা জড় সংসর্গ রহিত স্বস্বরূপে স্থিত মুক্ত স্বরূপ অপুনরাবৃত্তি গুণী, অথবা, ধাম= প্রকাশ ; প্রকাশের তাৎপর্য্য জ্ঞান ; জ্ঞানস্বরূপ মুক্তাত্মা, পরমধাম।

শঙ্কর। পরম ধাম=বিষ্ণুর পরম পদ।

মহানামব্রত। সেই উর্দ্ধভূমির নাম দিয়াছেন পরমং ধামং। পরমাং গতি পাইলে আর ফিরিতে হয় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। এই অব্যক্তই অক্ষর পুরুষ, ইনিই পরমাগতি, এই স্থিতিকে পাইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না....এই পরমনিবৃত্তিরূপ লয় বিক্ষেপ শূন্য অবস্থাই আমার পরম ধাম "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং।...এই ধামকে প্রাপ্ত হওয়া বা আমিই হইয়া যাওয়া।....বুদ্ধিতে উপস্থিত পরমাত্মাই জীবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।....প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে, তৎসহ মন ও বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন জীবভাব যাইয়া এক অখণ্ড পরমাত্মাই বিরাজ করেন।

(২২) সেই পরমধাম বা পরমপুরুষকে পাইবার উপায় বলিতেছেন

২২। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্

পদচ্ছেদ। পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যঃ তু অনন্যয়া যস্য অন্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্ ।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। তু পার্থ যস্য অন্তঃস্থানি ভূতানি যেন ইদম্ সর্ব্বম্ ততম্ সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ।

কঠিন শব্দ। অন্তঃস্থানি=অন্তর্গত, ভিতরে অবস্থিত। ইদং সর্ব্বম্ ততম্=এই সব জগৎ পূর্ণ, সর্ব্বম্ ততম্ গীতায় বহুস্থানে আসিয়াছে ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে তালিকা দেওয়া হইয়াছে) । পরঃ=পরম্। অনন্য ভক্তি=অন্য বিষয়াভিমুখী বা অন্য দেবতাভিমুখী যে ভক্তি নহে, (ইহাও পুর্ব্বে ব্যাখ্যাত= হইয়াছে) ভক্তি পরানুরক্তি ; পরম প্রেমস্বরূপা (দ্বাদশ অধ্যায়)। অনন্যভক্তি অহৈতুকী হইবে । পুরুষ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, ভক্তের ভজিবার ভগবান ; অসঙ্গ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন, ভক্তির সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নাই । এ অধ্যায়ে ব্রহ্মের পর আনা হইয়াছে নিরাকার সগুণ ভগবানকে। ব্রহ্মের জন্য অনুচিন্তন, ভগবানের জন্য ভক্তি ; ওঁ কার ছিল abstract সাধন, ভক্তি concrete ইহা কিরূপ, পরে পাইব।

অনুবাদ। পার্থ, যাহার ভিতর ভূত সকল অবস্থিত এবং যাহার দ্বারা সমস্ত (অন্তরে বাহিরে) জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পরম পুরুষকে (কেবল) অনন্য ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়।

মধুসূদন। শ্রুতিবাক্য সমূহ দিয়াছেন, উপরি উক্ত ভাবের।

রামানুজ। গীতার ৭।৩,১৩ ; ৮।১৪ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীধর। কারণ-স্বরূপ যাঁহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও যিনি কারণরূপে থাকিয়া এই সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত। অনন্যা= যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই ঈদৃশী ঐকান্তিকী ভক্তি।

শঙ্কর। পুরুষ যাহা শরীররূপ পুরে শয়ন করিয়া আছে, বা যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। পরঃ পুরুষ পরম পুরুষ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভগবান। তিনি পরম কারণ; কার্য্যরূপ ভূত তাঁহার ভিতর অবস্থিত, কারণ, কার্য্য, কারণে থাকে। অনন্য ভক্তি=আত্মবিষয়ক জ্ঞান।

Krishna Prem.. Loving devotion is the easiest way which will carry the disciple out of himself to a higher Self in the Worshipped One. Plotinus said that only he attains the One who has the nature of a lover or philosopher,

অরবিন্দ। যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধ-শূন্য, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা চির অব্যক্ত, তথাপি সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ করিতে হইবে, যাঁহার মধ্যে সর্ব্বভূত বিরাজ করিতেছে।

সন্তদাস। ভক্তি দ্বিবিধ—সাধন ভক্তি ও পরাভক্তি। সাধনভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। ব্রহ্মে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক অনাশ্রিত ভাবে যে কর্ম্মযোগাশ্রিত ভক্তি, তাহাকে সাধন ভক্তি বলে। কর্ম্মযোগে প্রতিষ্ঠা লাভান্তে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে স্থিতি লাভ হইলে, সাধনান্তর নিরপেক্ষ যে কেবলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮—১২০

ভক্তির উদয় হয়, তাহাকে পরাভক্তি বলে। যেমন সমাধি শব্দে বাস্তবিক অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা বুঝায় ; সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থার সাধনমাত্র। তথাপি সম্প্রজ্ঞাতকেও সমাধি রূপে বর্ণনা করে ; সমাধিকেও সম্প্রজ্ঞাত অসম্প্রজ্ঞাত এই দুই প্রকার থাকা যোগশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তদ্রূপ ভক্তি শাস্ত্রেও ঈশ্বরনিষ্ঠ জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি ভক্তির সাধন হইলেও ভক্তিতে সাধন ভক্তি ও পরাভক্তি এই দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই শ্লোকে ও ১১।৫৪ শ্লোকে ভক্তি শব্দ যথার্থ ভক্তি, যাহাকে পরাভক্তি লাভ ১৮।৫৪,৫৫ বর্ণনা করা হইয়াছে।

চিন্তামণি। অষ্টম ও দশম শ্লোকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফল দিব্য পুরুষের প্রাপ্তি। একাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে, পরম অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফল পরমগতি প্রাপ্তি আর চতুর্দ্দশ শ্লোকে সগুণ সাকার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ফল ভগবানের প্রাপ্তির ফল বলা হইয়াছে, সকলই এক, তাহা এই শ্লোকে বলা হইল। মায়াবাদী ব্রহ্ম-চিন্তকের নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মভক্তের নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম এবং বৈষ্ণবভক্তের সাকার সগুণ ব্রহ্ম—এ সকলই এক।

মহানামব্রত। পরমপুরুষ ব্রহ্মরূপে ব্যাপিয়া আছে বিশ্ব, যেন সর্ব্বমিদং ততং। এক স্বরূপে যিনি জগন্ময়, আর এক স্বরূপে তিনি ধামস্থ। চিৎস্বরূপে সর্ব্বময়, আনন্দস্বরূপে পরাৎপর, ধ্যানের লীলা পুরুষোত্তম। কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারা তিনি লভ্য। এই ভক্তির কথা আবার বলিবেন নবম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ; পরমপুরুষের কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় অনন্যভক্তি। ভক্তির লক্ষণ, স্ব-স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যাতি ধীয়তে, স্বস্বরূপের অনুসন্ধানে। শঙ্কর বলিয়াছেন, অনন্যভক্তির স্বরূপ, আত্মবিষয় ব্যতীত যখন আর কিছু বলিতেও ইচ্ছা করে না ইত্যাদি।.... সর্ব্বদা ক্রিয়া করিলে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সুধামৃত বর্ষণ হয়, মনে কোন চাঞ্চল্য থাকে না।...যাঁহারা ভাল করিয়া ক্রিয়া করেন। তাঁহারা নিজের মধ্যে সূর্য্য প্রভা বিশিষ্ট স্বর্ণ অণ্ড দেখিতে পান, তাহা হইতে পুরুষোত্তমের উৎপত্তি। হিরণ্যবর্ণ কূটস্থেয় মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ গোলক দেখা যায়, তাহাই কারণ বর্ণ, তাহার মধ্যে নক্ষত্রস্বরূপ বীজ আছে। কূটস্থের এই দ্বার দিয়া গগন করিলে পুরুষোত্তমরূপ অনুভব হয়, তিনিই নারায়ণ, কারণ সলিলে স্থিতির জন্য নারায়ণ।

Telang. That Supreme Being, he in whom all these entities dwell, and by wh'm all this is permeated, is to bc attained to by reverence not directed to anothsr.

মতিলাল ঃ এই শ্লোকে মোক্ষ অথবা লয়ের যে কাল্পনিক ব্যাখ্যান, তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে।

(২৩) ঊর্দ্ধগতি পাইতে হইলে, মৃত্যুর উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত, সময় সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতবাদ আছে, তাহার কথা পাড়িলেন; বিশেষ উদ্দেশ্যেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩। যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ।২৩।

পদচ্ছেদ। যত্র কালে তু অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিম্ চ এব যোগিনঃ প্রয়াতাঃ যান্তি তম্ কালম্ বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।

অন্বয়। তু ভরতর্ষভ, যত্র কালে প্রয়াতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিম্ চ আবৃত্তিম্ এব যান্তি তম কালম্ বক্ষ্যামি।

কঠিন শব্দ। যত্র কালে=যে সময়ে। তু=এইবার। কালের অর্থ সময় মাত্র নহে, বা কালাভিমানী দেবতামাত্র নহে; যে যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়া এবং যে যে সময়ের ভিতর দিয়া, আত্মাকে মৃত্যুর পর, তাহার প্রাপ্য লোকে যাইতে হয়, সেই পরিস্থিতিগুলি ও সেই সময়গুলি বা তাহাদের দেবতাগুলি, এই 'কালের' অর্থ স্বরূপ ধরিতে হইবে। কাল শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। যোগিনঃ=সাধকেরা, ইহার ভিতর পড়ে যাঁহারা ইষ্ঠাপূর্ত্ত পুণ্য কর্ম্মসমূহ করেন এবং যাঁহারা সকল বিষয়ে নিষ্কাম কর্ম্মী হন নাই, বা যাঁহাদের পূর্ণ অহৈতুকী ভক্তি বা পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। প্রথমোক্তেরা (পুণ্যকর্ম্মকারীরা) পিতৃযান মার্গে পিতৃলোকে যান, দ্বিতীয়োক্তেরা দেবযান মার্গে পুণ্যানুসারে দেবলোক সমূহে ও ব্রহ্মলোকে যান। ব্রহ্মলোকে কি হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পূর্ণ জ্ঞানীর উৎক্রমণ হয় না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে নিষ্কামভক্ত পরম পদ লাভ করেন, নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ করেন, এবং দেবযানাদি পথের ভাবনা তাঁহার মাথা ঘামায় না (৮।২৮)। পূর্ণ নিষ্কাম কর্ম্মীর পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্কাম ভক্তের মত অনাময় পদ লাভ করেন, ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়াছেন (২।৫১)। (আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা এইরূপ অর্থ পাইলাম)।

(পাপীরা নরক ভোগান্তে অতি নীচ যোনি সমূহে (যথা বিষ্ঠা-কীট ইত্যাদি) জন্ম পায়। কালের অর্থ কালের বা যমের দূত সমূহও হইতে পারে। পরের শ্লোকে দেখ।

অনুবাদ। হে ভরত-কুল শ্রেষ্ঠ, যে সময়ে যে পরিস্থিতিতে মৃত্যু হইলে সাধকগণ অপুনরাগমন প্রাপ্ত হন এবং যে সময়ে মৃত্যু হইলে সাধকগণ পুনরাগমন প্রাপ্ত হন, সেই সময় দুইটির বিষয় বলিব।

(এখানে হয়তো বুঝিতে হইবে, যে তাঁহাদের মৃত্যু হয় না মৃত্যুকে তাঁহারা আসিতে দেন না যতক্ষন না সেই পরিস্থিতি আসে যাহাতে মৃত্যু হইলে তাঁহাদের প্রাপ্য লোক তাঁহারা পাইতে পারেন। ভীষ্মকে উত্তরায়ণ আসা অবধি শরশয্যাশায়িত অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাঁহার প্রাপ্য লোক পাইতে। যোগীরা যোগে দেহত্যাগ করেন; আমাদের মনে হয় ইহার অর্থ এই যে তাঁহারা বাহিরের ব্রহ্মাণ্ডে কবে উত্তরায়ন আসিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করেন না; ভিতরে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও হয়তো উত্তরায়ণাদি আসে, এবং সময় অনুপাতে নিশ্চয়ই খুব শীঘ্র শীঘ্র আসে। যোগে থাকিয়া, এইরূপ উত্তরায়ণ আসিয়াছে যেই জানিতে পারেন তখন যোগে প্রাণত্যাগ করেন। বা, যোগশক্তিতে এইরূপ উত্তরায়ণাদি দেহের ভিতর আনেন, তখন দেহত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। দেহের ভিতর ইন্দ্রিয়াদির অধিপতিরূপে এবং নানারূপে অনেক দেবতা আছেন। যোগশাস্ত্রে কথিত, সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলায় শ্বাস বহিলে যোগীর দিন ও ইড়ায় শ্বাস বহিলে রাত্রি হয়।

দেবযান মার্গের নাম অর্চ্চিমার্গ। (ছা উ ৩।১৫।৫ ; ৫।২০।২, ৫।৯।১) এ পথের যাত্রাকে শুষ্ৣাগতিও বলা হয়, ইহা আলোকিত পথ।

পিতৃলোক ও দেবলোক সমূহে যাঁহারা যান, তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে হয়। দেবযান-প্রাপ্তদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতীকের উপাসক, তাঁহারা ঐ মার্গে তড়িৎ লোক পর্য্যন্তই গমন করিয়া থাকেন। (ইহাই বিভিন্ন স্বর্গ লোক)। সেই সব স্থানে সুখাদি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন।

মহানামব্রত ঃ যারা কোন পথেই চলে না, যাদের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা কিছু মাত্র নাই, যারা আত্মহন্, তাদের জন্য পাই অন্ধকার পথে, মনুষ্যেতর যোনিতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত। "অসূর্য্যা (অসুর্য্যা) নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ যোগবলে মরিতে পাবার মত শক্তি না হইলে বাহ্য উত্তরায়ণে মরিলেও মুক্তিলাভ হয় না।....মনের চিন্মাত্রে স্থিতি লাভ হইলে,...তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।... এই অবস্থায় দেহটা শুষ্ক পত্রের মত পড়িয়া যায়। দেহী ব্রহ্মাবস্থাতে ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন,....উৎক্রান্তি হয় না। যাঁহারা এরূপে জীবন্মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের দেহান্তের পরে বা কিছু কাল পরে, বিদেহ মুক্তি।...মুক্তাত্মার, সমস্ত লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ইচ্ছামাত্র গতি হয় ইত্যাদি।... এই শরীরে যে পুরুষ আছেন ইড়া ও পিঙ্গলা তাহার দুই পদস্বরূপ। ক্রিয়ার দ্বারা তৃতীয় পদ প্রকাশিত হয়। নাভিদেশ হইতে সুষুম্নাই তৃতীয় পদ। তখন সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বিশ্বনাথ।...মুক্ত পুরুষের বুদ্ধি সমতাকে প্রাপ্ত হয়।...তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম যাহা ফলদানোন্মুখ হইয়াছে, তাহা সুখকর বা দুঃখকর হইলেও, তাহাদের গতি রোধ করিতে তাঁহাদের স্পৃহা থাকে না।...সর্ব্বের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখেন।

মধুসূদন। দেবযান মার্গগামী দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতীকোপাসক তাঁহারা দেবযানমার্গে তড়িৎ লোক পর্য্যন্তই গমন করিয়া থাকেন এবং ভোগান্তে তথা হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন, আর যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপাসক সেই সগুণ ব্রহ্মোপাসনা-বিহীন ব্যক্তিরও দেবযান মার্গে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ মার্গে তড়িৎ লোক পর্য্যন্ত তত্তৎ দেবতার অনুগ্রহে গমন করিলে পর, অনন্তর অমানব দিব্য পুরুষ আসিয়া যদিও তাঁহা-দিগকে তথা হইতে ব্রহ্ম লোকে লইয়া যান, তথাপি তাঁহাদিগকেও ভোগাবসানে ফিরিয়া আসিতেই হয়। তবে যাঁহারা দহরাদি বিদ্যার উপাসক তাঁহারা (তৎহেতু অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসক হওয়ায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ভোগাবসানে জ্ঞানলাভ করিয়া) ক্রমমুক্তি লাভ করেন; তাঁহাদিগকে আর ভোগাবসানে ফিরিতে হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। 'যৎ কালে' এই পদ, ২৪ শ্লোকের "প্রয়াতার" সহিত যুক্ত। যোগী=কর্ম্মী।

রামানুজ। কাল অর্থাৎ মার্গ।

শ্রীধর। কাল শব্দ দ্বারা কালের অভিমানী (অধিষ্ঠাতা) দেবগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্য পথ লক্ষিত হইয়াছে।

মতিলাল। কাল শব্দের অর্থ সময় ধরিলে শ্রুতি স্মৃতির সহিত বিরোধ হয় এই জন্য শঙ্কর কাল শব্দের অর্থ মার্গ ধরিয়াছেন।

(২৪) সেই প্রচলিত কথন কি, তাহা শোনাইলেন—

২৪। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।২৪।

পদচ্ছেদ। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লাঃ ষণ্মাসাঃ উত্তর অয়ণম, তত্র প্রয়াতাঃ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ।

অন্বয়। জ্যোতিঃ অগ্নিঃ অহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণ তত্র প্রয়াতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি।

কঠিন শব্দ। অগ্নিঃ জ্যোতি=অগ্নি ও জ্যোতি বা জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি দুই অর্থই হইতে পারে। পরের শ্লোকে, যাহা বিপরীত গুণ ব্যঞ্জক, তাহাতে এইরূপ স্থানে দুইটি কথা আসে নাই, "ধূম" একটি কথা আসিয়াছে। এখানেও অগ্নি ও জ্যোতিঃ দুইটি কথা না লইয়া অগ্নি-জ্যোতিঃ করিয়া, অর্থাৎ একটী কথা করিয়া লইলে সঙ্গত হয়, এবং উহা অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি, ধূমের বিপরীত ও ও সেই জন্য সঙ্গতও। শুক্ল=শুক্লপক্ষ। তত্র প্রয়াতা=যাহার ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা, মৃত্যুর পর সেই মার্গের পথচারী। ব্রহ্ম=ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মবিৎঃ জনাঃ=সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞাতারা। (নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞাতাদের উৎক্রমণই হয় না)।

অনুবাদ। জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ যাহার ব্যাপ্তি ছয়মাস, এই সব কাল বা পরিস্থিতি যে পথের সহিত সম্বন্ধিত, মৃত্যু-অন্তে, সেই পথে যাঁহারা যান (অর্থাৎ যাঁহাদের যাইতে হয়), সেই সগুণ ব্রহ্মবেত্তারা ব্রহ্মার লোক প্রাপ্ত হন। (ছান্দোগ্য ও কৌশিতকী উপনিষদ ও ব্রহ্ম সূত্রাদি দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ব শ্লোক সমূহে কাহারা এই অর্চ্চিরাদি মার্গে বা দেবযানে যাইতে পান, কাহাদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে, কাহারা সেখানে এবং কতদিন সেখানে থাকিতে পান, তাহা বলা হইয়াছে। (এখানে, দুই 'ব্রহ্মের' পৃথক অর্থ। প্রথম 'ব্রহ্মের' অর্থে ব্রহ্মার লোক ; দ্বিতীয়ের অর্থ সগুণ ব্রহ্ম।

বলা হয়, মৃত্যুর পর, আত্মা দেহের আশে পাশে ঘুরিতে থাকে, যতক্ষণ না দেহের সৎকার হয় ; সেই সৎকারের সময়, যে আত্মা ব্রহ্মার লোকে যাইবার যোগ্য, সে অগ্নিশিখা ধরিয়া উর্দ্ধে উঠে, তাহার পর আলোকিত পথে তাহার গতি হইতে থাকে, যাহাকে দিবা, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ বলা হইয়াছে। নামগুলি পথের আলোকের ঔজ্জ্বল্য ও দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী বা ঐ ঐ পথের দেবতাদের নাম, বা নামগুলি সময়ের, অর্থাৎ মৃত্যু যখন ঘটিয়াছে তখন কোন সময় ছিল, সেই সময়ের নাম। ঐ ঐ সময়ে, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যবানের মৃত্যু ঘ:ট যে দেবযান পথ পায়, ইহাই যেন বলা হইতেছে। আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি, ভীষ্ম উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যোগীরা যোগবলে কিভাবে মৃত্যু আনেন, তাহারও আমরা ব্যাখ্যা দিয়াছি।

একটি প্রশ্ন উঠিবে যে, যদি কেহ ব্রহ্মলোকে যাইবার যোগ্য হয়, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহার অগ্নি সংস্কার না হয়, বা তাহার জল বা মৃত্তিকা সমাধি হয়, বা যদি তাহার দেহ-ত্যাগ উত্তরায়ণে না হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে যাইতে পাইবে না কি ? ইহার উত্তর অনেকেই দিবেন যে, যে ব্রহ্মলোকে যাইবার যোগ্য, তাহার উপরি উক্ত ভাবে মৃত্যু হইতেই পারে না, যথা ভীষ্মের এবং যদিও তিনি ইচ্ছা মৃত্যু পুরুষ ছিলেন বলিয়া এরূপ মৃত্যু ঘটাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি তাহা নাও যদি হইতেন, প্রকৃতি তাহাকে মরিতেই দিত না উত্তরায়ণ বা কাম্য সময় না আসিলে। উপরি উক্ত প্রশ্নের আরও এক উত্তর আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আসিতেছে, তাহা এই যে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি, অহঃ, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, ইহারা হয়তো দেবভূতসমূহের নাম, সময় বা পরিস্থিতির নাম নহে। এ কল্পনা মানিয়া লইলে, অনেক গোল মিটিয়া যায় ; সময়ের নাম কি পরিস্থিতির নাম, এ তর্ক ত্যক্ত হইয়া যায়। ঐরূপ লোকের মৃত্যু হইতে না হইতে, জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি নামক দূত আসিয়া হাজির হয়। শ্রুতিতে আছে যে অন্য লোকদের অন্যান্য নাড়ী দিয়া প্রাণ বাহির হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌দের প্রাণ সুষুম্না নাড়ী দিয়া বাহির হয়, এবং সেই সময় ঐ নাড়ীর মুখ বা হৃদয় যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়াদি হইতে নিজেকে গুটাইয়া আনিয়া, প্রাণ আসিয়া হাজির হয়, তাহা দীপ্তিময় হইয়া উঠে। কল্পনা চালাইয়া বলিতে পারা যায়, উহা ঐ জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি নামক দূতের আগমনের চিহ্ন এবং সেই দূতের ঐরূপ নামের ইহা একটি কারণ। যদি প্রশ্ন উঠে দেবদূতদের অহঃ, শুক্ল পক্ষ ইত্যাদি নাম হইল কেন, কল্পনা চালাইয়া তাহারও উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে তাহাদের দ্যোতনশীলতার অনুযায়ী ঐরূপ নাম হইয়াছে; অগ্নি-জ্যোতিঃদূত আত্মাকে গ্রহণ করিয়া অহঃ নামক দূতের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, অহঃ দেয় শুক্ল পক্ষ নামক দূতকে, ইত্যাদি। ব্রহ্মলোকের যে যত নিকটে কাজ করে, সে দূত তত উচ্চপদস্থ এবং তাহার ঔজ্জ্বল্যও তত বেশী, এবং সেই ঔজ্জ্বল্যানুসারে তাহাদের ঐরূপ নাম হইয়াছে, আর এক উত্তর এই হইতে পারে যে অহঃ নামক দূত জীবাত্মাকে তৎক্ষণাৎ শুক্ল পক্ষ নামক দূতকে দেয় না; খাতির করিয়া তাহার প্রদেশের দর্শনীয় বস্তু সকল দেখাইতে থাকে; কিন্তু প্রদেশ ছোট বলিয়া এ দেখান এক দিনেই শেষ হইয়া যায়; এইভাবে শুক্ল পক্ষের প্রদেশ দেখা এক পক্ষে ও উত্তরায়ণের প্রদেশ দেখা ছয় মাসে শেষ হইয়া যায়। এই ভাবে প্রদেশে প্রদেশে আত্মার যাত্রা থামান সময় (break journey time) অনুযায়ী সেই প্রদেশের দেবদূত ঐরূপ নাম পাইয়াছে। কল্পনা চালাইয়া বলিতে পারা যায় যে মৃত্যুকামী যোগী, যোগবলে, জ্যোতিঃ-অগ্নি দূতকে আহ্বান করে; সে আসিয়াছে বুঝিতে পারে, হৃদ্দেশে বা সুষুম্নায় দীপ্তির উদয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা চালাইয়া বলিতে পারা যায় যে সাধারণ নিয়ম এই যে প্রথমে অগ্নি-জ্যোতিঃ নামক দূত আসিয়া জীবাত্মাকে লইবেন, লইয়া অহঃনামক দূতকে দিবেন; তিনি উহাকে একদিন রাখিয়া শুক্ল পক্ষ নামক তাঁহা অপেক্ষা বেশী দ্যোতনশীল দূতকে উহা দিবেন, ইত্যাদি। কিন্তু কোনও কারণে যদি অগ্নি-জ্যোতিঃ দূতের আগমন না ঘটে (হয়তো, যে মরিতেছে তাহার ভাগ্য যদি তেমন না হয়, হয়তো দেহযন্ত্রণায় দেবতাদির নাম স্মরণ করা তাহার যদি না ঘটে, তবে অনিশ্চিত কালের জন্য তাহার আত্মার উপরে উঠা বন্ধ হইয়া যায়। অগ্নি-জ্যোতিঃ না যাইলে অন্যদেরও যাওয়া হয় না। যোগী পারেন জোর করিয়া (যথা কুম্ভকাদির সাহায্যে) অগ্নি-জ্যোতিঃকে আনিতে, কিন্তু সকলের তো তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু উত্তরায়ণ নামক দেবতার প্রতি হয়তো নিয়ম এইরূপ যে, যে (সগুণ) ব্রহ্মবেত্তা উত্তরায়ণে মরিবে, তাহার আত্মাকে গ্রহণ করিতে এবং ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে, 'উত্তরায়ণ' দূতকে যাইতেই হইবে, সে দেবতাদের স্মরণ করিতে পারুক বা না পারুক। এই কল্পনায় উত্তরায়ণ দূতের ঐরূপ নাম কেন হইল, তাহার আরও একটা কারণের উল্লেখ হয়, এবং ভীষ্ম কেন উত্তরায়ণ অবধি অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারও কারণ আসে; ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু পুরুষ ছিলেন, তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে, অন্য সময়ে মৃত্যু ইচ্ছা করিলে, হয়তো কোন কারণে যদি অগ্নি-জ্যোতিঃ না আসেন, উত্তরায়ণের উপর নির্ভর করাই ঠিক। তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেই হইবে। অহঃ ও শুক্লপক্ষের, প্রতি হয়তো এ নিয়ম নাই যে অহঃকে দিনের বেলায় এবং শুক্ল পক্ষকে শুক্লপক্ষে, আসিতেই হইবে, মরিতেছে এরকম ব্রহ্মবেত্তা ইষ্ট দেবতা স্মরণ করুক বা না করুক। তাঁহাদের প্রতি এ নিয়ম নাই ধরিলে, ইহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে যে ভীষ্ম কেন দিবসে বা শুক্ল পক্ষে মরিতে ইচ্ছুক হইলেন না, ইহাদের নাম কেন ঐরূপ, তাহার কারণ আমাদের কল্পনায় যেজন্য আসিয়াছে, বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এ নামগুলিকে রূপক ভাবে লইয়া, metaphysical একটি ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইবে। আমাদের কল্পনাগুলি যেন ক্ষমা পায়।

দেবযান ও পিতৃযান পথ, কাহারা কোন্ পথে যান, ঐ ঐ পথ কোন্ কোন্ কাল বা পরিস্থিতির সহিত সম্বন্ধিত, ইহা বহু বহু প্রাচীন আখ্যান; বেদ্ধ উপনিষদ ব্রহ্ম সূত্রে সর্ব্বত্র এ আখ্যান আসিয়াছে। গীতা সব নামগুলি দেয় নাই, মাত্র একটু নমুনা দিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রানুসারে দেবযান পথ এইরূপ (৪।১।১৩)— অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, বরুণ ইন্দ্র ও প্রজাপতি (ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, কার্য্য ব্রহ্ম)। ব্রহ্মলোকযাত্রী যখন বিদ্যুৎ লোকে পৌঁছায়, তখন এক অমানব (=দিব্য) পুরুষ, প্রজাপতি লোক হইতে আসিয়া, ব্রহ্মলোক যাত্রীকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। (সেখানে কি হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও আছে উত্তরায়ণ হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। কোথাও আছে দক্ষিণায়নের পথে সম্বৎসর প্রাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না ; ষন্মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ চন্দ্রমা। যেখানে সুখ ভোগের পরে, অর্থাৎ স্বকৃত কর্ম্মক্ষয় হইলে ফিরিয়া আসিতে হয়।

বেদাদিতে যেখানে যেখানে এই আখ্যান আছে, তাহার একটি তালিকা :—ঋগ্‌বেদ ১০।৮৮।১৫ ; নিরুক্ত ১৪।৯ ; বেদান্ত সূত্র ৪।৩।১,৬ ; ছাঃ উঃ ৪।১৫।৫৬ ; ৫।১০।১,২,৩ বৃঃ উঃ ৫।১০।৩-৬ ; ৬।২।১৫,১৬ কৌষী উ ১.৩ মুণ্ডক ৩।১।৬ ; ১;২;৫;৬;৭-১০ ; প্রশ্ন ১।১০ ; ১।১০, মৈ ৬।৩০। মহাভারত ১৭।১৫, ১৬,১৯

শঙ্কর। অগ্নি ও জ্যোতিঃ দুই প্রসিদ্ধ বৈদিক দেবতা।... কালের কথা বেশী থাকায় সব কালবাচক বলা হইয়াছে, যেমন যেখানে আমের গাছ বেশী, তাহাকে আম্রবন বলে। এই সব দেবতাদিগের অধিকারে, শরীর ত্যাগ হইলে, ব্রহ্মোপাসনা তৎপর পুরুষ ক্রমানুযায়ী ভাবে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

শ্রীধর। শ্রুতি বলিয়াছেন তাঁহারা অর্চ্চিদেবতার চালিত পথে শ্রীহরির ধামে উপস্থিত হন।

ব্যোমব্রহ্ম। যে সময়ে জ্ঞানাগ্নি আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশাবস্থা ও সর্ব্ব সম্বন্ধ শূন্যতার আবির্ভাব হয় এবং (মনোবুদ্ধি আদি) দেবগণের জাগ্রতভাব বা ব্রহ্মাভিমুক্ততা আসে, সেই সময় উত্তরায়ণ, ইত্যাদি। অগ্নি=জ্ঞানাগ্নি, জ্যোতিঃ=অবিদ্যানাশক আত্মদৃষ্টি ; অহঃ=তমোনাশক সর্ব্বগুণ প্রকাশক সত্ত্বগুণ। শুক্ল=নির্ম্মলতা। ষন্মাস=দেবতাদের দিন যে সময়ে মনোবুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মবিষয়ে জাগ্রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। উত্তরায়ণ = শ্রেষ্ঠ গতি। ধূম = জ্ঞানাগ্নি আবরক কাম; রাত্রি = তমোভাব। কৃষ্ণ = মালিন্য। ষন্মাস = দেবতাগণের রাত্রি (মন বুদ্ধি ব্রহ্মবিষয়ে বিমুখ থাকে)। দক্ষিণায়ণ = অধমগতি। চন্দ্রমসংজ্যোতিঃ প্রাপ্য = চন্দ্রের যেমন ক্রমাগত অপ্রকাশাবস্থা ও প্রকাশাবস্থা হয়।

ব্রহ্মোপাসনা বিহীন পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপাসক তড়িৎ লোক পর্য্যন্ত যাইলে অমানক দিব্য পুরুষ আসিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। কিন্তু সেখানে হইতে ভোগাবসানে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাঁহারা দহর বিদ্যার উপাসক, মাত্র তাঁহারাই সেখানে থাকিতে পান, প্রাপ্যসুখ ভোগের পর, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য। তাহার পর কি হয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

অরবিন্দ। এই রহস্যময় সিদ্ধান্ত; গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

Modi. Garbe and Belvalkar and Rudorf Otto take 23-28 as a later iuterpretation.....In the case of যোগিনঃ,thera is a *time* condition for reaching the Goal (V. 24)....ধ্যানযোগী has to be careful....Here 4 paths are mentioned namely যোগ or কর্ম্মযোগ (V.7) the Sannyasa (V. I0), the Path of Devotion (V. 32) and the ধ্যান যোগ (V, 10. 12-13), শঙ্কর had to take অহঃ শুক্ল as আতিবাহিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা like অগ্নি জ্যোতিঃ But the verses lead with them.

গোয়েন্‌কা। কাল শব্দ মার্গার্থক, যাহাতে অভিমানিনী ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের নিজ নিজ সীমা পর্য্যন্ত অধিকার থাকে। যে সময় মরণ হউক না কেন, সেই লোক যে মার্গের অধিকারী সেই মার্গ পাইবে, যথা অর্চ্চিমার্গের অধিকারী রাত্রিতে মরিলেও, অর্চ্চিমার্গই পাইবে, তবে দিবাভিমানী দেবতার সহিত তাহার সম্বন্ধ সূর্য্যোদয়ে হইবে, তৎক্ষণাৎ নহে। সূর্য্যোদয় হওয়া পর্য্যন্ত সেই সময়টুকু সে অগ্নি অধিকারী দেবতার জিম্মায় থাকিবে। কৃষ্ণ পক্ষে মরণে শুক্ল পক্ষাভিমানী দেবতার সঙ্গে শুক্ল পক্ষের আগমনে হইবে।

ভূপেন্দ্রনাথ। চারিদিকে আগুণ তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ ইত্যাদি। যাঁহারা পূর্ণ অধিকারী না হইলেন উচ্চাধিকারী, তাঁহাদিগের শরীর ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে থাকিতে থাকিতে পূর্ণ জ্ঞান পান। ছয়মাসে দিন রাত্রি ক্রিয়া করিতে করিতে, সম্মুখে কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের মতন শ্বেত বর্ণ জ্যোতির প্রকাশ অনুভব হয়। সমুদয় দিক যেন প্রজ্বলিত শিখার মত জ্বলিয়া উঠিবে।....বিদ্যুৎ বিকাশ, দিবালোক ইত্যাদি। ইহাই উত্তরায়ণের পথ, অর্থাৎ যাহা দিয়া যাইলে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা সারাজীবন ধরিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সুষুম্নার দ্বার সর্ব্বকালের জন্য খুলিয়া যায়। সেই অবস্থায়, গুরুপদেশে ক্রিয়া করিয়া যোগীরা ব্রহ্ম রন্ধ্র পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণকে বাহির করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন। যথা ভীষ্ম।

জীব মৃত হইলে, করণগ্রাম অপিণ্ডিত হয়। সে অবস্থায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া, বহনকারী দেবতারা (যাঁহাদিগকে আতিবাহিক দেবতা বলে) তাঁহাদিগকে লোকান্তরে লইয়া যান।...ইঁহারাই সাধনপথে বহু সাহায্য করেন। কিন্তু ইঁহারা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে পারেন না। বিদ্যুদধিষ্ঠাত্রী দেবলোক প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানবপুরুষ আসিয়া জীবকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পিঙ্গলা অগ্নির ন্যায় তেজোময়, দেবযান মার্গ উহাকে বলে। ক্রিয়া করিলেই অগ্নিজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। উহাই ক্ষিতি অপ্ তেজের, অগ্নি বা তেজ। ব্রহ্মবিদেরা এই পঞ্চাগ্নিকে (অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য্য চন্দ্র ও কূটস্থ ব্রহ্ম) জানিয়া দেহত্যাগ করেন।....কূটস্থের মধ্যে মণির মত যে নক্ষত্র দেখায়, তিনিই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম।... সকল জীবেরই মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলে, তাহার বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনে, এবং মন মুখ্যপ্রাণে লয় হয়; মুখ্যপ্রাণ ভূত সূক্ষ্মকে আশ্রয় করে। এই অবস্থা পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই। তৎপরে অবিদ্বান তাহার কর্ম্মোপযুক্ত নাড়ী দিয়া বহির্গত হইয়া স্বকর্ম্মানুযায়ী লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিদ্বান পুরুষ মূর্দ্ধাভিমুখে যে একটি নাড়ী গিয়াছে, সেই সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হন। বিদ্বান পুরুষ উক্ত নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করেন। প্রশ্ন উঠিবে, রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি যাহা ধরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধে উঠা যায় তাহাতো থাকে না, রাত্রিতে মরিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি কি হইবে না? হইবে, বিদ্বান পুরুষের দেহ সম্বন্ধ রহিত হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়; তাহা ছাড়া শঙ্কর বলিয়াছেন, দেহের সহিত নিয়ত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে, আর শ্রুতি বলিয়াছেন সূর্য্য রাত্রিতেও রশ্মিদান করে। আর, হৃদয়াগ্র প্রকাশ দ্বারাই ঊর্দ্ধনাড়ী অর্থাৎ সুষুম্নার অর্থাৎ কূটস্থের প্রকাশ হয়।

মধুসূদন। উপাসকদিগের দেবযান মার্গে গতি হয়।.... অগ্নির্জ্যোতিঃ এ দুইটি শব্দ দ্বারা অর্চ্চিরভি মানিনী দেবতার লক্ষণা করা হইল। অহঃ শুক্লপক্ষ ইত্যাদি, তত্তৎ অভিমানিনী দেবতা

রামানুজ। এই সব নামের সহিত শ্রুতি কথিত সংবৎসরাদি যুক্ত।

মতিলাল। অগ্নি আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা নীত হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন।

(২৫) সেই কথনের আরও কথা—

২৫। ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়ণম্
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।২৫।

পদচ্ছেদ। ধূমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসাঃ দক্ষিণায়ণম্; তত্র চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।

অন্বয়। ধূমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়ণম্ তত্র যোগী চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।

কঠিনশব্দ। কৃষ্ণ = কৃষ্ণ পক্ষ। তত্র = যে মার্গ ইহাদের (ধূম ইত্যাদিদের) সহিত সম্বন্ধিত সেই মার্গে অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃযানমার্গে। যোগী=সকাম ইষ্টাপূর্ত্ত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্মকারী। চন্দ্রমসম্ জ্যোতি প্রাপ্য=চন্দ্রমার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া। দক্ষি-ণায়ণ, আষাঢ় সংক্রান্তি হইতে পৌষ সংক্রান্তি এখানে যোগী ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের যোগী একার্থক নহে। এখানে যোগী অর্থে, সাধনার কোন পথে যিনি যুক্ত।

অনুবাদঃ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাস দক্ষিণায়ণ এই সব যে পথের সহিত সম্বন্ধিত সেই পথে, মৃত্যু অন্তে যে সাধকেরা (যথা ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারীরা) যান, তাঁহারা চন্দ্রমার জ্যোতিঃ ধরেন ও (সুখ ভোগান্তে "ক্ষীণে পুণ্যে") আবার ফিরিয়া আসেন। ইহাই পিতৃযান বা কৃষ্ণাগতি। চন্দ্রমার জ্যোতিঃ ধরেন আমাদের মনে হয় ইহার অর্থ, চন্দ্র অপোময় ও মনের রাজা, তাঁহারা চন্দ্রময় অর্থাৎ মনোময় দেহ লাভ করেন। মনোময় দেহের এই গুণ যে উহা মনোময় হওয়াতে, তাঁহারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা পাওয়া হইল এইরূপ তাঁহাদের প্রতীতি হয়। গান শুনিতে ইচ্ছা হইলে, গান শুনিতেছেন, মনে হইবে। স্বর্গতো তাহাই, যেখানে, যাহা অভিলাষ করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা ভোগ করিতে পাওয়া যায়। পিতৃলোক নরক নহে, ইহা বহু প্রকারের স্বর্গের সমষ্টি। চন্দ্রমার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, ইহার ইহাও অর্থ যে চন্দ্র সুধাকর, অমরার সুধাপান ও নানাবিধ সুখাদি ভোগ করিয়া। এ অর্থও হইতে পারে যে চন্দ্রমার উপযোগী কিরণ ধরিয়া, তাঁহারা, প্রাপ্য সুখ ভোগ শেষ হইবার পর, পৃথিবীতে নামিয়া আসেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই আখ্যান সমূহে কোন একটি গূঢ় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, কারণ এক আধজন ঋষি নহে, সকলেই বিনা প্রতিপাদে ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন। বেদ ও উপনিষদ, ব্যাখ্যা দেন নাই, উহা গুরুপরম্পরা ক্রমে চলে। হায়, আজ কেহই বলিতে সক্ষম নহেন, ঐ তত্ত্ব কি ছিল। আমরা সকলেই স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা দিতেছি।

অরবিন্দ। এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগত ও মনোজগতের বিষয়ক যে কোন সত্য সঙ্কেতের সূত্রই থাকুক, প্রাচীন সাধকেরা প্রত্যেক জড়বস্তুতে মনোজগতের প্রকৃত সঙ্কেত দেখিতেন। তাঁহারা ভিতরের সহিত বাহিরের আলোকের, জগতের অগ্নির সহিত তপঃশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ারও কতকট ঐক্য নির্ণয় করিতেন। অন্তরের আলোকের শক্তির সহিত অন্ধকারের শক্তির যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে আলোকের শক্তি সমূহ বৎসরের এবং দিনের আলের সময়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয় এবং অন্ধকারের শক্তি গুলির প্রভাব অন্ধকারের সময়ে বর্দ্ধিত হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ জয় না হয় ততক্ষণ এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা যে সব ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহার উপর, সুধীজনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আরও দুইটি ব্যাখ্যা এখানে দিলাম।

আত্মা যখন দেহ হইতে বাহির হয়, তখন বিভিন্ন নাড়ী পথে বাহির হয়। মৃত্যুকালে আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণময়ও মনোময় কোষকে হৃদয়ের কাছে টানিয়া লয়। ইহা উপনিষদে বলে ও সাধারণ অভিজ্ঞতাও তাহাই। প্রথমে দেহের অন্তেস্থিত হাতপাগুলি শীতল ও নাড়ীবিহীন হয়, চক্ষের জ্যোতিঃ চলিয়া যায় এবং ক্রমে শ্রবণ শক্তি ও বাক শক্তিও চলিয়া যায়, এবং সেই সময়ে মৃত্যু যাত্রীর স্মৃতিতে নিজের কৃত সারা জীবনের সমস্ত কর্ম্ম দেখিতে পায়। উপনিষদাদিতে এইরূপ স্মৃতিকে অগ্নি বলা হইয়াছে। মৃত্যু যাত্রীর মনে স্মৃতির বিকাশ ও তাহার হৃদয়ে একটা অগ্নি দীপ্তির মত বিকাশ হয়। উপনিষদাদিতেও এইরূপ পাওয়া যায়। Theosophyতেও বলা হয় যে মৃত্যুকালে মনের ভিতর স্মৃতির বিকাশ হয়। যাহারা জলে ডোবা মৃত-প্রায় অবস্থা হইতে ফেরে, তাহারাও বলিয়া থাকে যে ডুবিয়া যাইবার সময় সমস্ত জীবনের কার্য্যকলাপ এক সঙ্গে মনে উদয় হয়। ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়, মৃত্যুকালে মানুষ বলিতেছে, হে অগ্নি তুমিতো আমার আদ্যোপান্ত সকলই জান ইত্যাদি ; সেখানে অগ্নি অর্থে উপরে বর্ণিত স্মৃতিই বুঝিতে হইবে। তাহার পর, অর্থাৎ অগ্নিরূপী স্মৃতিবিকাশের পর, আত্মা নিজের কর্ম্মানুসারে যে নাড়ীর পর যে নাড়ী দিয়া বাহির হয়, তাহাদের একদলের নাম পিতৃযান, ও অন্য দলের নাম দেবযান। প্রথম দলের নাড়ীগুলির নাম ধূম, রাত্রি ইত্যাদি, ও দ্বিতীয় দলের নাড়ী গুলির নাম অগ্নি-জ্যোতিঃ ইত্যাদি। মৃত্যুযাত্রীর কর্ম্ম সমূহের বা পুণ্যপাপের যে স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে, তাহাই ঠিক করিয়া নেয়, কোন্ দলের নাড়ী গুলির ভিতর দিয়া আত্মা বাহির হইবে নিষ্কাম কর্ম্মী, অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার আত্মা দেবযানের পথে বাহির হয়; বোধ হয় এই দলের শেষ নাড়ী সুষুম্না, কারণ বলা হয় (সগুণ) ব্রহ্মবিদ্‌গণের আত্মা সুষুম্না নাড়ী দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করিয়া বাহির হয়। বাহির হইতে হইতে তাহার প্রাণময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ময় দেহ খসিয়া যায়; আত্মা তখন মনোময় দেহে অবস্থিত হয়। এই ভাবে আত্মাগুলি চন্দ্রলোকে বা মনোময় লোকে অর্থাৎ স্বর্গে যায়। মনই ইন্দ্রিয়াদি হয়, মনই যাহা চায় আত্মা তাহার মনেতেই তাহা পায় এবং মনেতেই ভোগ করে; স্বপ্নের চাওয়া ও স্বপ্নের ভোগের মত। সুধার অর্থ আনন্দ। যে আত্মাগুলি আরও ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যাইবার যোগ্য, তাহারা আরও ঊর্দ্ধে যাইতে পারে; এই ঊর্দ্ধ গমনের সময় মনোময় দেহ খসিয়া পড়ে, এবং তাহার ভিতরের, বিজ্ঞানময় দেহে তাহারা তখন অবস্থিত হয় এবং এই ভাবে উপরে উঠে। চন্দ্রলোকে বা স্বর্গে কিছুদিন থাকিবার পর, ও মনের মত ভোগসুখ, মনোময় দেহে ভোগ করিবার পর, "ক্ষীণে পুণ্যে মানুষ আবার কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

যোগী যদি খুব ক্ষমতাপন্ন হন, তাহা হইলে তিনি চেষ্টার দ্বারা দেবযান নাড়ী পথে আত্মাকে বাহির করিতে পারেন। হয়তো দিনের বেলায়, এবং তাহা হইতে বেশী শুক্ল পক্ষে, এবং তাহা হইতে বেশী উত্তরায়ণে, দেবযান নাড়ী আত্মার পক্ষে সহজে প্রবেশগম্য হয়। উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিবেন, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম হয়তো সেই জন্য ইহা স্থির করিয়াছিলেন। হয়তো সেইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুকালে মানুষকে ঘরের ভিতর মরিতে দেওয়া অনেকে চাহে না, মৃত্যু যাত্রীও চাহে না।

আমাদের অন্য ব্যাখ্যাটি এইরূপ। গীতা সার্ব্বজনিক, এবং সেইজন্য, ব্যাখ্যা যাহাতে সহজ বুদ্ধি অনুযায়ী হয়, সেই ভাবের ইহা করা হইল। ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চায়, পরোক্ষ ভাবের হইলেও, আত্মা কিছু না কিছু আলোকিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ উভয়ই সাত্বিক গুণশালী ও প্রকাশময় হয় ও বিজ্ঞানময় কোষ প্রাধান্য পায়। মৃত্যুতে তাহার আত্মা সেই আলোকিত অবস্থাতে অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় অগ্নির পরিস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া বাহির হয়, ও তাহার সেই কারণে ব্রহ্মের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকার জন্য, ব্রহ্মলোকের দিকে তাহার গতি হয়। যত ব্রহ্ম লোকের দিকে তাহার যাওয়া হইতে থাকে তত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে পাইবার ইচ্ছায়, এবং কখন্ সেই ব্রহ্মলোক পাইব এই তীব্র উদ্‌গ্রীবতায় তাহার বিজ্ঞানময় কোষে ধাপে ধাপে আরও উজ্জলতা, আরও ব্রাহ্মিক ভাব আসিতে থাকে ; ইহাকেই অহঃ শুক্ল পক্ষ ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি পরিস্থিতি বলা হইয়াছে। পথে, রাজসিক মনোময় কোষ খসিয়া যায়। ইহাই, বেশী আরও বেশী প্রকাশময় দেবগণ কর্ত্তৃক তাহার বাহিত হওয়া। যাহারা সকাম ভাবে পুণ্য করে, তাহাদের মনোময় কোষ প্রাধান্য পায়। মৃত্যুর সময় তাহাদের কামনাসকল ধূমের মত তাহাদের আত্মাকে ঘেরিয়া থাকে। তাহাদের আত্মা যত তাহাদের ঈপ্সিত স্বর্গের দিকে যাইতে থাকে, তত তাহাদের সকাম মনে, কখন স্বর্গসুখ ভোগে আসিবে'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ লোভ বাড়িতে থাকে। তাহাদের আত্মা লোভের অন্ধকারে আরও যেন আবৃত থাকে। বর্দ্ধিতমান লোভের জন্য, তাহাদের মনোময়কোষে মনে হইতে থাকে, পথ যেন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে। ইহাই রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণ।

উত্তরায়ণে দিনক্রমে বড় হইতে থাকে, সূর্য্য যেন উত্তর দিকে যাইতেছে মনে হয়। তিলক বলেন, যে দুই কালের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারা উত্তর মেরু প্রদেশের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের বর্ণনা, কারণ একমাত্র মেরু প্রদেশেই উত্তরায়ণ ছয়মাস, শুক্ল জ্যোতিঃ সম্পন্ন এবং দক্ষিণায়ণের ছয়মাস অন্ধকারময়। তিলকের মতে মেরু প্রদেশই আর্য্যদের আদিম বাসভূমি, এবং শুক্ল কৃষ্ণ গতিদ্বয়ে বিশ্বাস সেই আদিম সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(যাহা দিবস, শুক্ল পক্ষ ও উত্তরায়ণ হইবে না, এইরূপ, দক্ষিণায়ণের কৃষ্ণ পক্ষীয় রাত্রি, প্রায় ৯০টি পড়ে)।

গিরীন্দ্র শেখরের মতে পুরাকালে উত্তর মেরুকে ব্রহ্মলোক ও তাহার অধিপতিকে ব্রহ্মা বলা হইত। আধুনিক মঙ্গোলিয়া ও পুর্ব্ব তুর্কীস্তান, স্বর্গলোক, ও তাহার অধিপতিকে ইন্দ্র বলা হইত। সেইরূপ চন্দ্রলোক ইত্যাদি, ভৌম মঙ্গোলিয়া হইতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসেন; এই জন্য মঙ্গোলিয়াকে পিতৃলোক বলা হইত। পিতৃলোক ও ভারতবর্ষ হইতে অনেকে ব্রহ্মলোকে যাতায়াত করিতেন, পথের নাম ছিল দেবযান। যে পথে পিতৃগণ ভারতবর্ষে আসিতেন, তাহার নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃযান। কালক্রমে ব্রহ্মলোকে ও পিতৃলোকে গমনাগমন বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাহার যথার্থ তত্ত্ব লোকে ভুলিয়া গেল, ও ঋষিগণ ব্রহ্মলোকে যাওয়া ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সমার্থবাচকমনে করিলেন ব্রহ্মলোকের পথ দুর্গম হওয়ায় সেখান হইতে কদাচিৎ কেহ ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু স্বর্গলোক বা পিতৃলোক হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না তাহারই রূপক।

মধুসূদন ঃ যোগী=ইষ্ট-পূর্ত্ত-দত্তকারী কর্ম্মযোগী। চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ=চন্দ্রলোক ভোগরূপ ফল।

বিনোবা ঃ বহুলোক এই রূপক পড়েন, কিন্তু বুঝিতে পারেন না। যদি এই চাও যে পুণ্যমরণ হউক, তো অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র আকাশ এই দেবতাদের কৃপা থাকা চাই। অগ্নি, কর্ম্মের চিহ্ন, যজ্ঞের চিহ্ন, সর্ব্বদা যজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতে থাকা চাই। ন্যায়মূর্ত্তি রাণাডে বলিতেন যে সতত কর্ত্তব্যের পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যু আসে তো সে ধন্য। মরণ সময়েও কর্ম্ম করিতে থাকা, প্রজ্বলিতমান অগ্নির অর্থ। সূর্য্যের কৃপার অর্থ, অন্তপর্য্যন্ত বুদ্ধির প্রভা চমকাইতে থাকা। চন্দ্রের কৃপার অর্থ মৃত্যু পর্য্যন্ত পবিত্র থাকা। চন্দ্র মনের, চিন্তার দেবতা। শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের মত মনের প্রেম ভক্তি উৎসাহ পরোপকার ইত্যাদি শুদ্ধ ভাবনার বৃদ্ধি। উত্তরায়ণ আকাশের অর্থ মনের আকাশে আসক্তি রূপ মেঘ যেন না থাকে।

শ্রীধর ঃ এইরূপে নিবৃত্তি মার্গের কর্ম্ম সহিত উপাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা ক্রমমুক্তি, কার্য্য-কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ ভোগের পর পুনর্ব্বা প্রত্যাবর্ত্তন; নিষিদ্ধ-কর্ম্ম দ্বারা নরক ভোগান্তে পুনর্জ্জন্ম। কি ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী জীবগণের এ স্থানেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে।

রামানুজ ঃ যোগী=পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ। **শঙ্কর ঃ** যোগী= ইষ্টপূর্ত্ত কর্ম্মকারী; চন্দ্রমার জ্যোতিঃ পাইয়া=কর্ম্মফল পাইয়া।

শঙ্কর ঃ যোগী=ইষ্ট-পূর্ত্তাদি কর্ম্মী, চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ= কর্ম্মফল।

মহানামব্রত ঃ এই ২৪,২৫ শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য অনেকে দিয়াছেন, কেহ কালার্থে, কেহ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার্থে কেহ তৎতৎ উপলক্ষিত মার্গার্থে। বোঝা যায় না; অগ্নি বা ধূ কালার্থক নহে। আবার, ভীষ্ম, কালের অপেক্ষা করিয়াছিলেন আষাঢ় সংক্রান্তি হইতে পৌষ সংক্রান্তি দক্ষিণায়ণ। উত্তরায় দেবতাদের দিবা। ভারতের উত্তর দিক ক্রমোর্দ্ধ, এই হে সাধকের উর্দ্ধগতি=উত্তর গমন। যখন মানুষ দেহভূমিতে, তখ পশুর স্তরে; মন-ভূমিতে মনন শীল মানব; আত্মা-ভূমিতে থাকে তখন হয় দেবতা। মনের অধিপতি চন্দ্র, আত্মার প্রতীক সূর্য্য; সূর্য্যের উত্তর-দিকে চলন=আত্মার ভগবানের দিকে চলন; ধ্রু মাথার উপর আসিতে থাকে। যাহা ধ্রুব, তাহা অচল, তাহ সনাতন সত্যের প্রতীক। ব্রহ্মের পরিচয়, নিতাং সর্ব্বগতং স্থা রচলোয়ং সনাতন।...দক্ষিণ দিক ভোগাভিমুখী, উত্তর দিক আরোহণ। শুক্ল পক্ষে, মনঃ স্বরূপ চন্দ্রে (চন্দ্রমা মনসো জাতা); আত্মাস্বরূপ সূর্য্যের আলো পড়ে। শুক্ল পক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, অর্থাৎ দিকে ও বিপরীত দিকে স্থিতি। দিবা, সূর্য্যের রাজত্ব, আত্মোন্নতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ। রাত্রি, নিদ্রা, দেহের ভোগের কাল; দিবা দেবযানে লইয়া যায়; পিতৃযান অনেক পথ ঘুরাইয়া, আবার নরদেহ দেয়।.... মোহিত হয় না=পুনঃ সংসার প্রাপক ভোগমার্গে না চলিয়া, মোক্ষ মার্গে ত্যাগ মার্গে চলে।...গুরু মুখে পথের সন্ধান জানাই জানা।

ভূপেন্দ্রনাথ। দীপ্তিমান সোমই ব্রাহ্মণের রাজা, দেবতা দিগের অন্ন; পিতৃযান দ্বারা যাঁহারা দেবলোকে যান, তাঁহারা চন্দ্রমার সহিত মিলিয়া দেবতাদের উপভোগ্য হন। ভক্ষণ খাইয়া ফেলা নহে, ভোগ উপকরণ-ভূত হওয়া, দেবতাদের সহিত ক্রীড়া করেন।....চন্দ্র হওয়ার অর্থ ইন্দ্রিয় শক্তি মনোময় হইয়া যায়, কারণ চন্দ্র হইলেন মন। ..পিতৃলোক হইতে ফিরিবার পথ, প্রথমে অন্তরিক্ষ লোক, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু তারপরে ধূমাকার, তারপরে অভ্র অর্থাৎ সজল মেঘাকার। তারপরে বৃষ্টিতে আসা, তারপরে ধান্য যব তিল আদি হওয়া। এই অবস্থা হইতে জীবের নির্গমন কষ্টকর। তবে যবাদির পেষণে বা কর্ত্তনে ইহাদের কষ্ট হয় না, কারণ তাহারা ভোগদেহে থাকে না, আর অজ্ঞানবৎও থাকে।

যে যোগীদিগের ভৌতিক সুখের দিকে মন গিয়াছে, তাহাদের বিভূতি নষ্ট হইয়া যায়, মৃত্যুর পর আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। অল্পকালের ক্রিয়াতে, কূটস্থ জ্যোতির তেমন প্রকাশ হয় না। মনে, রাত্রির অল্পকালের ন্যায় তামসী শক্তির বিকাশ হয়।.... ভক্তিমান যোগী যখন দেখেন মনে বিষয়ের ছায়া পড়িয়াছে, তিনি আরও পরিশ্রম করিয়া ছয় মাস দিবা রাত্রি প্রাণায়াম করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬। শুক্লকৃষ্ণে গতি হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ।২৬।

পদচ্ছেদ। শুক্লে-কৃষ্ণে গতী হি এতে জগতঃ শাশ্বতে মতে একয়া যাতি অনাবৃত্তিম্ অন্যয়া আবর্ত্ততে পুনঃ ।

অন্বয়। হি জগতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে একয়া অনাবৃত্তিম্ যাতি অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে।

কঠিন শব্দ। এতে গতী=এই দুই মার্গ। শুক্লে কৃষ্ণে=দেবযান ও পিতৃযান। শাশ্বতে মতে=চিরদিনই রহিয়াছে এই আমার অভিমত।

অনুবাদ। জগতে "আলোকিত ও অনালোকিত" অর্থাৎ দেবযানও পিতৃযান এই দুই গতি চিরদিনই রহিয়াছে এই আমার অভিমত। একটির দ্বারা পুনর্জ্জন্ম না পাওয়া ও অন্যটির দ্বারা পুনর্জ্জন্ম পাওয়া হয়।

শ্রীধর। এই মার্গদ্বয় যথাক্রমে জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারীর পক্ষে। সংসার অনাদি হওয়ায়, এই মার্গদ্বয় অনাদি।

রামানুজ। শ্রুতি বলিয়াছেন (ছা উ ৫।১০।১,৩) যাঁহারা ইহা জানেন ও বনে শ্রদ্ধার সহিত তপস্যা করিতে করিতে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চি প্রাপ্ত হন ; যাঁহারা গ্রামে থাকিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানাদি সকাম পুণ্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ধূম মার্গ প্রাপ্ত হন।

শঙ্কর। জগৎ অর্থে 'সকলে' নহে, যাঁহারা উপরি উক্ত পথের অধিকারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। জীব এই দুইটি পথকে বুঝিয়া লইয়া সাবধান হইতে না পারিলে কৃষ্ণা গতি বা এতদপেক্ষা নিকৃষ্টা গতি হয়। কূটস্থ মণ্ডলে, যে সব সাধু পার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখা যায় ইহাকেই সালোক্য মুক্তি বলে।

মধুসূদন। শুক্লা, কারণ ইহা জ্ঞান প্রকাশময় শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ। জগতঃ=সগুণ বিদ্যা ও কর্ম্মাধিকারী সমগ্র জগতের, অর্থাৎ তাদৃশ সকল পুরুষগণেরই হইয়া থাকে। শাশ্বত মতে= সংসার অনাদি, গতিদ্বয়ও অনাদি।

(২৭) কিন্তু যোগী, এ সব গ্রাহ্য করে না, করিবার প্রয়োজন নাই।

২৭। নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ।২৭।

পদচ্ছেদ। ন এতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন, তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব অর্জ্জুন।

অন্বয়। পার্থ, এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি তস্মাৎ অর্জ্জুন সর্ব্বেষু কালেষু যোগ-যুক্তঃ ভব।

কঠিন শব্দ। সৃতী=দুইটি পথ। যোগ=উপযুক্ত সাধনা। মুহ্যতি=মুহ্যমান হন না; বসিয়া পড়েন না; পরোয়া করেন না।

অনুবাদ। পার্থ, পথ এই দুইটিই ইহা জানিয়াও কোন সাধক ঘাবড়াইয়া যান না, (অথবা এ বিষয়ে পরোয়া করেন না। অতএব, অর্জ্জুন সর্ব্বকালে তুমি সাধনা যুক্ত হও। (সমত্ব যোগ, ইত্যাদি কয়েক রকমের সাধনা বলা হইয়াছে, এ অধ্যায়ের সাধনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মামনুস্মর" যোগ)। ইহা কোন্ সাধন, কোন্ যোগ ? যে সাধনার কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, এ ষট্‌কের সেই সাধন বা যোগ, ভক্তিযোগ। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে এমন কি তাঁহার অব্যক্ত বিভাবকে স্মরণ করিয়া যে দেহত্যাগ করে, যে যাতি পরমাং গতি (৮।৫,৭।৮,১০,১৩) অনন্যভক্তিতে তাঁহার স্মরণে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই যে দীর্ঘ বিবৃতি ব্রহ্মার দিনের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে, এবং এই যে এমন ব্রহ্মলোক তাহাও বিনশ্বর, এবং সেখানে থাকাও চিরদিনের জন্য হয় না, তাহা দেওয়া হইয়াছে ইহাই জানাইতে যে, মাত্র মামুপেত্য হইলেই পুনর্জ্জন্ম হয় না। বাসুদেব ভগবানের ভক্তই "মদ্ভাবং" পায়, তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। সে স্বর্গ চাহে না, ব্রহ্মলোক চাহে না, নির্ব্বাণ চাহে না, সে চিনি চাহে না, চিনি খাইতে চায়। সে চতুর্ব্বিধ মুক্তির কোনও মুক্তি চাহে না, সে চাহে দাসোঽহং হইয়া থাকিতে। দেবযান পিতৃযান, ব্রহ্মলোক স্বর্গ, এই সময়ে মরা উচিত, এই সময়ে নহে, ইত্যাদি লইয়া, মাথা ঘামান না। "এতে সৃতী জানন্ ন মুহ্যতি"; তাহার দরকার কি, এ সব জানিবার। এই, মাথা ঘামাইবার দরকার নাই, ইহা জানাইয়া, ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু, এই অনন্য ভক্তিযোগে মামনুস্মর যোগে, অর্জ্জুন, তুমি যুক্ত হও। পরের শ্লোকে স্পষ্ট।

এই দেবযান ও পিতৃযানের কথা সুদূর অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে (বেদ ও উপনিষদ দ্রষ্টব্য) ভীষ্মের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইহার উপর ছিল। গীতায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতবাদের বিশেষ কিছু ভিত্তি নাই, ভগবান কৌশলে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন; যাহাতে সেই বিশ্বাসে যাহারা যুক্ত, তাহাদের মনে যেন আঘাত না লাগে। এখানেও তাহাই করিলেন, জানাইলেন যে, সাধক এই সব লইয়া মাথা ঘামায় না।

টীকাকারেরা অনেকেই এই শ্লোকে নানাবিধ অর্থ পাইয়াছেন, এই অধ্যায়ের এবং এই ষট্‌কের মর্ম্ম কি, তাহাতে ধ্যান দেন নাই; যোগীর অর্থ কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ পাতঞ্জল যোগী করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। সমাধি-স্থিতি না পাইলে বিষয়ের মোহ কাটে না। যোগাভ্যাস কর। যোগাভ্যাসের ফলে ধারণা, ধ্যান আয়ত্তীকৃত হইতে পারে, ধ্যানের গভীর অবস্থায় আপনাকে ভুলিয়া যাইবে, মায়ার স্পর্শের বহির্দ্দেশে গিয়া পৌঁছিবে।

মধুসূদন। কোনও ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি মুগ্ধ হন না। অর্থাৎ ধূমাদি মার্গ-প্রাপক যে কেবলই কর্ম্ম, তাহাকেই মাত্র কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ করেন না, অতএব যোগ অর্থাৎ উপাসনা যখন অপুণরাবৃত্তিফলক সেই কারাণ...যোগযুক্ত অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত হও।

শ্রীধর। এই মার্গদ্বয়...জানিয়া কোনও ভক্তিযোগী সুখ বোধে স্বর্গাদি কামনা করেন না, কেবল পরমেশ্বরেই নিষ্ঠাবান হইয়া থাকেন।

রামানুজ। মরণকালে মোহিত হয় না, কিন্তু নিজের জন্য নিশ্চিত করা দেবযান মার্গে চলিয়া যায়; সেই জন্য তুমি প্রতিদিন অর্চ্চি আদি গতির চিন্তনরূপ যোগে যুক্ত হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। সকল সময়ে সমাধিস্থ থাকা।

তিলক। কর্ম্মযোগী যে মার্গ উত্তম তাহাই বাছিয়া লইবেন।

সন্তদাস। অর্চ্চি আদি মার্গ লাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করেন।

রামদয়াল। ধূমাদি মার্গে পড়িতে হইবে জানিয়া, তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম পরতন্ত্র হন না। জগদীশ :—মোক্ষ প্রাপক মার্গ অবলম্বন করেন।

Krishna Prem. It does not matter when a mau may die; if he has knowledge, he will tread the Upward Path.

চিন্তামণি। সংসার প্রাপক কাজ কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

অরবিন্দ। এইরূপে সমস্ত জীবনকে, চিন্তা বা ধ্যানকে, সবকেই, ভগবানের অনুস্মরণে পরিণত কর।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। কোন ভগবান-ভক্ত মোহগ্রস্থ হন না; কর্ম্ম পরতন্ত্রতা অবলম্বন করেন না।

গোয়েন্‌কা। নিজে কোনও প্রকার ভোগে আসক্ত হয় না; এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তির সাধনায় নিরন্তর যুক্ত থাকে; ইহাই মোহিত না হওয়া। যোগযুক্ত = সমবুদ্ধিরূপ যোগ যুক্ত বা আমার প্রীতির জন্য ভক্তি-প্রধান কর্ম্মযোগে যুক্ত।

কৃষ্ণানন্দ। এ জানিয়া সগুণ ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ যোগী সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ হন না। যোগ বলে দেবযানের অধিকারী হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. Knowing these two paths, no devotee is deluded. (i.e. does not desire heaven, bnt devotes himself to the Supreme Being) seeing that heavenly bliss is only temporary.

মতিলাল। সংসার ও মোক্ষ প্রাপ্তির পথের কথা জ্ঞাত হইয়া, যোগনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না।

(২৮) অধ্যায়ের শেষ কথা। অর্জ্জুন তুমি সেই ভক্তিমার্গী সাধক হও।

২৮। বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব, দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্, অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা, যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ।২৮

পদচ্ছেদ। বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ এব দানেষু যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিষ্টম্ অত্যেতি, তৎ সর্ব্বম্ ইদম্ বিদিত্বা যোগী পরম্ স্থানম্ উপৈতি চ আদ্যম্।

অন্বয়। যোগী ইদম্ বিদিত্বা বেদেষু চ যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিষ্টম্ তৎ সর্ব্বম্ এব অত্যেতি চ আদ্যম্ পরম্ স্থানম্ উপৈতি।

কঠিনশব্দ। বেদেষু—বেদ পাঠে বা শাস্ত্র জ্ঞানে। ইদং—এই তত্ত্বজ্ঞান, যাহা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইল তাহা। যোগী—ভক্তিযোগে যোগী। অত্যেতি—অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিয়া। আদ্যম্—সকল কারণের কারণ (প্রকৃতিরও কারণ, অব্যক্তাৎ পর ১৫।৪)। পরমস্থানম—পরম্পদ, পরমস্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই তিনটি কথা, গীতায় প্রায়ই একসঙ্গে আসিয়াছে।

অনুবাদ ঃ যোগী এই সব বুঝিয়া, বেদ পাঠে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে যে পুণ্যফল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া, সেই যোগী যাহা সকল করণের কারণ সেই পরমস্বরূপকে প্রাপ্ত হন।

স্বর্গে নিবাস, ব্রহ্মলোকে নিবাস, নানাবিধ মুক্তি, এ সবকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাহাদের আকর্ষণে তিনি বদ্ধ হন না। সেই সকল ফল হইতে আরও উর্দ্ধে অবস্থিত বস্তুর লাভে, অর্থাৎ সেই আদি পরম পুরুষের অনাময় পদলাভে যত্নশীল হন।

জ্ঞানেশ্বরী ঃ তোমায় যোগযুক্ত হওয়াই চাই ; তাহাতে সাম্যতা সর্ব্বদা আপনা আপনি হয়। তখন যেখানে, যেকালে, দেহ থাক্ বা যাক্, নিত্য ব্রহ্মভাবে তাহার কিছু অন্তর হইবে না।

কৃষ্ণানন্দ ঃ ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ ঐ সব ফল অতিক্রম করেন।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ যোগী স্বর্গ সুখ অতিক্রম করেন, উহা চাহেন না ; সনাতন ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তি করেন।

মধুসূদন ঃ ইদং বিদিত্বা = পুর্ব্বকথিত সাতটি প্রশ্নের নিরূপণকে দ্বার করিয়া এই যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, ইহা সম্যক্ রূপে জানিয়া। অর্থাৎ ইহার অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত অবধারণ করিয়া। যোগী = ধ্যান নিষ্ঠ ব্যক্তি। আদ্যম্ স্থানম্ = সকলের কারণস্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সর্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরীয় স্থান। ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই অধ্যায়ে তৎ পদার্থকে ধ্যেয়রূপে বর্ণনা করা হইল।

শঙ্কর ঃ মধুসূদনের ব্যাখ্যা, শঙ্করের মত।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ ক্রিয়ার পর অবস্থায় "আমি ও আমার" থাকে না। সব ব্রহ্মময় হয়। যিনি সর্ব্বদা ক্রিয়া করেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক মনে ২০৭৩৬ বার প্রাণায়াম করেন—এই অবস্থায় যিনি থাকেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ।

রামানুজ ঃ বেদাদিতে যে পুণ্যফল বলা হইয়াছে, যোগী ভগবানকে উপলব্ধ করিয়া তাহা অতিক্রম করিয়া, পরম আদি স্থান প্রাপ্ত হন।

শ্রীধর ঃ বেদ সমুহ অধ্যয়নাদি দ্বারা, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শোষণ তপস্যাদি দ্বারা, সৎপাত্রে দানাদি দ্বারা যে সমস্ত পুণ্যফল শাস্ত্র সমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, যোগী সেই সমস্ত অতিক্রম করেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, এই অষ্ট প্রশ্নের তত্ত্বাদি জানিয়া। তাহার পর যোগী (শুদ্ধ) জ্ঞানী হইয়া উৎকৃষ্ট আদ্য অর্থাৎ জগতের মূল কারণ বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন।

জগদীশ্বরানন্দ ঃ ঃ যোগ সিদ্ধি হইলে যোগী এই সকল পুণ্যফল তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করেন, (যামুনাচার্য্য)।

মধ্বাচার্যের গীতাভাষ্যের Subba Rao কর্তৃক ইংরাজি অনুবাদ হইতে গৃহীত।

(২) অধিযজ্ঞ is not an অব্যয়ীভাব compound, it is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

derived thus :— অধিগত যজ্ঞম্=অধিযজ্ঞ। অক্ষর= imperishable. অক্ষর is a well known name of বিষ্ণু। The addition of পরম is to distinguish ব্রহ্ম the অক্ষর from the 2 Prakritis, that have also been called অক্ষর। অধ্যাত্ম=আত্মনম্+অধি, that which is attached to আত্মন or জীব, namely the body, the organs of sense and the mind. The same is expressed by the term স্বভাব ; স্ব=self or জীব; ভাব=that which exists as help, body, organs. অধ্যাত্ম is also the name of a work treating of the soul. স্বভাবঃ—স্ব=জীব, and ভাব one that is eternaliy of the some nature ; on that অধ্যাত্ম work, the জীব who is of eternal and immutable essence is spoken of. ভূত and ভাব are respectivly used in the sense of jivas and জড় or non intelligent things. The production of these is the grand activity of creation (কর্ম্ম) on the part of the Lord. (৪) অধিভূত=the perishable product of non intelligent matter, whice is helpful to soul. ভূত is the soul together with the body. ভাব= that whicn is prodneed, the gross effect of matter. অধিদৈবত=what relates to gods ; that

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

which is the rular or foremost among gods. If is Purusha or জীব। Purusha=that which abides in the body. He is the presiding divinity over all other souls. As the case may be, he is সংকর্ষণ or ব্রহ্মা। অধিযজ্ঞ=অধিগতং যজ্ঞ or he to whom the sacrifice is offered (in the body); the Ruler of the body is the Lord. 'দেহে' is important otherwise অগ্নি etc. would have been meant (See 5।24). Summary....ব্রহ্ম is Lord's all pervading form. স্বভাব may also mean Independent Existence, the omnipotent nature of the Lord; the same is the idea in অধ্যাত্ম, the Great Atma. In অধিভূত the Jivas are higher than non-intelligent matter. অধ্যাত্ম may also mean Jivas collectively. পুরুষ=মহালক্ষী। পুরু=great, and ষ=power. There is one who is higher than Her, and that is নারায়ণ। Human-like is অধিদৈবত Supreme Deity) অধিযজ্ঞ is to be worshipped as the Supreme (৫) মদ্ভাব=the State of being in Me. (৬) ভাবং in the widest sense, means 'a thing', here any State of embodied existence. তদ্ভাব=mind lost into a particular thing. ভাবিতা=habituated. (৮) যুক্ত=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

way or course. দিব্য = That Which is engaged in the blissful sport of creating the world. The Lord is called পুরুষ, for He is abiding as the Ruler in the bodies of all Beings. পুরুষ also means perfect. (৯) তমসঃ পরস্তাৎ = beyond প্রকৃতি or ম্বু not subject to the influence of either. (১০) The bringing of প্রাণ between the eyebrows, applies only to those who have acquired the control over the vital airs. This is not a common condition to all departing. মুক্তি is possible by devotion and renunciation, for as has not controlled the vital airs. (১০) Restrained mind in হৃদ্, and fixed his life-breath in the head. ব্রহ্মচর্য্য = Sending of mind to ব্রহ্ম। দ্বারাণি = নাড়ী through which vital airs pass. হৃদ (= নারায়ণ comes from the root হৃ, to take away or bear he who bears the world. (১১) the worlds, from the world of ব্রহ্ম। (১৭) পরব্রহ্ম being an entity and working through boundless eternity; the division of day and night depends upon our attributing to Him, the active and inactive States, according to our limited range

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

understanding. (২১) ধাম = Supreme esseuce (nature). (২৪) অহঃ = Deity presiding over it, together wlth deity অভিজিৎ। (২৫) যোগী = কর্ম্মযোগী। (২৯) No Yogi (Seeker after wisdom, oue who has attained, to the direct realisation of Brahman) gets bervildered, i.e. he does not fail to remember the Lord at the last moment.

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী কৃত রামকণ্ঠের টীকার অনুবাদ হইতে গৃহীত। ৩-৫, অক্ষর ব্রহ্মের ক্ষরণ সঞ্চলন নাই, স্বরূপ চ্যুতি ঘটে না। অক্ষর চিদ্রূপ। অক্ষর ব্রহ্ম দ্বি-প্রকার, ব্রহ্মরূপ ও জীবরূপ। ব্রহ্মরূপই পরম, কদাচ স্বরূপ হইতে সঞ্চলন নাই তার। সকল বিশ্বাভাসক তিনি বিশ্বরূপ ও জীবরূপ, কূটস্থে অবস্থিত হইলে অক্ষর হন। কিন্তু অক্ষরব্রহ্ম জীব পরত্বে তিনি স্থিত নহেন, কেন না মায়াবশে অহং প্রত্যয়াবলম্বনে দেহাদি প্রাকৃত ভাববৎ যেন বা জন্মমরণ অনুগামী, স্বরূপ প্রচ্যুত হন পরা ও অপরা প্রকৃতিতে। আত্মাই পরমেশ্বর। জড় চেতন বিভাগে, স্বেচ্ছায় নিজেকে আভাসিত করেন।...(দ্বি-প্রকার প্রকৃতি লক্ষণ-স্বভাব আত্মাধীনত্ব হেতু অধ্যাত্ম বলা হইল। "বিসর্গ" বলা হয় পরব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সৃষ্টি কর্ম্মকে। ঈশ্বরেচ্ছায় অনাদি প্রবাহে জড় চেতনের সংযোগহেতু স্বপ্রপঞ্চময় সৃষ্টিকে কর্ম্ম বলা হয়।...জড়া প্রকৃতির বিবিধ সৃষ্টি এবং...জীবভূতা প্রকৃতির বিবিধ সৃষ্টি, উভয়ের সংযোগকে বিসর্গ বা কর্ম্ম বলা হয়। অধিভূত বলা হয়, পরিণামরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ প্রচ্যুতি-পর যে ভাব, বিভিন্ন কার্য্য কারণ কলাপাত্মক পদার্থ যাহারা ভূতাধীন ভূতরূপাকৃতি কার্য্যকারণ রূপে সর্ব্বদা বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়। 'অধিদৈব' পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষ বর্গ বাসনা হেতু পরিণাম প্রবিভক্ত হয়, ক্ষর ভাবরূপে অবস্থিত হইলে, অধিদৈব অভিহিত হন।...ক্ষেত্রজ্ঞ দেহে অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞের কর্তৃত্বাভিমানী মুখ্য কর্ত্তা যে আমিই অধিযজ্ঞ (অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ইত্যাদি)।

(৫)। অনবচ্ছেদ্য আমি, মুখ্য অহঙ্কার নিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত হইলে অধিযজ্ঞ হই। এই বিচারেই আমিই ভূতভাবে স্থিত, সুতরাং অধিভূত।...পরমাত্মাকে সংচিন্তন করিয়া, মৎস্বরূপ প্রত্যবমর্শ পূর্ব্বক শরীর ত্যাগের পর, স্বাতন্ত্র্যে নিযুক্ত হইয়া যিনি দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন, তিনি মদীয়া সত্তা প্রাপ্ত হন।....সাত্ত্বিক রাজস বা তামস যে কোন পদার্থ সাত্ত্বিকী রাজসা ও তামসী বুদ্ধিতে ধ্যান করতঃ পুরুষ যখন দেহত্যাগ করেন, সেই সেই দেহান্তরই প্রাপ্ত হন, কেন না পুরুষের ভাবনা তাদৃশ সাত্ত্বিকাদি ভাবেই ভাবিত। সেই সংস্কারই অবশ্য স্মরণে থাকে, যাহা কিছু স্মরণ করিয়া দেহ হইতে উৎক্রমণ হয়, তাহারাই কারণে সমাপ্তিকাল অন্য দেহ লাভ অনিবার্য্য। (৭), সুতরাং....স্বরূপানুধ্যানে অবহিত হও, স্বকর্ম্মানুষ্ঠানও কর, তাহা হইলে আমাকে অন্তে দেই প্রাপ্ত হইবে। (৮), নিত্য অনুস্মরণ যত্নরূপ সমাধিতে সম্বন্ধ হইয়া অন্য কোন বস্তুতে চিত্ত যেন প্রবেশ না করে, সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে পরব্যোমস্থিত আত্মার সহিত তাদাত্ম্য লা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন; তিনি সকল ক্ষেত্রস্থ মধ্যে একজনই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। (৯,১০), সাধ্য যোগ-সাধন বুঝাইতেছেন। এবম্বিধ যোগী পরম ব্যোমে লীন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। তাদৃশ যোগী দিবসে প্রভাতে সন্ধ্যায় স্বরূপ-নিরূপণ সমাধি সামর্থ্যবান হইয়া, অচঞ্চল অন্তঃ-করণে দুই ভ্রূর মধ্যে অন্তরের মারুৎকে মধ্যমমার্গে প্রবেশ করাইয়া, পরম কারণকে অনুচিন্তন করেন; অজ্ঞান হইতে অত্যন্ত বিবিক্ত, কবি ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট, অচিন্ত্য অনাদি দ্রষ্টা, সকল চরাচরের নিয়ন্তাকে যিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অদ্বয় জ্ঞানৈক-বিষয়, তাঁহাকে স্মরণ করেন; সেই যোগী তাঁহার সমীপে উপনীত হন।

৮। (১১), যোগক্রম বলিতেছেন।…বেদার্থ বিশারদ জ্ঞানিজন এই পদকে অক্ষর বলিয়া বর্ণনা করেন। জ্ঞানে কনিষ্ঠ যতিগণ এই পদে সমাপন্ন হন। এই পদপ্রাপ্তিতে অভিলাষী বেদাধ্যায়ীগণ অধ্যয়ন শ্রবণাদি সহিত চর্য্যাচরাশ্রিত হন। ব্যাখ্যা এমতও হইতে পারে,—বেদবিৎ অর্থে গৃহস্থ, বাণপ্রস্থগণ, যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান নিষ্ণাত, যতিগণ কৃতকৃত্যতাহেতু সেই পদে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মচারিগণ স্বাধ্যায় শাস্ত্রাদিতে বোধনিষ্ঠ হইয়া সেই পদ প্রাপ্তিব্রত বিশেষ আচরণ করেন। (১২,১৩) যে যোগী পরমাগতি লাভ করেন, তিনি কে? এই দেহত্যাগ কালে শুধু আমাকেই স্মরণ করেন, যোগ ধারণায় সুব্যবস্থিত হইয়া, পরম কারণ ওঁকার বাচ্য ব্রহ্মতত্ত্বই অনুষ্ঠান করেন, (সমাধির আলম্বন ভূত চিত্ত নিয়ন্ত্রণরূপ ভূমিকায় স্থিত হইয়া) তখন চক্ষুরাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয় নিচয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া (সর্ব্বসংবিৎ অধিকরণ স্থান) অন্তশ্চর মারুৎকে-ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া শব্দ-তত্ত্ব উচ্চারণ করেন। এই রূপ প্রাণকে মূর্দ্ধায় ধারণ, প্রণব উচ্চারণ, প্রণব-বাচ্য মৎস্বরূপের অনুস্মরণ সর্ব্বেন্দ্রিয়-মনোনিয়ন্ত্রণ পূর্ব্বক যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন ঘটে যাঁহার সেই যোগী পরমপদ পান। (১৪), যিনি সতত অব্যবধানে যথোক্ত প্রকারে এক তত্ত্ব পরমাত্মাতে অনন্য-চিত্ত হইয়া আত্মবৎ প্রত্যবমর্শ করেন, এরূপ দৃঢ় সংস্কারে আমি সর্ব্বদাই তাঁর আত্মভূত। স্বয়ং আত্মা কিরূপে দুষ্প্রাপ্য হইব?

(১৫), জ্ঞানপরিশীলক হেতু পরমাত্মাই যাঁহাদের আত্মা, এমত মহাত্মাগণ ভক্তি সমাশ্রিত হইয়া সংসার হইতে প্রস্থান কালে অভেদ সমাপত্তি লক্ষণা পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তাহাদের দুঃখের আলয় অশাশ্বত পুনর্জ্জন্ম ঘটে না। ইত্যাদি।

(১৬), ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও ক্রিয়ানুষ্ঠাতৃগণ যথোক্ত জ্ঞান-শূন্যতা হেতু ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফল অবসানে, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে জ্ঞান-নির্মলা একাভক্তির মার্গে যাঁহারা পরব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে তাদাত্ম্য প্রতিপত্তিতে আশ্রয় করেন, তাঁহার ইত্যাদি। (১৭), যাঁহারা শুধু জাগর-স্বপ্নাদি অবস্থা হেতুভূত, সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্তে উপলক্ষিত কাল বিশেষকে অহোরাত্র মনে করেন তাঁহারা প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ নহেন। তত্ত্বজ্ঞ অহোরাত্রবিৎগণ প্রজাপতির দিব্য সংখ্যায় চতুর্যুগ সহস্র অবধি।... ব্রহ্মলোকে বাসের সময় লক্ষ্য করিয়াই প্রজাপতির অহোরাত্র গণনা। (১৮,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯), অব্যক্ত (ঈশ্বরোদ্ভাবিত জগত কারণ, গুণ-সাম্যপ্রধান বা অপরা প্রকৃতি) হইতে যাবতীয় পদার্থ. যুষসহস্রপরিমাণ ব্রহ্মার দিবসে ব্যক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়. যেমন সূর্য্যোদয়ে পদার্থ নিচয় প্রকাশিত হয়, সকল প্রাণীর ক্রিয়াবিশেষের প্রাদুর্ভাব হয়; তদ্রূপ ব্রহ্ম-নিশাগমে অব্যক্ত-সংজ্ঞক তত্ত্বে ব্যক্তরূপতা পরিত্যাগ করিয়া শক্তি মাত্রত্বে অবস্থান করে। রাত্র্যাগমে অন্তঃ প্রলীন হয়। এরূপ সৃষ্টি প্রলয়ের প্রবাহ অব্যাহত থাকে, শুধু মায়া শক্তি মোহিতাবস্থায় কলেবরাদিরই অভাব হয়।...ভূতগ্রামও যথোক্ত-ক্রমে সৃষ্টিতে অভিব্যও ব্রহ্মরাত্র্যাগমে প্রলীন হয়। (২০.২১), সেই অব্যক্ত বা প্রধান হইতে স্বতন্ত্র, পরমার্থ সৎপদার্থ, বিদ্যমান সনাতন ভাবে, সর্ব্বকালে নিত্য। জগৎ প্রপঞ্চ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও বিনাশপ্রাপ্ত হন না।....তিনি অচিন্ত্য মায়ার দ্বারা মোহপ্রাপ্ত জনের নিকট প্রকাশমান নহেন, তাঁহার স্বরূপ প্রচ্যুতি কদাচ ঘটে না, অক্ষর। এমন্বিধ পরমার্থ সত্তাকেই তত্ত্ববিৎগণ অনুত্তরা প্রাপ্তি বলিয়াছেন। আত্মায় প্রতিপাদন করিয়া যোগিগণ পুনর্ব্বার সংসারে অবতরণ করেন না। তাহাই তাঁহার নিরুত্তর স্থান। ইহাতে পুরুষ গেলে যোগিগণের অপুনরাবৃত্তির কারণ কি ? (২২), সেই পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও নিরতিশয় প্রভাব বশতঃ সকলের দেহে অন্তঃশায়ী পুরুষ, পরমাত্মা। তাঁহাকে আমি বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হইলে সেই প্রাপ্য যোগিগণ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। সেই এক পরমপুরুষের সামান্য সংবিৎ হৃদয়ে নিখিল চরাচর বিন্দুস্থিত ইত্যাদি। (২৪,২৫) যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ স্বরূপ বিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা এই অগ্নিজ্যোতি উপলক্ষিত কালে শরীর ত্যাগ করিলে অপুনরাবৃত্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ইত্যাদি। [শৈবাগমে এই কালের বিচার ব্রহ্ম সংবেদন দ্বিবিধ, (১) স্বসংবেদনে সাক্ষাৎকার, (২) গুরূপদিষ্ট হইয়া পরম কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগতি। প্রথম প্রকারে প্রাপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এজন্য ব্রহ্মবিৎগণের কাল সামগ্রীর কোনই অপেক্ষা নাই; দ্বিতীয় পক্ষে যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞ বলা হইতেছে, তাঁহারা পরমার্থতঃ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন নাই। বর্ণিত কাল বিশেষ প্রাপ্তি করিলেই যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, এমত কথা চিন্তা করা যায় না। সুতরাং উভয় পক্ষেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর পক্ষে কাল প্রাপ্তি করিলেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। সমাধি বিশেষ অঙ্গীকার করিয়া, সেই সমাধি বলেই বর্ণিত কাল বিশেষ প্রাপ্তিতেই পুনরাবর্ত্তন হইবে, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে।...সুদৃঢ় ভাবনা ভাবিত ভাবের ব্যভিচার ঘটিবে না, মন্থর ভাবে ভাবিত ব্যক্তির সেই কাল স্মরণে থাকিবে না, কাজেই পুনরাবৃত্তি স্থির নিশ্চয়; এ বিষয়ে কাল সামগ্রী কি করিতে পারে? যদি বলা যায় মহামতি ভীষ্ম উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন কেন? তাহাই যদি ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, সকলেই তো সেই কালের জন্য ভজনা করিবে। অধিকন্তু সকলের মরণে স্বাতন্ত্র্য নাই, ভীষ্ম স্বেচ্ছামৃত্যু ছিলেন।...অন্য কোনও হেতু যাহাতে সঙ্গতি হইতে পারে তাহাই বলা হইতেছে। রহস্য শাস্ত্রে কালের দ্বিপ্রকার ভেদ, বাহ্য ও অভ্যন্তর। প্রচলিত সূর্য্য চন্দ্র বারোপলক্ষিত বাহ্য প্রকার, প্রাণাপান সূর্য্যচন্দ্রে উপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষিত আভ্যন্তর কাল। যখনই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির অন্ত কালে ব্রহ্মরন্ধ্র ছিদ্র দ্বারা প্রাণ-বায়ুবাহী সংবিৎ শ্রোত সামান্য সংবিৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সামরস্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদেরই ব্রহ্ম প্রাপ্তি অব্যবহিত হয়। ইহাই দেবযান মার্গ ও শাশ্বতী গতি। যিনি শুধু যোগাভ্যাস অঙ্গীকার করিয়াছেন মাত্র, যথোক্ত তত্ত্বজ্ঞান নাই, ব্রহ্মবেদিত্বের অভাবে দেহাদিতে অহং প্রত্যয়, পর্ব্বতের ন্যায় সে শ্রোতকে প্রতি হত করে। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। এই প্রত্যাবর্ত্তন ও রহস্য-শাস্ত্রে ধূমাদি দক্ষিণায়ণ শব্দে বর্ণিত অপান বৃত্তি, ইহাই পিতৃযান গতি। যোগাভ্যাস প্রকর্ষের দ্বারা বিশিষ্ট শরীরে প্রাণ প্রবেশ করে, পুর্ব্বাভ্যাস দ্বারা ক্রিয়মান হইয়া আয় ও উৎসাহের সহিত যতমান হয়, যোগী বা যোগভ্রষ্ট, পরা-সিদ্ধির জন্য। সংক্ষেপার্থ এই যে যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, অন্তকালে প্রাণ শক্তি অবলম্বনে পরতত্ত্ব অবিস্মৃত হইয়া অব্যবহিত ভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যাঁহারা শুধু প্রাণ বৃত্তির আশ্রয়ে যোগী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, জ্ঞানাভাবে দেহাদিতে তখনও অহং প্রত্যয় থাকে, অপান বৃত্তিমার্গে পুনরায় বিশিষ্ট দেহ ধারণ করেন। যোগী ও ব্রহ্মবিৎজনের এই প্রকরণে এই পার্থক্য। (২৬), ব্রহ্মবিৎ ও যোগীর মধ্যে এই বিশেষ যে ঊর্দ্ধবাহ প্রাণরূপা শুক্ল গতিতে অনাবৃত্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি, যোগীর পক্ষে অপানরূপ কৃষ্ণা গতিতে বিশিষ্ট দেহান্তরে সংক্রমণ। (২৭,) যোগী মোহপ্রাপ্ত হন না, কেন না জন্মান্তরে তাঁহার ক্রমসিদ্ধি লাভ হইবে। (২৮) আত্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্লেষণ করিয়া যথোক্ত সমাহিত যোগী, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপঃ দাগদি অন্তবৎ পুণ্যক্রিয়া-ফল অতিক্রম করেন, কেননা অনুত্তর আনন্দময়ত্ব হেতু উৎকৃষ্ট ধামে, পরমাত্মায় স্বাভাবিকী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

(কাল বা মার্গ আভ্যন্তর প্রাণ-গতি লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে। ইহা সাধন সাপেক্ষ বিষয়। শৈবাগমদর্শনে পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে যেমন তন্ত্রালোকে অভিনব গুপ্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত।

পরিপ্রশ্নমালা

১·৮। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট কি কি জানিতে চাহিলেন ও কেন জানিতে চাহিলেন ? ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিদৈব, অধিভূত ও অধিযজ্ঞের ভগবান বিস্তারিত কি ব্যাখ্যা দিলেন ? আমরা কি উপদেশ পাই ? অক্ষর ব্রহ্মপরসং ইহা ব্যাখ্যা কর। অন্তঃকালে কেন তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলিলেন ? "সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখিয়া যুদ্ধ কর, এখানে যুদ্ধের কি অর্থ ? অভ্যাস যুক্ত হইয়া যে অনন্যগামী চিত্তে পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে থাকে, তাহার কি হয় ? অনন্যগামীর অর্থ কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯-১৪। যে পরমপুরুষকে স্মরণে রাখিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন? ভগবান কাহার পক্ষে সুলভ? ভগবৎ প্রাপ্তির ফল কি?

১৫-২২। পুণ্যাদিতে স্বর্গ লোক ব্রহ্মলোক সব প্রাপ্তি ঘটে; ভগবৎ উপাসনায় ভগবানকে পাওয়া যায়। কোন্‌টি পাইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। ব্রহ্মলোকে বাসও চিরস্থায়ী নহে, ইহা ব্যাখ্যা কর। প্রথমে কি হয়, এবং কি ভাবে পুনরায় সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার সন্ধ্যা ও প্রভাত কি? কি হয়? অহোরাত্রবিৎ কাহারা? অব্যক্ত এবং সনাতন অব্যক্তে, বা অক্ষর অব্যক্তে প্রভেদ কি? পরমাগতি তৎধাম, পরমপদ, এগুলির অর্থ কি?

২৩-২৮। যে দুইটি পথে মৃত্যুর পরে জীবাত্মা পরলোকে যায়, তাহাদের বিবরণ বল। কাহারা কোন্ পথে যায়? কোন্ প্রকারের যোগী ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না, এবং কেন ঘামায় না? বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় 'যোগী' তাহা অতিক্রম করে, ইহা ব্যাখ্যা কর। এখানে যোগীর অর্থ কি?

মদ্ভাব ও তদ্ভাব ভাবিত ইহাদের অর্থ কি? ইহাদের অর্থ বল—দিব্যং পুরুষ, কবি, পুরাণ, তমসঃ পরস্তাৎ, মূর্ধনি, ব্যাহরন্, নিত্যশঃ, সংসিদ্ধি, "সহস্রযুগ", ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে, যেন সর্ব্বমিদং ততম্। চান্দ্রমসং প্রাপ্য।

জ্ঞানব্যঞ্জক শ্লোকঃ—৩,৪,৫,৬,১২,১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২১, ২৩,২৪,২৫,২৮ কর্ম্মব্যঞ্জক শ্লোকঃ— ৭,৮,১০,১২,১৩,২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮—১৬৬

ভক্তি ব্যঞ্জক শ্লোকঃ—সমস্ত অধ্যায়ই ভক্তিগর্ভ। স্মর

অনন্যভক্তি। ৫,১১,১৪,১৬,২১,২২,২৭

মদ্ভাব—৫,৮,১০,১১,১৩,১৫,২৯

দুই পথের বর্ণনা—২০,২৪,২৫,২৯

প্রকৃতির কার্য্য ; প্রলয়, সৃষ্টি—১৭,১৮,১৯

মনে রাখিবার মত শ্লোক—৫,৭,৮,১৪,১৫,১৬,১৯,২১,২২,২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

বিভূতি যোগ ঃ

(ভূমিকা)

ভগবান পূর্ব্বের অধ্যায় গুলিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাবে নিজের বিষয় অনেক কিছু বলিয়াছেন—তিনি কে, কখন্ ও কেন অবতারের ভাবে আসেন, তিনি বিশ্বাতিগ, তিনি বিশ্বাতীত, (immanent and transcendent), তিনি সকল জিনিষের প্রাণ, যাহা না থাকিলে, যে জিনিষ সে জিনিষই থাকে না (৭।৮-১১)। তিনি সূত্রে মণিগণাইব, তিনি কাহারও পাপপুণ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না, তিনি "সম", তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নির্লিপ্ত ব্রহ্ম, আবার তিনিই ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং, তাঁহার ভিতর সব কিছু আছে, আবার কোন কিছু নাই, তিনি "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ, প্রকৃতি তাঁহারই অধ্যক্ষতায় কাজ করে। তিনি অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং, তিনি অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিযজ্ঞ, নানা দৃষ্টিতে নানাভাবে তিনি দৃষ্টহন যথা অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, তিনি পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, অমৃত, মৃত্যু—সব। পরে আরও অনেক কথা বলিবেন। এখন যেন, তিনি কেবলিবার পর, যেন আশ্চর্য্যরকম কি করেন, তাহা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্চর্য্য তাহার সব ক্রিয়াই, সব ; সৃষ্টি প্রলয়, সব ; এবং পুর্ব্বে আনুসঙ্গিক ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বার বার জানাইয়াছেন। এখানে তাক্ লাগান কথা আনলেন—একটি বিভূতি প্রদর্শন ও অন্যটি যোগ প্রদর্শন। প্রথমটির উদাহরণ, মাছ তিনি নানারকমের তৈরী করেছেন, কিন্তু একটি অদ্ভুত ও বিকট রকমের মাছ (হাঙর) তৈরী করিলেন, যে তাহা দেখিলেই মানুষ বলিয়া উঠিবে, বাবা, এ মাছ! কি ভীষণ! ধন্য ভগবান, কত কিনা তুমি করিতে পার! পাহাড় তো অনেক আছে, কিন্তু হিমালয়কে দেখিলেই মানুষ বলিয়া উঠিবে, কি মহান্, এ তো ভগবানের প্রকাশ। ভগবানের নাম আপনিই মুখে আসিবে, ভগবানের, সৃষ্ট শ্রেণী সমূহের, অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা তাক্ লাগাইয়া দেওয়া এইরূপ বস্তুর কথা মনে আসিলে বা এরূপ বস্তু দেখিলে ইহারা ভগবানের সৃষ্টি শক্তির বিশেষ রকমের প্রকাশ, (ভূতি = প্রকাশ) তৎক্ষণাৎ বোধে আসিবে। ভগবানের সৃষ্ট বস্তু। যে গুলিতে এইরূপ বিভূতি বা শক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে বিভূতি বলা হয়। এ অধ্যায়ে এই বিভূতির কথা, ও পরের অধ্যায়ে তাঁহার আর এক শক্তির কথা (যোগ যাহাকে বলে), তাহা আসিয়াছে। এ অধ্যায়ের নাম তাই বিভূতি যোগ। সাধারণ বুদ্ধিতে যে ব্যাপারকে বলিবে যে ইহা ঘটিতেই পারে না ঐরূপ ক্ষেত্রে যাহাকে যোগ বলা যায় সেই নিজ সঙ্কল্পে তাহাকে প্রতীয়মান করা, ইহাকেই যোগমৈশ্বরম্ বলা, হইয়াছে, যথা, বিরুদ্ধধর্ম্মী দুই কথা হওয়ায়, (যথা ভগবানের ভিতর সব আছে, অথচ কিছু নাই, তাহা সিদ্ধ করান); যথা বিশ্বরূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত কোন মূৰ্ত্তি হইতে পারে পারে, বুদ্ধি ইহা কল্পনাও করিতে পারে না, সেই বিশ্বরূপকে দেখান, ইত্যাদি।

কোথায় কোথায় বিভূতির প্রদর্শন হইয়াছে, ইহা জানার উপযোগিতা আছে, এবং সেই জন্যই এই দশম অধ্যায়, অর্জ্জুনের যে প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এই বিভূতির তালিকা দিয়াছেন (বিভূতির নাম করিয়াছেন; "আমি তাহা আমি তাহা" এই বলিয়া, তাহার ভাবার্থ ছিল এই, যে, জগতের সাধারণ সববস্তু, চোখ্‌সওয়া হইয়া গিয়াছে, ভগবানের নাম মনে আসিবার মত কিছুই নাই; ভগবান তাহাকে এমন কতকগুলি বস্তু বা ব্যক্তির নাম করুন, যাহাদের নাম মনে আসিলে বা যাহাদের দেখিলে, তাক্ লাগিয়া যাইবে এবং ভগবানের কথা মনে আসিবে। ভগবান অর্জ্জুনের প্রার্থনায় বিভূতির পরে বিভূতির নাম করিয়া যাইতে লাগিবেন। গোটা সত্তর বাহাত্তর নামের পর, ভগবান বলিলেন সোজা কথা এই, যেখানে তুমি দেখিবে, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, শক্তি ইত্যদি ফুটিয়া উঠিয়াছে, বুঝিয়া লইও, তাহা বিভূতি, এবং উহা উদ্ভব হইয়াছে; আমারই তেজের অংশে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন কি এত জানিবার? এই বিরাট জগৎ, ইহা মাত্র আমার একাংশে স্থিত, পরম বিভূতি, পরম উপযোগী জানা ভাবে ইহাকে জান।

শঙ্কর। সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে ভগবানের তত্ত্ব ও বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। এখন যে যে ভাবে; ভগবৎ চিন্তন হওয়া উচিত সেই ভাবগুলির বর্ণিত হইবে। শঙ্করের এই কথার অথই বা কি বিভূতিই বা কি ইহা প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ায়, আনন্দগিরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন তত্ত্ব সোপাধিকও নিরুপাধিক, সবিশেষ ও নির্বিবশেষ—প্রতিপত্তির (সিদ্ধির) উপযোগী বিভূতি। শাণ্ডিল্য বিভূতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে বিভূতিগুলি যখন প্রাণী, তখন ভক্তিমুক্তির জন্য নহে (গীতা যমন্বয়)।

মধুসূদন। এইরূপে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে 'তৎ' পদার্থ ভগবানের সোপাধিক ও নিরুপাধিক তত্ত্ব (স্বরূপ) দেখান হইল। আর সপ্তম অধ্যায়ে "রসোঽহম প্সু ইত্যাদি শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ে "অহংক্রতু ইত্যাদি শ্লোকে সংক্ষেপতঃ ভগবানের বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে যেগুলি সোপাধিক ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) ধ্যানের উপায়স্বরূপ উপযোগী), আর নিরুপাধিক ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায় স্বরূপ। এক্ষণে যেগুলি যাহাতে (সোপাধিক ব্রহ্ম) ভগবানের ধ্যানের উপযোগী হয় তজ্জন্য তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছেন।

"বিভূতি" ইহার একজন অর্থ দিয়াছেন। the Glory and Wonder of Reality's external manifestation.

বঙ্কিম সেন। শ্রীভগবানের বিভূতি বলিতে তাঁহার নিত্য বিভূতি ও মায়াবিভূতি এই দুইটি বুঝায় (ছাঃ ৩।১২।৬) এই দুইটি এক করিয়া, বিশ্বের সহিত বিশ্বাত্মদেবতার সংযোগ সূত্রটি উপলব্ধি করিতে হইবে। ত্রিপাদ বিভূতি মায়াতীত তাঁহার ধাম, মায়াত্মিকা একপাদ বিভূতি এই জগৎ (সনাতন গোস্বামী) নিত্যধামে ও জগতে জীব ও দুইপ্রকার, নিত্যমুক্ত ও সংসারী (চৈতন্য চরিতামৃত ২।২২।২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী

১-৩। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন তুমি আমার প্রিয়, আমার আরও তত্ত্ব শ্রবণ কর। দেবতারা ও ঋষিরা আমার তত্ত্ব কি করিয়া সব জানিবেন, কারণ তাহারা আমা হইতেই সব জন্মিয়াছেন ? যে আমাকে অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।

৪-১১। আমিই বুদ্ধি জ্ঞান ইত্যাদি। আমার মানসজাত মহর্ষিরা আমা হইতে শক্তি পাইয়া, প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার বিভূতি, ও যাহাকে বলা হয় আমার যোগ, এ শক্তি দ্বয়ের ব্যাপারসকল, যিনি অনুধাবন করিতে সমর্থ হন, তিনি আমাতে যুক্ত থাকেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সবই আমি, যাঁহারা ইহা উপলব্ধি করেন, যাঁহারা মদ্‌গত প্রাণ, অমাকেই লইয়া থাকেন, তাঁহাদের আমি আমার সকল বিষয় জানাইয়া দি।

১২-১২। অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন সবই ঠিক; কেহই আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। আপনার বিভূতির বিষয় আপনি ছাড়া, কেহই জানে না। আপনার কিছু বিভূতির বিষয় আমাকে বলুন, যাহা দেখিলে, যাহা জানিলে আপনার চিন্তা আমার মনে উদয় হইতে পারে।

১৯-৪২। ভগবান বলিলেন, বিভূতি ভাবে আমিই আত্মা, আমি আদি, মধ্য ও অন্ত, উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ, এই বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতি গুলির নাম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ৭০-৭২ নামের পর বলিলেন, অর্জ্জুন যেখানে তুমি 'বৈভব বা মহিমা' শ্রী ও শক্তি দেখিতে পাইবে জানিবে তাহা আমার বিভূতি, তাহা আমি, আমারই তেজের অংশ তাহাতে ফুটিয়াছে। তাহা ছাড়া, অত নামের প্রয়োজন কি ? অসংখ্য বিভূতি পূর্ণ এই জগৎ, ইহা মাত্র আমার একাংশে স্থিত, ইহাই তো মস্ত বিভূতি, তোমাকে আমার কথা সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে সমর্থ।

জ্ঞানাত্মক শ্লোক—২, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ২০ ২৩-৪২

কমনত্মিক শ্লোক – ৬

ভক্তি আত্মক—বিভূতিদর্শনে ভগবানের কথা মনে আনাই ভক্তি। এ অধ্যায়ে, যাহাতে ভগবানের কথা মনে আসে, অর্জ্জুন তো তাহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

(১) করুণাময় ভগবান নিজে হইতে আপন বিষয় আরও কিছু শুনাইতে চাহিলেন।

১। শ্রীভগবানুবাচ।ভূয়ঃ এব মহাবাহো শৃনু মে পরমম্ বচঃ
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।১।

পদচ্ছেদ। ভূয়ঃ এব মহাবাহো শৃণু মে পরমম্ বচঃ, যৎ তে অহম্ প্রীয়মাণায় ভক্ষ্যামি হিত-কাম্যয়া।

অন্বয়। মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমম্ বচঃ শৃণুঃ, যৎ অহম্ তে প্রীয়মাণায় হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি।

কঠিন শব্দ। পরমং বচঃ—তত্ত্বসমৃদ্ধ, রহস্য ও প্রভাব যুক্ত কথা সমূহ; পরমাত্মনিষ্ঠ (শ্রীধর), পরম, উত্তম বস্তু প্রকাশক ভাষ্য (শঙ্কর); উৎকৃষ্ট বাক্য'। প্রীয়মানায়—আমাকে তুমি ভালবাস, ও আমি তোমাকে ভালবাসি; এমন যে তুমি, তোমাকে।

অনুবাদ। শ্রীভবান বলিলেন, মহাবাহো (অর্জ্জুন), আমার তত্ত্ব সমৃদ্ধ কথা সমুহ, আরও একবার শ্রবণ কর; যাহা, তোমায় ও আমায় অতি প্রিয়ভাব আছে বলিয়া, তোমার হিতার্থে তোমাকে বলিতে চাহি।

ইহার পূর্ব্বে, অর্জ্জুনের হিতের জন্য ভগবান নিজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাই "পুনরার" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০—৮

মধুসূদন। সপ্তম অধ্যায়ে রসোঽহম্ ইত্যাদি শ্লোকে, এবং নবম্ অধ্যায়ে অহং ক্রতু ইত্যাদি শ্লোকে, সংক্ষেপতঃ ভগবানের বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে। সোপাধিক ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) ধ্যানের উপযোগী, আর নিরুপাধিক ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায় স্বরূপ। এক্ষণে সেগুলি যাহাতে ভগবানের (সোপাধিক ব্রহ্মের) ধ্যানের উপযোগী হয়, তজ্জন্য তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছেন। আর, তত্ত্বটিও ও দুর্বিজ্ঞেয়, কাজেই তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জন্যও তাহা পুনরায় বলা উচিত। পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। এই কারণে বলিলেন "ভূয় এব"।

সপ্তম নবম ও দশম অধ্যায় গুলিতে আমরা দুটি ধারা পাই (১), তাহারা আমার ভিতর, আমি কিন্তু তাহাদের ভিতর নহি (২) আমি বীজ, এ অধ্যায়ে শুধু বীজ নহে, বাহির অংশেও আমি, বলা হইতেছে।

সচ্চিদানন্দ। সপ্তম অধ্যায়স্থ সূচীর অনুসারে ৮ম হইতে ১২ শ শ্লোকে কথিত, প্রয়াণ কালের পূর্ব্বে অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদিষ্ট ও অষ্টমাধ্যায়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত অধিদৈব আধ্যাত্মের বিজ্ঞান দশমাধ্যায়ে কহিবেন।

Modi. Sankara is right in saying that partly the contents of adhyas 7 and 10 are similar.

তিলক। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনার যে রাজমার্গ উক্ত হইয়াছে তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া চলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দঃ ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী কয়েক অধ্যায়ে (গীতায় পরমবাক্য, বিভূতি রূপে ভগবান, বিভূতি তত্ত্ব) অরবিন্দ আলোচনা করিয়াছেন !...শাশ্বত ও অনন্তের দিকে যাইবার প্রয়াস,—এই প্রয়োজন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ভক্তিমূলক ও কর্ম্মমূলক ধর্ম্মসকল।...এমনকি বৌদ্ধধর্ম্ম আভ্যন্তরীণ আত্মা ও বাহ্যবস্তু উভয়কেই কঠোর ও অকুণ্ঠভাবে "নেতি নেতি" করা সত্বেও নিজেকে প্রথমতঃ কর্ম্মের দিব্য সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে, এবং ভক্তির স্থলে এক সার্ব্বজনীন প্রেম ও অনুকম্পার অধ্যাত্ম ভাবালুতা আনিতে বাধ্য হইয়াছিল....এমনকি মায়াবাদ যে অতিমাত্রায় যুক্তি তর্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম ও মানসিক সৃষ্টি সকলের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, সেও মানুষকে, বিশ্বকে ও বিশ্বে ভগবানকে একটা সাময়িক ও ব্যবহারিক সত্তা দিতে বাধ্য হইয়াছে, যেন প্রথমে দাঁড়াইবার মত একটা স্থান, ধরিবার মত একটা সূত্র পাওয়া যায়। মানুষের বন্ধন এবং তাহার মুক্তির সাধনাকে কতকটা বাস্তবতা দিবার জন্য মায়াবাদ, যেটিকে অস্বীকার করে, সেইটিকেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মমুখী ও হৃদয়াবেগমূলক ধর্ম্মসমূহের দুর্ব্বলতা এই যে তাহারা ভগবানের কোনও বিশেষ ব্যক্তরূপে, এবং সান্তেরই দিব্যভাব সকলে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হইয়া যায়!...তাহারা আমাদিগকে জ্ঞানের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। অন্যপক্ষে শুধু ধ্যানপরায়ণ। নিবৃত্তি মূলক আধ্যাত্মিকতার দুর্ব্বলতা হইতেছে এই যে তাহা মানবাত্মাকে একটা অবস্তু বা মিথ্যা কল্পনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র করিয়া তোলে, অথচ বরাবর এই আত্মার আকাঙ্ক্ষার জন্যই ঐ মিলন প্রয়াগ, নতুবা তাহার কোনই অর্থ থাকে না, কারণ আত্মাকে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়া দিলে, মুক্তি ও মিলন সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে।

গীতার যে মুখ্য চিন্তাধারায় গীতার সকল সূত্র গুলি সংগৃহীত ও মিলিত হইয়াছে তাহার মহত্ব হইতেছে এমন একটি পরিকল্পনার সমন্বয় মূলক শক্তি, যাহা বিশ্ব মাঝে মানবাত্মার সমগ্র প্রকৃতিটিরই হিসাব লয়।

উপনিষদ গুলিতে অন্তর্জ্ঞান মূলক দৃষ্টি এবং রূপকাত্মক ভাষার জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদনে আবৃত থাকায় যাহা বুদ্ধির নিকট অধিগম্য, তাহাকেই গীতা পরবর্ত্তী বুদ্ধিবৃত্তি মূলক চিন্তা ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে... গীতার এই পরমবাক্য হইতেছে প্রথমতঃ এই স্পষ্ট ঘোষণা যে সৃষ্টিতে যাহা কিছু রহিয়াছে যে সবেরই পরম ও দিব্য উৎসরূপে সকল বস্তু যাহার সত্তা হইতে উদ্ভূত, জগতের এবং জগৎবাসী সকল জীবের সেই মহান অধীশ্বররূপে শাশ্বতকে জানা ও আরধেনা করা—ইহাই হইতেছে শাশ্বতের উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম আরাধনা। দ্বিতীয়তঃ ইহা হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়কে শ্রেষ্ঠতম যোগ বলিয়া ঘোষণা।....অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল কি উপায়ে ব্যবহারতঃ প্রকৃতির সকল বস্তুতেই ভগবানকে দেখিতে পারা যায়।...বিশ্বাতীত ভগবৎসত্তা কোন একটা নেতি নহে, অথবা বিশ্বের সহিত সকল সম্বন্ধ শূন্য নির্বিবশেষ তৎস্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। তাহা এক পরম সদ্‌বস্তু, সকল পূর্ণতার পূর্ণতা। দেবতারা বহু ও বিশ্বরূপী—তাঁহার সত্তার মূল তত্ত্বগুলি এবং তাহার সহস্র বৈচিত্র্য লইয়া, একের এই নানামুখী লীলা রচনা করিতেছেন।

মহানামব্রত। ভালবাসার স্বভাবই প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা।

মতিলাল। সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানের বিভূতি বিষয়ক ধ্যানই পরম সহায়।

তাঁহাকে জানা দুর্জ্ঞেয়—

২। ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ
অহম্ আদির্হি দেবানাম্ মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ।২

পদচ্ছেদ। ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবম্ ন মহর্ষয়ঃ, অহম্ আদিঃ হি দেবানাম্ মহর্ষীণাম্ চ সর্ব্বশঃ।

অন্বয়। মে প্রভবম্ ন সুরগণাঃ, ন মহর্ষয়ঃ বিদুঃ, হি অহম্ সর্ব্বশঃ দেবানাম্ চ মহর্ষীণাম্ আদিঃ

কঠিন শব্দ। প্রভব=উৎপত্তি, বা প্রভাব (দুই অর্থই হয়) বা, বিভূতির সহিত লীলায় প্রকট হওয়া; নানা অবতারের রূপে প্রকাশিত হওয়া।

অনুবাদ। না দেবতাগণ, না মহর্ষিগণ, আমার উৎপত্তি বা প্রভাব জানেন, কারণ দেবতাগণের ও মহর্ষিগণের সকল প্রকারে, আমি আদিকারণ

ইঁহারা আমার দ্বারাই সৃষ্ট, আমি কি করিয়া হইলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঁহারা কি করিয়া জানিবেন? আমি কি করিয়া হইলাম ইহার কোনও অর্থ হয় না, কারণ আমি অজ, স্বয়ম্ভূ। আমার প্রভাবও যাহারা আমার সৃষ্ট তাহারা কি করিয়া জানিবে? আমি তো তাহাদের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, দুইই। আমার প্রভাবে তাঁহারা এবং সমস্ত জগৎ সৃষ্ট। যে যতটুকু জানিয়াছে, সে আমারই নিকট হইতে জানিয়াছে। আমার অনুগ্রহ বিনা কেহ আমাকে তিলার্দ্ধও জানিতে পারে না। (দেবতারা ও মহর্ষিরা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় জানিতে সমর্থ কিন্তু ইঁহারাও আমার প্রভব জানিতে সমর্থ নহেন)। ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তের ঋষি এই কথাই বলিয়াছেন (১০।১৯।৯)

শ্রীধর। প্রভব=প্রকৃষ্ট ভব=আমার নানা বিভূতির সহিত আবির্ভাব।

আনন্দগিরি। প্রভবঅর্থে ঈশ্বরের নিরুপাধিক স্বরূপ।

রামানুজ। প্রভব=নামরূপ স্বরূপ স্বভাবাদি।

Radhakrishnan; All manifested is from Him.

কৃষ্ণানন্দ। বস্তুতঃ ভগবান স্বয়ং কাহারাও নির্ম্মল বুদ্ধিতে আরূঢ় না হইলে বুদ্ধি বিচার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারেনা।

বলদেব। নাসদীয় সূক্ত ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কে-ই বা তাঁহাকে জানে, কে-ই এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছে... দেবতারা তো ইহার দ্বারা সৃষ্ট।

মধাগমভ্রত। আমার পরমতত্ত্ব কেহই জানে না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি দয়া করিয়া না জানাইলে কেহই জানিতে পারে না। যমেবৈষ বৃণুতে ইত্যাদি। মোহ শূন্য হইবার একমাত্র উপায় আমাকে জানা।

জগদীশ্বরানন্দ। ভৃগু মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলহ' ক্রতু মনু দক্ষ বশিষ্ট, পুলস্ত্য—এই দশ মহর্ষি পুরাণে প্রসিদ্ধ।

ভক্তি প্রদীপ। মে প্রভব = The Divine nature of my descent.

মধ্ব—প্রভব is to be taken in three senses; (1) The Gods and the Rishis cannot fully comprehend My glory (2) they cannot think of My birth (3) they cannot be the witness of My creation activity, for they subsequently came into existence

(৩) আমাকে জানা বিষয়ে, ফল বলিলেন (শ্রীধর)—

৩। যো মামজ মনাদিং চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্
অসংমূঢ় স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।৩

পদচ্ছেদ। যঃ মাম্ অজম্ অনাদিম্ চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্, অ-সংমূঢ় চ মর্ত্ত্যেষু সর্ব্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

অন্বয়। যঃ মাম্ অজম্ অনাদিম্ চ লোক মহেশ্বরম্ বেত্তি সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

কঠিন শব্দ। লোক—মহেশ্বর = সকল লোকের, বা ত্রিলোকের মহান ঈশ্বর, মর্ত্ত্যেষু = মনুষ্যগণের মধ্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। যিনি আমাকে জন্মরহিত ও অনাদি, ও লোক সকলের যাঁহারা ঈশ্বর, সেই দেবসমূহেরও ঈশ্বর, বা নিয়ন্তা বা প্রভু বলিয়া জানেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই ভ্রান্তিশূন্য, তিনিই সমস্ত পাপ হইতে প্রকৃষ্ট ভাবে মুক্ত হন।

রামানুজ ও বলদেব। প্রকৃতি ও কাল, অজ ও অনাদি, কিন্তু লোকমহেশ্বর নহে; আমি লোকমহেশ্বর।

গিরীন্দ্র শেখর। ভগবান সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়াও যে নির্লিপ্ত আছেন, ইহাই লোকমহেশ্বর বা ভূতমহেশ্বরের প্রধান কথা।
কিন্তু লোক-মহেশ্বর নহে; আমি লোক মহেশ্বর।

Radhakrishnan. When we learn to look at things as derived from One Transcndent Realty we ar delivered from all groping.

শ্রীধর। আত্মজ্ঞানের বিষয়ে ফল বলিলেন।

শঙ্কর। লোকসমূহের মহানসম্বর, অর্থাৎ অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য রহিত (জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রহিত; চতুর্থ অবস্থা-যুক্ত।

রামানুজ। যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও বেদসমূহ প্রদান করিয়াছেন, ইত্যাদি (দামোদর)

রামদয়াল। আমার সগুণ পরমভাবই, এই মূর্ত্তি ধরিয়াছে, ঐ ভাবকে তুমি মনুষ্য মূর্ত্তিতে না দেখিয়া, জন্মশূন্য সর্ব্বকারণের কারণ বলিয়া জান।

কৃষ্ণানন্দ। ত্রিবিধ পাপ, ত্রিকালভূত পাপরাশি ও পাপবুদ্ধির বীজভূমি অবিদ্যা ও মহামোহ নিবৃত্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। অবিদ্যারূপ কারণ থাকিলেই সংস্কার থাকিবে.... ভগবৎ ভক্তি অবগত হইলে, অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য বিনষ্ট হয়, সংস্কার থাকিতে পারে না। এই কারণে তাহার আত্যন্তিক মুক্তি হইয়া থাকে।

ভক্তি প্রদীপ। লোক মহেশ্বর As the Supreme Lord of the Universe

মধ্ব। অনাদি=অন+আদি the cause of মুখ্য প্রাণ।

(৪, ৫) সবই তাঁহা হইতে জাত—

৪। বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ
সুখং দুখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ।৪।

পদচ্ছেদ। বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যম্ দমঃ শমঃ, সুখম্ দুঃখম্ ভবঃ অভাবঃ ভয়ম্ চ অভয়ম্ এব চ।

অন্বয়। বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যম্ দমঃ শমঃ সুখম্ দুখঃম্ ভবঃ চ অভাবঃ ভয়ম চ অভয়ম এব।

৫। অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ।৫।

পদচ্ছেদ। অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানম্ যশঃ অযশঃ ভবন্তি ভাবাঃ ভূতানাম্ মত্তঃ এব পৃথগ্‌বিধাঃ।

অন্বয়। অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানম্ যশঃ অযশঃ ভূতানাম্ পৃথগ্‌বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি।

কঠিন শব্দ। বুদ্ধি=নিশ্চয়ভাবে বুঝিবার বা সূক্ষ্মবিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশ করিবার শক্তি। জ্ঞান=তত্ত্বজ্ঞান। অসংমোহ=নিজেকে অপ্রভাবান্বিত রাখিবার শক্তি। দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত রাখা শমঃ=অন্তরিন্দ্রিয় সংযত রাখা। ভবঃ ও অভাবঃ=উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধীয় বা অস্তিত্ব ও অভাব বা সত্তা ও অসত্তা সম্বন্ধীয় বোধ। সমতা=রাগদ্বেষাদিতে সমচিত্ততা বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। মত্ত=আমা হইতে। এব=এগুলি এইরূপে সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ (মধুসূদন)।

অনুবাদ। নিশ্চয়ভাবে বুঝিবার বা সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ করিবার শক্তি, জ্ঞান, নিজেকে অপ্রভাবান্বিত রাখিবার শক্তি, সত্য কথা বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযত রাখা, সুখ দুঃখ, উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধীয়, অথবা অস্তিত্বও অভাব সম্বন্ধীয় বোধ, অহিংসা, রাগদ্বেষাদিতে সমচিত্ততা, বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া, সন্তোষ, তপস্যা, দান, লোকের প্রশংসা বা নিন্দা পাওয়া—প্রাণীগণের অর্থাৎ মানুষের, এইসব ভিন্নভিন্ন প্রকারের ভাব বা অবস্থাসমূহ, আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। এখানে কুড়িটি ভাব উল্লিখিত হইয়াছে।

জীব সমূহ একরকম তাঁহারই সৃষ্টি ; ভাব সমূহও সেই ভাবে তাঁহারই সৃষ্টি। কর্ম্মফলে সংস্কার ও সংস্কারে স্বভাব, এ সব তাঁহারই নিয়মে সংঘটিত হইতেছে।

এখানে যেমন সুখ দুঃখ, উৎপত্তি বিনাশ, ভয় অভয়, যশ অযশ, এইরূপ পরস্পর বিরোধী কথাগুলি স্পষ্টভাবে দেওয়া রহিয়াছে, সেইরূপ অন্য কথাগুলিতেও পরস্পর বিরোধী কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহ্য রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। সু ও কু দুইই ভগবানের দেওয়া। লোকে কর্ম্মফলে নানাবিধ প্রকৃতি পায়। মত্তঃ স্মৃতি জ্ঞানমপোহনং (১৫।১৫)।

বুদ্ধি, মনের দ্বারা চিৎ ও অচিৎ বস্তু বুঝিবার সামর্থ্য (রামানুজ) কার্য্যাকার্য্য বিনিশ্চয় (মাধ্ব)। জ্ঞান, আত্মাদি পদার্থ বোধ (শঙ্কর মধুসূদন); প্রতীতি (মাধ্ব) আত্মবিষয়ক জ্ঞান (শ্রীধর); আত্মানাত্মবিবেক (বিশ্বনাথ) অসংমোহ, ব্যাকুলতার অভাব (শ্রীধর); উপস্থিত বোধ্য বিষয় সমূহে বিবেকপূর্ব্বক প্রবৃত্তি (শঙ্কর); অভ্রান্ততা (ব্যোমব্রহ্ম)। ক্ষমা—যে বৃত্তি দ্বারা দণ্ডাদি প্রদান নিবৃত্তি হইয়া যায় (রামদয়াল)। সুখ, দুঃখ = অনুকূল ও প্রতিকূল মনোবৃত্তি (রামদয়াল)। ভয় = আগামী দুঃখের হেতু দর্শন জনিত দুঃখ (রামদয়াল)। অহিংসা = কোন জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছা (রামদয়াল) তুষ্টি = কোন ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলেও "ইহা কি হইবে? এই-ই পর্য্যাপ্ত" এইরূপ বুদ্ধি রামদয়াল)। তপঃ = শাস্ত্রমতে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শরীর নিগ্রহ।

তিলক। সাংখ্যশাস্ত্র বলেন লিঙ্গ শরীরের বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থা পায় বলিয়া, পশুপক্ষী, মানুষ মৃত্যুর পরে হয়।

গিরীন্দ্র। ভব = উৎপত্তি, কিন্তু এখানে মানসিক ভাব সমূহ লওয়া হইয়াছে বলিয়া, যোগসূত্রে ভব অর্থে অবিদ্যা, এই অর্থ লইলে ভাল হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ। নিজের অধিদৈব তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিয়াছেন, ইহারই নাম বিভূতি যোগ।

গোয়েন্‌কা। এখানে অনেক গুলি ভাবের বিরোধী ভাবগুলিও উল্লেখ পাইয়াছে, অনেক গুলির, যথা ক্ষমা, সত্য, দম ও অহিংসা, ইহাদের বিরোধী কথাগুলি দেওয়া হয় নাই, তাহার কারণ দুঃখ, অভাব, ভয়, অপযশ, উহারা প্রারব্ধ ভোগ করাইবার জন্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু অন্যেরা দুর্গুণ; ভগবান হইতে উৎপন্ন হয় না।

রামানুজ। ভব=হওয়ার নাম; মানসিক উৎসাহের নাম ভব।

মহানামব্রত। জগতের যতযত অবস্থা যত যত ভাব ও মানস বৃত্তি সকলই আমা হতে আসে।

মতিলাল। রামানুজ বলেন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতু মনোবৃত্তি ভগবান হইতেই নিয়মিত হয়। বলদেব বলেন, দেবমানবাদির প্রকৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন, ভাগবত সঙ্কল্পই তাহার হেতু।

মধুসূদন। শ্লোকে যে দুইটি 'চ' শব্দের প্রয়োগ আছে তন্মধ্যে একটি উক্ত-বিষয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহচর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে; আর অন্যটি অনুক্ত অজ্ঞানাদির সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহচর্য্য জ্ঞাপক।

ভক্তিপ্রদীপ। ভবঃ অভাবঃ=Birth and death; পৃথগ্‌বিধাভাবাঃ All these diverse qualities.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।৬।

পদচ্ছেদ ঃ মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারঃ মনবঃ তথা, মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ যেষাং লোকে ইমাঃ প্রজাঃ।

অন্বয় ঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ চত্বার পূর্ব্বে তথা মনবঃ মদ্‌ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ যেষাম্ লোকে ইমাঃ প্রজাঃ।

কঠিন শব্দ ঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ=ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও পুলস্ত্য।

মধুসূদন ঃ অঙ্গিরসের পরিবর্ত্তে বশিষ্ট দিয়াছেন—ইহাঁরাই সপ্তর্ষি মণ্ডলের নক্ষত্র। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে ও ভাগবতে মরীচি অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠঃ; (কোন কোন স্থলে অঙ্গিরসের পরিবর্ত্তে ভৃগুর নাম আছে, কোথাও দক্ষের নাম (গিরীন্দ্র শেখর, বায়ুপুরাণ)। কেহ কেহ কশ্যপ অত্রি ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র গৌতম জমদগ্নি ও বশিষ্ঠকে বর্ত্তমান যুগের সপ্তর্ষি ধরিয়াছেন। তিলক লিখিয়াছেন যে কেহ কেহ "পূর্ব্ব" অর্থে এ মন্বন্তরের সাত মহর্ষি ছাড়া পূর্ব্ব মন্বন্তরেরও সাত মহর্ষি ধরিয়াছেন, ইঁহারা ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অভিনামা ও সহিষ্ণু; এ মন্বন্তর বৈবস্বত ও পূর্ব্ব মন্বন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তর ছিল। তিলক বলেন ইহা কষ্ট কল্পিত। তিলক—১৪ মনুর ভিতর প্রথম সাত, স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ ঔত্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত (এখন, ইঁহার রাজত্ব);

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের মনুরা সাবর্ণি মনু যথা, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি রুদ্র সাবর্ণি, ইন্দ্র সাবর্ণি।

পূর্ব্বে=সৃষ্টির আদিকালে (মধুসূদন); মহর্ষিদের পূর্ব্বে গোড়াতে।

চত্বার শব্দের অনেকে অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন।

তিলকের মতে বাসুদেব (আত্মা), সঙ্কর্ষণ (জীব), প্রদ্যুম্ন (মন), ও অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার), এই চারমূর্ত্তি (চতুর্ব্যূহ, সাত ঋষির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। Gandhi—Desari Bhide Shastriর মতে ইহাদের নাম দিয়াছেন, নারদ, অসিত দেবল, ব্যাস (১০।১৩)

মধুসূদন, চত্বারকে "মনবঃ" শব্দের বিশেষণ ধরিয়া, সাবর্ণ (সবর্ণার পুত্র, এই নামে প্রসিদ্ধ যে চারজন মনু আছেন তাহারা (কিন্তু ইঁহারা তো ভবিষ্যৎ মনু), আর বিকল্পে ব্রহ্মার মানস পুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ কুমারকে লইয়াছেন (চতুঃ সন)। কিন্তু ইঁহারা জন্মাবধিই নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী, কাজেই প্রজাবৃদ্ধি, তাঁহাদের ভিতর পড়িতে পারে না। উত্তরে বলা হয়, প্রজা অর্থে শিষ্যাদিও হয়, সেই হিসাবে ইঁহারা প্রজাবৃদ্ধিকারীগণও হইয়াছেন। সনকাদি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মূলপ্রবর্ত্তক।

C. M. Vaidya. No correct interpretation can be given of চত্বারো মনবঃ unless we remember the place of the Gita—the history of the develop-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ment of thought in ancient India Vaidya after discussion concludes that ot that period only 4 Manus were known. He gives 2 sets of সপ্তর্ষি and thinks the earlier set is mentioned here.

Belvalkar চার মনুর নাম দিয়াছেন স্বায়ম্ভুব, সাবর্ণ্য, সাম্বরণি, বৈবস্বত। সপ্তমহর্ষি ও তদপেক্ষা পূর্ব্বে সৃষ্ট, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রবর্ত্তক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, দুই একজন টানিয়া বুনিয়া এ অর্থ দিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বরী অর্থ দিয়াছেন, ১৪ মনুর ভিতর মুখ্য চারজন।

একটা আরও ব্যাখ্যা আমাদের মোট বুদ্ধিতে আসিয়াছে, তাহা এইরূপ—মহর্ষিগণ ও মনুসকলের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইল চার রকমের প্রাণবন্ত বস্তু, যাহাদের প্রজাভাবে, অর্থাৎ যাহাদিগের হইতে উৎপন্ন হইল এই সকল অর্থাৎ এই প্রাণী সমূহ—তাহাদিগকে বর্গীকরণে বলা যায়, আদিম জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও অযোনিজ অর্থাৎ product of a sexual breeding যথা bacteria). এই অযোনিজকে হয় তো স্বেদজ বলা হইত॥ ভগবান যেন বলিলেন, এই আদিম চার রকমের প্রাণবন্ত বস্তুসকল আমারই পরিকল্পনায় উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের এই ব্যাখ্যা সৃষ্টি সমন্ধীয় সঙ্গতি রাখিয়াছে ; নানা জীবানু, গাছ গাছড়া, সামুক মশা মাছি সাপ, পাখ পাখালি, পশু ও আদিম মানুষ'—ইহার পর, অর্থাৎ মানুষ মানসিক উন্নতি পাইবার পর, হইল তখন মহর্ষিগণ ও মনুগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযোনিজ জন্ম যথা মানসপুত্র (যাঁহারা সর্ব্ব প্রথমেই জন্মিয়াছেন) ও জীবানু আদি। (জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জের সহিত স্বেদজ বলিয়া একটা কথা শাস্ত্রে আছে; বৈজ্ঞানিকেরা জানেন স্বেদ হইতে কোন জীবের জন্ম হয় না; উহার স্থলে 'অযোনিজ' বাক্য দিলে সবটা বৈজ্ঞানিক সত্য হইবে। অযোনিজ জন্মের শাস্ত্রীয় উদাহরণ ব্রহ্মার মানসপুত্র সমূহের। আর অযোনিজ জন্ম জীবানু (bacteria) আদির। (ব্রহ্মা নিজেই ভগবানের মানস জাত)।

মদভাবা = আমাতে মন রাখায়, তাহার ফল, আমার ভাব— অর্থাৎ আমার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য (সৃষ্টি ক্ষমতা ইত্যাদি যাহাদের লাভ হইয়াছিল; আমাতে সমাধিযুক্ত, আমার সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তী (রামানুজ); আমার চিন্তা করিতে থাকায়, আমার ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছিল। আমাতেই যাহাদের মন (নীলকণ্ঠ); প্রভাব। Modi অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে ভাব কথা আছে। আমরা আমাদের তালিকা দিয়াছি। পরমেশ্বরে ভাবনা বা চিন্তা যাঁহাদের, তাঁহারা মদ্‌ভাব (ঈশ্বর চিন্তা হেতু তাঁহাদের মধ্যে আমার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল (মধুসূদন)।

মানসা জাতা = মনের সঙ্কল্পে উৎপন্ন, যোনিজ নহে (মধুসূদন)।

অনুবাদ। গোড়াতে চারসৃষ্টি (ইহা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) তারপর সপ্ত মহর্ষি ও মনুগণ; এই ইঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মহর্ষিগণ ও মনুগণ আমার মানসিক সঙ্কল্পে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং আমার প্রভাব বা সৃষ্টি করিবার ও লোক সংগ্রহ ও লোক রক্ষা করিবার সামর্থ্য পাইয়াছিলেন; এই (দৃশ্যমান) লোক সমূহ ইঁহাদেরই প্রজা। (মন্তাব শব্দ কিছু কিছু ভিন্ন, অর্থ আরও কয়েক স্থলে আসিয়াছে; ১৩।১৪ দ্রষ্টব্য)। সপ্তর্ষিরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতি স্থানীয়, মমযোনি মহদ্ ব্রহ্ম। এই ভাবে ইহারা ভগবানের মানসজাত বলা যাইতে পারে। বা, ভগবানের পরিকল্পনায় ইহাদের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মানস জাত। অথবা নারায়ণের মানস জাত ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মানসজাত ইঁহারা; মানসজাত হওয়ার ধারা বজায় থাকায়, ইহাদের ও ভগবানেরই মানসজাত, তাঁহারই পরিকল্পনায় উদ্ভূদ বলা যাইতে পারে।

সচ্চিদানন্দ ঃ নিজের স্বভাব অর্থাৎ অধ্যাত্ম সংক্ষেপে বলিতেছেন। ইহারই নাম যোগ, অর্থাৎ পরস্পর প্রকৃতিদ্বয় সংযোগপূর্ব্বক, ভগবানের বহু হইবার শক্তি

Radhakrishnan . These are the powers in charge of the many processes of the world. Chidbhabanando চত্বার = Four ancient Manus— স্বরেরচিষ, স্বয়ম্ভূ. রৈবত, উত্তম।

গিরীন্দ্র শেখর ঃ দশমহর্ষি—ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অত্রি, মরীচি, নারদ (মৎস্য পুরাণ)।নয় মহর্ষি—ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি (বিষ্ণু পুরাণ)। কোন কোন স্থলে, প্রচেতার পরিবর্ত্তে মনু।

অরবিন্দ। যে সকল মহর্ষিকে বেদের ন্যায় এখানেও সপ্ত আদি ঋষি বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইতেছেন ভগবদ্ প্রজ্ঞার ধী শক্তি…প্রজ্ঞাপুরানী ও নিজের—মূল সত্তার সাতটি তত্ত্ব ক্রম অনুসারে বিকশিত হইয়াছে। এই ঋষিগণ হইতেছেন বেদের সপ্তর্ষিরা, সর্ব্বধারক সর্ব্বপ্রকাশক সপ্ত ধী শক্তির বিগ্রহমূর্ত্তি;—উপনিষদ সকল জিনিসকেই বর্ণনা করিয়াছে সপ্তে সপ্তে সাজানো। ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে মানবের পিতা, চারি শাশ্বত মনু—কারণ ভগবানের যে কর্ম্মপরা প্রকৃতি তাহা চতুর্ম্মুখী, এবং মানুষ তাহার চতুর্ম্মুখী স্বভাবের ভিতর দিয়া এই প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে। ইহারাও মানসিক সত্তা, তাঁহাদের নাম হইতেই তাহা প্রকাশ পায়।… জগতের এই সকল সজীব প্রাণী তাহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল মহর্ষি ও চার মনু, ইঁহারা নিজেরাও হইয়াছেন পরমাত্মার নিত্য মানস সৃষ্টি মদ্‌ভাবা মানসা জাতা।…তিনি সৎ (the Being) আর সব কিন্তু তাঁহারই প্রকাশ (Becoming)। তিনি একটা "শূন্য" হইতে, একটা "নাস্তি" হইতে, অথবা একটা স্বপ্নের মধ্য হইতে সৃষ্টি করেন না। তিনি নিজের মধ্য হইতেই সৃষ্টি করেন, নিজেই সৃষ্ট হন।

রামানুজ। অতীত মন্বন্তরে ভৃগু আদি সাত মহর্ষি নিত্য-জগতের রচনার জন্য ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর যে সাবর্নিক নামধারী চার মনু জগতের নিত্য পালন করেন।

শঙ্কর ঃ প্রথমে হইয়াছিল যে চার মনু, যাহাদের অতীত কালের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে আর যাহারা সাবর্ণ এই নামে পুরাণে প্রসিদ্ধ। মদ্‌ভাবা = ঈশ্বরীয় সামর্থ্যের সহিত যুক্ত। **শ্রীধর ঃ** মানসজাত = হিরণ্যগর্ভরূপ আমার মন-সঙ্কল্প হইতে জাত। **সন্তদাস ঃ** তৎপূর্ব্বজাত চতুঃসন। **মহাগমব্রত ঃ** জীবকুল সব আসিয়াছে আমার মানস সঙ্কল্প হইতে চত্বার = চতুঃব্যূহ। তাঁহারা করিলেন লোক সৃষ্টি।

Telang—মদ্ভাবা মানসা জাতা = Were all born from my mind (by mere operation of my thought), partaking of my powers.

মতিলাল ঃ ঋষিদিগের শক্তি বা স্ত্রীদিগের নাম—সম্ভূতি মরীচির, অনসূয়া অত্রির, ক্ষমা পুলহের, প্রীতি পুলস্ত্যের, শ্রী ক্রতুর, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, লজ্জা অঙ্গিরার। বশিষ্ঠ ব্রহ্মার রসনা হইতে উদ্ভূত ; ক্রতু বাম চক্ষু হইতে, ইত্যাদি।

ভক্তি প্রদীপ ঃ পূর্ব্বে চত্বারঃ = চতুঃ সন। মদ্ভাবা মানসা জাতা = were all endowed with my manifestativc potency and born of হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, who came of Me. যেষাম্ লোকে ইমাঃ প্রজাঃ = The human race, in this world, has been multiplied with their progeny.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্ব। ব্রহ্মা, thought to be creator, Is only a way, as it were, for my work.

(৭) ভাল করিয়া বিভূতি ও যোগের মূল্য উপলব্ধি করিলে কি ফল হয়, বলিতেছেন

৭। এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।৭

পদচ্ছেদ। এতাম্ বিভূতিম্ যোগম্ চ মম যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ, সঃ অ-বিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে ন অত্র সংশয়ঃ।

অন্বয় । যঃ এতাম্ মম বিভূতিম্ চ যোগম্ তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে অত্র সংশয়ঃ ন। কেহ অবিকম্পস্থলে অবিকল্প লইয়াছেন।

কঠিন শব্দ। তত্ত্বতঃ=যথার্থরূপে ; ভিতরের তথ্য সহিত। (তত্ত্বতঃ বাক্য অনেকবার গীতায় আসিয়াছে ও ইহার পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে)। অবিকম্পেন = অবিচলিত ভাবে ; কেহ অর্থ করিয়াছেন, দ্বৈতরহিত ভাবে। যোগেন যুজ্যতে=সাধনার দ্বারা, বা ভক্তি যোগের দ্বারা (আমাতে) যুক্ত থাকে। (ইহা দ্বিতীয় পংক্তির যোগের অর্থ) প্রথম পংক্তির যোগের অর্থ এইবার আসিবে। বিভূতিম্ যোগঞ্চ= বিভূতি ও যোগ, দুইটি শব্দ, টীকাকারদিগের নিকট প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাইয়াছে। আমরা আমাদের মোটাবুদ্ধিতে নিম্নলিখিতভাবে অর্থ করিলাম। বিভূতি—সাধারণ অর্থে, একটা আশ্চর্য্য কিছু হওয়াইয়া দিবার শক্তি, ঐশ্বর্য্য;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈভব। ভগবান তাহার সৃষ্টবস্তু সমূহের প্রতি শ্রেণীর সবগুলিকে এক প্রকারের করেন নাই। প্রতি শ্রেণীর একটিকে লইয়া, তাহাতে তাক্ লাগাইয়া দেওয়ার মত, যাহা সেই শ্রেণীর পক্ষে সাধারণ গুণ নহে, এইরকম কোন অসাধারণ গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। অসাধারণ কিছু প্রকাশ করার নাম বিভূতি প্রদর্শন। ইহা ইন্দ্রজালের মত প্রতীয়মান ব্যাপার নহে; সৃষ্ট হইবার পর হইতেই উহা ঐরূপই হইয়া আছে। কোন ব্যক্তি বা বস্তু, বা মনের কোন ক্রিয়া, যদি তাহার নিজের শ্রেনীস্থ অন্যান্য ব্যক্তি বা বস্তু বা মনের ক্রিয়াদি, কোন বিশেষ গুণে চিহ্নিত দেখা যায়, আমরা স্বতঃই বলিয়া ফেলি ভগবানের যেন বিশেষ প্রকাশ তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাহাড় দেখিয়া দেখিয়া মানুষের চোখসহা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নগাধিরাজ হিমালয়কে যে যখনই দেখিবে সে তখনই স্বতঃই বলিয়া উঠিবে "কি মহান্, ইহা দেবতাত্মা, ইহা ভগবানের অপূর্ব্ব প্রকাশ"। পাশা খেলা, এমন কিছু পুণ্য ক্রিয়া নহে, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধি কৌশলের আত্যন্তিক প্রয়োগ থাকায়, সে খেলা যে দেখিতে থাকিবে সে খানিক বাদেই বলিয়া উঠিবে, এ দৈবী খেলা, নিশ্চয়ই ভগবানের আবিষ্কৃত। ভগবানের বিভূতি সমূহ জানিবার উপযোগিতাই ইহা, যে ইহাদের দেখিলেই ভগবানের নাম আপনিই মুখে আসিবে, "মহান্ হইতে তুমি মহীয়ান্" বলিয়া তিনি স্মরিত হইবেন। এই উপযোগিতা আছে বলিয়াই, অর্জ্জুন ভগবানের নিকট তাহার বিভূতি সকলের তালিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিয়াছিলেন (১০।১৭)। যাহা কিছুতে এইরূপ বিভূতির বিকাশ হইয়াছে ভগবান "আমি তাহা, আমি তাহা" বলিয়াছেন। ইহার অর্থ ইহা নহে যে ভগবান সেই বস্তু। এক হিসাবে, সব বস্তুই ভগবান, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। "আমি তাহা"র অর্থ ভগবানের আশ্চর্য্যময়তার একটু যেন বেশী বিকাশ সেই বস্তুতে পাইয়াছে। তাঁহারই কোন না কোন গুণ দেখিবার মত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, বলিয়া 'আমি তাহা' উক্তি। বিভূতি মাত্রেই যে পূজ্য তাহা নহে; সহজ বুদ্ধিতে, এবং শাণ্ডিল্য সূত্রে, দুইয়েতেই ইহা পাই—(১) প্রণিতান্ন বিভূতিষু (৫০); (২) দ্যূত রাজসেবয়োঃ প্রতিষেধ্যাচ্চ (৫১); তবে, সেই বিভূতি প্রণম্য যাহা ভগবান নিজে হইয়াছেন (৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ শাণ্ডিল্য সূত্র), যথা বাসুদেব, রাম ইত্যাদি (এই সকল আবির্ভাব গৌণতঃই বিভূতি, মুখ্যতঃ বৃষ্ণিকুলের গৌরব বর্দ্ধন ইত্যাদি)। (অষ্ট সিদ্ধি ইত্যাদিকেও বিভূতি বলে, এখানে তাহা বিবক্ষিত নহে)। বিভূতি কি, ভগবান নিজেই, বলিয়াছে ১০।২১ শ্লোকে। বিভূতির বিষয় জানার প্রয়োজন এই জন্য যে কোন্ কোন্ বস্তুতে তাঁহার প্রভাব কিরূপে একটু বিশেষ ভাবে লীলায়িত হইয়া আছে' তাহার দিকে চক্ষু পড়িলে, সেই লীলাময়কে আপনিই মনে পড়িয়া যাইবে। আছেন তো তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বদিকে সর্ব্ব বস্তুতে, সাধারণ ভাবে। যোগ, এই শব্দকে আমরা এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম যে ইহা ভগবানের সেই ঐন্দ্রজালিকবৎ শক্তি, যে শক্তি বা সঙ্কল্পের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা, যাহা দেখা যায় না বা ভাবা যায় না, বা সাধারণ বুদ্ধিতে যে ব্যাপারকে "ইহা হইতেই পারে না" বলিবে ভগবান তাহাকে প্রতীয়মান করেন। ভগবানের ভিতর সকলই আছে এবং কেহই নাই, এ দুই একসঙ্গে হয় না, অথচ হয়; ভগবানেতেই ভগবানের সঙ্কল্পে হয়, এবং যুক্তি তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়; বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইবার পুর্ব্বে, ঐরূপ একটা কিছুযে হইতে পারে, ইহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই। ইহা, হিমালয়ের মত স্থায়ী ব্যাপার করা হয় নাই; ইন্দ্রজালের মত ক্ষণিকের ব্যাপার হইয়াছিল। যোগকে তাহা হইলে ভগবানের সেই সঙ্কল্প বা শক্তি বলা যাইতে পরে যাহা ইন্দ্রজালের মত কিছুকে প্রতীয়মান করাইতে সমর্থ। বিভূতি প্রদর্শিত হইয়াছে এই অধ্যায়ে, ও যোগ পরের অধ্যায়ে।

অনুবাদ ঃ আমার এই সকল বিভূতি ও যোগ (উপরে ইহারা ব্যখ্যাত হইয়াছে) যিনি ইহাদের তথ্যাদি সহ যথার্থ রূপে জ্ঞাত হন, তিনি অবিচলিত ভাবে আমার সাধনায় অর্থাৎ ভক্তিযোগে যুক্ত থাকেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

ভক্তি প্রদীপ ঃ He who is truly acquain ted with the knowledge of my Real self (the climax of all philosophical Truths) and with the knowledge of my Sovereignp owers and the principle of devotion (the climax of all philosophy of action) is undoubtedly harmonised by অবিকল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ, that is যোগ which is calculated to attain Me.

মধুসূদন। বিভূতি=পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি আদি রূপ, এবং মহর্ষিরূপ যে ভাব, সেই রূপে আমার যে অবস্থিতি। যোগ-সেই বিষয় নির্ম্মাণ করিবার যে সামর্থ্য অর্থাৎ আমার পরমৈশ্বর্য্য। যুজ্যতে=যুক্ত হন। যোগেন=সম্যক জ্ঞানের স্থিরতারূপ সমাধিতে।

শ্রীধর। যিনি এই ভৃগু প্রভৃতি আমার যোগৈশ্বর্য্যরূপ বিভূতি অবগত হন তিনি অবিকম্প নিঃসংশয়িত যোগ—সম্যক দর্শনের সহিত যুক্ত হন।

Gandhi. বিভূতি = Divine manifestation, reveating immanence. In singular, Lord's power and pervasiveness.

মধ্ব। ধি=excellent. ভূতি=in state of being perceived by the Lord. যোগ=supreme power.

রামানুজ। বিভূতি=ঐশ্বর্য্য। আমার অধীন যে সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রবৃত্তি, ইহাই আমার বিভূতি স্বরূপ। এই রূপ আমার বিভূতি আর অগুণের বিরোধী কল্যাণময় গুণগণরূপ আমার যোগ যে তত্ত্বতঃ জানে, সে নিশ্চয়ই ভক্তি যোগে যুক্ত হয় ইত্যাদি।

শঙ্কর। বিভূতি=বিস্তার। যোগ=যুক্তি অর্থাৎ নিজ মায়িক ঘটনা অথবা যোগোৎপন্ন সর্ব্বজ্ঞতারূপ সামর্থ্য....সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ পূর্ণ জ্ঞানের স্থিরভারূপ নিশ্চল যোগে যুক্ত হয়।

Modi and Hill. বিভূতি contains an idea of power or Lordship and also an idea of pervasive or immanence (see বিভুম্ in 12 and in 16. 16 seems to mean that it is through the bibhutis taken together that the Lord pervades the world. বিভূতি has power ; ...it means ঐশ্বর্য্য and শ্রী+ preeminence (ঊর্জ্জিত). 'ভাব' in 17 seems to have been used in the sense of বিভূতি : So বিভূতি has both the meanings of the word 'menifestations' an abstract and a concrete use. 'যোগ' as in যোগমৈশ্বরম্ (11 /4) is the রূপ of the Lord revealed by Him. It is not only to be known but also to be seen as as in 9/4,5, it means that form of the Lord in which the beings exist and also do not exist (10/7, 18)(11/3,8,9).

ব্যোমব্রহ্ম। বিভূতিযোগ = বিশ্বনিয়ামকরূপ আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য।

গোয়েন্‌কা। জগতে যেখানে কিছু বিশেষতা আছে, তাহাই তাঁহার বিভূতি। ভগবানের যে অলৌলিকতা যাহার দ্বারা তিনি উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার ও জ্ঞানের নিয়মন করেন, যাহার দ্বারা যজ্ঞাদির ভোক্তা হন·····সকল কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকেন, তাহাই যোগ শক্তি। যোগবলে সৃষ্টি চক্র চলিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তদাস। বিভূতি নির্ম্মাণ সামর্থ্য। মহানামব্রত। আমার বিভূতির কথা ও যোগৈশ্বরের মহিমা যে তত্ত্বতঃ জানে, সেই আমার সহিত যোগযুক্ত হয়, এমন ভাবে যে আর আমা হতে বিচলিত হয় না। অধিক ক্ষণ চিত্ত কামনা শূন্য হইলেই শান্ত হয়; শান্ত হইলেই কম্পন হয় না।...সৃষ্টির সময়ে প্রতি শ্রেণীর বস্তুতে, প্রতি শ্রেণীর প্রাণীতে, প্রতি শ্রেণীর ক্রিয়াতে, সেই সেই শ্রেণীর এক একটি আশ্চর্য্য বস্তু প্রাণী ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন, যাহা মানুষের মন আকর্ষণ করিতে পারে ও ভগবানকে মনে করাইয়া দিতে পারে। বা ব্যক্ত বিভাগকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সৃষ্টির নানা স্থানে, ভিন্ন শ্রেণীর বস্তুতে, দেবতা ঋষি মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদিতে ও নানা ব্যাপারে, সেই সেই শ্রেণীর কোনও এক বস্তুতে ও কোনও এক ব্যাপারে, বিভূতি এই নামে তাঁহার সৃষ্টি চাতুর্য্য ফুটাইয়া দিয়াছেন (১০।৪২)। সৃষ্টি রচনাদি পরম বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটন করিতে যে সমাহিত ইচ্ছার বলে ভগবান করেন তাহাকে যোগ বলা যাইতে পারে। ঐ অন্তরঙ্গ শক্তিই যোগমায়া; ইহার দ্বারা তিনি নিজের জন্য যখন যাহা দরকার হয় তখন তাহা সংঘঠিত করেন।

Telang. Whoever correctly knows these powers and emanations of mine, becomes possessed of devotion, free from undecision.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। অহং সর্ববস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।

পদচ্ছেদ। অহম্ সর্ববস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ববম্ প্রবর্ত্ততে ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্ বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ।

অন্বয়। অহম্ সর্ববস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ববম্ প্রবর্জতে ইতি মত্বা ভাবসমন্বিতাঃ বুধাঃ মাম্ ভজন্তে।

কঠিন শব্দ। প্রভব = উৎপত্তির কারণ অর্থাৎ উৎপাদক। মত্ত = আমা হইতে। প্রবর্ত্ততে = প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত বা চালিত। ভাবসমন্বিত = প্রীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বিবেক পূর্ববক তত্ত্ব ভাব অবগত হইয়া। পরমার্থ তত্ত্ব গ্রহণ রূপ প্রেম সংযুক্ত হইয়া" (মধুসূদন)। পরমার্থতত্ত্বের ধারণাতে যুক্ত।

অনুবাদ। আমি সমস্ত জগতের উৎপাদক, আমার দ্বারা এই সব চালিত হইতেছে (জগৎ চক্রের চালক), ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন। (জন্মাদস্য যতঃ)। (কপিল দেবভূতি সংবাদ,ভাঃ ৩।২৫।২৮)

রামদয়াল। প্রবর্ত্তক = মনুষ্যের ধীশক্তির প্রেরণা আমিই করি, চন্দ্রসূর্য্যের গতি আমিই প্রদান করি, বায়ু সমুদ্রকে আমিই চালাই, ফলে সমস্ত জগতের প্রেরক আমিই।

বলদেব। অথর্বব বেদোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি ইত্যাদি অর্থাৎ যিনি পূর্বেব ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আদিকালে বেদগাণ করিয়াছেন, তিনিই কৃষ্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি, জ্ঞান, অজ্ঞান হীনতা ইত্যাদি সমস্ত প্রবৃত্ত হইতেছে।

রামানুজ। আমার স্বাভাবিক অহঙ্কার রহিত (সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র) ঐশ্বর্য্যের এবং সৌশীল্য, সৌন্দর্য্য, বাৎসল্যাদি কল্যাণময় গুণগণরূপ যোগ...কল্যাণগুণ সম্পন্ন আমাকে ভজে।

মহানামব্রত। এইরূপে অন্তরে বাহিরে আমাকে জানিয়া, অনুভব করিয়া, বুদ্ধিমান জন্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভাব সমাহিত আমার ভজনা করেন।

Telang. The wise, full of love (ভাব সমন্বিত) etc. শঙ্কর renders the word here by perseverance in pursuit of truth.

ভক্তিপ্রদীপ। ভাব সমন্বিতা = with unadulterated devotional love

৯। মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।৯।

পদচ্ছেদ। মৎ-চিত্তাঃ মৎ-গত-প্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্, কথয়ন্তঃ চ মাম্ নিত্যম্ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ

অন্বয়। মচ্চিত্তাঃ মদ্গত প্রাণাঃ নিত্যম্ পরস্পরম্ বোধয়ন্তঃ চ মাম্ কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।

কঠিন শব্দ। মচ্চিত্তাঃ = আমাকে যাহারা মনে স্থাপন করিয়াছেন। মদ্গত প্রাণাঃ = যাঁহাদের প্রাণ আমাতে পড়িয়া থাকে। বোধয়ন্তঃ = পরস্পরকে বুঝাইয়া, কথয়ন্তঃ = আলোচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া। রমন্তি=লাগিয়া থাকিতে আনন্দ পান ; আত্মাকে পরমাত্মা বা ভগবানের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত রাখেন। (মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে সাধু সঙ্গে সব কিছু আসে)

অনুবাদ। আমাকে যাঁহারা মনে স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রাণ আমাতে পড়িয়া থাকে। তাঁহারা আমার রূপ গুণ কৃপা ইত্যাদি বিষয়, যুক্তি, শ্রুতি, অনুভব ও কাহিনী ইত্যাদির দ্বারা নিরন্তর পরস্পরকে বুঝাইয়া ও পরস্পরের সাহিত আলোচনা করিয়া তৃপ্তি বোধ করেন ও করান ; ও তাহাতে লাগিয়া থাকিতে আনন্দ পাক।

ভক্তিপ্রদীপ। বোধয়ন্ত=Meet together and enlighten one aoother as to the nature or my Real self তুষ্যন্তি=contribute to one another's spiritual progress with intens satisfaclion. রমন্তি=ever-lasting delight.

ভগবানই সর্ব্বকারণ-কারণ, এই জ্ঞান মনে বসিলে, অহৈতুকী ভক্তি আপনা হইতেই মনে উদ্গত হয়। ভগবানের লীলা কথা কিরূপ, তাহা ভাগবতের ১০।৩১·৬ শ্লোকসমূহ সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে, "তব কথামৃতং তপ্ত জীবনম্ কবিভির্য়ীড়িতং কল্মষাপহম্, শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনা ;

কৃষ্ণানন্দ। ভাগবদ্‌ভক্তগণ পরস্পর আলাপে, পরস্পর বিমুগ্ধ, ও গদ্‌গদচিত্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bhandarkar. A special characteristic of the Bhakta school is that all the bhaktas meet together, and contribute by discourses on Him to each other's elevation and satisfaction

শ্রীধর। মদ্‌গতপ্রাণ =ইন্দ্রিয় গ্রাম আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে, বা আমাতেই জীবন অর্পন করিয়াছেন। বোধয়ন্ত ইত্যাদি = পরস্পর বিচারযুক্তিপ্রাপ্ত বেদাদি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া ও বুঝিয়া। আমার নামরূপাদির, ইত্যাদি, শান্তি পান

মধুসূদন। শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা পরস্পরের নিকট আমারই তত্ত্ব বোধিত করেন। কথয়ন্ত =নিজ শিষ্যগণের নিকট আমারই বিষয়ে কথা কহিয়া থাকেন। রমন্তি=আরাম উপভোগ করেন

রামানুজ। মদ্‌গত প্রাণ আমা বিনা জীবনধারণ যে করিতে পারে না। বক্তাগণ সন্তুষ্ট থাকে, ও শ্রোতাগণ সেই অতিশয় প্রিয় গুণ শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করে।

শঙ্কর। জ্ঞান, বল, সামর্থ্যযুক্ত আমি পরমেশ্বরের, স্বরূপের বর্ণনা করিতে থাকিয়া....কোন অতিশয় প্রিয়বস্তু লাভের রীতি প্র্যাপ্ত হয়।

সন্তদাশ। বোধয়ন্তঃ = প্রবোধিত করিতে থাকেন।

মধ্ব। প্রাণ=energy

মহানামব্রত। নবম অধ্যায়ে মন্মনা, এখানে মচ্চিত্ত। হরির রূপ গুণ লীলায়, যার অন্তঃকরণ নিত্য রূপায়িত সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মচ্চিত্ত। যার চিন্তা, ভাবনা, সঙ্কল্প, বিকল্প ভগবদ্‌ বিষয়ক বস্তু মাত্র লইয়া, সে মন্মনা। যিনি মচ্চিত্ত, তিনি মদ্‌গত প্রাণ...থাকেন পরমানন্দে (রমন্তি)

১০। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্‌ উপযান্তি তে।

পদচ্ছেদ। তেষাং সতত যুক্তানাম্‌ ভজতাম্‌ প্রীতি-পূর্ব্বকম্‌, দদামি বুদ্ধি যোগম্‌ তম্‌ যেন মাম্‌ উপযান্তি তে।

অন্বয়। তেষাং সতত যুক্তানাম্‌ প্রীতি পূর্ব্বকম্‌ ভজতাম তম্‌ বুদ্ধি যোগম্‌ দদামি, যেন তে মাম্‌ উপযান্তি।

কঠিন শব্দ। সততযুক্ত=নিরন্তর আমাতে যুক্ত অর্থাৎ আসক্তচিত্ত। বুদ্ধি যোগ=বুদ্ধি উপযুক্ত করাই, আমার সাধনা করাইতে; বুদ্ধিতে সেই উপায় জাগাইয়া দি, যে উপায় দ্বারা আমি প্রাপ্তব্য হই, অর্থাৎ ভক্তিযোগে যুক্ত হইবার উপায়। এই অধ্যায় ভক্তি যোগ ষট্‌কের; সেইজন্য, বুদ্ধি যোগ অর্থে, এখানে ভক্তি যোগে যুক্ত হইবার বুদ্ধি, কর্ম্মষট্‌কেও 'বুদ্ধি যোগ' কথা ছিল, অর্থ সেখানে দেওয়া হইয়াছে কর্ম্মযোগে যুক্ত হইবার বুদ্ধি। মানুষের **বুদ্ধি বা শক্তি কতটুকু যে তাহার দ্বারা তাঁহাকে যে নিজে পাইতে পারে?** নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য—যমেবৈষ বৃণুতে···। =উপাযান্তি প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিযোগ=জ্ঞাননিষ্ঠা (নীলকণ্ঠ); উপায় (শ্রীধর); ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক দর্শন (মধুসূদন); আমার তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্‌ দর্শন সহ যোগই বুদ্ধি যোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর ; power by which the disoiple gains the wisdom which see, the One in all the forms which change and pass (Krishna Prem).

অনুবাদ। যাঁহারা এইরূপে আমাতে আসক্তচিত্ত থাকেন, ও তুষ্টির সহিত আমার ভজনা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিতে আমি সেই উপায় জাগাইয়া দি। (এখানে ভক্তি যোগে যুক্ত হইবার উপায়) যাহাতে আমাকে তাহারা পায়।

শঙ্কর। আমার তত্ত্বের যথার্থজ্ঞানের নাম বুদ্ধি, তাহাতে যুক্তে হবার উপায়।

তিলক। বুদ্ধিযোগ ; তাঁহাকে আমিই এমনই (সমত্ব) বুদ্ধির যোগ দি ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ। বস্তুতঃ পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক। কৃষ্ণানন্দ। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টির গুণে হৃদয়ে নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হয়। সেই ভগবদ বোধিনী বুদ্ধির দ্বারাই সাধক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন। ব্যোমব্রহ্ম। বুদ্ধি যোগ সেইরূপ জ্ঞানের যোগ।

Modi. In the case of those devotees, the preliminary qualification of চিত্তশুদ্ধি is not necessary ; the orly requisite demanded of them being self surrender to the Lord. The Gita holds that those whose minds and souis are full of Gods' love, who delight in constantiy

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

talking and thanking of God, and always adore God with love, are dear to Him; and God through His great mercy and kindness, grants them the proper wisdom and destroys the darkness of their ignorance by the light of Knowledge. Modi quotes passages of অনুগ্রহ doctrine from Srutis and Brahma Sutra.

শঙ্কর। সততযুক্ত=যাহার সকল প্রকার কামনা নিবৃত্তি হইয়া ভগবানে মন যুক্ত হইয়াছে। (গিরীন্দ্রশেখর বলেন এরূপ লোককে বুদ্ধিযোগ প্রদান করা অর্থশূন্য হয়, তাঁহার মতে ইহা অর্থ সর্ব্বদা পরিচিন্তন করা।

শ্রীধর। বুদ্ধিরূপ উপায় আমিই দি, আমাকে পাওয়াতে।

মহানামব্রত। তিনি ঐ ভক্তের হৃদয়ে আপন প্রাপ্তানুকূল বুদ্ধিযোগ দান করেন। তাহাদের হৃদয়ে এমন বুদ্ধির প্রেরণা করেন, যাহার দ্বারা তাহারা অচিরে তৎ সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন। ভক্ত যখন সাধনা করিয়া আমার সঙ্গে চিরযুক্ত হইতে চায়, আমি তখন আহার অন্তরে আমাকে আস্বাদন করিবার মত ভাবানুকুল বুদ্ধিযোগ প্রদান করি। মধুসূদন ঃ—বুদ্ধিযোগ =ঈশ্বর বিষয়ক সম্যক্ দর্শন।

ভক্তিপ্রদীপ। দদামি তম্ বুদ্ধিযোগম্=are endowed with such pure intelligence.

মধ্ব। I bestow the means, namely know-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ledge by which they come unto me.

বঙ্কিম সেন । "বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়, সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়"।

১১। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।১১

পদচ্ছেদ । তেষাম্ এব অনুকম্প অর্থম অজ্ঞানজম তমঃ নাশয়ামি, আত্মভাবস্থঃ জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।

অন্বয় । তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ অজ্ঞানজম্ তমঃ ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন নাশয়ামি।

কঠিনশব্দ । আত্মভাবস্থ = তাহাদিগের বুদ্ধিতে আমার নিজস্ব ভাবে স্থিত হইয়া। ভাস্বতা = উজ্জ্বল। অনুকম্পার্থম = করুণাবশতঃ।

অনুবাদ । তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থই আমি তাহাদিগের বুদ্ধিতে (আমি নিজভাবে) স্থিত হইয়া, উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা, তাহাদের অজ্ঞানজাত অন্ধকার বা ভ্রান্ত ধারণা সমূহ নাশ করি।

তাহাদের বুদ্ধিতে ভক্তিযোগে যুক্ত হইবার উপায় সমূহ উদ্ভাবিত করাই, ইহাই জ্ঞানদীপ প্রজ্জলিত করা। ইহাতে ভক্তিযোগ বিষয়ক বা আমা বিষয়ক ভ্রান্তধারণা সমূহ বিদূরিত হইয়া যায়। (জ্ঞান = আমা বিতয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান)। নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; সেখানে নিত্যাভিযুক্তদিগের যোগক্ষেম বহন করেন, বলিয়াছেন। এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের অজ্ঞান নাশ করেন বলিলেন ; দুইই মহত্ত্ব পূর্ণ কথা।

মধুসূদন ঃ জ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ করিতে হইলে, তজ্জন্য জ্ঞানের উৎপাদন ছাড়া অন্য কোন কর্ম্ম আবশ্যক নহে, কিম্বা বারবার জ্ঞানোৎপাদন করাও আবশ্যক নহে। ভগবানের অনুকম্পায় ভক্ত তাঁহার প্রেমভজনের বলেই সেই পরমতত্ত্বের প্রাপক যে জ্ঞান তাহা প্রাপ্ত হয়। আত্মভাবস্থ= আত্মাকারা যে অন্তঃকরণ বৃত্তি তাহাতে বিষয়রূপে অবস্থিত হইয়া...চিদাভাসযুক্ত অপ্রতিবদ্ধ দীপ সদৃশ জ্ঞানের দ্বারা। তমঃ = মিথ্যা প্রত্যয়। অপ্রভাব = আপনার অন্তঃকরণ বৃত্তিতে অবস্থিত (শঙ্কর); বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত (শ্রীধর) মনোবৃত্তির বিষয় হইয়া অবস্থিত (রামানুজ); তাঁহাদের আত্মাকারা যে অন্তঃকরণবৃত্তি; তাহাতে বিষয়রূপে অবস্থিত হইয়া, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা আমাকে বিষয়ী ভূত করিয়া (মধুসূদন). Inner sense of beings. বোধেন্দ্রিয়—(ব্যোমব্রহ্ম) ; আত্মাকার বৃত্তি (কৃষ্ণানন্দ)।

ভক্তিপ্রদীপ ঃ Illuminating their heart bright with lamp of pure knowledge.

কৃষ্ণানন্দ ঃ জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মবীজ স্বরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেন = বাহিরের কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরস্ত হয় না। তিনি আত্মস্বরূপে সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের বিকাশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। আত্মার ভাব যে অন্তঃকরণ তাহাতে স্থিত হইয়া, তাহাদের অবিবেক জন্য মিথ্যা প্রতীতিরূপ মোহময় অন্ধকারকে প্রকাশময় বিবেক বুদ্ধিরূপ জ্ঞানদীপ দ্বারা নষ্ট করিয়া দি।

মধুসূদন। আমি দয়া করিয়া, তাহাদের আপন জ্ঞান করিয়া, জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা ইত্যাদি। **শ্রীধরঃ**— বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক দীপ্তিমান জ্ঞান রূপ দীপক সাহায্যে, অজ্ঞান হইতে জাত সংসার নামক, তমঃ নাশ করি।

মধ্ব। Destroy darkness of nescience.

১২। অর্জ্জুন উবাচ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজম্ বিভূম্।১২

১৩। আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষি নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে (১৩)

পদচ্ছেদ। পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম পবিত্রম্ পরমম্ ভবান্। পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যম্ আদি-দেবম্ অজম্ বিভুম্, আহুঃ ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিঃ নারদঃ অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ স্বয়ম এব মে ব্রবীষি।

অন্বয়। ভবান্ পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম পরমম্ পবিত্রম্, ত্বাম্ সর্ব্বে ঋষয়ঃ শাশ্বতম্ দিব্যম্ পুরুষম্ আদিদেবম্ অজম্ বিভূম্ আহুঃ তথা দেবর্ষি নারদঃ অসিত দেবলঃ ব্যাসঃ চ স্বয়ম্ এব মে ব্রবীষি।

কঠিন শব্দ। পরম্ ব্রহ্ম = শুধু ব্রহ্ম নহেন; কারণ ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো অনেক কিছু, যথা কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবংবিদ্ধি বাক্যে (৩।১৫) যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, তাহারও উপরে আপনি, প্রকৃতি বা মহদ্ ব্রহ্ম হইতেও উপরে আপনি, ইত্যাদি। পরংধাম = শ্রেষ্ঠ আশ্রয়; আপনার স্বরূপ অতি মহান্। শাশ্বত = সনাতন। দিব্য = স্বপ্রকাশ জ্যোতিষ্মান। আদিদেব = মূল দেবতা; দেবগণের আদিকারণ বা স্রষ্টা। বিভূ = সর্ব্বব্যাপী। পুরুষ শব্দ শ্রুতি ইত্যাদিতে কয়েক স্থলে আছে, যথা, "সহস্রশীর্ষঃ পুরুষ", "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ (কঠ) ইত্যাদি। অর্থ, entity, হয়তো দেওয়া যাইতে পারে। যিনি পুরে শায়িত অর্থাৎ অন্তর্যামী, হৃদয়ে অবস্থিত, এ অর্থ ও অনেক স্থলে আসে।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন। আপনি পরব্রহ্ম; (মহান হইতেও মহীয়ান; যাহাদের ব্রহ্ম বলা হয়, তহাদিগের হইতেও উর্দ্ধে আপনি), আপনি শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, পরম শুদ্ধ (বা পরম পাপীকেও শুদ্ধ করেন), আপনি সনাতন স্বপ্রকাশ পুরুষ, দেবগণের স্রষ্টা মূল কারণ, জন্মরহিত সর্ব্বব্যাপক ইহা সকল ঋষিরা যথা দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ও ব্যাস বলেন ও আপনি নিজেও নিজ সম্বন্ধে আমাকে তাহাই বলিতেছেন।

এখানে দ্রষ্টব্য, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিলেন, ইহা কবিতার মাত্রা মিলাইবার জন্য করা হইয়াছে মনে হয় না। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহাতেও অর্জ্জুনের সমীহ ফুটিয়া উঠে নাই। ভক্তি ষট্‌কের ইহার পুর্ব্বেকার অধ্যায় গুলির "আমি ভগবান, আমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজনা কর” ইত্যাদি কথায় সমীহ হয়তো একটু একটু হইতে ছিল, কিন্তু তেমন ভাবে হয় নাই। এইখানে ভগবানের বিভূতির ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুন ভুলিয়া গেলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা, এবং অন্ততঃ একবারের জন্যও তাঁহার মুখ হইতে “আপনি” বাহির হইয়া পড়িল। বিশ্বরূপ দর্শনেও এইরূপ হইয়াছিল।

রামানুজ। ব্রহ্ম=যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি (তৈ উ ৩।১) ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম্ (তৈ ২।১) স যোহ বৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (মুণ্ডক ৩।২।৯)। (উপনিষদের অনেক বাক্য দিয়াছেন) ধামশব্দ জ্যোতির্বাচক।

মধুসূদন। কেহ অসিত দেবলকে এক ব্যক্তি ও ধৌম্যের ভ্রাতা বলেন, অন্যেরা দুই ব্যক্তি বলেন।

ব্যোমব্রহ্ম। শাশ্বত দিব্য পুরুষ=সনাতন আকাশীয় চৈতন্যময় অক্ষর পুরুষ। আদি দেব=মন বুদ্ধি আদি দেবগণেরও আদি, চৈতন্যময়। তোমাকে চেনা দুঃসাধ্য, তবে মানব যে তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করে তাহা আত্মারই আত্মদর্শন। যেটা ঘটে তোমারই প্রদত্ত বোধ শক্তির সাহায্যে, অতএব সেটাও তোমার নিজেকে নিজশক্তির দেখা বৈকি। ধিয়োযোনঃ=প্রচোদয়াৎ।

“Of Him, there is no cause nor yet effect.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

He is the cause, Lord of the Lord of causes. Noneis there like Him, none superior to Him His power is absolute"

শঙ্কর। পরমধাম = পরমতেজ। দিব্যম্ = দেবলোক-বাসী অলৌকিক পুরুষ।

Telang. আনন্দগিরির মতে অসিত দেবলের পিতা।

ভক্তিপ্রদীপ। পরমধাম = Abode Supreme. পুরুষম্ বিভূম্ The Divine Human form, sublime.

১৪। সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিম্ বিদুর্দেবা ন দানবাঃ।১৪

পদচ্ছেদ। সর্ব্বম্ এতৎ ঋতম্ মন্যে যৎ মাম্ বদসি কেশব, ন হি তে ভগবান্ ব্যক্তিম্ বিদুঃ দেবাঃ ন দানবাঃ।

অন্বয়। কেশব, যৎ মাম্ বদসি এতৎ সর্ব্বম্ ঋতম্ মন্যে ভগবন্ তে ব্যক্তিম্ দানবাঃ বিদুঃ ন দেবাঃ হি বিদুঃ।

কঠিন শব্দ। ঋতম্ = সত্য। ব্যক্তিম্ = ব্যক্ত হওয়ার ভাব বা উৎপত্তির তত্ত্ব বা শক্তির বা প্রভাবের তত্ত্ব, বা অস্তিত্বে আসিবার তত্ত্ব। মন্যে = I do believe (ভক্তি প্রদীপ)

অনুবাদ। কেশব, আমাকে যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য মনে করি যেহেতু তোমার ব্যক্ত হওয়ার ভাব বা অস্তিত্বে আসিবার তত্ত্ব, না দানবেরা, না দেবতারা কেহই জানে না।

তুমি ইহাদের স্রষ্টা, সৃষ্ট কি স্রষ্টাকে, দৃষ্ট কি দ্রষ্টাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিজ্ঞাত হইতে পারে? ব্যক্তি=প্রকাশ (শঙ্কর), নিরুপাধিক স্বভাব (আনন্দগিরি), প্রকাশের ভাব (রামানুজ) জন্ম (বিশ্বনাথ); প্রভাব (মধুসূদন)।

শ্রীধর। "আমাদের অনুগ্রহার্থ ভগবানের এই প্রকাশ" দেবতারা এইভাবে তাঁহাকে জানেন না; আবার "আমাদের নিগ্রহার্থ ভগবানের এইপ্রকাশ" এইভাবে দানবেরা জানে না।

Modi . ব্যক্তি=বিভূতি

Rajwade points out many un-Panini usages, but Vaidya defends them by saying that Gita was written about 5 ceturies before Panini.

মতিলাল। কেশব='ক', ব্রহ্মা; ঈশ রুদ্র; ব, গমনার্থক, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহার সহিত গমন করেন।

(১৫) তুমি নিজেই নিজেকে জান, আর কেহ নহে।

১৫। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।১৫।

পদচ্ছেদ। স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানম্ বেত্থ ত্বম্ পুরুষ-উত্তম, ভূত-ভাবন ভূত-ঈশ দেব-দেব জগৎপতে

অন্বয়। ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে পুরুষোত্তম ত্বম্ স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানম্ বেত্থ।

কঠিন শব্দ। বেত্থ=জান। ভূতভাবন=প্রাণিগণের জন্মদাতা। দেবদেব=আদিত্যাদির প্রকাশক (শ্রীধর)। দেবতাদিগেরও দেবতা (বা প্রকাশক)। আত্মানম্=নিজেকে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরূপাধিক ও সোপাধিক স্বরূপ (মধুসূদন)।

অনুবাদ । হে পুরুষোত্তম, প্রাণিগণের জন্মদাতা, প্রভু (বা নিয়ন্তা), দেবতাদিগেরও দেবতা (বা প্রকাশক) হে জগৎপতি, তুমিই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। (তুমি আদিকারণ, অন্য কেহ তোমাকে জানিতে সমর্থ নহে)।

এই শ্লোকে, সম্বোধনে যে চারিটি কথা অর্জ্জুন বলিয়াছেন, ভূতভাবন, ভূতেশ দেবদেব, জগৎপতে, তাহাতে ভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব সুন্দর ভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, ভূতসমূহের স্রষ্টা ও ঈশ্বর, জগতের পালক ও দেবতাগণের আরাধ্য।

শঙ্কর । নিজের দ্বারা নিজেকে অর্থাৎ নিরতিশয় জ্ঞান ঐশ্বর্য্য, সামর্থ্য আদি শক্তির সহিত যুক্ত ঈশ্বরকে জানেন।

১৬। বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্ম বিভূতয়ঃ
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।১৬

পদচ্ছেদ । বক্তুম্ অর্হসি অশেষেণ দিব্যাঃ হি আত্ম-বিভূতয়ঃ, যাভিঃ বিভূতিভিঃ লোকান্ ইমান্ ত্বম্, ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।

অন্বয় । ত্বম্ হি দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি, যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।

কঠিন শব্দ । দিব্যাঃ আত্ম বিভূতয়ঃ = আশ্চর্য্যজনক নিজের বিভূতি সকল ("বিভূতি",, পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। অশেষেণ = সম্পূর্ণ ভাবে। অর্হসি = যোগ্য। ব্যাপ্য তিষ্ঠসি = প্রসারিত হইয়া বা ব্যক্ত করিয়া অবস্থিত আছ। বক্তুম্ = বলিবার জন্য। বিভূতি = divine emanation (Telang)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যা = অত্যদ্ভুতা (শ্রীধর)। বিভূতি = মাহাত্ম্যের বিস্তার (শঙ্কর)। Glories : (Chidbhavananda).

অনুবাদ। তুমিই অলৌকিক বা আশ্চর্য্যজনক নিজ বিভূতিসকল সম্পূর্ণ রূপে বলিতে যোগ্য অর্থাৎ সমর্থ, সেই সকল বিভূতি, যাহা এই সকল লোকে ব্যাপ্ত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া তুমি অবস্থিত রহিয়াছ।

তোমার বিভূতি সকলের বর্ণনা তুমিই করিতে সমর্থ; অসংখ্য তোমার বিভূতি, তাহাদের দ্বারা তুমি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ; কেহকি তাহার সংখ্যা জানিতে সমর্থ ?

গোয়েন্‌কা। যে পদার্থ, তেজ, বল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, গুণ ও শক্তি আদি সম্পন্ন, "দিব্য" তাহার বাচক। সমস্ত জগৎ তাঁহার বিভূতি, তবে দিব্য বিভূতি নয়।

ব্যোমব্রহ্ম। আত্মার যোগৈশ্বর্য্য সমূহ বাস্তবিকই বিস্ময় জনক। তুমি যে যে শক্তির বিকাশ করিয়া নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, সেই সমস্ত নিঃশেষ করিয়া বলিতে যোগ্য। বিভূতি = যোগৈশ্বর্য্য।

কৃষ্ণানন্দ। ভগবৎ তত্ত্ব ভগবান স্বয়ং ব্যতীত আর কেহই সম্যকরূপে অবগত নহে। তাই অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতি ভগবানের নিকট শুনিতে চাহিলেন।

বিভূতয়ঃ 'Un-paninian' (Rajwade)

মধুসূদন। তোমার অসাধারণ বিভূতি সকল যখন দিব্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন অসর্ব্বজ্ঞেরা জানিতে পারে না, সেই জন্য তুমি আমাকে অশেষভাবে বল।

১৭। কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবান্ ময়া।১৭॥

পদচ্ছেদ। কথম্ বিদ্যাম্ অহম্ যোগিন্ ত্বাম্ সদা পরিচিন্তয়ন্, কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যঃ অসি ভগবান্ ময়া।

অন্বয়। যোগিম্ অহম্ কথম্ সদা পরিচিন্তয়ন্ ত্বাম্ বিদ্যাম্ চ ভগবন্ কেষু কেষু ভাবেষু ময়া চিন্ত্যঃ অসি।

কঠিন শব্দ। কথং = কি প্রকারে। যোগিন্ = যোগেশ্বর ; সর্ব্বযোগ সর্ব্বৈশ্বর্য্য যুক্ত-পুরুষ। পরিচিন্তয়ন্ = চিন্তা করিতে থাকিয়া বা স্মরণে আনিয়া। বিদ্যাম্ = জানিতে অর্থাৎ ধ্যানে আনিতে সমর্থ হইব। চিন্ত্যঃ অসি—স্মরিত হও।

অনুবাদ। হে যোগেশ্বর (বা সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষ), আমি কিপ্রকারে স্মরণ করিতে থাকিয়া তোমাকে ধ্যানে আনিতে সমর্থ হইব ? কোন্ কোন্ ভাবে তুমি আমার দ্বারা চিন্তনীয় বা স্মরণীয় ? (অর্থাৎ তোমার বিভূতিযুক্ত সেই সেই পদার্থের নাম আমায় বল যে যে পদার্থ দেখিলে, বা যাহাদের নাম মনে আনিলে, তুমিও স্মরণ পথে উদিত হইবে)।

কেহ কেহ এই ভাবের অর্থ করিয়াছেন—তুমি কি কি ভাবে আমার দ্বারা উপাসনার জন্য চিন্ত্য হইবে। কিন্তু এ অর্থ ঠিক হইবে না, কারণ ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং শাণ্ডিল্য সূত্রেও বলা আছে যে, সকল বিভূতিই পূজ্য নহে। ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি তাহা, আমি তাহা" বলিবার অর্থ 'আমারই একটু গুণ, তাক্ লাগান গুণ, উহাতে দিয়াছি, যেন আমিই উহাতে কণা ভাবে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছি।

কৃষ্ণানন্দ। আমি তোমাকে কোন্ পদার্থে কিরূপ বিভূতির দ্বারা কি ভাবে চিন্তা করিব ?

মধ্ব। যোগিন্ = One of boundless powers.

গিরীন্দ্র শেখর। সদা কি ভাবে চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব ?

শ্রীধর। কোন্ কোন বিভূতি চিন্তা করিয়া আপনাকে জানিব ? কোন্ কোন্ ভাব অর্থাৎ পদার্থে আপনাকে ধ্যান করিব ? কোন্ কোন্ পদার্থে আপনাকে চিন্তা করিতে পারি ?

Radhakrishnan. Arjuna wishes to know the aspects of nature where the Lord's presence is more clearly manifest and asks Krishna to tell them in what various aspects he should think of Him to help his meditation.

মধুসূদন। তোমার বিভূতিস্বরূপ চেতন ও অচেতন বস্তুসকলের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে তোমায় আমি চিন্তা করিব ? আমি স্থূল বুদ্ধি।

রামানুজ। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি ও জ্ঞান আদি ভাবের অতিরিক্ত, যাহার বর্ণনা করা হয় নাই। এরূপ কোন্ কোন ভাবে আপনাকে নিয়ন্তারূপে চিন্তন করা উচিত ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। তোমাকে সদা চিন্তা করিতে থাকিয়া, আমি তোমাকে কি ভাবে জানিব ?

সন্তদাস। কোন্ কোন্ ভাবে অস্তিত্বশীল পদার্থে, আমি তোমায় চিন্তা করিব ?

Telang—To know you fully is impossible, what special manifestations of you should we resort to for our rcdiations ?

ভক্তিপ্রদীপ। what are Thy different aspects on which I am to meditate.

১৮। বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।১৮।

পদচ্ছেদ। বিস্তরেণ আত্মনঃ যোগম্ বিভূতিম্ চ জনার্দ্দন, ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিঃ হি শৃণ্বতঃ ন অস্তি মে অমৃতম্।

অন্বয়। জনার্দ্দন আত্মনঃ যোগম্ চ বিভূতিম ভূয়ঃ বিস্তরেণ কথয়।হি অমৃতম্ শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি।

কঠিনশব্দ। আত্মনঃ যোগম্=তোমার নিজের যোগৈশ্বর্য্য, সঙ্কল্পের দ্বারা ঐন্দ্রজালিকের মত ক্রিয়া করা, এবং তোমার বিভূতি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে তোমার বৈভব একটু আধটু ফুটাইয়া দেওয়া, (যোগ ও বিভূতি পূর্ব্বে ব্যখ্যাত হইয়াছে)। বিস্তরেণ=বিস্তার করিয়া, আরও বেশী করিয়া। অমৃতম্=বচনামৃত। শৃণ্বতঃ=শুনিয়া।

অনুবাদ। জনার্দ্দন, স্বীয় যোগ ও বিভূতি (যোগ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভূতির উপরে ও পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) পুনরায় আরও বেশী করিয়া বল, যে হেতু ঐ সব অমৃত বচন শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না (আরও শুনিতে চাই)।

তিলক। অব্যক্ত স্বরূপ ছাড়িয়া ব্যক্ত স্বরূপ ধ্যান করিবার যুক্তিকে যোগ বলে (৪।৬; ৭।১৫ ; ৯।৭); বৈদান্তিকেরা ইহাকেই মায়া বলেন।…এই বিভূতি-বর্ণনার মতই অনুশাসন পর্ব্বে (১৪।৩১১-৩২১) এবং অনুগীতাতে (অশ্ব ৪৩, ৪৪) রূপের বর্ণনা আছে; কিন্তু গীতার বর্ণনা অধিক সরল। ভাগবত পুরানে একাদশ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়েও বর্ণনা আছে।

ব্যোমব্রহ্ম। তুমি আত্মার যোগৈশ্বর্য্যের কথা বিস্তারিত বল।

রামানুজ। যোগ=সৃজন, পালন, সঞ্চালন, নিয়মন, সংহারাদি কার্য্য।

শ্রীধর। যোগ=সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তাদিরূপ যোগবল।

শঙ্কর। যোগ=যোগৈশ্বর্য্যরূপ বিশেষ শক্তি; বিভূতি-চিন্তা করিবার যোগ্য পদার্থের বিস্তার। অর্দ অর্থে গগন; দেবতাদের বিপক্ষীজনদের নরকে গতি করান বলিয়া, নাম জনার্দ্দন; অথবা অর্দ অর্থে যাচনা, সকলে তাঁহার নিকট হইতে উন্নতি ও কল্যাণ যাচনা করে বলিয়া, নাম জনার্দ্দন।

Telang. যোগ, বিভূতি = Powers and Emanations.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। তদ্‌বাক্যম্, এরূপ না বলিয়া কেবল অমৃতম্ এইরূপ বলায়, অত্যুক্তি, অতিশয়োক্তি এবং রূপক এই ত্রিবিধ অলঙ্কারের মিশ্রণ হইয়াছে; ইহাতে পরিব্যক্ত হইতেছে যে ভগবানের সেই বাক্যে অত্যধিক মাধুর্য্য থাকায় তাহার অনুভবে অর্জ্জুনের অত্যধিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

১৯। শ্রীভগবানুবাচ। ১৯। হন্ত তে কথয়িষ্যামিদিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।১৯।

পদচ্ছেদ। হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাঃ হি আত্ম-বিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ন অস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে।

অন্বয়। কুরুশ্রেষ্ঠ হন্ত তে দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যামি হি মে বিস্তরস্য অন্তঃ ন অস্তি।

কঠিন শব্দ। হন্ত=বেশ, তাহাই হউক। প্রাধান্যতঃ= প্রধানগুলি। বিস্তরস্য=বিস্তারিত বিভূতি সমূহের।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, বেশ তাহাই হউক, হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, আমি স্বীয় অলৌকিক বিভূতি সমূহের মাত্র প্রধানগুলি বলিব, যেহেতু আমার বিস্তারিত বিভূতি সমূহের শেষ নাই। (ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ দ্রষ্টব্য)

শ্রীধর ও বলদেব। হন্ত, অনুকম্পার সহিত সম্বোধনে যুক্ত।

জ্ঞানেশ্বরী। হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ=বাবা অর্জ্জুন। **মধ্বাচার্য্য,** হন্ত ইতি হর্ষে।

ব্যোমব্রহ্ম। আত্মবিভূতয়ঃ=আত্মার আশ্চর্য্যশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমূহ।....শ্রীকৃষ্ণ কোথাও প্রধানের, কোথাও বৃহতের, কোথাও অধিপতির, কোথাও সারাংশের, কোথাও উৎপাদক ও রক্ষকের উল্লেখ করিবেন, এবং কোথাও বা পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণিত শ্রেষ্ঠগণের উপর স্বীয় বিভূতির প্রক্ষেপ দিয়া উপাখ্যান গুলির উজ্জ্বলতাবর্দ্ধন করিবেন।

অরবিন্দ। দিব্যগুরু শিষ্যকে প্রথমেই স্মরণ করাইয়া দিলেন যে পূর্ণ উত্তর সম্ভব নহে; কারণ ভগবান অনন্ত ও তাঁহার প্রকাশও অনন্ত। তাঁহার প্রকাশের রূপ সকলও অসংখ্য। প্রত্যেক রূপই নিজের মধ্যে লুক্কাইত কোন ভগবদ্ শক্তির। প্রতীক, বিভূতি; যাঁহাদের দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখেন প্রত্যেক সসীম বস্তুই আপন ভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে।

রামানুজ। যোগ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ভগবানের স্রষ্টা শক্তি আদি গুণ, এবং বিভূতি শব্দে নির্দ্দিষ্ট সেই সকল পদার্থ যাহা ভগবানের দ্বারা প্রেরিত করিবার যোগ্য।

মতিলাল। হন্ত=ইদানীং (শঙ্কর); অনুমতি প্রদানার্থক (আনন্দ গিরি) (মধুসূদন)

২০। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ।২০।

পদচ্ছেদ। অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব-ভূত-আশয়-স্থিতঃ, অহম্ আদিঃ চ মধ্যং চ ভূতানাম্ অন্তঃ এব চ।

অন্বয়। গুড়াকেশ, অহম্ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা চ ভূতানাম্ আদিঃ মধ্যম্ চ অন্তঃ চ অহম্ এব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ ৷ গুড়াকেশ = জিতনিদ্র অনেকে অর্থ করেন —নিদ্রারূপী অজ্ঞান যিনি জিতিয়াছেন। সর্ব্বভূত-আশয়-স্থিত = সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। আদি, মধ্য, অন্ত = উৎপত্তি, স্থিতি ও মৃত্যু। আত্মা, ইহার অর্থ ঈশ্বর বা পরমাত্মাও হইতে পারে, জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মাও হইতে পারে। উপনিষদে আত্মা পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকায় দেখাইয়াছি। "সর্ব্বভূতাশয় স্থিত", এ কথাতে পরমাত্মা হয় না তাহা নহে, ভগবান নিজেই ১৮।৬১ শ্লোকে বলিয়াছেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি আর গীতায় পরমাত্মা ও ঈশ্বর এক (১৫।১৭)।

অনুবাদ ৷ হে জিতনিদ্র অর্জুন, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা বা প্রত্যক্ চৈতন্য, (যে আত্মা তোমার চেতনা) তাহা আমিই। (অন্য অর্থ, হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বর, তাহা আমি) জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও মৃত্যু (ইহাদের কর্ত্তা) তাহাও আমি (১৮।৬১)। মহাভাঃ ৩।২৭২।৪৭ গীতাপ্রেমী।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, কি প্রাণীদের, কি বস্তুর, ভগবানের সঙ্কল্পে সাধিত হয়। জীবের আত্মা, তাহাও ভগবানের শক্তির বিকাশ, পরাপ্রকৃতি (৭।৫) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতা সনাতনঃ (১৫।৭)। এই দুইটি ব্যাপার, ভগবানের শক্তি সমূহের ভিতর বিশেষ শক্তি, তাঁহার বৈভবের বিশেষ বৈভব, এবং প্রথমেই উল্লেখ যোগ্য, তাই ভগবান প্রথমেই ইঁহাদের নাম করিলেন। এই দুইটি কথায়, জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত আসিয়া যায়। বহু শক্তির ভিতর জীবচৈতন্যের শক্তি অসাধারণ শক্তি, আর সেইরকমই, বহুবিধ শক্তির ভিতর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় শক্তিও অসাধারণ শক্তি

পারমাথিক ভাবে উপাধি বিরহিত জীবাত্মা ব্রহ্মাই, অন্য কিছু নহে। জ্ঞানবাদিগণ 'জীব ব্রহ্মই' এই বাক্যটির প্রমাণ স্বরূপ, "ভগবান ইহা নিজেই বলিয়াছেন" বলিয়া 'অহমাত্মা গুড়াকেশ' এই কথাগুলিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু বাক্যটি ঐরূপ ভাবে ব্যবহার করা উচিত হয় না। ভগবান শুধু আত্মা নহেন, ভগবান সবই। তাহা ছাড়া, বিভূতি ভাবে ঐ কথাগুলি উক্ত হইয়াছে। বাছিয়া বাছিয়া, 'আত্মা তিনি' মাত্র এই কথাগুলি লইলে ঠিক হয় না। তিনি হাঙ্গর, ঐরাবত উচ্চৈঃ শ্রবা, বাসুকি, অনন্ত, অগ্রহায়ণ মাস বসন্ত ঋতু, সুমেরু, হিমালয় এমন কি দ্যুতম্ ছলয়তামস্মি। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই চৈতন্য ইহা ঠিক হইলেও, পরমাত্মার তুলনায় জীবাত্মাতে যাহা পাই (যথা অল্পজ্ঞতা, অল্পশক্তি, অব্যাপকত্ব, তদাত্মকতা, সুখদুঃখভোক্তা ইত্যাদি) তাহাতে ভাগত্যাগ লক্ষণার ন্যায়ের দোহাই দিয়া, জীবত্মা ও পরমাত্মা এক বলা, এক ফোঁটা জলকে সমুদ্র সমান জলের সহিত অভিন্ন বলার মত হইবে। আজকাল দুই নয়া পয়সায় যে, যে ধাতু আছে, আজকালকার টাকাতেও সেই সেই ধাতু আছে কিন্তু কেহ কি দুই নয়া পয়সাও একটাকা অভিন্ন বলিবেন, বা দুই নয়া পয়সা লইয়া আমাকে একটাকা দিবেন' ? আত্মা বা জীবাত্মা কি, ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এ বিষয়ে অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলি মতবাদ আছে, যথা বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, চিদাভাসবাদ অবচ্ছেদবাদ ইত্যাদি। সে সবে যাইবার দরকার নাই; ইহা এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আত্মা সম্বন্ধে ভগবান যাহা বলিলেন তাহা বিভূতির দৃষ্টিতে; আত্মা ব্রহ্ম কিনা এ দৃষ্টিতে নহে। গীতা জীব ও ব্রহ্ম এক, এ কথা কোথাও স্পষ্ট বলে নাই; ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ অধ্যায়েও নহে। (উপনিষদে পরমাত্মা কথা নাই, পরমাত্মার স্থলে আত্মা শব্দ ব্যবস্থিত হইয়াছে। এখানেও আত্মা অর্থে জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা লইলে কোন কথা উঠিবে না। কারণ, পরমাত্মা ভগবানই। আমরা দুই অর্থই দিলাম। বিভূতির দৃষ্টিতে তিনি যেমন পাশা-খেলোয়াড়, সেই ভাবে জীবাত্মাও তিনি, এ অর্থ লইলেই বেশী ভাল হয়।

সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা="সকল জীবগণের হৃদয়দেশে অন্তর্য্যামিরূপে এবং প্রত্যগাত্মারূপে অবস্থিত চৈতন্য ও আনন্দ (সে আমিই)" (মধুসূদন)। "অন্তঃকরণ মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণদ্বারা নিয়ামক রূপে অবস্থিত পরমাত্মাই আমি" (মধুসূদন)। সকল ভূতের অন্তঃকরণে যিনি স্থিত, তিনি ব্যষ্টি বিরাটের অন্তর্যামী (বলদেব, বিশ্বনাথ)। আমার শরীররূপ সকলভূতের হৃদয়ে আমি আত্মা হইয়া অবস্থিত (রামানুজ)। সর্ব্বস্যচাহং ইত্যাদি (১৫, ১৫) ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাম্ ইত্যাদি (১৮।৬১। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ। যস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বানি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি। এষ ত আত্মান্তর্য্যা ম্যমৃতঃ (বৃ উ ৬।৯।১৫)

Krshna Prem. The "I" who speaks is not just the personal Krishna, but the Great Atma, One and Manifold, pervading by its power all things that are. This is made clear in verse 37 in which the personal Krishna, son of Vasudeva is treated as quite separate from the 'I' who is speaking....Such type of being on earth is what it is because of the reflection. Some aspect of that Atman. This reflection is best seen in those objects which are preeminent within their class for it is in them that the Divine Archetype has best found expression.

Radhakrishnan. The world is a living whole; a vast inter-connectedness, a cosmic harmony inspired and sustained by the One Supreme.

রামদয়াল। জীবের হৃদয়ে অবিদ্যার বাস, সেই জন্য হৃদয়কে আশয় বা অবিদ্যার জন্মস্থান বলা হয়।

বলদেব। আমাকে মহৎ, স্রষ্টা, ও আমি এই তিন ভাবে পরিজ্ঞাত হও! জীবাভিমানী বিরাটে আমি সমষ্টিরূপে অন্তর্য্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মীভাবে অবস্থিত, সকল জীবের হৃদয়ে আমি আছি, আবার ব্যষ্টি অন্তর্যামীরূপে আমি জীব হৃদয়ে আছি।...সাত্বত তন্ত্রে তিন জন পুরুষ বর্ণিত; পুরুষ নামাভিধেয় বিষ্ণুর তিনরূপ; প্রথম বা মহৎ (স্রষ্টা), দ্বিতীয় অন্তঃসংস্থিত, তৃতীয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত।

অরবিন্দ। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আরম্ভ হইল সেই আদি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া, যাহা এই বিশ্ব প্রকাশের সকল শক্তির মধ্যে অনুস্যত রহিয়াছে। সেইটি এই যে, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবান গুপ্ত ভাবে বাস করিতেছেন, তিনি তাহাদের বাহ্য আভ্যন্তরীন্ জীবন ধারার মর্ম্মস্থানে অন্তরাত্মা; যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে, তিনি সেই সবেরই আদি মধ্য এবং অন্ত।

কৃষ্ণানন্দ। সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আনন্দ ঘন চৈতন্য স্বরূপ আমি। প্রধান বিভূতি, জীবের অন্তঃকরণ। জীব আপনাকেই জানিতে পারিলেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারিবে।

ব্যোমব্রহ্ম। গুড়াকেশ=যোগসমাধির ঈশ্বর, র্ব্ব-ভূতস্থিত আত্মা।

শ্রীধর। সমস্ত ভূতের অন্তঃকরণ মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণদ্বারা নিয়ামক রূপে অবস্থিত পরমাত্মাই আমি।

মধুসূদন। মুখ্য চিন্তনীয় প্রথম, শোন। সকল জীবগণের হৃদয় দেখো অন্তর্য্যামিরূপে, এবং প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ, তুমি আমায় তাদৃশ বাসুদেব রূপেই চিন্তা করিবে।

রামানুজ আমার শরীররূপ সকল ভূতের হৃদয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আত্মারূপে স্থিত। শরীরের, যে সকল প্রকারে আধার, নিয়ন্তা, শেষী (স্বামী), তাহার নাম আত্মা; এই প্রকারে সকল ভূতের আত্মারূপে স্থিত আমি : তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

শঙ্কর। সকল ভূতের আন্তরিক হৃদয়দেশে স্থিত অন্তরাত্মা আমি; আমার ধ্যান সদা এই প্রকারে করিবে।

মতিলাল। জগতের যাবতীয় বস্তুতে তাঁহার অবস্থিতি থাকিলেও, যাহা সর্ব্বোত্তম, তাহাই ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি নামে অভিহিত হয়। অন্তর্ধ্যানে অদৃষ্ট পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভবপর হইতে নাও পারে, তাই বহির্দৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য পদার্থের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানকে যাহাতে লোকে অবধারণ করিতে পারে, তাহার জন্যই দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তিনি আত্মবিভূতির নির্দ্দেশ দিতেছেন।

ভক্তিপ্রদীপ। I am the soul, the Indwelling Moni or, (Paramatman) of the whole universe... The Slokas from 24 to 41 comprise the Divine Exten sions of the Lord.

মধ্ব। I, as Atman, am pre sent in the heart of all beings.

Chidbhavananda, I am the Soul, seated in the heart of all beings.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১। আদিত্যানামহং বিষ্ণু র্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ।২১

পদচ্ছেদ। আদিত্যানাম্ অহম্ বিষ্ণুঃ জ্যোতিষাম্ রবিঃ অংশুমান্ মরীচিঃ মরুতাম্ অস্মি নক্ষত্রাণাম্ অহম্ শশী ।২১

অন্বয়। অহম্ আদিত্যানাম্ বিষ্ণুঃ জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ অহম্ মরুতাম্ মরীচিঃ নক্ষত্রাণাম্ শশী অস্মি।

অনুবাদ। (দ্বাদশ) আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণ সমৃদ্ধ সূর্য্য আমি ; (ঊনপঞ্চাশ) বায়ুগণের ভিতর মরীচি আমি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে (নক্ষত্রগণের স্বামী) চন্দ্র আমি।

দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ বিবস্বান, পুষা সবিতা ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। কেহ কেহ রুদ্র, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্থলে বিধাতা শক্র ও উরুক্রম বলেন। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, ভিন্ন ভিন্ন নামও পাওয়া যায়।

আদিত্য অর্থে অদিতির পুত্রগণ, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ, অনেকে এ অর্থ করেন ; বিষ্ণু অর্থাৎ উপেন্দ্র বা বামন।

৪৯ বায়ু সাত শ্রেণীতে পড়ে তাহাদের নাম—আবহ বা মরীচি, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ। (শ্রীধর) Storm Gods (Maxmuller).

এখানে, এই বিভূতি ব্যাপারে ইহা লক্ষিত হইবে যে, কোন গুণ বা শক্তির প্রাধান্যে নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে যে বড় অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বেশী প্রশংসা পাইবার যোগ্য, অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা যাহাতে ভগবানের গুণ বা শক্তি একটু বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, ভগবানের সেই বিভূতি বহনকারীকে, ভগবান তাহার মাহাত্ম্য বাড়াইয়া "আমি তাহা" বলিয়াছেন, আর যদিচ বিষ্ণু, রাম, বাসুদেব ভগবান নিজেই, তাঁহারা বিভূতি নহেন, তবুও বিভূতির তালিকা গুণস্মরণের নির্দ্দেশক ভাবে করা হইতেছে বলিয়া, গুণস্মরণের জন্য, বিভূতির ভিতর রামাদির নামও ফেলা হইয়াছে। পূর্ব্বে অন্যত্র ইহা আমরা বলিয়াছি। (রাম, মর্য্যাদা পুরুষ)।

Krishna Prem. What makes the Gods shining and powerful? It is the Light and Power of One.

গিরীন্দ্র। আদিত্য—বিষ্ণু, শক্র অর্য্যমা ধাতা ত্বষ্টা পুষা বিবস্বান সবিতা, মিত্র বরুণ, অংশ ভগ। মৎস্যপুরাণে অর্য্যমার পরিবর্ত্তে যমের নাম আছে। মরুদ্ গণ, আদিতে অসুর সেনানায়ক ছিলেন; ইন্দ্র তাঁহাদিগকে নিজ দলে ভাঙ্গাইয়া লইয়া আনেন। দেবতাদের রাজার সাধারণ নাম ইন্দ্র। দেবতা ও অসুর ইলাবৃত বাসী মনুষ্য ছিলেন।

রামানুজ। "নক্ষত্রদিগের ভিতর শশী আমি" ইহার অর্থ নক্ষত্রদিগের স্বামী শশী, আমি।

গোয়েন্কা। ৪৯ মরুতের নাম দিয়াছেন, বলিতেছেন মরীচি বলিয়া কোন নাম পান নাই। মরীচি অর্থে বায়ুর তেজ লইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। তাহার পর, এই যে সব সজীব সত্তা, বিশ্ব দেবতা, অতিমানব, মানব এবং মানবেতর প্রাণী, ইহাদের মধ্যে এবং এই সকল গুণ শক্তি বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর যাহা প্রধান, শীর্ষ স্বরূপ. গুণে সর্ব্বোত্তম, তাহাই ভগবানের একটি বিশিষ্ট শক্তি, বিভূতি।

ব্যোমব্রহ্ম। বায়ুগণের "সংরক্ষক" বিশুদ্ধিকারী মরীচি, সূর্য্যরশ্মি।

২২। বেদানাম্ সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনঃ ।২২

পদচ্ছেদ। বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি, দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ, ইন্দ্রিয়ানাম্ মনঃ চ অস্মি, ভূতানাম্ অস্মি চেতনা।

অন্বয়। বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি। দেবানাম্ বাসবঃ অস্মি চ ইন্দ্রিয়াণাম্ মনঃ অস্মি ভূতানাম্ চেতনা অস্মি।

অনুবাদ। বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (অর্থাৎ স্বামী) আমি মন, ও জীবগণের মধ্যে, অর্থাৎ জীবশরীরে আমি চেতনা। চেতনা না থাকিলে জীবিত প্রাণী মৃত বলিয়া গণ্য হয়। সামবেদ সুললিত স্বরে গীত হয় বলিয়া ভগবান উহাকে বিশিষ্টতা দিয়াছেন। কেহ আবার, সামবেদের নামোল্লেখে, গীতা মনুর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত করেন, কারণ মনু বলিয়াছেন সামবেদের ধ্বনি অশ্রাব্য। কেহ বলেন গীতারচয়িতা নিশ্চয়ই সামবেদী ছিলেন। (তিলক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতনা=চিৎস্বরূপের চিত্তে প্রতিভাসিত আভাস চৈতন্য, কেহ এইরূপ অর্থ করেন। চেতনা=প্রানিগণের সম্বন্ধিনী জ্ঞানশক্তি (শ্রীধর); কার্য্যকারণরূপ শরীরে সদা প্রকাশিত বুদ্ধি বৃত্তি (শঙ্কর); যাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় সেই বুদ্ধি বৃত্তি (মধুসূদন)।

অরবিন্দ। সজীব সত্তাসকলের মধ্যে আমি সেই চৈতন্য, যাহার দ্বারা তাহারা নিজদিগকে, এবং নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহকে অবগত হয়।

ব্যোমব্রহ্ম। জীবগণের সারাংশ চেতন। বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আমি সমজ্ঞান; সমজ্ঞানে দুঃখের নাশ হয়। ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ দুঃখের নাশ।

২৩। রুদ্রাণাম্ শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ রক্ষসাম্
বসূনাম্ পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ।২৩।

পদচ্ছেদ। রুদ্রাণাং শঙ্করঃ চ অস্মি বিত্তেশঃ যক্ষ—রক্ষসাম্, বসূনাং পাবকঃ চ অস্মি মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্।

অন্বয়। রুদ্রাণাম্ শঙ্করঃ অস্মি চ যক্ষ রক্ষসাম্ বিত্তেশঃ চ অহম্, বসূনাম্ পাবকঃ অস্মি শিখরিণাম্ মেরুঃ।

কঠিনশব্দ। বিত্তেশ=ধনপতি কুবের।

অনুবাদ। রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসগণের মধ্যে ধনপতি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি শুদ্ধি প্রদায়ক অগ্নি—ও শিখরশালী পর্ব্বতদিগের মধ্যে আমি মেরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সুমেরু)। ইহারা সকলে আপন আপন দলের মধ্যে সেই দলের বিশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।

রুদ্র। একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহির্বুধ্ন পিনাকী, অপরাজিত ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। অষ্টবসু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভব। (মতিলাল ভব ও বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে, অপ্ ও ধর, নাম দিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

গিরীন্দ্র ঃ রুদ্র—অজৈক পাদ অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত হর, বহুরূপ এ্যম্বক, শম্ভু সাবিত্র সুরেশ্বর জয়ন্ত পিনাকী (মৎস্যপুরাণ ; এই পুরাণের অন্য দুই অধ্যায়ে বিভিন্ন তালিকা আছে)। বিষ্ণুপুরাণে, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক অপরাজিত কৃষ্ণাকপি শম্ভু কপর্দ্দী রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব, কপালী। পুরাণের রুদ্রগণের নামের মধ্যে কোথাও শঙ্করের নাম নাই। বসুগণ—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ প্রভাস (বিষ্ণু পুরাণ)। মৎস্যপুরাণে অন্য নাম। যে সব শৈলের মাত্র একটি চূড়া, তাহার নাম শিখরী ; বহু পর্ব্বা গাঁট বা চূড়া= পর্ব্বত। যাহা সমুদ্রের নীচে ছিল=গিরি।মেরু শৈলে ইলাবৃত বাসী দেবরাজগণ থাকিতেন।

গোয়েন্কা ঃ রুদ্র—হর, চক্ষুরূপ, এ্যম্বক অপরাজিত বৃষাকপি শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব কপালী। শম্ভু= শঙ্কর (হরিবংশ)। বসু—ধরধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনল প্রত্যুষ প্রভাস। অনল বসুদের রাজা ও দেবতাদের হবিঃ পৌছান; তাহা ছাড়া বলা হয়, অগ্নি ভগবানের মুখ।

ব্যোমব্রহ্ম। রুদ্র = ভীষণ, শঙ্কর = সকল চাঞ্চল্যের শান্তিবিধান করেন।

Chldbhavananda. মেরু, মেরুদণ্ডের প্রতীক।

২৪। পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ

পদচ্ছেদ। পুরোধসাং চ মুখ্যম্ মাম্ বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্. সেনানীনাম্ অহম্ স্কন্দঃ সরসাম্ অস্মি সাগরঃ

অন্বয়। পুরোধসান্ মুখ্যম্ বৃহস্পতিম্ মাম্ বিদ্ধি চ পার্থ অহম্ সেনানীনাম্ স্কন্দঃ সরসাম্ সাগরঃ অস্মি।

কঠিনশব্দ। পুরোধসাম্ = পুরোহিত গণের মধ্যে

অনুবাদ। পার্থ পুরোহিত গণের মধ্যে প্রধান, বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে জানিবে সেনাপতি গণের মধ্যে আমি স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিক; জলাশয়, সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র।

সপ্ত প্রজাপতির অন্যতম্ তৃতীয় প্রজাপতি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য্য।

২৫। মহর্ষীনাম্ ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্
যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।২৫।

পদচ্ছেদ। মহর্ষীনাম্ ভৃগুঃ অহম্ গিরাম্ অস্মি একম্ অক্ষরম্, যজ্ঞানাম্ জপ-যজ্ঞঃ অস্মি স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয় ঃ অহং মহর্ষীণাম্ ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অস্মি যজ্ঞানাম্ জপযজ্ঞঃ স্থাবরাণাম্ হিমলয়ঃ অস্মি।

কঠিনশব্দ ঃ গিরাম্ = বাক্যসকলের মধ্যে

অনুবাদ ঃ আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু (বিষ্ণু ইহাঁর পদাঘাত বক্ষস্থলে লইয়াছিলেন), বাক্যসকলের মধ্যে একাক্ষর ওঁকার হই। যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ (ভগবানের নামজপ, অহিংসাত্মক আড়ম্বরশূন্য ক্রিয়া; জপ যজ্ঞের বিশেষত্ব, ইহা সকল সময়, সকল অবস্থায় করা যায়।

(এই নামজপেরই প্রকারান্তর নাম সঙ্কীর্ত্তন, যাহা মুখ্যভাবে চৈতন্যদেব প্রচলিত করিয়াছেন ; নামজপ, নামসঙ্কীর্ত্তন, রূপকভাবে যজ্ঞ)। স্থাবর অর্থাৎ যাহা অচল, তাহাদিগের মধ্যে আমি গিরিরাজ হিমালয়। 'শিখরশালীপর্ব্বত ও সাধারণ পর্ব্বতদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়া, শিখরপালী পর্ব্বত দিগের মধ্যে মেরু ও সাধারণ পর্ব্বতদিগের ভিতর হিমালয়ের নাম করা হইয়াছে।

তিলক বলেন....ভক্তিমার্গে জপযজ্ঞের বিশেষ মহত্ত্ব আছে। মনু বলিয়াছেন, আর কিছু কর বা না কর, কেবল জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করেন। জপাৎ সি দ্ধ'।

শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন, কলিতে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন দ্বারাই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওঁকারের মত বীজমন্ত্র এবং নাম, ইহারা শব্দব্রহ্ম এবং অতিশয় শক্তি সম্পন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়েন্‌কা ঃ বিধি যজ্ঞ হইতে জপ ১০ গুণ, উপাংসু-জপ ১০০ গুণ ও মানস জপ ২০০ গুণ শ্রেষ্ঠ।....ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ ক্রতু, মনু দক্ষ,, বশিষ্ঠ পুলস্ত্য—১০ মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ভৃগু স্বায়ম্ভব ও চাক্ষুষ, কয়েক মন্বন্তরে সপ্তর্ষিতে ছিলেন। নারায়ণ ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করেন

জপ যজ্ঞকে কেহ কেহ, সোঽহহ—হংস জপ, অজপা জপ বলিয়াছেন, এ অর্থও লওয়া যাইতে পারে।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ জপ=কোনও মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করা। (নামের দার্শনিক তত্ত্ব—স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তি যোগ দ্রষ্টব্য)

২৬। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ দেবর্ষীনাম্ চ নারদঃ
গন্ধর্বাণাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধানাম্ কপিলো মুনিঃ।২৬।

পদচ্ছেদ ঃ অশ্বত্থঃ সর্ব্ব-বৃক্ষাণাম দেবর্ষীণাম্ চ নারদঃ, গন্ধর্বাণাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধানাম্ কপিলঃ মুনিঃ

অন্বয় ঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ চ দেবর্ষীণাম্ নারদঃ গন্ধর্বাণাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধানাম্ কপিলঃ মুনিঃ।

অনুবাদ ঃ বৃক্ষ সকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে অর্থাৎ অধিপতি আমি চিত্র-রথ নামক গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি। (যাঁহারা জন্মাবধিই পরমার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁহাদের সিদ্ধ বলা হয়)।

কপিল মুনির নাম আমরা শাস্ত্রে তিনভাবে পাই (১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবহুতির পুত্র যিনি মাতাকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, ও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া যিনি গণ্য, (২) সগর রাজার বংশ যিনি ভস্ম করিয়াছিলেন, (৩) সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা। এই তিন জনই কি এক বা বিভিন্ন, তাহা জানা নাই। কপিল মুনি (দেবহুতির পুত্র) জন্মজ্ঞানী।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ অশ্বত্থঃ=যঃ (প্রভাত পর্য্যন্তং) তিষ্ঠতি ইতি শ্বথঃ (শ্বথ—স্থা+উ)—ন ঈদৃশঃ ইতি অশ্বথ (যাহা ক্ষণ স্থায়ী নহে—সনাতন চৈতন্য)

সন্তদাস ঃ সিদ্ধ=জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন।

২৭। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্ নরাণাম্ চ নরাধিপম্ ।২৭।

পদচ্ছেদ ঃ উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানানাম্ বিদ্ধি মাম্ অমৃত—উদ্ভবম্, ঐরাবতম্ গজেন্দ্রাণান্, নরাণাম্ চ নরাধিপম্।

অন্বয় ঃ অশ্বানাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসম্ গজেন্দ্রাণাম্, ঐরাবতম্ চ নরাণাম্ নরাধিপম্ মাম বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ ঃ অমৃতোদ্ভবং=অমৃতের জন্য সমুদ্র মন্থন করা হইয়াছিল, সেই মন্থনে জন্ম।

অনুবাদ ঃ অশ্বদিগের মধ্যে সমুদ্র মন্থন কালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব ও গজেন্দ্রদিগের মধ্যে সেই মন্থন উদ্ভূত ঐরাবত নামক হস্তী ও মনুষ্যগণের ভিতর নরপতি বলিয়া আমাকে জানিবে।

রামানুজ ঃ অমৃতোদ্ভব, ঐরাবতেরও বিশেষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়েনকা। বৈবশ্বত মনুকে নরাধিপ বলিলে আপত্তিকর হইবে না।

২৮। আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্
প্রজন শ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ

পদচ্ছেদ। আয়ুধানাম্ অহম্ বজ্রম্ ধেনূনাম্ অস্মি কামধুক, প্রজনঃ চ অস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ।

অন্বয়। অহম্ আয়ুধানম্ বজ্রম্ ধেনুনাম্ কামধুক অস্মি প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি সর্পাণাম্ বাসুকিঃ অস্মি।

কঠিন শব্দ। প্রজন = প্রাণিগণের জন্ম উৎপাদক Not the merely carnal passion (Telang).

অনুবাদ। আমি অস্ত্রসকলের মধ্যে বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু। প্রাণিগণের জন্ম উৎপাদক কন্দর্প বা কাম আমি, ও সর্পগণের মধ্যে (সর্পের রাজা) বাসুকি আমি (হই)।

কামেই স্ত্রীপুরুষে পরস্পর মিলন আনে, একজন হইতে সন্তান হয় না। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, সন্তানোৎপাদনের জন্য, বংশ রক্ষার জন্য কাম ভগবানের বিভূতি স্বরূপ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম ৭।১১। কামধেনুর নিকট হইতে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। সর্প ও নাগ ভেদে ভুজঙ্গ জাতি দুই প্রকারেব। বাসুকি সমুদ্র মন্থনে রজ্জুর কাজ দিয়াছিল। সর্পে বিষ থাকে, নাগে থাকে না।

রামানুজ। সর্প একশির বিশিষ্ট ও লাগ বাহুশির বিশিষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্ বরুণো যাদসামহম্
পিতৃণাম্ অর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতাম্ অহম্।

অন্বয়। অহম নাগানাম্ অনন্তঃ চ যাদসাম্ বরুণঃ অস্মি চ, পিতৃনাম্ অর্য্যমা সংযমতাম্ যমঃ অহম্ অস্মি।

পদচ্ছেদ। অনন্তঃ চ অস্মি নাগানাম্ বরুণঃ যাদসাম্ অহম্ পিতৃণাম্ অর্যমা চ অস্মি, যমঃ সংযমতাম্ অহম্।

কঠিন শব্দ। পিতৃগণ—অগ্নিষ্বাত্ত, ধৌম্য বা সৌম্য, হবিষ্মান, উষ্মপাঃসুকালী, বর্হিষৎ ও আজ্যপা)। এ তালিকায় কিন্তু অর্য্যমার নাম নাই। বেদে অর্য্যমার স্তুতি আছে। সংযতাম্=নিয়ামক গণের ভিতর। যাদসাম=জল দেবতাগণের ভিতর।

অনুবাদ। নাগগণের ভিতর (তাহাদের রাজা) আমি অনন্ত, জলদেবতাগণের ভিতর (তাহাদের অধিপতি) আমি বরুণ, পিতৃগণের ভিতর আমি অর্য্যমা ও নিয়ামক গণের ভিতর আমি যম।

সর্পে বিষ থাকে, নাগে থাকে না। অনন্ত বা শেষের উপর প্রলয়ে ভগবান শয়ন করেন। যম নিয়ন্তা। এই ভাবে যে তিনি পাপপুণ্যের বিচার করিয়া দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন; যমের দরবারে কোনও পক্ষপাতিত্ব হয় না।

রামানুজ। সর্প একশির বিশিষ্ট ও নাগ বহুশির বিশিষ্ট। অনন্ত অগ্নিবর্ণের ও বাসুকি হরিদ্রাবর্ণের।

গিরীন্দ্র। সর্প, নাগ, ইহারা জাতি। সর্পজাতি বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে উচ্ছিন্ন হইলেও, ভারতে নাগগণ বহুদিন যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিল। অন্ধ্ররাজ শালিবাহন নাগ জাতীয় ছিলেন। এখনও নাগ উপাধি দেখা যায়।

গোয়েন্‌কা। পিতৃগণ—সুকাল, আঙ্গিরস, সুস্বধা সোমপা, বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্বা ও বর্হিষদ (হরিবংশ); শিবপুরাণে কব্যবাহ, অনল, সোম, অর্য্যমা বর্হির্ষদ

ব্যোমব্রহ্ম। পিতৃলোকদের ভিতর অর্যমা সূর্য্যলোক।

বরুণ জলজন্তুণের অধিপতি

৩০। প্রহ্লাদ শ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চপক্ষিণাম্।

পদচ্ছেদ। প্রহ্লাদঃ চ অস্মি দৈত্ত্যানাম্ কালঃ কলয়তাম্ অহম্ মৃগাণাম্ চ মৃগেন্দ্রঃ অহম্ বৈনতেয়ঃ চ পক্ষিণাম্।

অন্বয়। অহম্ দৈত্যানাম্ প্রহ্লাদঃ চ, কলয়তাম্ কালঃ অস্মি চ মৃগাণাম্ মৃগেন্দ্রঃ; পক্ষিণাম্ বৈনতেয়ঃ অহম্।

কঠিনশব্দ। কলায়াতাম = সময়ের হিসাব যাহারা রাখে, অর্থাৎ কত সময় অতীত এবং কোন সময়ে কি ঘটিবে, ইহা যাহারা গণণা করে, তাহাদের মধ্যে ; অথবা জীবনের পরিমাপক যাঁহারা তাহাদের ভিতর।

অনুবাদ। দৈত্যদিগের ভিতর আমি প্রহ্লাদ, সময়ের হিসাব যাহারা রাখে, বা জীবনের পরিমাপক যাহারা, তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতর আমি কাল ; পশুগণের ভিতর আমি পশুরাজ সিংহ ও পক্ষীগণের ভিতর আমি বিনতানন্দন গরুড়।

কলয়তাম=যাহারা গ্রাসকারী (কলয়ৎশব্দ হইতে); অথবা সকলকেই বশীভূত করে, সকলেরই দিন গণনাকরে যাহারা, বা ঘটনাসমূহ, কখন্ কোন্‌টা হইবে বা হইয়াছে, বলিয়া দেয় যাহারা (তিলক)। গনণাকারীদিগের মধ্যে ; (শঙ্কর); বশকারী (শ্রীধর বলদেব বিশ্বনাথ), কালের বশে সকলেই অবস্থান করে। অনর্থ প্রাপ্তি করাইবার ইচ্ছায়, যাহারা জীবের আয়ুর্গণনা করে (রামানুজ)। গ্রাসকারী (গিরীন্দ্র, ৩৩ শ্লোকের কাল=সময়)। কাল=অয়ুষ্কাল। ঘটনা সমুহের সংখ্যাকারী (কৃষ্ণানন্দ) ঘটনার পর ঘটনায় আমাদের মনে জ্ঞান-ক্রিয়ার ধারা চলিতে থাকে, তাহা হইতে কালের ধারণা উৎপন্ন হয় এবং সেকেণ্ড মিনিট, ঘণ্টা দিয়া তাহার পরিমাণ করি ; অনন্ত ভাবে এ ধারা চলিতে থাকে। গ্রাসকারী, সকল গ্রাসকারী দিগের মধ্যে, কালই সব কিছু গ্রাস করে, অগ্নিও নহে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। কাল=যাহা আদি অন্ত রহিত যাহা সকলের শেষ যাহা সর্ব্ব জীবের পরাভব কারী।

ব্যোমব্রহ্ম। কলয়ৎ=প্রেরক, বিনাশক, পরিরক্ষক

রামদয়াল। দিবারাত্রি, পক্ষ, মাস ঋতু উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, বৎসর—এইরূপে কালের গণনা হয় ; অনন্তকাল যাহা তাহাই আমি। সকলের দিন গণনা করে কাল।...ভগবান, গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. কাল=Counts the number of men's. sins (Ramanuja), Divided into years, months etc. (Sridhara).

মধ্ব। কাল=Omniscient, কাল comes from the root কল which has very many senses.

Chidbhavananda. কাল=The great ard unfailing recorder of the appearance, stay, and disappearance of the things and beings in the universe

৩১। পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ।৩১।

পদচ্ছেদ। পবনঃ পবতাম্ অস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতাম্ অহম্। ঝষাণাম্ মকরঃ চ অস্মি স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী ।

অন্বয়। অহম্ পবতাম্ পবনঃ শস্ত্রভৃতাম্ রাম অস্মি চ ঝষাণাম্ মকরঃ অস্মি, স্রোতসাম্ জাহ্নবী অস্মি।

কঠিন শব্দ। পবতাম্=বেগবানদিগের ভিতর ; পবিত্রকারীদিগের ভিতর। শস্ত্রভৃতাম্=শস্ত্রধারীদিগের ভিতর। ঝষানাম্=মৎস্যদিগের ভিতর। মকর=হাঙ্গর। স্রোতসাম্=নদী সমূহের ভিতর।

অনুবাদ। বেগবান দিগের ভিতর (অথবা পবিত্রকারীদিগের ভিতর) আমি বায়ু, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি রাম;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎস্যগণের ভিতর আমি মকর, ও নদী সমূহের ভিতর আমি গঙ্গা (হই)।

হাঙ্গর, শক্তিতে ও আকারে অতিবিশিষ্ট; যদি চ উহাও মাছ, অন্য মাছেদের সহিত তুলনায় মনে হইবে যেন ভগবানের একটু তাক্ লাগান গুণ ইহাতে আসিয়াছে। বিভূতি এই কথাটা মনে আসিলেই, ভগবানও স্মরণ পথে আসিবেন। বিভূতি বিশিষ্ট জীবজন্তু, নদী, পর্ব্বতাদির আলোচনার, ইহাই সার্থকতা। হাঙ্গরকে ভগবান ভাবিতে বলা হইতেছে না। রাম অর্থে পরশুরাম কি বলরাম, কি রাবণারি রাম, বোঝা গেল না। রাবণারি রাম বিশিষ্ট অবতাররূপে বর্ণিত হন। রাম অর্থে রাবণারি রাম ধরিলে অন্যায় হইবে না, কারণ অবতারত্ব আলোচিত হইতেছে না; বিভূতি, যাহা এখানে অস্ত্রচালন নিপুণতা, তাহা আলোচিত হইতেছে।

৩২। সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদ প্রবদতামহম ।৩১

পদচ্ছেদ। সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যম্ চ এব অহম্ অর্জ্জুন, অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্ বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্।

অন্বয়। অর্জ্জুন, সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যম্ চ অহম্ এব অহম্ বিদ্যানাম্, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবদতাম বাদঃ।

কঠিনশব্দ। সর্গাণাম্=যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের। আদি অন্ত মধ্য=উৎপত্তি বা সৃষ্টি কর্ত্তা, অন্ত=শেষ বা সংহর্ত্তা, মধ্য=মাঝখান, অর্থাৎ স্থিতি বা পালনকর্ত্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্ম বিদ্যা=আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিত্ত=মন বুদ্ধি দেহ ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত যে "আমি" সে আমি কে, ও ব্রহ্মের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বলিয়া দেয়। 'বাদ',—"যে প্রকারেই হউক জিতিব" এইরূপ জিদ্ ত্যাগ করিয়া সত্য নির্ণয়ের জন্য যে বাদানুবাদ বা বিচার করা হয় তাহার নাম 'বাদ'। (চতুর্দ্দশ বিদ্যা=চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ)। প্রবদতাম=তর্কের প্রণালী সমূহের বা তর্ককারীদিগের ভিতর।

অনুবাদ। অর্জ্জুন যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তি বা সৃষ্টি কর্ত্তা, শেষ বা সংহর্ত্তা এবং মধ্য অর্থাৎ স্থিতি বা পালন কর্ত্তা, আমি। বিদ্যা সমূহের ভিতর আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা (উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) এবং তর্কের প্রণালীতে আমি 'বাদ'। (ইহা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

স্বামদয়াল। দেহকে অধিকার করিয়া যিনি অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে অধ্যাত্ম বলে, অর্থাৎ আত্মা; যে বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে জানা যায়। অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, এই গুলি এক কথা. **মধুসূদন।** অধ্যাত্মবিদ্যা=মোক্ষের হেতুভূত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

গোয়েন্‌কা। অধ্যাত্মবিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যা যাহা আত্মার সহিত সমন্বিত, যাহা আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে ও যাহার প্রভাবে অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে।

ব্যোমব্রহ্ম। অধ্যাত্ম=আত্মার বিষয়ে জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর ঃ আত্মজ্ঞান। (তর্কের অন্যান্য প্রণালীঃ— বিতণ্ডা=স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন। জল্প=যে প্রকারেই হউক নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা)।

মধ্ব ঃ অধ্যাত্ম বিদ্যা Knowledge of the Lord as the Ruler and Master of the souls.

৩৩। অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ।৩৩।

পদচ্ছেদ ঃ অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ, অহম্ এব অক্ষরঃ কালঃ ধাতা অহম্ বিশ্বতোমুখম্।

অন্বয় ঃ অহম্ অক্ষরাণাম্ অকারঃ চ, সামাসিকস্য দ্বন্দ্বঃ অস্মি অক্ষয়ঃ কালঃ বিশ্বতোমুখঃ ধাতা অহম্ এব অস্মি।

কঠিন শব্দ ঃ সামাসিকস্য=সমাসের ভিতর। অকার স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ, স্বর বর্ণের সামর্থ্য বিনা ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হয় না। দ্বন্দ্ব সমাস, ইহার সকল পদ সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাল—কালের ধারা কখন থামিবে না (ইহা আয়ুষ্কাল নহে) অথবা, কাল=মহাকালও হইতে পারে। বিশ্বতোমুখ=বিরাট স্বরূপ=ভগবানের চক্ষু সমন্বিত মুখ, সকল দিকে যেন রহিয়াছে, তিনি সব কিছু দেখিতে পান এবং বিধাতা ভাবে তাঁহার বিধান পরিরক্ষিত রাখেন ; অথবা যে কোন স্থানে যে কোন দিক হইতে তাঁহার পুজা করা হউক, তিনি তাহা পান ও ফলপ্রদান করেন (৯।২৫)। একজন টীকাকার বলিয়াছেন, সমাস=মন্ত্রার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথনের জন্য গুরুশিষ্যের একত্র অবস্থান; এই একত্র অবস্থানে যে অর্থ সমূহ জানা যায়, তাহা সামাসিক; সামাসিক মধ্যে দ্বন্দ্ব=নিগূঢ় রহস্য। ধাতা=বিধাতা, ফলপ্রদান কর্ত্তা, ধারণ ও পোষণ কর্ত্তা। (ওঁ=অ+উ+ম ইহারও প্রথম অক্ষর অ)।

অনুবাদ। অক্ষর সমূহের ভিতর আমি 'অ'কার, সমাস সমূহের ভিতর আমি দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই কাল (বা মহাকাল যাহা ক্ষয়হীন বা শেষহীন), আমি ধাতা অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ কর্ত্তা ও ফলপ্রদান কর্ত্তা, আমি সেই, যিনি 'বিরাট', যাঁহার চতুর্দ্দিকে মুখ রহিয়াছে।

শ্রীধর। "বশকারকদিগের মধ্যে আমি কাল"। এই বাক্যে আয়ুর্গণনার উপায় সম্বৎসর শতবর্ষাদি আয়ুঃস্বরূপ কাল কথিত হইয়াছে, তাহা আয়ুঃক্ষয় পাইলে ক্ষয় পায়, কিন্তু এখানে প্রবাহরূপ ক্ষয়শূণ্য কালের বিষয় বলা হইয়াছে; ইহাই উভয় বাক্যের পার্থক্য।

Chidbhavananda. Time itself is beginningless and endless, not like days and hours.

রামদয়াল। আয়ুর্গণন কালের কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা আয়ুক্ষয়ে ক্ষয় হয়, কিন্তু এখানে বলিতেছি অক্ষয় কাল ঈশ্বর আমি।

কাল=সঙ্কর্ষণের মুখের কালাগ্নি (বলদেব); মহাকাল রুদ্র (বিশ্বনাথ); কলা মুহূর্ত্তাদি বিভাগীকৃত অবিনাশী কাল আমি (রামানুজ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমব্রহ্ম। সমাস সমূহের আদি কারণ মিলন, এ অর্থও হয়। ধাতা রক্ষাকর্ত্তা।

শঙ্কর। কালের আর এক অর্থ, কালের কাল পরমেশ্বর।

মধুসূদন। অনিত্যকাল জীবিতাদির পরিমাণই তথায় বিবক্ষিত, আর এখানে কাল পদের অর্থ মহাকাল—পরমেশ্বর।

গোয়েন্‌কা। কালের তিন ভেদ (১) সময় বাচক স্থূল কাল (২) মহাপ্রলয়ের পরে, যে সময় প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহাই প্রকৃতিরূপী কাল (৩) নিত্য শাশ্বত বিজ্ঞানানন্দ ঘন পরমাত্মা।

৩৪। মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতি র্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।৩৪

পদচ্ছেদ। মৃতুঃ সর্ব্বহরঃ চ অহম্ উদ্ভবঃ ভবিষ্যতাম্ কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ চ নারীণম্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।

অন্বয়। অহম্ সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ চ ভবিষ্যতাম্ উদ্ভবঃ চ নারীণাম্ কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ চ ক্ষমা।

কঠিনশব্দ। সর্ব্বহরঃ=সর্ব্বগ্রাসী। ভবিষ্যতাম্ উদ্ভব= ভবিষ্যতের উৎপত্তি বা অভ্যুদয়। ভবিষ্যতে উৎপত্তিশীলদিগের মধ্যে আমি উৎপত্তিস্থান।

অনুবাদ। সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু ও আমি, ভবিষ্যতের অভ্যুদয় বা তাহার কারণ বা কর্ত্তা তাহাও আমি। নারীগণের ভিতর কীর্ত্তি, শ্রী বাক্ স্মৃতি মেধা ধৃতি ও ক্ষমা আমি।

এই নারীগণ, ইঁহারা ধর্ম্মের পত্নী ও নানাগুণ যুতা হওয়ায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি শ্রেষ্ঠা ও সার্থকনামা বলিয়া কথিত হন। যদি বাক্ শব্দের অর্থ মিষ্ট বাক্ ধরা হয়, তাহা এইগুলি নারীগণের স্পৃহনীয় গুণ, ও আমি ঐ নাম সকলের গুণগুলি, এই অর্থ করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মের দশপত্নী ও দক্ষের দশকন্যা, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি মেধা পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, পুরাণে পাওয়া যায়; উপরি উক্ত নাম গুলির সহিত এ নামগুলি সম্যক মেলে না। চিন্তামণি বলেন, দক্ষ কন্যা স্মৃতি মেধা কীর্ত্তি ধর্ম্মেরপত্নী, ক্ষমা পুলহ পত্নী। ভৃগুকন্যা শ্রী বিষ্ণু পত্নী, ব্রহ্মার কন্যা বাক্ নারায়ণের পত্নী ইত্যাদি; তবে একাধিক লোকের নাম এক হয়।

সর্ব্বহর—ধন ও প্রাণ দুই প্রকারের নাশ মৃত্যু করে বলিয়া সর্ব্বহর (শঙ্কর); মৃত্যু জীবনের শোক দুঃখ পাপ তাপ সকলই শেষ করিয়া দেয়; এ জীবনের সকল কথা ভুলাইয়া দিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করার সুযোগ করিয়া দেয় (চিন্তামণি)।

রামদয়াল ঃ জীবগণ পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে; সংহারকদিগেরও মৃত্যু আমি বিধান করি, তাই সর্ব্বহর। প্রলয়ে সমস্ত নাশ করি, তাই সর্ব্বহর····ধার্ম্মিকের দিগদেশ খ্যাতি, তাহাই কীর্ত্তি: ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্পত্তি হেতু যে শরীর শোভা, তাহাই শ্রী; সর্ব্বার্থ প্রকাশিনী যে সংস্কৃত বাণী, তাহা বাক্; পূর্ব্বানুভূত অর্থ স্মরণ শক্তির নাম স্মৃতি। বহু শ্লোকার্থ ধারণার শক্তিকে মেধা বলে। রোগাদি দ্বারা অবসন্ন হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাপল্য নিবারণ করিয়া প্রিয়বস্তুতে চিত্ত রাখিবার শক্তি তাহাই ধৃতি। হর্ষ বিষাদেও যে অবিকৃত চিত্ততা, তাহাই ক্ষমা। রামদয়ালের অর্থ সমূহের মত। মধুসূদনেরও অর্থ।

৩৫। বৃহৎসাম্ তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দ সামহম্।
মাসানং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুণাং কুসুমাকরঃ

পদচ্ছেদ ঃ বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্ গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্ মাসানাম্ মর্গশীর্ষঃ অহম্ ঋতুণাম্ কুসুমাকরঃ।

অন্বয় ঃ তথা অহম্ সাম্নাম্ বৃহৎসাম ছন্দসাম্ গায়ত্রী, মাসানাম্ মার্গশীর্ষঃ ঋতুনাম্ কুসুমাকরঃ অহম্।

কঠিন শব্দ ঃ সাম্নাম্=সামবেদোক্ত সামসমূহের মধ্যে। ছন্দসাম্=ছন্দ বিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে। মার্গশীর্ষ=অগ্রহায়ণ কুসুমাকর=বসন্ত ঋতু। বৃহৎসাম্=ইন্দ্রস্তুতিরূপ ঋক নামে পরিণত। শতপথ ব্রাহ্মণে গায়ত্রীর ইতিহাস আছে, বাহুল্যভয়ে এখানে দেওয়া হইল না। পূর্ব্বে, বৎসর অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ হইত, মার্গশীর্ষ নক্ষত্রকে বৎসরে আরম্ভ নক্ষত্র বলা হইত। ছন্দঃ—গায়ত্রী, উষ্ণিব অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী। গায়ত্রী ষড়ক্ষরা বৃত্তি, ইহাই আদিবৃত্তি, কারণ ছয় অপেক্ষা কম অক্ষরের, ছন্দে প্রয়োগ নাই।

অনুবাদ ঃ আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম নামক সাম, ছন্দ বিশিষ্ট মন্ত্র সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, মাসগুলির মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতু গুলির মধ্যে বসন্ত ঋতু।(বৃ ৫।১৪।১-৭; ছা ৩।১২)

ব্যোমব্রহ্ম ঃ ছান্দোগ্যে দশবিধ সামের উল্লেখ আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ত্র, রথন্তর, বামদেব, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শক্করী রেবতী, যজ্ঞাযজ্ঞীয়, রাজন।

(অগ্রহায়ণ মাস, না অধিক শীত, না অধিক গ্রীষ্ম, ও নূতন ধান্য বা কাস্তুক প্রভৃতি শাক উৎপন্ন হয়।

বসন্তঋতু সুরভি পুষ্প ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন, যজ্ঞাদি আধান; জ্যোতি নামক যজ্ঞ ইত্যাদি,—মধুসূদন)

মধুসূদন। "ত্বমিদ্ধি হবামহে" এই ঋকটি লইয়া যে গীতিবিশেষ, তাহা বৃহৎসাম, ইন্দ্রের স্তুতি। মধুসূদন গায়ত্রীছন্দ বৃহৎ সাম ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন।

৩৬। দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম ।৩৬।

পদচ্ছেদ। দ্যূতম্ ছলয়তাম্ অস্মি তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্, জয়ঃ অস্মি ব্যবসায়ঃ অস্মি, সত্ত্বম্ সত্ত্ববতাম অহম্।

অন্বয়। অহম্ ছলয়তাম্ দ্যূতম্ তেজস্বিনাম্ তেজঃ অস্মি অহম্ জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ সত্ত্ববতাম্ সত্ত্বম্ অস্মি।

কঠিন শব্দ। দ্যূতং ছলয়তামস্মি = বুদ্ধিতে ঠকাইয়া জয়লাভ করা যায়, এরকম ক্রীড়া সমূহের মধ্যে আমি পণ রাখিয়া পাশা খেলা; ইহাতে অত্যন্ত কূট বুদ্ধি চাই। ছলনাকারীদের পাশা খেলা (শঙ্কর)। ব্যবসায় = অধ্যবসায়। সত্ত্ববতাম্ = সাত্ত্বিকগণের মধ্যে। কেহ অর্থ করেন, পদার্থ বলিয়া যাহাদের কিছু আছে, সেই পদার্থ আমি; যাহারা শূন্যগর্ভ, তাহাদের অপদার্থ বলা হয়। কেহ সত্ত্ব শব্দের অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য স্বরূপ সত্ত্ব গুণের কার্য্য। (এখনও horse rule এবং অনেক সময়ে larceny তে আইনে অনুমতি পাওয়া যায়)।

অনুবাদ। বুদ্ধিতে ঠকাইয়া জয়লাভ করা যায় এরকম ক্রীড়া সমূহের মধ্যে আমি পাশা খেলা; তেজস্বিদিগের মধ্যে তেজ আমি; জয় আমি, অধ্যবসায় আমি বা উদ্যম শালীদের উদ্যম আমি, সাত্ত্বিকগণের সত্ত্বগুণ আমি।

ঠকান খেলা এমন কিছু ভাল জিনিষ নয়, শ্রদ্ধা উৎপাদক মোটেই নয়। তবে ইহাদের মধ্যে পাশা খেলায় খুব ধৈর্য্য, খুব একাগ্রতা, খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। ঐরূপ বুদ্ধি ইত্যাদি নির্দ্দেশক বলিয়া বিভূতি নাম পাইয়াছে; সম্মান বা পুজার ভাব মোটেই ইহাতে নাই।

Gandhi – Bhida Shastri translates 'I am the gamble of the deceiver, i.e. I deceive the deceiver.

Krishna Prem. Even in the greatly wicked, we feel His presence compelling wonder, even admiration, inspite of all the protests of our moral nature-

G. S. Vaidya. It this speaks of the time when the অক্ষ্যাকার was one of the eleven Jewels

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of a King, and when the game of dice was a necessary part of the Ragasurya celebration.

মধুসূদন। অর্থ করেন, যাহারা প্রবঞ্চনারূপ ছল করে, তাহাদের সম্বন্ধে আমি অক্ষক্রীড়াদি রূপ সর্ব্বস্বাপহারক দ্যুত স্বরূপ, অর্থাৎ পরস্পর প্রবঞ্চকগণের দ্যুত রূপ।

রামানুজ। ছল যাহারা করে, তাহাদের আশ্রয় সমূহের ভিতর পাশা খেলা আমি।

জ্ঞানেশ্বরী। ছলে যাহা কুশল, তাহার ভিতর আমি পাশা খেলা, সেই জন্য যদিচ পাশা খেলা খোলা খুলি ভাবে চুরি, তথাপি তাহা নিবারণ করা উচিত নয়।

ব্যোমব্রহ্ম। প্রতারকদিগের ছল ক্রীড়া (শঠতা ইত্যাদি)।

ভক্তিপ্রদীপ। of the cheats, I am the gambler.

৩৭। বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ অস্মি পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ
মুনীনামপ্যহংব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।

পদচ্ছেদ। বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ অস্মি পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাম অপি অহম্ ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনা কবিঃ।

অন্বয়। বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ পাণ্ডাবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ মুনীনাম্ ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনা কবিঃ অপি অহম্ অস্মি।

কঠিন শব্দ। কবি = কবিতা লেখক, বা নীতি বিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচয়িতা সূক্ষ্মার্থদর্শী, ক্রান্তদর্শী (মধুসূদন), ত্রিকালদর্শী (শঙ্কর)।

অনুবাদ। আমি বৃষ্ণী বংশীয়দিগের মধ্যে (বসুদেব পুত্র) বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ), পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জ্জুন) মুনিগণের মধ্যে ব্যাস আমি এবং কবিগণের (বা নীতিবিজ্ঞান রচয়িতা বা সূক্ষ্মার্থদর্শীগণের মধ্যে উশনা (শুক্রাচার্য্য) হই।

বাল্মীকির কথা কেন বলা হয় নাই? তবে কি গীতা রচনার সময়ে বাল্মীকির রামায়ণ চলিত হয় নাই। শুক্রাচার্য্যের বিশেষ এমন কি কার্য্য আছে "হয়তো যাহা ছিল তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হয়তো বাল্মীকির পূর্ব্বের কবি বলিয়া কারণ শুক্রাচার্য্য সত্যযুগের এবং বাল্মীকি (ত্রেতাযুগের) শুক্রাচার্য্যের নাম করা হইয়াছে। বা হয়তো কবি অর্থে সূক্ষ্মার্থদর্শী বা নীতি বিজ্ঞানবিৎ; এই অর্থই ঠিক মনে হয়, কারণ শুক্রাচার্য্য নীতিবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

ধনঞ্জয় ও বাসুদেব, নর নারায়ণ, সেই জন্য এই দুই জনের নাম একসঙ্গে করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অর্জ্জুন অনেকাংশে যুধিষ্ঠির হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্য যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া অর্জ্জুনের নাম করা হইয়াছে। (কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বলায় অর্থ হয় না, হয়তো এখানে বাসুদেব অর্থে বলরাম। শ্রীকৃষ্ণই মুল, আর সব তাঁহার বিভূতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলদেব ও বিশ্বনাথ ঃ বাসুদেব = বসুদেবতনয় সঙ্কর্ষণ।

রামানুজ ঃ শ্রীকৃষ্ণকে বিভূতি বলা হয় নাই, বাসুদেবের পুত্র হওয়াকে বিভূতি বলা হইয়াছে, ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেবে হইয়াছে, বলিয়া, তাঁহাকে বিভূতি বলা হইয়াছে, নতুবা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

রামদয়াল ঃ ২৮ জন ব্যাস নহেন, এক ব্যাসই বহুবার জন্মিয়াছেন।

গিরীন্দ্রশেখর ঃ উশনারচিত বলিয়া খ্যাত এইরূপ অনেকগুলি শ্লোক দিয়াছেন।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ ব্যাস, যোগ কথক। পুষানাঙ্গি গীতা ব্রহ্মপুত্র রচয়িকা। বেদ বিভাজক

Modi. যে নাম কৃষ্ণের সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে, অধ্যায় অনুযায়ী তাহার তালিকা দিয়াছেন।

৩৮। দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাম্ জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্

পদচ্ছেদ ঃ দণ্ডঃ দময়তাম্ অস্মি নীতিঃ অস্মি জিগীষতাম্, মৌনম্ চ এক অস্মি গুহ্যানাম্ জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্ অহম্।

অন্বয় ঃ চ দময়তাম্ দণ্ডঃ অস্মি জিগীষতাম্ নীতিঃ অস্মি গুহ্যানাম্ মৌনঃ অস্মি জ্ঞানবতাম্ জ্ঞানম্ অহম্ এব।

কঠিন শব্দ ঃ দয়মতাম = দমন কারিগণের। বিনা দণ্ডে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যসত্যই যাহারা অসৎ লোক, তাহাদিগকে দমন করা যায় না; যষ্ঠি দ্বারা প্রহারও এই দণ্ডের ভিতর গণিত। নীতি=যাহা জয়কে কলঙ্ক শূন্য ও সার্থক করে; অথবা নীতির অর্থ সামদান দণ্ড ভেদ, বা বুদ্ধি বা কার্য্যকৌশল। মৌনতা=কোন বিষয় গোপন রাখিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা না বলা উচিত, অর্থাৎ মৌনতা বা বাক্‌সংযম অবলম্বন করা উচিত।

অনুবাদ। আমি দমন কারিগণের দণ্ড, জয়েচ্ছু গণের নীতি (উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। গোপনীয়তায় মৌনতা ও জ্ঞানিগণের জ্ঞান আমি।

মধুসূদন। জ্ঞান=আত্মতত্ত্ব, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতা হইতে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকাররূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহা সকল প্রকার অজ্ঞানের নাশক। মৌন=যে চুপ করিয়া থাকে, তাহার অভিপ্রায় জানা যায় না।

৩৯। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন
ন তদস্তি বিনা যঃ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ।৪৯।

পদচ্ছেদ। যৎ অপি সর্ব্বভূতানাম্ বীজম্ তৎ অহম্ অর্জ্জুন ন তৎ অস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতম্ চর-অচরম্।

অন্বয়। চ অর্জ্জুন যৎ সর্ব্বভূতানাম্ বীজম্ তৎ অপি অহম্, তৎ চরাচরম্ ভূতম্ ন অস্তি যৎ ময়া বিনা স্যাৎ।

কঠিন শব্দ। বীজ=মূলকারণ। উৎপত্তি কারণ (শঙ্কর)।

অনুবাদ। অর্জ্জুন যাহা কিছু (জীব বা বস্তু সমূহের) মূলকারণ, তাহা আমি। চরাচরে (জঙ্গম ও স্থাবরে) এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু নাই, যাহা আমা ব্যতীত হইতে পারে। (সমস্তই আমা হইতে জাত, বা সমস্ততে আমি আছি)।

মধুসূদন। সমস্ত জীবগণের প্ররোহের অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ স্বরূপ মায়োপাধিক চৈতন্যস্বরূপ যে বীজ।

রামানুজ। প্রথমেই বলা হইয়াছে অহমাত্মা গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতাশয়স্থিত। তাৎপর্য্য এই, সকল অবস্থায় স্থিত, সকল বস্তু মাত্র তাহাদের আত্মারূপ আমা-পরমেশ্বরে যুক্ত।

রামদয়াল। আমি আমার মায়া দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়াছি। বীজ মধ্যে যেরূপ বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ মায়োপহিত চৈতন্যে এই জগৎ লুক্কাইত ছিল।

৪০। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাং পরন্তপ
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তিরো ময়া।

পদচ্ছেদ। ন অন্তঃ অস্তি মম দিব্যানাম্, বিভূতীনাম্ পরন্তপ, এষ তু উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া।

অন্বয়। পরন্তপ, মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি এষঃ তু ময়া বিভূতেঃ বিস্তরঃ উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ।

কঠিন শব্দ। উদ্দেশ্যতঃ=সংক্ষেপে।

অনুবাদ। হে পরন্তপ (বা শত্রুতাপন) অর্জ্জুন, আমার অলৌকিক (বা জাজ্জ্বল্যমান বিভূতি সমূহের শেষ নাই। সেই জন্য এই অতি বিস্তৃত বিভূতির বিষয় আমা কর্ত্তৃক অতি সংক্ষেপে কথিত হইল।

ভগবানের এইরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠা মহিমার অন্ত নাই, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ব চরাচরে যেখানে যেখানে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারও অন্ত নাই। সংখ্যার দ্বারা তাহা গণিয়া উঠা যায় না।

ভগবান বিভূতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে যে জড় ও চেতন বস্তু ও ভাব ও ক্রিয়াদির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা মোটামুটি যে যে শ্রেণীতে পড়ে তাহা—চেতন, জড়, ভাব দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক প্রাণী। যথা, ভাবের উদাহরণ—বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা সত্য, দম, শম, সুখ দুঃখ ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, প্রভব, জয়, ব্যবসায়, সত্ত্ব, জ্ঞান, মৌন, নীতি, ইত্যাদি।

দেবতার বা যাহারা দেববৎ তাহাদের ভিতর পড়ে বিষ্ণু, রবি, মরীচি, মনু, শশী, বাসব, শঙ্কর বিত্তেশ, পাবক, বৃহস্পতি, স্কন্দ, ভৃগু নারদ, চিত্ররথ, কপিল, কন্দর্প বাসুকি অনন্ত, বরুণ, আর্য্যমা, রুদ্র যম, কাল, মৃত্যু, কীর্ত্তি, শ্রী বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ক্ষমা ইত্যাদি।

জড়ের ভিতর পড়ে মেরু সাগর হিমালয় অশ্বত্থ, ইত্যাদি।

তির্য্যক দিগের ভিতর পড়ে—উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কামধুক্, বৈনতেয়, হাঙ্গর, মৃগেন্দ্র ; ইত্যাদি।

মনুষ্যদিগের ভিতর রাম, কৃষ্ণ নরাধিপ, ভৃগু, উশনা, ধনঞ্জয় ব্যাস, বাসুদেব, কপিল, ইত্যাদি। শিক্ষার ভিতর অধ্যাত্ম বিদ্যা, গায়ত্রী, বৃহৎসাম ইত্যাদি ফেলা যাইতে পারে

ইহা লক্ষিত হইবে, দেবতা ইত্যাদিরা বেশীর ভাগ পৌরাণিক। উপনিষদিকও বৈদিক বিশেষ নাই। বরুণ বেদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলদেবতা নহেন। বলা যায় না, হয়তো উপনিষদ যুগের অনেক পরে পৌরাণিক যুগে বা তাহার প্রাক্ কালে ইহা রচিত। ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। বৌদ্ধ যুগে গীতা কোনও আকারে ছিল কি ? দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে হয়তো পৌরাণিক যুগের আরম্ভ। ব্যাস মহাভারতের গীতার ও পুরাণ সমূহের রচয়িতা।

কৃষ্ণের সময়ের ব্যাস, গীতার রচয়িতা ব্যাস, মহাভারত রচয়িতা ব্যায়, পুরাণাদি রচয়িতা ব্যায়, ভগবৎ কার ব্যায় ইহারা হয়তো একব্যক্তি লাভ হইতে পারেন।

রামদয়াল ঃ বিশিষ্ট রূপে হওয়াই বিভূতি। তুমি সর্ব্বদা এক হইয়াও, সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও, তুমি অজ হইয়াও যে বহু হইয়াছ ইহাই তোমার বিভূতি। তোমার মায়াটি এক কিন্তু সে মায়ার নৃত্যে যে অবিদ্যা জন্মিতেছে, তাহা অনন্ত

৪১। যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বম্ মম তেজো হংশসংভবম্ ।৪১।

পদচ্ছেদ ঃ যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমৎ উর্জ্জিতম্ এব বা তৎ তৎ এব অবগচ্ছ ত্বম্ মম তেজঃ-অংশ-সম্ভবম্

অন্বয় ঃ যৎ যৎ এব বিভূতিমৎ শ্রীমৎ বা উর্জ্জিতম্ সত্ত্বম্ তৎ তৎ ত্বম্ মম তোজোহংশ সম্ভবম্ এব অবগচ্ছ।

কঠিন শব্দ ঃ বিভূতিমৎ = বৈভবযুক্ত, ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা মহিমাযুক্ত। সত্ত্বম = বস্তু শ্রীমৎ = লক্ষীযুক্ত, সৌন্দর্য্যযুক্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঙ্গলিকরূপযুক্ত, ঋদ্ধিশালী। উর্জ্জিত = বীর্য্যযুক্ত, বল আদির আধিক্য বিশিষ্ট (মধুসূদন)।

অনুবাদ। যাহা যাহাই ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, শক্তিযুক্ত পদার্থ আছে, তাহাদের সকলকে, তুমি আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে।

আমারই বৈভব আমারই মহিমা নানা স্থানে একটু আধটু ফুটাইয়া দিয়াছি, সেই একটু আধটু ফোটাই তাক্ লাগান ব্যাপার হইয়াছে , এবং বিভূতি নাম পাইয়াছে ; বিভূতির ইহা অতি সুন্দর ব্যাখ্যা।

Krishna Prem. All that is glorious beautiful or mighty, shines by reflection of a portion of that Being.

ব্যোমব্রহ্ম। বিভূতিমৎ = ঐশ্বর্য্য বিশেষ কোনও শক্তি বিশিষ্ট। সত্ত্ব = বস্তু

J. W. West—where is Beauty ; where is Grace ?
Their strength what Power embodies
Look within a human face
where Love and helpers, God is,

রামানুজ। ঐশ্বর্য্যযুক্ত, কান্তিমান, ধনধান্যে সমৃদ্ধ, উর্জ্জিত = কল্যাণপ্রাপ্তির উদ্যোগে সংলগ্ন উহাদের আমার তেজের অংশের অভিব্যক্তি জানিবে।

ভক্তিপ্রদীপ। Know those, whatever is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

conspicuous by virtue of the grandeur, beauty or loveliness, glory, might or sublimity, has its origin in a fragment of My Divine Splendour.

মধ্ব। whatever existence or being is excellent of its kind, Splendid, of deep rooted life, understand that to have come into existenee with a spark of Mine.

৪২। অথবা বহুনৈ তেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।৪২।

পদচ্ছেদ। অথবা বহুনা এতেন কিম্ জ্ঞাতেন তব অর্জ্জুন; বিষ্টভ্য অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতঃ জগৎ।

অন্বয়। অথবা অর্জ্জুন এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্ অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ"।

কঠিন শব্দ। বিষ্টভ্য=ধারণ করিয়া

অনুবাদ। অথবা অর্জ্জুন, এত বিস্তারিত জানিয়া তোমার কি হইবে? আমি এই সমগ্র জগৎ আমার একাংশে মাত্রে ধারণ করিয়া আছি।

জগৎ কতবড় তাহার ধারণা রাখ তো? সেই জগৎ আমার মাত্র ক্ষুদ্র এক অংশে অবস্থিত। এইরূপ যে আমি, যাহার অসংখ্য বিভূতি জগতের অসংখ্য স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত বিভূতি, গুনিয়া গুনিয়া জানা, তাহা কি কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব ? আমাকে স্মরণে রাখিবার উপায় জানিতে চাহিয়াছ— মনে রাখিলেই হইবে যে যে আমা ছাড়া আর কিছু নাই।

ছান্দোগ্যে উপনিষদে আছে পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি পুরুষসূক্তের চতুর্থ শ্লোকেও এইরূপ কথা আছে।

রামদয়াল॥ ভাবরূপী অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। এইটুকুর ভিতর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপার ঘটিতেছে! আমার এই অংশটুকু মায়াউপহিত চৈতন্য, মায়ার খেলা এই অংশ লইয়া।...চৈতন্যে জগৎ ভ্রম।

Radhakrishnan. একাংশেন। Not the Divine Unity is broken up into fragments, The cosmos is but a partial revelation of the Infinite, is illumined by one ray of His Shining light, The transcendeut light of the Supreme dwells beyond all this Cosmos, beyond time and space.

Krishna Prem. Therefore, Sri Krishna, speaking for that Brahman, says having established this entire universe with one fragment of Myself, I reman "That is the Full, this is the Full; from that Fnll, does this Full come forth. Having taken the Full from the Full. Verily the Full Itself remaous" (পূর্ণ মিদং ইত্যাদি)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহানামব্রত ঃ পাদোহস্যা বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি (ঋগবেদ); নিখিল বিশ্ব প্রপঞ্চ তাঁর একপাদ বিভূতিতে বিরাজিত, আর বাকী তিন পাদ বিভূতি রয়েছে অমৃত-ময় লীলালোকে। তাঁর দুইটি লীলা, সৃষ্টি লীলা ও নিত্য লীলা। সৃষ্টি লীলা পরিবর্ত্তন শীল মরণ ধর্ম্মী মৃত্যুময়। নিত্য লীলা অমর ধর্ম্মী অপরিবর্ত্তনশীল। সৃষ্টি লীলায় এক চতুর্থাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়; অন্য চতুর্থাংশ শক্তি দ্বারা নিত্য লীলায় স্বানুভবানন্দে বিভোর থাকেন—এই সৃষ্টি লীলার সমগ্র ভাব বিশ্বরূপ।

মধ্ব ঃ By a single ray, I remain pervading all the world.

বিভূতির অর্থ ভগবানের প্রতীক নহে; ইহার অর্থ কোন কিছুতে বিশেষ রকম কোন বিশিষ্টতা দেখিলে, ভগবৎ দত্ত ইহা মনে করিয়া ভগবানকে স্বীকার করা, স্মরণ করা ও প্রণাম করা। আমরা যদি কাহাকেও দেখি যে বিনা শিক্ষায় বিনা আয়াসে তান লয় বিশুদ্ধ গান করিতে সক্ষম। তাহা হইলে প্রশংসায় বলিয়া উঠি না কি যে মহাশয়, অপনি ভগবৎদত্ত ক্ষমতা পাইয়াছেন। তাহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করি না, প্রশংসা করি এবং প্রশংসায় "ভগবৎ দত্ত" কথাটা বা ভগবানের নামটা মুখে আসিয়া যায়। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ইহাই যে আশ্চর্য্য কিছু দেখিলেই ভগবানের মহিমা তাহাতে ফুটিয়াছে মনে করিয়া, ভগবানকে স্মরণে আনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেব ও রাম ইহারা বিভূতি নহেন ; বিভূতি তালিকাতে তাঁহাদের নাম রাখা হইয়াছে, তালিকাকে ধন্য করিতে। রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি পুজ্য, তবে সকল বিভূতি পূজ্য নহে। (শাণ্ডিল্য সূত্র দ্রষ্টব্য)।

বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের এখন্‌কার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিমান দুরবীক্ষণের সাহায্যে যতটা দেখিতে পাইয়াছেন (তাহা সত্যই খুবই কম), তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত নীহারিকার দূরত্ব, ১১৬র পিঠে একুশটা শূন্য দিলে যাহা হয়, তত মাইল। বুঝুন, কতদূরে। ইহা হইতে আলো তাঁহাদের দূরবীক্ষণে আসিতে দুইয়ের পিঠে নয় শূন্য দিলে যাহা হয়, তত বৎসর, লাগে ; অর্থাৎ আজ যে আকৃতি দূরবীক্ষণে দেখা যাইতেছে, তাহা দুইয়ের পিঠে নয় শূন্য দিলে যাহা হয়, তত বৎসর পুর্ব্বেকার আকৃতি। "The farthesl galoxies faintly vlsible on Palomar's photographic plate (with 200 inch telescope lens (minor) on Mt. Palomar in California) are estimated to be more than 2000 million light years away, that is 116 into ten to the power twenty one miles away, (one light 7ear being 58 tnto ten to the power twelve miles) ... culculations show that there are about 1000 million such galaxis as seen in the telescope, each composed

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of about millions of stars" (L.P. Lessipg's book, Understanding Chemistry, p. 12). বিশ্বের যেটুকু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভাবিয়া দেখুন বিশ্ব কত বড়। আর, মনে করুন "তাঁহাকে যাঁহার একাংশে এই জগৎ স্থিত।"

পরিশিষ্ট

যোগী শ্রী ভূপেন্দ্র নাথের টীকা হইতে গৃহীত :—

(১) "শ" শব্দে এই শ্বাস যাহা মস্তক পর্য্যন্ত গিয়াছে, "র" বহ্নি বীজ, চক্ষু—ঈ—শক্তি ; এই শ্বাস মস্তক পর্য্যন্ত চক্ষুর সহিত যথাশক্তি লইয়া রাখার নাম শ্রী ; এই শ্রীপুর্ব্বক ভগবান, অর্থাৎ (ষড়ৈশ্বর্য্যবান্—মূলাধারে শাশ্বতপদ, স্বাধিষ্ঠানে শান্তি, মণিপুরে রেতঃ পূর্ণ, অনাহতে স্বরূপ, বিশুদ্ধাখ্যে তুষ্টি, আজ্ঞাচক্রে আলো, এই সব গুণ বিশিষ্ট।···যাহা শুদ্ধ চৈতন্য তাহাই চিত্ত ও জগৎ, এই দ্বিধা আকারে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং সমুদয় জগৎ চিদ্ বুদ্ধিতে দেখিলে চিন্ময়, এবং দ্বৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময়।····চিৎই ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিই আপনাকে অন্যাকারে দেখিতেছে।···সঙ্কল্পাত্মা বৃহদ্ বপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে।...ব্রহ্ম সর্ব্বময়, সেই ভাবে সমস্তই জড়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্তই চেতন। (২) মহর্ষিরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে জানেন না ;…"জানত তুমহে তুমহী হোঁহ জাঈ" (তুলসীদাস)।—"কো বা বেদ, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ অর্ব্বাগ দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথ কো বেগ আবভূব" (নারদীয় সুক্ত) (এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কেই বা জানে ? দেবতারাও এই সৃষ্টির পরে, সুতরাং উহা যেখান হইতে আবির্ভূত হইল, কি প্রকারে তাহাকে জানিবে ? (৬) এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম, নামরূপ (জীব জগৎ) ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে (মুণ্ডক)। (৭) পঞ্চতত্ত্ব ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হইলে, তবে প্রকৃত ইচ্ছা রহিত, সংশয় শূন্য আসক্তি শূন্য, আত্মাতে যোগযুক্ত অবস্থা আসে।….খেচরী সিদ্ধিরও পরে, এক প্রকার অবস্থা আছে, যাহাকে শাম্ভবী বলে, সেই অবস্থায় যোগীর অসাধারণ সামর্থ্য ও যৌগৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। (৯) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মানন্দ রূপ মৃতং যদ্বিভাতি—ইহা মুখে উচ্চারণ করিলেই তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, ব্রহ্মানন্দ ভোগও হয় না …পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কার্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি সমেত সপ্তদশ পদার্থে গঠিত সূক্ষ্ম শরীরই লিঙ্গ শরীর। যোগীরা ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহার শোধনই হইল ভূত শুদ্ধি, যে শুদ্ধি ব্যতীত কোন পূজার্চ্চনাদি হইতে পারে না। ভূত শুদ্ধ হইলে এই শরীর দেব শরীরে পরিণত হয়। দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ। (ইহার পর, যোগী ভূপেন্দ্র নাথ, পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী, অতিবিস্তারিত ভাবে, নাড়ী সমুহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূজগাকাররূপণী কুণ্ডলিনীরও চক্র সমূহের কথা, তাহারা কোথায় কোথায় স্থিত, কিভাবে ভেদ করা হয় ইত্যাদি বলিয়াছেন ।....অমৃতরূপা চন্দ্র বা ইড়া নাড়ী, বিষয়প্রবাহিণী সূর্য্য বা পিঙ্গলা...মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার পদ্ম বা চক্র ইহাদের স্থান সমূহ...মধ্যে আরও কয়েকটি চক্র বা পদ্ম আছে; তদুপরি নিরালম্বপুরী; যোগীরা এই স্থানে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, ইহার উপর নাদ তদুপরি বিন্দু ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি নামক তিন গ্রন্থি আছে, প্রাণ ও অপানের যোগে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়, ইত্যাদি। ভূজগাকাররূপিণী মহাশক্তিই প্রাণ, যা দেবী বায়বী শক্তি এই কুণ্ডলিনী শক্তিই শ্রীরাধা অব্যক্ত স্বরূপা এই মূল প্রকৃতি হইতে মহাসরস্বতী, মহালক্ষী ও মহাকালী প্রাদুর্ভূত হন। ইনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোরূপে বিরাজমান ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদ। (১০) ঘটাকাশ, মহাকাশ, কেবল কল্পিত উপাধি মাত্র অন্তরে বাহিরে এক চিদাকাশই বর্ত্তমান। (২০) (২০) শ্বাসই জীবের আয়ু। মৃত্যুর পর এই শ্বাস সূত্রাত্মারূপে বর্ত্তমান থাকে, নচেৎ পরজন্ম কে শ্রবণ করিবে?...প্রাণ, অপান ও ব্যানের ক্রিয়াই, ত্রয়ী বিদ্যা। (২১) ভিতরের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে কূটস্থ জ্যোতির অন্তর্গত হিরন্ময় বপুধারী নারায়ণের প্রকাশই সর্ব্বাপেক্ষা মহান ও চিত্তাকর্ষক। ইনিই বিষ্ণু, সত্তোর্জ্জিত মূর্ত্তি।...ব্রহ্মপ্রভা বা চৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত, যথা ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবস্বান, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। তন্মধ্যে আদিত্য বা হৃদয়ের মধ্যবিন্দু হইলেন এই বিষ্ণু বা নারায়ণ; ইঁহাকেই শ্রুতি হিরন্ময় পুরুষ বলিয়াছেন। শুক্ল কৃষ্ণ দীপ্তিদ্বয়, সা+অম=সাম।....ইনি হৃদয়কমলে শয়ন করিয়া আছেন।... মনেরই রূপ চন্দ্র। (২৩) নাভিতে যে বায়ু তাহাই রুদ্র; এই বায়ু যখন স্থির হয়, তখনই তাহা মঙ্গলকারী। (২৫) ভৃগু, ভ্রস্‌জ ধাতু হইতে ইহার অর্থ ভর্জন করা; ভর্জ্জিত বীজে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না।.... প্রতি জীবে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহাদি যেরূপ বিন্দুরূপা মহা-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ বিন্দুও নাদরূপ পুরুষ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। (২৭) সমুদ্র মন্থনে উঠিয়াছিল অনেক বস্তু, তন্মধ্যে অমৃত, লক্ষ্মী, চণ্ড, ধন্বন্তরি, কৌস্তুভ, শঙ্খ, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তীই প্রধান। এগুলি কেবল বাহিরের কথা নহে, ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য আছে। অনন্ত প্রাণশক্তিই সমুদ্র, পৃষ্ঠস্থ (মেরুপৃষ্ঠ দেখিতে কূর্ম্মের পৃষ্ঠের মত), মেরুদণ্ডই সুমেরু পর্ব্বত, মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্নে মুলাধার পদ্মে জীবচৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা, ইনি অবিরত শ্বাস উদ্গীরণ করিতেছেন। এই শ্বাসকে রজ্জু রূপে কল্পনা করিয়া মেরুমধ্যস্থ সুষুম্নারূপ মন্থন দণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া মন্থন করিতে পারিলে, প্রাণসমুদ্র মথিত হইয়া জ্ঞানামৃতরূপ অমৃত, ক্রিয়াবানেরা লাভ করেন।... যোগৈশ্বর্য্যরূপা কমলা, গম্ভীর শঙ্খ নির্ঘোষ, রক্তবর্ণ অশ্ব ও শ্বেত হস্তী সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়। কূটস্থের মধ্যে সমুজ্জ্বল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলবর্ণ কৌস্তুভ মণির, ইত্যাদি ইত্যাদি। (২৯) "পা" ধাতু হইতে পিতৃ, যিনি পালন করেন। দেহধারী মাত্রেরই পালক, বায়ু, বা প্রাণ, এই প্রাণের অধিপতি অর্য্যমা। (৩০) মন রূপী গরুড়ের বেগযুক্ত ভার যখন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে, তখনই তাঁহার বিষ্ণুর, (যিনি বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন) বাহন হয়। (৩১) রাম = সকলের মধ্যে যিনি রমণ করেন। আত্মজ্ঞানই গঙ্গা। (৩২) দেহকে অধিকার করিয়া আছেন বলিয়া আত্মাই অধ্যাত্ম। আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান আত্ম ক্রিয়ায় লভ্য, এই জন্য এই ক্রিয়া সাধনকেও অধ্যাত্ম বলা হয়। (৩৩) কূটস্থ ইনিই ব্রহ্ম এই ব্রহ্মের সকল দিকে মুখ। (৩৬) যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর—সাধককে' এইরূপ চাতুরী শিখিতে হয়। রিপু সকল সর্ব্বদাই প্রলোভন দেখাইয়া বিষয় ভোগ করায়। তাহাদের হস্ত হইতে বাঁচিতে হইলে তাহাদের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা টের না পায় যে আমি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপে তাহাদের বঞ্চনা করিয়া আত্মোপাসনা করিতে হইবে, নচেৎ তাহারা সাধনায় বহু বিঘ্ন আনিয়া ফেলিবে দ্যূত, দিব্ ধাতু হইতে হইয়াছে দিব্ ধাতুর অর্থ আকাশ। মনকে আকাশ বা শূন্যে রাখিতে পারিলে, সেখানে আর কেহ তাহার সন্ধান পাইবে না। কাম লোভাদিকে বঞ্চনা করিবার এমন উপায় আর নাই, এই জন্যই ইহা ভগবদ্ বিভূতি। নচেৎ, অন্যকে জুয়াচুরির দ্বারা বঞ্চনা করায়' দ্যূত ক্রীড়ার যেপ্রাধান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ভগবদ্ বিভূতি নহে। (৩৭) অর্জ্জুন তেজস্তত্ত্ব, ইনিই মণিপুরের শক্তি। নাভির যে অগ্নি, তাহাই জীবের জীবত্ব। পাণ্ডব=পণ্ডা হইতে, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। উশনা, বশ ধাতু হইতে, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশ করিয়াছেন। (৩৮) ইন্দ্রিয়দের শাসনের বহু উপায় থাকিলেও, প্রাণায়ামরূপ দণ্ডই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচটী ক্লেশ। ক্লেশ সমূহ দ্বারা জীবের কর্ম্মাশয় গঠিত হয়, তাহাতেই ধর্ম্মাবর্ত্তরূপ কর্ম্মবীজ সঞ্চিত হয়। (৩৯) অনেক ভক্ত ভগবানের সহিত, ভোক্তা ও ভোগ্য সম্বন্ধ দেখিতে না পাইলে তৃপ্ত হননা! তাহা সাধনাবস্থায় কথঞ্চিৎ সুখকর বটে। কিন্তু তাহাও সত্য বস্তু নহে।···ভগবদ্ মিলনে যদি অনন্ত সুখ হয়, ভগবদ্ বিরহেও অনন্ত দুঃখ অনিবার্য্য।····যে, যে ভাবেই উপাসনা করুক, সকলকেই এই অদ্বৈত পথে, মিলনের পথে আসিতেই হইবে। (৪৯) শাম্ভবী মুদ্রার বিবৃতি। (৫০) ব্রহ্মের একাংশেই ব্যক্ত জগৎ, ইহাই মায়োপহিত, অবশিষ্ট সমস্তই অব্যক্ত। এই অব্যক্ত হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়া, বিশ্ব জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছে। এই অব্যক্তই "সউ প্রাণস্য প্রাণঃ", তিনি প্রাণ অপানাদি পঞ্চ প্রাণে বিভক্ত হন, ইত্যাদি। (অন্যান্য ব্যাখ্যা পুস্তকের যথা যথা স্থানে আছে)।

রামকণ্ঠের গীতার ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর অনুবাদ হইতে গৃহীত।

(২) আমি নিত্যত্ব হেতু ব্রহ্মাদির আদি কারণ···তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিকল্পে, সৃষ্টি প্রলয়ে সৃষ্ট বা লীন হন (৩) যিনি আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হন, মায়ার ক্রীড়নক মরণধর্ম্মশীল দেবাদি মধ্যে বা সর্ব্বমানব মধ্যে, তিনি আত্মপ্রত্যয়ত্ব হেতু বিপর্য্যয় অজ্ঞানকে অতিক্রম করেন।—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির বিধান আমারই স্বতন্ত্র শক্তি হইতে, আমিই স্বামী বা লোক মহেশ্বর। (৪,৫) লোক মহেশ্বর বিবৃত করিতেছেন—আমি পরমার্থসৎ, একতত্ত্ব হইলেও লোক মহেশ্বর বলিয়া বহু অবস্থায় বর্ত্তমান থাকি।....অজ্ঞের অহঙ্কারাশ্রিত হইয়াই, পৃথগ্ বিধ হইয়াছে, ভাবগুলি আমারই ভাব। (৬) কেহ কেহ পঞ্চভূত, বুদ্ধিও মনকে সপ্ত মহর্ষি বলিয়াছেন।...দক্ষদুহিতা হইতে জাত চারিজন মনু, প্রজাসৃষ্টি কালে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি কারণ। (৭) কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ সত্ত্বেও, আমার চিন্মাত্র স্বভাবে প্রচ্যুতি ঘটে না।....অনন্য সাধারণ যোগ যিনি পরমার্থতঃ জ্ঞাত আছেন, তিনি সর্ব্বদাই নিরূপদ্রব যোগেই যুক্ত। (৮) জ্ঞান দ্বিপ্রকার—নির্ব্বিকল্প পরমার্থ বিষয়ে শাস্ত্রো-পদেশো দৃশ প্রতিপত্তিঃ অপর, সেই জ্ঞানমার্গে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার জনক বিজ্ঞান। সে কারণে পণ্ডিতগণও দ্বিবিধ। আমার বিভূতি যোগ, সে আমার সমাধিতেই যুক্ত হইবে। (৯) যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কিরূপ বলি—আমাতেই তাঁহারা একনিষ্ঠ জ্ঞানক্রিয়া সমুচ্চয়ে পরস্পরকে নিজেদের অনুভব জ্ঞাপন করেন, যথা জ্ঞান আগম বাক্য দ্বারা আমারই কীর্ত্তন করেন; সেই সংবাদদানে ও গ্রহণে প্রীতি অনুভব করেন, পরস্পরে উত্তম সুখ অনুভব করেন। (১০, ১১) সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুধগণের বুধত্ব হেতু প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীলতায়। তাঁহাদেগকে অনুগ্রহার্থ প্রজ্ঞা সম্বন্ধ বা বুদ্ধিযোগ দান করি। সেই প্রজ্ঞাবলেই তাঁহারা আমাতে সমাপন্ন হন।—একই আত্মা, আমিই। তথাপি স্বেচ্ছায় যাঁহাদিকে অনুগ্রহ করি, তাহদেয় আত্মত্বেই স্থিত হই।—আমার ভক্ত মদীয় যোগ সমাপন্ন হইয়া, আমা হইতে অভেদ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ইত্যাদি। (১২,১৩) শাস্ত্রাদিকেও ব্রহ্ম বলা হয় পরত্বে যেমন, শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে। এখানে বিশেষ করিয়া সে জন্য পরত্বেই ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে পরংব্রহ্ম। (১৬) তোমার বিভূতি ঐশ্বর্য্য বিস্তৃগণের কথা অশেষে বর্ণন করিতে প্রসন্ন হও, যে বিভূতি নিচয় দ্বারা সপ্তভূবন ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আছ। (কাশ্মীরী পাঠে আছে বিভূতীরাত্মনঃ শুভাঃ)। (১৭) হে মহাযোগিন্ কিপ্রকারে তোমার এমত রূপের অনুস্মরণ করিব বলিয়া দাও। কোন্ কোন্ পদার্থে তোমাকে ধ্যান করিতে হইবে। (২০) সকল চেতন বর্গের ক্ষেত্রজ্ঞগণের হৃদয়ে অভিব্যক্ত সামান্য সংবিৎ রূপ আমি একক পরমাত্মা। এও আমার অদ্ভুত বিভূতি, যাহার কারণে আমার মায়াশক্তির দ্বারা প্রকাশিত ভাবাত্মক নানা বিভূতিরই বিস্তার হইয়াছে।...চতুর্দ্দশাধিক ভূত প্রপঞ্চে, ছয় প্রকার সৃষ্ট মনুষ্য মধ্যে যাহা যাহা উৎকৃষ্ট ইত্যাদি। (২১) নক্ষত্রগণের নাথ বলিয়াই শশী নক্ষত্র গণিত হইয়াছে, আপ্যায়ন সামর্থ্য চন্দ্রের আছে (২২) সর্ব্বভূতে প্রাধান্য বলিয়া আমি চেতনা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি।... পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্নিধানে চেতনভাব সমুদ্ভূত হয় বলিয়া, বুদ্ধিকেও কেহ কেহ চেতনা বলে। (২৪) ভৃগু জ্ঞানপ্রকর্ষে প্রধান।... মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জপযজ্ঞে ফলের অভিসন্ধিহীনতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত। (২৬—২৮) কালকলয়তাং—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিরবচ্ছিন্ন মহিমা, নিত্য এক ঈশ্বরেরই পরমার্থ সত্তাহেতু, তাহাকেই কাল বলা হয়।....পরমেশ্বরের মায়ায় অবভাসিত জড় জড়াত্মক জগতে, অজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ যে ভাব তাহার পরস্পর ভিন্নার্থ প্রমাতৃত্ব থাকায় 'কাল' অনিত্য বিষয়ত্বে সম্বন্ধিত হইয়াছে, তাহা কলন বা গণনামাত্র প্রয়োজনেই।....কলন ক্রিয়াই কাল।....'অ'কার যেন জীবরূপে সকল বর্ণ বা অক্ষর গুলির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।....কালের দুইবার উল্লেখ করিলেন।.... ছলয়িত্ব রূপে ভগবানই বর্ত্তমান।...কামন্ধকনীতিতে পঞ্চাঙ্গ নীতি কথিত হইয়াছে। (৪১) সর্ব্ব লোকে যাহা কিছু বস্তুজাত, চেতন বা অচেতন, বিভূতিযুক্ত, শোভাতিশয় সম্পন্ন, ক্রিয়াসামর্থ্যযুক্ত (ঊর্জ্জিত), সে সকলই পর প্রকাশের লেশমাত্র, তাহা হইতে সম্ভূত জানিবে। (৪২) এই বিচিত্র ভাবময় সপ্তলোকী জগৎ, বিচিত্র সংবিদাত্মার বেদ্যাংশে বিধৃত হইয়াই আছে, সকলকে আমিই ব্যাপ্ত করিয়া আছি। এই জগতের দুই অংশ—এক নির্ব্বিকার তন্মাত্র স্বরূপ, অপর নানারূপেতে বেদ্যক স্বভাব। যদি বেদ্যাংশ পরিহার করিয়া আভাসকে বেদকাংশে বিশ্রান্ত সংবিৎকে সংবেদন করা যায়, তাহা হইলে আমার পরমা বিভূতির অবগতি হইতে পারে। (কিছু শ্লোকের ব্যাখ্যা গ্রন্থের ভিতরই আছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপ্রশ্নমালা

১—১১। ভগবান অর্জ্জুনকে আরও তথ্য শুনাইতে চাহিলেন, কেন ও কি বিষয়ের তথ্য? "আরও", এ কথা ব্যবহার করিলেন কেন? ভগবানের প্রভব দেবতারা ও মহর্ষিরাও জানে না, এ কথা কেন বলিলেন? "প্রভবের" অর্থ কি? যে তাঁহাকে অজ ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে, তাহাদের কি হয়? মানুষের ভিতর নানাবিধ ভাবসমূহ আছে, তাহারা কি কি? যে গুলি, সু-য়ের বিপরীত, তাহাদের সকল গুলিকেও কি ভগবান হইতে জাত বলিব? প্রজাসৃষ্টি যে সব মহর্ষিরা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রজাপতি বলা হয়, তাঁহাদের কিরূপে জন্ম হইয়াছিল ও তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির ক্ষমতা কিরূপে পাইয়াছিলেন? বিভূতি কাহাকে বলে? যোগ কাহাকে বলে? ভগবানের বিভূতি ও যোগের বিষয় জানিলে কি ফল হয়? শ্রদ্ধা ও প্রীতি সমৃদ্ধ ভক্তেরা তাহার বিষয় কি ভাবে লইয়া থাকে? তাঁহাদের প্রীতিমান কেন বলা হইয়াছে? ভক্তেরা কখন এ বুদ্ধি যোগ পায়, কেন ভগবান তাহা দেন ও তাহাতে কি হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১—২০। যে সব তথ্যের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন মুগ্ধ হইলেন, যে গুলি বর্ণনা কর। মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে তিনি কি ভাবে স্তুতি করিলেন তাহার নিকট, আর কি কথা শুনিতে চাহিলেন ও কেন বিভূতি স্মরণের উপযোগিতা কি ? ভগবান বিভূতির বর্ণনার আরম্ভেই কোন্ দুইটি বিশেষ বিভূতির নাম করিলেন ? তাহারা যদি জীব সম্বন্ধীত হয়, তো তাহা বিশদ্ ভাবে বল।

২১—৪২। বিভূতিগুলির নাম করিয়া যাও। শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা কর। কৃষ্ণ রাম বিভূতি নহেন। তবে তাহাদের নাম বিভূতিতে কেন ফেলা হইল ? যে বিভূতি গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা ছাড়া ভগবানের কি আর কোন বিভূতি নাই ? এ সম্বন্ধে, এবং উপসংহার ভাবে, ভগবান আর কি বলিয়াছেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয় বিভাগ যোগ

—ভূমিকা—

এই অধ্যায়ে ভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে নিজেই জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুক্তমম্ বলিয়াছেন, নানা কারণে।

সাংখ্য দর্শন সৃষ্টিতে বহু পুরুষ (জীবাত্মা) এবং এক প্রকৃতি, এবং সৃষ্টি চালাইবার জন্য প্রকৃতির সংযোগ আপনা হইতেই হয় বলিয়াছে। ভগবান এই তত্ত্বকে পরিমার্জ্জিত করিয়া বহুপুরুষ এবং তদনুরূপ বহু প্রকৃতি, এবং প্রতি পুরুষের সহিত সম্বন্ধিত তাহার প্রকৃতি রহিয়াছে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিলেন, এবং ইহাকে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে যে এ সত্য সর্ব্বজন স্বীকৃত যে প্রতি ক্ষেত্র তাহার নিজের ক্ষেত্রজ্ঞেরই সম্পত্তি, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাদ আনিলেন। সাংখ্য বলিয়াছে, পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ আপনা হইতেই হয়; ভগবান উহাকে মার্জ্জিত করিয়া বলিলেন যে এ সংযোগ পরমেশ্বর করাইয়া দেন, আপনা হইতে কিছুই হয় না। পুরুষ প্রকৃতির উপর কিছু নাই তাহা নহে, উহারা ভগবানের অধীন। সংক্ষেপে ইহা জানাইতে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান পরমেশ্বরের কথা ও সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞের কথা আনিলেন।

এই ইঙ্গিতে উক্ত কথা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গোড়াতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশদীকৃত করা হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতিকে ভগবান বহু প্রকৃতি করিবার পর, সেই বহু-প্রকৃতি যাহার প্রতিবিম্ব, ভগবানের নিজশক্তি 'প্রকৃতি' এইবার তাহার কথা আনিলেন—যে প্রকৃতি কর্ম্মফল বিধায়িনী, ত্রিগুণাত্মিকা, যিনি ভগবানের অধ্যক্ষতায় কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করেন, যাঁহাতে জগৎ প্রলয়ে প্রলীন হইয়া যায়, যাঁহা হইতে উহা প্রলয়ান্তে পুনরায় বহির্গত হয় (৮।১৮,১৯)। এই নির্গমন, প্রকৃতিম্ স্বাম্অবষ্টভ্য (৯।৭,৮)।

পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ ভগবান করান, এই অধ্যায়ে ভগবান পরিস্কার ভাবে বলিলেন অতি সুবোধ্য ভাবে, "মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভ দদাম্যহম্, সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাম্ ততো ভবতি ভারত। সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ, তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা" (১৪।৩।৪)। জীবাত্মা সমূহ যেন ভগবানের বীর্য্য (মমৈবাংশঃ ১৫।৭); সৃষ্টি প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি তাহা প্রকৃতিতে চালিত করেন (সাদা কথায়, তাঁহার ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের দ্বারা, সৃষ্টিকারিণী তাঁহার নিজ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেন) ইহাই বেদান্তের এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের "ঈক্ষণ"। সৃষ্টির মূলটা কি রকম, জ্ঞানানান্ জ্ঞানমুত্তমের মধ্যে ইহা একটি মস্ত জ্ঞান বা জ্ঞাতব্য কথা; আরও মস্ত এই জন্য যে ইহা সংখ্যদর্শন প্রদত্ত তথ্যকে খণ্ডিত করিতেছে। ইহা হইতে আরও একটি জ্ঞানের কথা আসে, যে আমরা সকলে এক পিতা মাতার সন্তান এবং আমাদের উচিত সেই ভাবে থাকা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের সংযোগ রহিয়াছে কয়েক প্রকারে, যথা উপরে যে তত্ত্বের কথা বলা হইল, যাহা এ অধ্যায়ের গোড়াতেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বধ্যায়ের পরিপূরক। দ্বিতীয়, পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষের উল্লেখ, সেই মোক্ষ কি ভাবে জানা যাইতে পারে এই অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে; ইহাও একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। তৃতীয়, পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে (১৩।২০,২১) প্রকৃতিতে আত্মকত্ব পায় বলিয়া; প্রকৃতি পুরুষকে বাঁধে ত্রিগুণে, ত্রিরজ্জুতে; সেই ত্রিগুণের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া, এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই কারণে, এ অধ্যায়কে বলা হইয়াছে গুণত্রয় বিভাগ যোগ। এই ত্রিগুণের বিষয় জানা, একটা মস্ত "জ্ঞানের" কথা। এই ত্রিগুণের বর্ত্তমানতার কথা, ইহার পরের অধ্যায় গুলিতেও প্রসারিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, জ্ঞান ষট্‌কের একটি মুখ্য জ্ঞানের কথা, এই ত্রিগুণের কথা। এই ষট্‌ককে অনেকে বলেন যে ইহা তত্ত্বমসি জ্ঞাপক। অর্থাৎ তৎ ও ত্বমের যোগ; ইহার ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যাইতে পারে যে ইহা তৎ ও ত্বমের যোগ, তবে সেই ত্বমের সহিত, যে ত্বম্ গুণাতীত হইয়াছে, (১৪।২) যে ত্বম্ ত্রিরজ্জুর বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত-করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ (১৩।২৯), ইহারই অনুরূপ এ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোক। তদাত্মকত্বের দ্বারা আমরা কর্ম্মফলবৃক্ষ বাড়াইয়া চলি, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃক্ষ কাটিবার উপায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে অধ্যায়গুলি সংযুক্ত।

গুণাতীতত্বই গীতার লক্ষ্য; ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। গুণাতীত হওয়াই সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' হওয়া হয় (১৪।২); ইহাই পরম সিদ্ধি আনে (১৩।১)। ইহাও একটি বড় জ্ঞানের কথা এবং উহাকে আরও বড় করা হইয়াছে, গুণাতীতের কি চিহ্ন, কি আচার ইত্যাদির বর্ণনার দ্বারা, যাহা ভগবান অর্জ্জুনের প্রশ্নে বিবৃত করিয়াছেন। আরও এক বড় জ্ঞানের কথা উপসংহার ইহাতে আছে; তাহা যেন এই প্রশ্নের উত্তর যে বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মে কি সম্বন্ধ যে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনন্য যেগেন সেবতে, সে ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে হয়। উপসংহারে, চমৎকার ভাবে ভগবান বলিয়াছেন" ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্য অব্যয়স্য চ; শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ"

জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তমন্ অর্থে ইহা যেন না লওয়া হয়, যে ইহা বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতির মত axiomatic পরমার্থিক জ্ঞান; ইহাতে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আছে, তবে আমাদের মোটা বুদ্ধিতে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতিই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আর, গীতার লক্ষ্য গুণাতীতত্ব (২।৪৫), কোনও ষট্‌কে তাহা বলা বাদ যায় নাই ২।৫৪-৭২; ৬।৩-৯,২৯-৩২; ১২। ১২-২০)

Mcdi. Garbe holds that the orginal Gita taught the সাংখ্য philosophy as known in the ciassical school. Others, like Bhandarkar,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

believe that in the Gita, we have a pre-classical Sankhya, as in the Mahabharat...Otto seem to think that the Adhyaya 14 has the ideal of going beyond the 3 gunas. As to the theories of the 3 Gunas, Keith and others have shown that it originated in the ছান্দোগ্য উপনিষদ (vi. G), and that it is also found in the শ্বে: উ (1·4) and that the names সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ occur for the first time in the মৈত্রায়ণ Up, (II. 5 ; v2), Keith also hsowed that the Gunas originally meant the elements as in the ছা উপ. Belvalkar holds that in the কঠ উপ. we have t e pro-classieal forms of সাংখ্য which is preserved in the মহাভারত and the Gita. According to Bhandarker, "the speculative philosophy that existed about the time of the শ্বে উপনিষদ and গীতা was known by name of the সাংখ্য, and out of it grew the nonthiestic system of later time. According to C. V. Vaidya, besides the সন্ন্যাস of the Upanishads and the ritualism of the Samhitas and the Brahmanas "the third philosophy which held the ffeld (the days of the Gita), was that of সাংখ্য which had already come into existence in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

days of the later Upanishads কঠ and কেন—The Gita expands the doctrine of the 3 Gunas, by applyiug to many things... It improves upon and reconciles it with orthodox systems, by adding the entity of পুরুষোত্তম. The Gita Strives to harmonise all the systems of thought that were current on those days, Radhakrishnan thinks that the terms সাংখ্য-যোগ when they occur is the Gitas do not represent the classical schools of সাংখ্য and যোগ, but only the reflective and the meditative methods of gaining Salvation. Modi, discussion these, says "Thus the word সাংখ্য does not mean সন্ন্যাস (Lagerton), আত্মবোধ (Das Gupta), the name of theistic সাংখ্য (Bhandarker), the name of an athiestic সাংখ্য (Garbe) the name of a Vedanta School (শঙ্কর), the name of a reflective method (Radhakrishnan)

কৃষ্ণানন্দ। পূর্ব্বাধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ, জগৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়াছেন। এক্ষণে নিরাশ্বর সাংখ্য মত খণ্ডনার্থ এ সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন কর্ম্ম তাহা দেখাইবেন। আবার ইহাও বলিতেছেন, গুণ সঙ্গই জন্মের কারণ। কি রূপে গুণ সংযোগ হয়, গুণ কি কি; কিরূপে গুণ সমূহ জীবকে বন্ধন করে, বলিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত ভূতপ্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণ হইতে সাধকের কিরূপে মুক্তি হয়', বলা আবশ্যক। অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়াছেন; এবার উৎকৃষ্টতর জ্ঞান সাধন বলিবেন। যজ্ঞ দানাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গসাধন হইতে অমানিত্বাদি, জ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন উৎকৃষ্ট; এক্ষণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিবেন।

গিরীন্দ্র। প্রকৃতির গুণত্ব ব্রহ্মোপলব্ধিত্বের পথে বাধা! এই অধ্যায়ে সেই ত্রিগুণতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

মধুসূদন। এই অধ্যায়ে তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে (১) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ, তাহা ঈশ্বর সঙ্কল্পে হয় (২) যে "গুণ" গুলির গুণচিহ্ন কর্ম্ম, কিরূপে তাহারা মানুষকে বদ্ধ করে (৩) গুণসকল হইতে কি প্রকারে মোক্ষ হয় ও মুক্ত গুণাতীতের লক্ষণ কি?...ত্রিগুণের বিস্তারের বর্ণনা মনুস্মৃতিতে ও অনুগীতায় আছে।

শঙ্কর। ঈশ্বরের অধীন থাকিয়াই, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জগতের কারণ, সাংখ্যবাদীদের মতানুসার স্বতন্ত্রতার দ্বারায় নহে। বলা হইয়াছে, প্রকৃতিতে স্থিত হওয়া ও গুণ বিষয়ক আসক্তি, ইহাই সংসারের কারণ, তো কোন্ গুণে কি প্রকারের আসক্তি হয়, গুণ কি কি, তাহারা কি প্রকারে বাঁধে. গুণ হইতে মুক্তিলাভ কিপ্রকারে হয়, মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি, এইসব বলিবার জন্য এ অধ্যায়।

রামানুজ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে পরস্পর সংযুক্ত হওয়া-প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া ভগবদ্‌ভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত অমানিত্বাদি গুণের সেবন দ্বারা মনুষ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 'কারণ গুণ সঙ্গোঽস্য' শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে প্রাপ্ত সত্বাদিগুণের কার্য্যরূপ সুখ দুঃখাদির সঙ্গই, ইহার বন্ধনের কারণ। এই অধ্যায়ে গুণ কিপ্রকারে বন্ধন করে ও কি প্রকারে, গুণ অপসারিত করা যায়, তাহাই বলিতেছেন।

অরবিন্দ। নিজের গীতায়। "গুণাতীত" নাম দিয়া একটি ২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ দিয়াছেন।

তিলক। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বের বিবরণ মনুস্মৃতিতে ও অনুগীতায় আছে

বিনোবা। এই অধ্যায় পূর্ব্ব অধ্যায়ের পূরক।

সচ্চিদানন্দ। সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ইত্যাদি শ্লোকে সূচিত গুণ বিজ্ঞান এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীধর। পুরুষ ও প্রকৃতির গুণসঙ্গ হইতে স্বতন্ত্রতা বারণ করিয়া এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সংসার বৈচিত্র্য বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী

১-৫। ভগবৎ শক্তি প্রকৃতিতে ভগবৎ সঙ্কল্প চালনা দ্বারাই সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি সৃষ্টিকারিণী।

৬-৯। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, তাহার তিনগুণ কিরূপ ও তাহা কিরূপে জীবাত্মাকে বন্ধন করে?

১০-১৩। তিনটি গুণই একসঙ্গে থাকে, তবে একটি না একটি অন্য দুইটি হইতে বেশী হইয়া পড়ে। কি চিহ্নের দ্বারা কোন্‌টি প্রবল হইল জানা যাইতে পারে?

১৪,১৫। মৃত্যুর পর কোন্ গুণ কি ফল দেয়? কোন্ লোক কোন্ গুণ পাওয়ায় বা কি ভাবের জন্ম হয়?

১৬,১৭। ইহাদের স্বাভাবিক ফলাদি কিরূপ? ১৮। কোন্ ফল কোন্ দিকে গতি করায়?

১৯,২০। এই তিন গুণ ছাড়া, কর্ম্মসকলের কর্ত্তা বলিয়া কেহ নাই। গুণের উপর পরমাত্মা আছেন; এই তিনগুণকে যে অতিক্রম করিতে পারে, সে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

২১-২৭। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান গুণাতীত পুরুষের কিছু লক্ষণ, তাহাদের আচরণাদি কিরূপ হয় জানাইলেন। এই আচরণ সমূহের ভিতর অনন্য ভক্তি রাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি বিশেষ আচরণ; ইহা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে করায়। ভগবান ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং; তিনি অমৃতস্য, শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য—তিনিই সব।

শ্লোকগুলি সরল, সেই জন্য উহাদের অনুবাদ গুলি পড়িয়া যাইলে বিকৃতি পড়া হইবে; পৃথক্ ভাবে বিবৃতি দেওয়া হইল না।

(১) ভূমিকাতে বলা হইয়াছে; কি কি বিষয় এই অধ্যায়ে আছে, এবং কেন ইহা জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তমম্।

(১) শ্রীভগবানুবাচ—

১। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।১

পদচ্ছেদ। পরম্ ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাম্ জ্ঞানম্ উত্তমম্, যৎজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাম্ সিদ্ধিম্ ইতঃ গতাঃ

অন্বয়। জ্ঞানানাম্ উত্তমম্ পরম জ্ঞানম্ ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাম্ সিদ্ধম্ গতাঃ।

কঠিন শব্দ। ভূয়ঃ=পুনরায়, কারণ পূর্ব্বে এ বিষয়ে দুচার কথা বলিয়াছেন। ইতঃ=এই সংসারেই। পরম্ সিদ্ধিম্=পরম কৃতকৃত্যতা, পুনর্জ্জন্মের ভয় বিরহিত হওয়া, গুণাতীতত্ব।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, সকল জ্ঞানের উত্তম সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, (অর্থাৎ তাহার বিষয়) আমি আবার তোমায় বলিব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা জানিয়া মুনি সকল এই সংসারেই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। (এ অধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

মধুসূদন ঃ উত্তম=বহিরঙ্গ সাধন যজ্ঞাদি হইতে উত্তম। ইতঃ=ইহা হইতে বা দেহবন্ধন হইতে। পরাম্ সিদ্ধিম্=মোক্ষ নামক পরম সিদ্ধি।

শঙ্কর ঃ পরাং =পরবস্তু বিষয়ক হওয়ার জন্য। উত্তম= উত্তম ফলযুক্ত। জ্ঞান অর্থে অমানিত্বাদি নহে, যজ্ঞাদি জ্ঞেয়বস্তু বিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞান পাইয়া মননশীল সন্ন্যাসীরা এই দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রামানুজ ঃ প্রকৃতি ও পুরুষ বিষয়ক জ্ঞানের অন্তর্গতই সত্ত্বাদি গুণ বিষয়ক পরম জ্ঞান যাহা পূর্ব্ব কথিত জ্ঞান সমূহ হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ক সকল জ্ঞানের ভিতর ইহা উত্তম জ্ঞান। পরম্ সিদ্ধি=পরিশুদ্ধ আত্ম স্বরূপের প্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি।

শ্রীধর ঃ পর=পরমাত্মনিষ্ঠ।...ইহারা জ্ঞান সাধন সমূহের, জপ ও কর্ম্মাদি বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। পরম্ সিদ্ধি=মোক্ষ।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ গুণসঙ্গ দ্বারা বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করে, পূর্ব্ব-অধ্যায়ে বলা হইয়াছে সেই গুণ গুলি কি কি, কি রূপেই বা গুণ সংযোগ হয়, ভূতপ্রকৃতি হইতে কিরূপেই বা যুক্তি সম্ভব, 'সাধন' জ্ঞান বলা হইয়াছে, সাধ্য জ্ঞান কি, এই সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অধ্যায়ে বলা হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলে, মুনিগণের আর কিছু পাইবার থাকে না।

Telang. Having learnt which, all sages have reached perfection, beyond (the reach of) this body.

Bhakti Pradip. The Lord speaks of the বিজ্ঞান aspect of His Teachings, how those three qnalities of মায়া work upon tke jiva etc, জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তমম্ = Pure essence of knowledge.

মতিলাল। জ্ঞানের কথা ভগবান বহুবার বলিয়াছেন। কি উপায়ের দ্বারা ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মুক্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, সেই পরমজ্ঞানের কথা, এইবার বলা হইবে

২। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।২

পদচ্ছেদ। ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ, সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

অন্বয়। ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ, সর্গে ন উপজায়ন্তে চ প্রলয়ে অপি ন ব্যথন্তি।

কঠিন শব্দ। সাধর্ম্ম্যমাগতা = মদ্ গুণ প্রাপ্ত, গুণাতীতত্ব প্রাপ্ত, স্বরূপতাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত। সর্গে = সৃষ্টি কালে। উপজায়ন্তে = জন্মগ্রহণ করেন না। ন ব্যথয়ন্তি = ক্লিষ্ট হন না।

অনুবাদ। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মদ্ গুণ প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকেরা, সৃষ্টি কালে জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং প্রলয় কালেও ক্লিষ্ট হন না। (ভগবানের সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত যাঁহারা হন না, তাহাদের জন্ম মরণ চলিতেই থাকে, প্রলয়ে ও সৃষ্টিতে থামে না)

সাধর্ম্ম্য বা স্বরূপতা প্রাপ্তি নানা ভাবে ব্যাখ্যাও হইতে পারে, (১) গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্তি (এই অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত হইয়াছে), (২) ব্রহ্ম আমার একটী স্বরূপ, বিরাট নির্গুণ "সম" অবস্থা (এই অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত), সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, (৩) মুক্ত, নির্লিপ্ত অবস্থা, (৪) আমার জন্মমরণ নাই, সাধকেরও সেইরূপ হয় ; হিরণ্যগর্ভাদিরও নাশ আছে, তাহার নাশ হইবে না, যে আমার আশ্রিত থাকিবে। (ভগবতঃ ত্রিগুণ অতিক্রমকারী মদ্ ভাব প্রাপ্ত হয়, ১।২৯।৮—১৪)। কর্ম্মে নির্লিপ্ততা প্রাপ্তি।

সর্গোঽপি ইত্যাদি = মৃত্যুর পরে সে স্বতন্ত্রতা বিহীন ভাবে, আমাতে বা আমার ধামে থাকে ; প্রলয়ে ধ্বংশ বা আবার সৃষ্টি সময়ে জন্ম, এ সব তাহার আর হয় না। ব্রহ্মারও বিনাশ হয়।

এখানে আমরা পাইতেছি যে যাহারা এই জ্ঞানের আশ্রয়ে আসেন, মৃত্যুর পরেও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু মায়াবাদী জ্ঞানীরা বলেন যে মৃত্যুসময়ে জ্ঞানীর আত্মার উৎক্রামণ হয় না। স্পষ্টতঃ তাহা হইলে এ জ্ঞান; হয় জ্ঞানীর "জ্ঞান" নহে বা ইহা ভক্তি , কারণ ভক্ত মুক্তি চাহে না, বেদান্ত সূত্রে কিন্তু মুক্ত পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে স্বীকৃত হইয়াছে ; তাঁহারা পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধীন থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মের সমান সর্ব্ব শক্তি লাভ করেন না; জীবে ঈশ্বরে ভেদ থাকিয়াই যায় (বে সূ ৩।৪।২১,১৮,১৭)

হিরণ্যগর্ভেরও নাশ আছে, একমাত্র ভগবানই সৃষ্টি লয়ের অতীত, কারণ সৃষ্টি স্থিতি লয়তো তাহারই লীলা।...অনন্যভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করাই সাধর্ম্ম্যমাগত হওয়া।

মধুসূদন। সাধর্ম্ম্য = আত্যন্তিক অভেদ। ব্যথন্তি = লয় প্রাপ্ত হন না।

শঙ্কর। উপরিউক্ত জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান করিলে। একরূপতা প্রাপ্তি।...যখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অভেদ স্বীকার হইয়াছে, তখন স্বাধর্ম্ম্যের অর্থ মৎস্বরূপতা সমান ধর্ম্মতা নহে।.... ব্রহ্মার বিনাশ কালেও ব্যথিত হয় না।

রামানুজ। আমার সমতা প্রাপ্ত হইয়া। সৃষ্টি কালে উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ আমার রচনার কার্য্য হয় না। প্রলয় কালে ব্যথিত হয় না, অর্থাৎ সংহার ক্রিয়ার কার্য্যও হয় না। অর্থাৎ উহার নাশ হয় না।

শ্রীধর। জ্ঞানের আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায় অনুষ্ঠান করিয়া। আমার সমান ধর্ম্ম, অর্থাৎ আমার রূপতা পাইয়া, সৃষ্টি কালে ব্রহ্মাদির উৎপত্তিতেও তিনি জন্মলাভ করেন না....পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।

ভক্তিপ্রদীপ। মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ = attain the Nirguna stage like that of Me.

Radhakrishnan. Life eternal is not dissolu-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

tion into the indefinable Absolute, but attainment of a universality and freedom of spirit which is lifted above the empirical movement Its status is unaffected by the cycle processes of creation and dissolution, being superior to all manifestations, The saved soul grows into the likeness of the Divine, and assumes an unchangeable being, eternally conscious of the Supreme Lord who assumes various cosmic forms. It is not স্বরূপতা or identity, but only সমানধর্ম্মতা or similarity of quality. He attains সাদৃশ্যমুক্তি। He realises the divine in his outer consciousness and life. শঙ্কর however holds that সাধর্ম্ম্য means identity of nature and not equality of attributes.

বলদেব ; ভক্তগণ গুরূপদিষ্ট সাধনায় ভগবানের পরম পদ প্রাপ্ত হন। তাই শ্রুতি বলেন, তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

রামদয়াল ; সাধর্ম্ম্য অর্থে তৎস্বরূপতা, সমানধর্ম্মতা সাধর্ম্ম্য নহে। জ্ঞান লাভে স্বরূপে অবস্থান। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরে ভেদ থাকে না। সাধর্ম্ম্য=মদ্ভাব (১৩ ১৮), মুক্তস্বরূপ। Modi says, they continue in the individual state of existence also get a similarity of altributes with the Lord

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১ and ছাঃ ৮।১২।৩)। Radhakrishnan discusses certain points about continuance of conscious individuality and agrees with শঙ্কর।

সন্তদাস। সাধর্ম্ম্য হওয়া, সুতরাং সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে না, বা প্রলয় কালে ব্যথিতও হয় না।

কৃষ্ণানন্দ। সদ্ রূপের সহিত অভিন্নতা লাভ।

ভূপেন্দ্রনাথ। ঐ জ্ঞানের জ্ঞান-ফল কথিত হইল। যে অদ্বয় জ্ঞান, ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান নামে কথিত উহাই তত্ত্ব। অদ্বয় অর্থে অদ্বিতীয় অর্থাৎ যে 'চিন্মাত্র বস্তু' বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; উহাই ব্রহ্মস্বরূপ, তত্ত্ব, উহা ছাড়া আর কিছু নাই।....মনের অচল স্থিতিই ব্রহ্মপদ, যাহারা ধরিতে পারে না বার বার তাহাদের জন্মমৃত্যু হয়।...যাহার মন নাই, তাহার পক্ষে স্থিতি নাই, প্রলয়ও নাই।

Telang. Those who, resorting to this knowledge, reach assimilation with my essence, are not born at the creation, and are not afflicted [are not destroyed (Madhusudan), do not fall (Sankara)],

মতিলাল। মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ = মদ্‌রূপত্বম্; সে রূপ কি তাহা পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে পাওয়া যাইবে। গুণের কথাও বলা হইবে। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে, ইহার প্রসঙ্গেই আসিয়াছে পরপর দুইটি শ্লোকে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা।

৩। মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভম্ দধাম্যহম্
সংভবঃ সর্ববভূতানাম্ ততো ভবতি ভারত।৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। মম যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভম্ দধামি অহম্, সম্ভবঃ সর্ব্ব-ভূতানাম্ ততঃ ভবতি ভারত।

অন্বয়। ভারত, মম মহৎ-ব্রহ্ম যোনিঃ, অহম্ তস্মিন্ গর্ভম্ দধামি ততঃ সর্ব্ব ভূতানাম্ সম্ভবঃ ভবতি।

কঠিন শব্দ। মহদ্ ব্রহ্ম = সৃজন শক্তি রূপিনী প্রকৃতি। যোনি = গর্ভাধানের স্থান; জগতের গঠিত হইবার স্থান।

গর্ভম দধামি = গর্ভাধান করি; গর্ভিনী করি, বীর্য্য নিক্ষেপ করি; সঙ্কল্প চালনা করি জগৎ গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ করি; উপাদানরূপী অপরা প্রকৃতিতে জীবাত্মার বা চেতনার চালনা করি; অচিৎ ও চিৎ-এ বা প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন করাইয়া দি। ভূত = যাহা উৎপন্ন হয়।

(সৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞানাও জ্ঞান; তাহার আধ্যাত্মিক মূল্য আছে।

অনুবাদ। সৃজনশক্তি রূপিনী আমার প্রকৃতি, জগতের গঠিত হইবার স্থান; তাহাতে (জগৎ গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য) আমার সঙ্কল্প চালনা করি। (অর্থাৎ অচিৎ-এর সহিত, বা উপাদানরূপী অপরা প্রকৃতির সহিত, চিৎ-এর বা জীবাত্মার (যাহা আমার বীর্য্য বা অংশ), তাহার মিলন করাইয়া দি); উহা (অর্থাৎ ঐ ব্যাপার) হইতে সকল উৎপত্তিশীল বস্তুর উৎপত্তি হয়। সঙ্কল্প চালনা আমি করি, ইহাই ঈক্ষণ। অন্য ভাষায়, উপাদান সমষ্টি রূপ অপরা প্রকৃতিতে, জীব সৃষ্টির জন্য জীবাত্মা আমিই দিই, দেহাদি ভূষিত প্রাণবস্তু জীব সৃষ্ট হয়। এই আদিম্ ভগবৎ-বীর্য্যরূপী পুরুষের ও আদিম্

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিরই অনন্ত প্রতিবিম্ব আমরা পাই (পূর্ব্বাধ্যায়ের পুরুষ প্রকৃতিতে); মিলন ঘটাইয়া দেন ভগবান। ঐ আদিম্ দুই বিম্বের প্রতিবিম্ব, সংসারের স্ত্রীপুরুষের মত, প্রতি জীবন্ত দেহে আছে পুরুষ তাহার প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহাদি লইয়া তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষ যেমন স্ত্রীতে তদাত্মকত্ব পায়। জীবাত্মা সমষ্টি (পরাপ্রকৃতি) এবং উপাদান সমষ্টি (অপরা প্রকৃতি) দুইই ভগবানের ; এই দুই হইতে জীব জগৎ সৃষ্ট। মহৎ ব্রহ্ম = ব্রহ্মের সেই মহৎ ভাব, যে ভাব হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাকেই প্রকৃতি বলা হয়, বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিজাত, যেন যোনি, ভগবান তাঁহার সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প ব্রহ্মাতে চালিত করেন ; ব্রহ্মা তাহার পর সৃষ্টি আরম্ভ করেন। বেদান্তের ঈক্ষণ, বা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মায়াতে মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ, ইহাই বলা হইয়াছে মম যোনি মহদব্রহ্ম শ্লোকে। সাংখ্য বলে নাই, ঐ দেহরূপী পুরুষ প্রকৃতির কে মিলন ঘটাইয়া দেয় ; ভাবটা, তাহারা আপনিই গেলে ; ভগবান এ অধ্যায়ে, সেই কে মিলন ঘটায়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন।

গর্ভাধান করি = জীবাত্মাগণকে তাহাদের প্রাক্তন কর্মানুযায়ী ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি। (প্রকৃতি আমার সঙ্কল্প পাইলেই সৃষ্টি আরম্ভ করে ; প্রকৃতি আমাতেই স্থিত, আমার সৃষ্টিকারিণী শক্তি, আমারই ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়)। কাপিল সাংখ্যে ও বেদান্তে মিলন করাইয়া দেওয়া হইল।

শঙ্কর। আমার মায়া অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তিশীল বস্তুর যোনি অর্থাৎ কারণ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই দুই শক্তিধায়ী ঈশ্বর আমি, সেই মহৎ-ব্রহ্ম রূপ যোনিতে হিরণ্যগর্ভের জন্মের বীজরূপ গর্ভ, অর্থাৎ সব ভূতের উৎপত্তির কারণরূপ বীজ স্থাপিত করিতে থাকি। অর্থাৎ অবিদ্যা কামনা আর উপাধির স্বরূপের অনুবর্ত্তনকারী ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত করি। এই গর্ভাধানে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি দ্বারা সকল ভূতের উৎপত্তি হয়।

মধুসূদন ঃ কারণ, কার্য্য অপেক্ষা স্বরূপতঃ অধিক বলিয়া মহৎ, আর বৃহণত্ব যুক্ত বলিয়া মহৎ। সুতরাং মহৎ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ 'অব্যাকৃত' (কার্য্যরূপে অনভিব্যক্ত পরমসূক্ষ্ম জগৎ কারণ) যাহাকে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ানামিকা প্রকৃতি বলা হয়।....আমি সকল ভূতের উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ যে গর্ভ তাহা ধারণ করাই, আমি যেন বহু হই, এবং প্রজা (জীব) আকারে পরিণত হই", এইপ্রকার ঈক্ষণরূপ সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত করি। তৎ ঐক্ষত স আকাময়ত বহু স্যাম্, বহুস্যাম্ প্রজায়েয় ।....গর্ভাধানের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন, (আপনি হয় না)।

রামানুজ ঃ ভূমিরাপোঽনল = (৭।৪,৫) শ্লোকে নির্দ্দেশিত জড় প্রকৃতি, মহৎ তত্ত্বাদি সমস্ত বিকারের কারণ হওয়ায়, মহদ্ ব্রহ্ম নাম পাইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে 'তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম ইত্যাদি (মু ও ১।১।৯)। ৭।৫ শ্লোকে উক্ত চেতনপুঞ্জরূপা যে প্রকৃতি উহাই সকল প্রাণীর বীজ হওয়ায়, এখানে গর্ভ নামে কথিত হইয়াছে। যোনি রূপ প্রকৃতিতে চেতনপুঞ্জরূপ গর্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপিত করিতেছি, অর্থাৎ ভোগস্থান রূপা জড় প্রকৃতির সহিত ভোক্তাবর্গ-পুঞ্জরূপ চেতন প্রকৃতির, আমার সঙ্কল্পে সংযোগ করাইয়া দি

শ্রীধর ঃ উপরি উক্ত প্রশংসার দ্বারা শ্রোতার মন আকর্ষণ করিয়া। দেশ ও কালের দ্বারা যাহার পরিচ্ছেদ বা সীমা করা যায় না, তাহাই মহৎ, বৃং হণ হেতু বা স্বকার্য্য গুলির বৃদ্ধিহেতু ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি। যোনি = গর্ভাধানের স্থান। তাহাতে আমি গর্ভ অর্থাৎ জগৎ বিস্তারের উপাদান চিদাভাস নিক্ষেপ করি, অর্থাৎ প্রলয়ে আমাতে লয়প্রাপ্ত অবিদ্যা কাম কর্ম্মে মনোনিবেশ যুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে সৃষ্টি সময়ে ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত যোজনা করিয়া থাকি।

Radhakrishnan. It we were merely products of nature we could not attain life eternal. This verse affirms that all existence is a manifestation of the Divine. He is the cosmic seed... The world is the play of the Infinite on the inite. The author there adopts the theory of creation as the development of form from non-being chaos or night. The forms of all things which arise out of the abyssmal void are derived from God. They are the seeds He casts into nonbeing.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ = পড়া ও অপরা প্রকৃতির সংযোগ বা জড় চেতনের সংযোগ।

Modi মহৎ ব্রহ্ম = নিরাকার ব্রহ্ম (কৃষ্ণ সাকার ব্রহ্ম) ; Hill, not self ; Otto Matter ; Garbe প্রকৃতি।

রামদয়াল। অহং ব্রহ্ম = সত্ত্ব রজস্তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা রূপা প্রকৃতির সত্তা মাত্রাত্মিকা, আদি বিকার, মহৎ তত্ত্ব। মহৎ ব্রহ্মই ক্ষেত্র। মহৎ ব্রহ্ম হইতে বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে মায়া সৃষ্টি স্বাভাবিক সৃষ্টি। সৃষ্টি শক্তি ত্রিগুণময়ী। সৃষ্টি শক্তি মায়ার সহিত মিলিত ব্রহ্মের এক পাদকে ঈশ্বর, পরমেশ্বর পরমাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্য্যামী, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর, উত্তমপুরুষ। পুরুষ, গুণত্রয়ের যোগস্বরূপ যে যোগমায়া, সেই যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। অব্যয় প্রকৃতি যোগমায়া তাহার পুরী।.. অর্দ্ধনারীশ্বরে প্রকৃতি পুরুষে ভেদ নাই পরব্রহ্ম সৃষ্টির সময়ে বিন্দু নাদ ও বীজ, এই ত্রিধা ভিন্ন হন। বিন্দু শিবাত্মক, নাদ শক্ত্যাত্মক ও বীজ উভয়াত্মক। ব্রহ্ম হইতে মায়ার আবির্ভাব ; সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়া গ্রহণ হেতু ব্রহ্মের পুরুষ নাম গ্রহণ, ইহা স্বাভাবিক বা অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি। মায়া ও পুরুষ হইতে অব্যক্তের আবির্ভাব হয়। এই অব্যক্তই বিন্দু। ইহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। অকার্য্যাবস্থা = সাম্য = সঙ্কোচ)। বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু ও ত্রিগুণ সমান পদার্থ; প্রকৃতিই পরমাণু, চৈতন্যই পুরুষ। ব্রহ্ম হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্ম অব্যক্তের আবির্ভাব—এই পর্য্যন্ত শক্তিতত্ত্ব। বিন্দুমধ্যে চিদংশ আছে, বিন্দুর চিদংশ শিবাত্মক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচিদংশ শক্ত্যাত্মক। ইহা বীজ। বিন্দুর চিদচিদ্ মিশ্রাংশ নাদ। ইহাই শব্দ ও অর্থ উভয় সংসার রূপা অবিদ্যা। ব্রহ্ম হতে মায়া ও পুরুষের আবির্ভাব, মায়া হতে অব্যয়ের আবির্ভাব হয়। অব্যক্ত সত্ত্ব রজঃ তমঃ=গুণের সাম্যবস্থা, প্রকৃতি, প্রধান, স্বভাব মায়া, মহামায়া, যোগমায়া এই অব্যক্ত।....সাংখ্য বলে পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও তাহার সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম হইতে থাকে। গীতা মহদব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতির সত্তামাত্রাত্মক আত্মবিকার হইতে যে সৃষ্টি বিস্তার তাহাই ঈশ্বর সাপেক্ষ বলিতেছেন। প্রধান বা প্রকৃতির গুণক্ষোভকে ঈশ্বর সাপেক্ষ বলিতেছেন না।...মহতের পরে যে সৃষ্টি তাহাই ঈশ্বর সাপেক্ষ। মহৎব্রহ্মই মাতৃ স্থানীয়। ঈশ্বর মহৎ ব্রহ্মেই বীজাধান করেন।...পুরুষে শক্তি আছে সংকল্প নাই, ইহাতে সৃষ্টি হয় না।...পুরুষের সৃষ্টি বিষয়ক যে ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প তাহাই মহানকে কার্য্য করায়। কিন্তু অব্যক্ত শক্তির প্রথম বিকাশরূপ মহৎ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সৃষ্টি স্বাভাবিক ইহা পুরুষের সন্নিধি মাত্রেই হয়, ইহাতে ঈক্ষণ নাই।—মহৎ ব্রহ্মকে ব্রহ্মা বলা হয়, ঈক্ষণ তপস্যা। সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যা দ্বারা সৃষ্টি করেন।

ব্যোমব্রহ্ম। প্রকৃতি আমার বিহার ভূমি; আমি তাহাতে চৈতন্য বীর্য্য প্রদান করি।

অরবিন্দ। শাশ্বত ভগবান আত্মসৃষ্টি রূপে এই সব বিশ্বধারাকে প্রকটন করিয়াছেন। তিনি একই সঙ্গে এই বিশ্বের পিতা ও মাতা। মহৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞান হইতেছে যোনি তাহাতে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আত্মসৃজনের বীজ নিক্ষেপ করেন। অধিচৈতন্য (The Over Lord) রূপে বীজ নিক্ষেপ করেন। মাতারূপে, তাঁহার চেতনাময় তেজে পরিপুর্ণ চিৎশক্তি, প্রকৃতি—আত্মা (Nature soul) রূপে তিনি সেই বীজকে তাঁহার অপরিমিত, অথচ আত্ম পরিমিত বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই অনন্তসার সত্তার মধ্যে গ্রহণ করেন :—

জ্ঞানেশ্বরী। আত্মা ও প্রকৃতি, দুয়ের সঙ্গ হইলে, প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি তত্ত্ব হতে মন উৎপন্ন হয়। মনের স্ত্রী মমতা, অহঙ্কার তত্ত্ব রচনা করে, যাহা হতে মহাভূত উৎপন্ন হয়। ভূতেরা স্বাভাবিক বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধিত ; সেই জন্য উহাদের সঙ্গ হতে উৎপন্ন বিষয় ও ইন্দ্রিয় হয়। বিকারের ক্ষোভ হওয়ায় ত্রিগুণ প্রকটিত হয় : তখন বাসনায় উৎপত্তি হয়।

মতিলাল। গর্ভ=সৃষ্টি বীর্য্য।

কৃষ্ণানন্দ। প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সংযোগই সৃষ্টির কারণ, সাংখ্যের প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি সামর্থ্য অসম্ভব।....এই ব্রহ্মোপাধি মায়া মহৎতত্ত্ব নামক প্রথম কার্য্যের বৃদ্ধি হেতু বলিয়া মহৎ ব্রহ্ম নামে উক্ত হয়। অবিদ্যা কামও কর্ম্মাত্মক যে ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব, প্রলয় কালে বিলীন থাকে, তাহাকেই কার্য্যকারণ সংঘাত রূপ ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য, ভগবান চিদাভাসস্বরূপ বীর্য্য সেক করিয়া থাকেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক উপদৃষ্ট না হইলে সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক ভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ কেবল কর্ম্মফলের অধীন, ইহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কর্ম্মফল প্রবর্ত্তনার জন্য কোন স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ামক থাকা আবশ্যক, কারণ, বাধ্য না হইলে কাহারও কর্ম্মফল ভোগে প্রবৃত্তি থাকে না।....এই জন্য সৃষ্টি বিকাশ কার্য্য ঈশ্বরাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা জীব ও দৃষ্ট জগৎ, উভয়ই মায়িক ; একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য।

সন্তদাস। প্রকৃতিরূপ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাকে মহৎব্রহ্ম বলা হয়। আমার অঙ্গীভূত ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তি যাহা প্রকৃতি নামে আখ্যাত, মহৎব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, নামরূপে ব্যাকরবানি। গুণসকল অচেতন জড়। জড়ের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, চেতনেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। চেতনের সেই প্রয়োজন বা পুরুষার্থ দুই প্রকার, তাহা হয় ভোগ, না হয় অপবর্গ বা মোক্ষ। বৈশেষিকগণ দ্রব্য ও গুণ এই দুইটিকে পরস্পর দুইটি বিভিন্ন প্রকার পদার্থ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ স্থলের সে ব্যক্তব্য নহে। এ স্থলে যে গুণত্রয়ের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা গুণী অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে, তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ, যেহেতু প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা।

—গুণত্রয় যদি প্রকৃতিরই স্বরূপ হইল, তাহা হইলে গুণ সকল প্রকৃতি সম্ভূত এই বলার (পঞ্চম শ্লোক) অর্থ এইরূপ— সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের এই সাম্যাবস্থা তাহাই প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই ভগবানের মায়া। সেই সাম্যাবস্থা উপলক্ষিত মায়া নামক প্রকৃতির নিকট হইতে গুণ সকল যখন বৈষম্য প্রাপ্তি পুর্ব্বক পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাবে যে পরিণাম প্রাপ্তি হয়, তখনই তাহাদিগকে প্রকৃতি সম্ভূত বলা হয়। অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ হইয়া সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুত গুণত্রয়কে লক্ষ্য করিয়াই "প্রকৃতিসম্ভব" এই কথা বলা হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ মনের সঙ্কল্প হেতুই প্রপঞ্চ দর্শন ; সঙ্কল্প না থাকিলে জীব মুক্ত। ঐ অবস্থায় মন আপনি নিরুদ্ধ হইয়া, উন্মনীভাব প্রাপ্ত হয়। উহাই পরম পদ। আজ্ঞা চক্র ···পর্য্যন্ত গুণের স্থান, উহাই ব্রহ্মযোনি, উহাতে অচলস্থিতি না হইলে মুক্তি হয় না ; উহার নিম্নে. সংসারে অবতরণ।···· যখন ব্রহ্ম কলাযুক্ত হন৷(মুল প্রকৃতিতে উপহিত হন) তখন শক্তির আবির্ভাব হয় ঐ শক্তি হইতে নাদ (মহৎতত্ত্ব) ও নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কার তত্ত্ব) উৎপন্ন হয় ।···চারি প্রকারের সৃষ্টি, হয় (১) জীব সমষ্টির অদৃষ্ট বশতঃ ভোগ কাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি ; ইহা প্রথম সৃষ্টি, নাম অদৃষ্ট সৃষ্টিঃ ইহা মূল প্রকৃতিতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভ। (২) মায়া কল্পিত বিবর্ত্তস্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি, ইহা দ্বিতীয় বা মানসী সৃষ্টি। (৩) ঐ সৃষ্টি পদার্থ বিকৃত হইলে এক বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া অন্য বস্তুতে পরিণত করে ; ইহা তৃতীয় বা পরিণাম সৃষ্টি যথা মহৎতত্ত্ব হইতে পর পর অহংকারাদি সৃষ্টি। (৪) যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপন্ন হইতে থাকে, ইহা চতুর্থ বা আরম্ভ

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি, বা যৌগিক সৃষ্টি।...আদ্যা শক্তিতে (মূল প্রকৃতিতে) যখন গুণ ক্ষোভ হয়, তখন তমোগুণের (মহাদেবের) আবির্ভাব হয়। চৈতন্য-যুক্ত শক্তি তখন ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্ট হন, ইহাই আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া, তাহাতে উপগতা অথবা বিপরীত গতিতে অনুপ্রবৃত্তা হন।....প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন (হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে)। গুণ ভেদে, তাঁহারই ব্রহ্মা (ইচ্ছাশক্তি), বিষ্ণু (ক্রিয়াশক্তি) ও রুদ্র (জ্ঞানশক্তি)। এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্তি-আত্মক, নাদ শিব শক্তি আত্মক। এই তিন হইতে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি উৎপন্ন হয়।....প্রণবের 'অ' কার স্বরূপ ব্রহ্মা পৃথ্বী তত্ত্ব, মূলাধার চক্রে; 'উ'কার বিষ্ণু জলতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠান চক্রে, 'ম' রুদ্র, তেজ স্তত্ত্ব, মণিপুর চক্রে; নাদ, ঈশ্বর-বায়ুতত্ত্ব, অনাহত চক্রে; বিন্দু মহেশ্বর, আকাশ তত্ত্ব, বিশুদ্ধ চক্রে; কলা স্বরূপ পর-শিব আজ্ঞা চক্রে; কলাতীত পরব্রহ্ম পরমা প্রকৃতি সহস্রার চক্রে। এই সপ্ত চক্রই প্রণবের সপ্তচক্রে সপ্ত আম্নায়। (এই সব বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, জ্ঞেয়, সর্ব্ব ইত্যাদি।....মহৎ ব্রহ্মে গর্ভাধানই বিবর্ত্ত সৃষ্টি। মহৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মাই সমষ্টি মন, ইহাতেই ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্ব উৎপাদন করেন। তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়'....(চার সৃষ্টিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে

Telang. The Great Brahman (i.e. the nature) etc.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদীশ্বরানন্দ। ব্রহ্ম = বেদ, সংসার, প্রকৃতি, ব্রাহ্মণ। সর্ব্বভূত = হিরণ্যগর্ভাদি ও ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভবনধর্ম্মা

Chidbhavananda. In the great womb of Prakriti. the germ of Atmachaitarya is embedded...leading to th comming forth of Hiranyagarbha the cosmic emboolied being. The countless Jivatmas are none other than the rays radiating from this cosmic being.

৪। সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজ প্রদং পিতা। ৪।

পদচ্ছেদ। সর্ব্ব-যোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ তাসাম্ ব্রহ্ম মহৎ যোনিঃ অহম্ বীজপ্রদংপিতা।

অন্বয়। কৌন্তেয়, সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি তাসাম্ মহৎ ব্রহ্ম যোনিঃ, অহম্ বীজপ্রদংপিতা

কঠিন শব্দ। সর্ব্বযোনিষু = নানাপ্রকারের জন্মস্থানে। মূর্ত্তয়ঃ দেহসকল। যোনি = উৎপত্তি স্থান। মহৎ ব্রহ্ম ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, মায়া।

অনুবাদ। কৌন্তেয়, নানাপ্রকারের যোনিতে যে দেহসকল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উৎপত্তি স্থান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; আমি গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা (সকল জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর তাহা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত; চেতন আত্মা আমা হইতে প্রাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাপ্রকার যোনি, ইহাতে ফেলা যায়, দেব, পিতৃ, মনুষ্য পশু। দেহসকল অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি। বীজপ্রদ, পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

রামানুজ। আমি যাহার চেতনবর্গের সহিত সংযোগ করাইয়াদি, এইরূপ মহৎতত্ত্বাদি ১৬ (=১০ ইন্দ্রিয়, মন, ও ৫ ইহাদের বিষয়), (ইহাদের বিশেষ বলে) বিশেষান্তাবস্থা প্রকৃতি ইহাদের কারণ; পিতা, অর্থাৎ চেতনবর্গের কর্ম্মানুযায়ী সেই সেই যোনিতে জড় প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করাই

শ্রীধর। কেবল যে সৃষ্টি প্রারম্ভ আমার অধিষ্ঠিত প্রকৃতি ও পুরুষ কর্ত্তৃক এই ভূত-সকলের উৎপত্তি প্রণালী তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্বদাই। স্থাবর জঙ্গম যে যে মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, সেই সকল মূর্ত্তির ইত্যাদি

Radhakrishnan. These seeds of the Logos are the ideal forms which mould the gross world of matter into beings. The ideas, the patterns of things to be, are all in God....God has an eternal vision of creation in all its detail. Whereas in Socrates and Plato, ideas and matter are conceived as dualism, when the relation between the subtle world of ideas and the gross world of matter is difficult to understand, in the Gita, the two are said to belong to the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Divine...The cosmic process continues until the causal origin Alpha and the final cosmic matter Omega coencide.

বীর্য্য ও যোনি সেই ব্রহ্মেই অবস্থিত, প্রকৃতি কোনও স্বতন্ত্র জিনিষ নহে; ইহাই আমার পরা প্রকৃতি ও আমার অপরা প্রকৃতি, এই ভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছেন। দুই প্রকৃতি কি ভাবে মিলিত হয়, অতি সহজ বোধগম্য ভাষায় চিত্রের মত বুঝাইলেন, জগৎ সৃষ্টিতে ব্রহ্মে সঙ্কল্প এবং শক্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি নিজ সঙ্কল্প, শক্তিতে চালিত করিলেন। (শুধু সঙ্কল্পে বা শুধু শক্তিতে কার্য্য হয় না) (ইহাই, ব্রহ্মের বিভাব মায়া, যে মায়াতে জগৎ প্রতিভাসিত হইল। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ (শ্বে উ)। ইহাই বিশুদ্ধা থাকায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়া, যাহাতে ঈশ্বর সৃষ্টি হন এবং অবিশুদ্ধা মায়ায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়া, যাহাতে চিদাভাস বা আত্মা সৃষ্টি হয়)। ইহাই পুরাণে, ভগবানের নাভি পদ্মে ব্রহ্মার উদ্ভব, যে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

রামদয়াল। পরব্রহ্মে মায়ার উদয় হইয়া, ব্রহ্ম ও মায়া প্রকৃতি ও পুরুষ হন! আমি বহু হইব, এই ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

মহানব্রহ্ম। এই পরমজ্ঞানের কথা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে হইতে বলিতেছেন, তাই "ভূয়ঃ"। যথা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষ প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করে (১৩।২২) প্রকৃতির গুণের কথা আরও বলেছেন ৩।২৭,২৮ ।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের বর্ণ ভেদ ও গুণ কর্ম্মের বিভাগানুসারে (৪।১৩); ... এখন বিশেষ ভাবে বিশেষণ।...মম স্বাধর্ম্ম্যাগতা কথাটি মূল্যবান, মদ্ভাবমাগতা হইতে স্পষ্ট।....জীব ঈশ্বর তুল্যতা লাভ করে, ঈশ্বর হইয়া যায় না, জগদ্‌ব্যাপার বর্জ্জং, জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের শক্তি জীবের কোনও দিনই হয় না।...সুতরাং জীবের ভেদাভেদ স্বরূপে অবস্থিতিই গীতার হার্দ।...জড় গর্ভধান হয়, জড় ইন্দ্রিয়ের মিলনে; চিন্ময় পুরুষের গর্ভাধান হয় দৃষ্টিপাতে, ঈক্ষণে সংকল্পে।....জীব পিতার কাছে পাইয়াছে অনুচৈতন্য, মাতার কাছে পাইয়াছে ত্রিগুণ।

ভূপেন্দ্রনাথ। সকল সময়েই তো সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু সকল সময়ে বা সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় না কেন? কারণ অহং জ্ঞানের অভাবে।—মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে আছে যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন।—প্রকৃতি মধ্যে তমোভাব প্রবল হইলে, তাহা জড় দৃশ্যরূপে প্রকটিত হয়, রজঃ ও সত্ত্বভাবে মনুষ্যভাব, সত্ত্বগুণে দেবশরীর।—যে স্থানে স্থিতি লাভ করিলে গুণের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তাহাই যোনি, অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ, অতএব আজ্ঞাচক্রই ব্রহ্মযোনি বা মহদ্‌ ব্রহ্মের স্থান।

Telang. Of the bodies which are born from all wombs, the main womb is the Great Brahman etc.

(৪) মহদ্‌ ব্রহ্ম বা প্রকৃতি, ইনি উপরি উক্ত ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিকারিণী, মাতৃরূপা। ইনি জীবাত্মা ও জগতের উপাদানের ভাণ্ডারী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইনি গুণময়ী, মায়াও।

(৪) এই যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যা গুণময়ী বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হইল, কি কি ইহার গুণ ও কি ভাবে ইহারা বন্ধন করে?

৫। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ।৫।

পদচ্ছেদ। সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ, নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। মহাবাহো, সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতি সম্ভবাঃ গুণাঃ, অব্যয়ম দেহিনম্ দেহে নিবধ্নন্তি।

কঠিন শব্দ। প্রকৃতি সম্ভবাঃ=প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অব্যয়=অবিনাশী অবিকারী। দেহিনম্=আত্মাকে। নিবধ্নন্তি॥ আবদ্ধ করিয়া রাখে।

অনুবাদ। হে মহাবাহু অর্জ্জুন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তিনটি গুণ, অবিনাশী, অবিকারী আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

প্রকৃতি, যাহার প্রাথমিক অবস্থা উপরি উক্ত ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, সেই ত্রিগুণের ঐ সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইলেই, প্রকৃতি হইতে প্রকৃতি বিকৃতি (মহৎ-আদি-তত্ত্ব) ও বিকৃতি সমূহ (পঞ্চমহা ভূতানি) উৎপন্ন হইতে থাকে। ইহাই সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে, এই সকল হই ত উৎপন্ন। প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণময়ী হওয়ায়, সেই প্রাথমিক উপাদান সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছুতে ত্রিগুণ থাকে, নানা পরিমাণে; তবে পারস্পরিক সম পরিমাণে নহে (কারণ সমপরিমাণের অর্থ সাম্যাবস্থা যাহা হয় প্রলয়ে)। এই সব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আমাদের দেহমন বুদ্ধি সব কিছুতে ত্রিগুণ আছে, এবং তাহারা উপাধি হইয়া ঐ তিন গুণ দ্বারা জীবাত্মাকে তাহাদের ভিতর আবদ্ধ রাখে; ঐ গুলিতে উৎপন্ন সুখ দুঃখ মোহ জীবাত্মার বন্ধন স্বরূপ হয়। জীবাত্মা নিজে মূলতঃ নির্ব্বিকার স্বভাবের হইলেও তদাত্মকত্বের কারণ, সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুখও বন্ধন, স্বর্ণ শৃঙ্খল। গুণশব্দ যেন পারিভাষিক, ইহা কোন দ্রব্যের আশ্রিত রূপ রসাদির মত গুণ নহে; গুণী অর্থাৎ প্রকৃতি যাহা, গুণও যেন তাহাই। (শঙ্কর)। গুণের অর্থ রজ্জু, এখানে ঐ অর্থ সঙ্গতও, কারণ সত্ত্বাদি গুণ দ্বারাই দেহী আবদ্ধ থাকে। (গীতা ১৩।২৬; ভাগবত ৪।১১।২৬)

শঙ্কর। সত্ত্বাদি গুণ ক্ষেত্রজ্ঞের অধীন হইয়াও, অবিদ্যাত্মক হওয়ায়, ক্ষেত্রজ্ঞকে বাঁধিয়া ফেলে, ও তাহাকে আশ্রয় তৈরী করিয়া নিজেদের প্রকট করে। যদি বল, আত্মা তো লিপ্ত হয় না, কি করিয়া তাহার বন্ধন হয়, তাহার উত্তর এই যে আমি "ইব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; অর্থাৎ বস্তুকে বাঁধে না, তাহা প্রতীত করায়।

মধুসূদন। অচেতন গুণত্রয় পুরুষের অদৃষ্ট বশবর্ত্তী হইয়া সততই তাহার ভোগ বা অপবর্গ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। বৈশেষিক মতে দ্রব্যও গুণী স্বতন্ত্র, এখানে গুণ ও গুণী (প্রকৃতি) সেরূপ নহে। প্রকৃতি সম্ভব, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি, সে অবস্থা ভঙ্গ হওয়া ইহাদের উৎপত্তি।....পুরুষের পারমার্থিক বন্ধন নাই ; বন্ধন কল্পিত।

রামানুজ। এই তিন গুণ, প্রকৃতির স্বরূপানুবন্ধী স্বভাব বিশেষ ; প্রকৃতির কারণ অবস্থায় অপ্রকট থাকে ও প্রকৃতির বিকারভূত মহৎতত্ত্বাদিতে প্রকট হয়।...জীবাত্মাকে শরীরে স্থিতিরূপ উপাধিতে বাঁধিয়া ফেলে।

শ্রীধর। প্রকৃতির সঙ্গ হেতু পুরুষের সংসার বর্ণনা। গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে জাত। গুণ সমূহের সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে পৃথগ্‌রূপে প্রকাশিত হইয়া ঐ গুণসমুহ প্রকৃতির কার্য্য দেহে অভেদ চিন্তায় অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার সত্ত্বেও, দেহীকে অর্থাৎ চিদংশকে বন্ধন করে অর্থাৎ স্বকার্য্য সুখ দুঃখ ও মোহাদির সহিত সংযোজন করে।

রামদয়াল। বৈশেষিকগণ দ্রব্য ও গুণ পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্ন পদার্থ বল্লেন। এখানে গুণত্রয়, গুণী অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পৃথক নহে, তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ, যেহেতু প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা

সচ্চিদানন্দ। ভূত প্রকৃতি মোক্ষ কহিবার পূর্ব্বে ভূত প্রকৃতি বন্ধ কেন হইল তাহা বলিতেছেন। মহৎব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সংযোগে যেমন সৃষ্টির উৎপত্তি, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সহযোগে তেমরি মূর্ত্তি উৎপত্তি। অমূর্ত্তের মূর্ত্তিভাব প্রাপ্তই বন্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। প্রকৃতির গুণগুলি মূলতঃ গুণাত্মক qualitative...যদি আমরা অধিকতর ব্যাপক সংজ্ঞা চাই। তাহা হইলে আমরা বোধ হয় তাহার কিছু ইঙ্গিত পাইব ভারতীয় ধর্ম্মের সেই রূপকারক পরিকল্পনায় যাহা এই গুণত্রয়ের এক একটি গুণকে বিশ্বদেব প্রতীক এক একটি দেবতার গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে ; রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুর গুণ. সত্ত্ব ইত্যাদি.... প্রকৃতির গুণত্রয় বিশ্বজগতে সকল সত্তায় অচ্ছেদ্যভাবে বিমিশ্রিত।

কৃষ্ণানন্দ। অঙ্গ ও অঙ্গীর ন্যায়, গুণ ও প্রকৃতিতে বাস্তবিক কোন ভিন্নতা নাই। জীবাত্মা জন্ম মরণ রহিত হইলেও, ত্রিগুণের সহিত দেহাত্ম ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শোক মোহাদি রূপ নাগপাশে বদ্ধ হয়। সত্ত্বগুণ, আত্মার আবরণ বিনাশক, তাই প্রকাশক।

Hill. গুণ=Strand.

Radhakrishnan. The Gunas are the three tendencies of প্রকৃতি or the three strands making up the twisted rope of nature. The cosmic trimity reflects the dominance of one of the modes : সত্ত্ব. in বিষ্ণু the Preserver; রজঃ in ব্রহ্মা the Creator and তমঃ in Siva the Destroyer.

মহানামব্রত। এই ত্রিগুণ চৈতন্যকে আবৃত করিয়া রাখে।...জগতের সকল বস্তুরই সত্তা আছে, সুতরাং তাহাতে সত্ত্বগুণ আছেই। রজোগুণ রাগ ও দ্বেষ দ্বারা চিত্তকে রঙ্গায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রকৃতি হইতে গুণ গুলি উৎপন্ন হইয়া এই দেহেই অবস্থিতি করে। জীবাত্মা, দেহেতে তদাত্মভাব প্রযুক্ত দেহস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম্ম শোক মোহাদি তদ্বারা দেহীকে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। "তে ধ্যানযোগানুগতা" ইত্যাদি, (শ্বেতাশ্বতর উপ), স্বপ্রকাশ মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের আত্মভূতা শক্তিকে তাঁহারা কারণ-দেহে দর্শন করিয়াছিলেন, এই শক্তিই মায়া বা প্রকৃতি, সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় ইহা জড় নহে, তাঁহারই নিজশক্তি, মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। ইনিই পরাপ্রকৃতি, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণায়) চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন।.... যেমন অগ্নিতে জ্বলন স্বাভাবিক, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির হিল্লোল স্বাভাবিক।...প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়, এবং সেই চঞ্চল প্রাণই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ রূপে ও তাহার বাহন ইড়াদি নাড়ীমুখে প্রকাশিত হইয়া, পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহঙ্কারে পরিণত হইয়া, জগৎ খেলা আরম্ভ করিয়া দেয়।

Telang. Goodness, passion, darkness, these qualities born from nature bind down the inexhaustible soul in the body. ... These constitute nature. We must understand nature with Prof. Bhandarkar, as the hypothetical cause of the Soul's feeling itself limited and conditioned. If nature is understood, as it usually is, to mean

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

matter its being made up of the qualities is inexplicable. Interpreted idealistically, as suggested by Prof. Bhandarkar, the destruction of it spaken of at the close of the last chapter, also becomes intelligible. By means of knowledge of the Soul, the unreality of these manifestations is uuderstood and nature is destroyed

Gandhi-Desai. The three Gunas keep the Imperishable Dweller bound to the body.

(৬) সেই বন্ধনকারী গুণ গুলির স্বরূপ ও তাহাদের দ্বারা বন্ধনের প্রকার বলিতেছেন—

৬। তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ।৬।

পদচ্ছেদ। তত্র সত্ত্বম্ নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ম্, সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চ অনঘ।

অন্বয়। অনঘ, তত্র প্রকাশকম্ অনাময়ম্ সত্ত্বম্ নির্ম্মলত্বাৎ সুখসঙ্গেন চ জ্ঞান সঙ্গেন বধ্নাতি।

কঠিন শব্দ। অনঘ=নিস্পাপ। তত্র=ঐ তিন গুণের মধ্যে। প্রকাশকম্=প্রকাশশীল, স্বচ্ছ হওয়ায় চিৎ প্রতিবিম্বের প্রকৃষ্ট বিকাশ আনে। প্রকৃতের্বশাৎ নহে। ক্রীত দাসের ভাবে নহে, ইহা মুর্ত্তভাবে কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য জাগাইয়া দেয় (২।৪৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), সুখ ও জ্ঞানের উপলব্ধি করায়। অনাময়=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদ্রব হীন, শান্তি পূর্ণ। (সাত্ত্বিক সুখ ও সাত্ত্বিক জ্ঞান ১৮।১১ দ্রষ্টব্য)। সত্ত্ব গুণ, সুখের অনুভূতি পইবার ও জ্ঞানের অনুভূতি পাইবার ও তাহা বিস্ফুরিত করিবার ইচ্ছা জাগায়; এবং ইহাদের পিছনে পড়িয়া থাকিবার একটা নেশা হইয়া যায় ভাল জিনিষেও নেশা হওয়া, আসক্তি পাওয়া বন্ধনের কারণ হইয়া যায়। আমি সুখী, আমি জ্ঞানী; "আমি-আমি" ভাব মানুষে চাপিয়া আসে।

অনুবাদ। হে নিস্পাপ অর্জ্জুন এই তিন গুণের মধ্যে, সত্ত্ব গুণ নির্ম্মল, স্বচ্ছ হওয়ায়, উপদ্রব হীন শান্ত প্রকাশশীল। (আত্মার ভাব, নিকটতম কোষে অর্থাৎ বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে উহা বিচ্ছুরিত হয়, জ্ঞান ও আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং সেই জ্ঞানে ক্রীতদাসের মত নহে, প্রকৃতির বশে নহে, মুক্ত ভাবে মানুষ কাজ করিতে সমর্থ হয়)। সত্ত্ব গুণ জ্ঞান ও আনন্দের প্রকাশক, কিন্তু ঐ জ্ঞান ও আনন্দের সঙ্গ (বা তাহাতে পড়িয়া থাকার নেশা যখন যখন দরকার নাই তখনও তাহা লইয়া থাকা, উর্দ্ধে ভগবানের দিকে না যাওয়া) উহাও মানুষকে বন্ধন প্রাপ্ত করায়। (মানুষ গুণাতীত থাকিবার চেষ্টা করিবে, মনুস্মৃতি)।

মধুসূদন। প্রকাশকং=প্রকাশক; চৈতন্যের তমোগুণকৃত আবরণের তিরোধায়ক, অর্থাৎ তমোগুণ যে আবরণ জন্মায় তাহার ফলে চৈতন্যের প্রকাশ হয় না, সত্ত্বগুণ তাহাকে দূর করিয়া দেয়। নির্ম্মলত্বাৎ=নির্ম্মল বলিয়া চৈতন্য প্রতিফলিত হয়। অনাময়= দুঃখের বিপরীত যাহা তাহার অর্থাৎ সুখের ব্যঞ্জক। চেতনা সুখও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জ্ঞান) ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, আত্মায় তাহাদের যে অধ্যাস (আরোপ) তাহাই সঙ্গ।

শঙ্কর। সত্ত্বগুণ স্ফটিক মনির মত নির্ম্মল হওয়ার জন্য, প্রকাশশীল ও উপদ্রব রহিত।····বিষয়রূপ সুখের বিষয়ী আত্মার সঙ্গে 'আমি সুখী' এই প্রকার সম্বন্ধ-যুক্ত করে, ও আত্মাকে মিথ্যাই সুখে নিযুক্ত করে, ইহাই অবিদ্যা। কারণ বিষয়ের ধর্ম্ম বিষয়ীর হয় না, ও ইচ্ছা হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত, সব ধর্ম্ম ক্ষেত্রের। অবিদ্যা দ্বারা সত্ত্ব গুণ অনাত্মস্বরূপ সুখে, আত্মাকে আসক্ত করে। জ্ঞানও আত্মার ধর্ম্ম নহে, হইলে আসক্তির কথা উঠিত না।

রামানুজ। প্রকাশ ও সুখকে না ঢাকিয়া ফেলাই নির্ম্মলতা; সত্ত্ব গুণ প্রকাশ ও সুখের কারণ। বস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের নাম প্রকাশ। জ্ঞান ও সুখে আসক্তি হইলেই মনুষ্য উহাদের সাধনে লাগে; কর্ম্মফল উৎপত্তি হয়, জন্ম আনে।

শ্রীধর। সত্ত্বগুণ স্ফটিকের ন্যায় প্রকাশক, জ্যোতির্ম্ময় নিরুপদ্রব, শান্ত, সেইজন্য স্বকার্য্য সুখের সহিত সঙ্গের দ্বারা বন্ধন করে। "আমি সুখী ও জ্ঞানী" এইরূপ মনের ধর্ম্মগুলিকে তাহাদের অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ-জীবে সংযোজন করে।

মতিলাল। সত্ত্ব গুণের ভিতর দিয়া পরমচৈতন্য অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়····সৃষ্টিবীর্য্য বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়।

Telang. Of these, goodness, which, in consequence of being untainted is enlightening, free

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

from all misery binds the soul, with the bond of pleasure and the bond of knowledge,

পরমহংসদেব বলিতেন, যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু "আমি" ভাব রাখিয়া দেন, তাহা না হইলে জীবন থাকে না, যথা দাস আমি। শঙ্করাচার্য্য "জ্ঞান আমি" রাখিয়া দিলেন।

Krishna Prem, Under the contemplatlve gaze of consciousness, three tendencies manifest themselves withim the matrix, One moment of it reflects the Light and is irradiated by It, itself becoming like a fluorescent substance, an apparent source of Light, This is the moment known as সত্ত্বগুণ and it has the characteristic of radiance (প্রকাশ)। A seond moment, as it were, transmits the Light, not reflecting it back towards the Source, but it ever speeding it on outwards and outwards. This moment is known as the Guna of রজস্, having as its characteristic outward turned moment (প্রবৃত্তি)। The third moment neither reflects nor transmits, bnt absorbs the Light that falls upon it, this is the guna of তমস, characterised by a stagnant inertia, a heedless

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

indifference. The operation of the gunas can be observed in the microcosom and also in the macrocosm. (Krishna Prem then explains this)...In the mental world of রাজসিক plurality, we pass into a Libetnisian world of morads...

Radhakrishnan. Knowledge here means lower intellectual knowledge, or relates to বুদ্ধি, not consciousness'

রামদয়াল। সত্ত্ব গুণ উদয়ে বুদ্ধি আবরিত থাকে না...আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি এইরূপ অভিমান করে। সুখ ও জ্ঞান ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ...

রামচন্দ্র যতি। শ্রী. ভূঃ ও দুর্গা, ইহারা যথাক্রমে, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাভিমানিতা। শ্রী দেবলোকের, ভূঃ মনুষ্য লোকের ও দুর্গা দানবাদির বন্ধনের কারণ (দামোদর)

বিনোবা। প্রদীপ ঠিক রাখিতে তাহার কাঁচের ভিতরকার কাজল (তমঃ) পরিষ্কার করিতে হইবে ; কাঁচের উপরকার ধূলা (রজঃ) পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহার পরে রহিল কাঁচ (সত্ত্বগুণ)। কাঁচটাকে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে ? না। তাহার উপর এমন জায়গায় একটু কাগজ লাগাইয়া দিবে যাহাতে তাহার তীব্র জ্যোতি চোখের ভিতর না যায়. অর্থাৎ সাত্ত্বিক গুণে নিজেকে রাখ্‌বে, কিন্তু সেই গুণের অভিমান রাখ্‌বে না, আর অনাসক্ত ভাবে সাত্ত্বিক কাজ করিতে থাকিবে। সত্ত্ব গুণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মল হওয়ায় মনে জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' হইতে সাহায্য করে। অনাময় অর্থাৎ সুস্থতা অর্থাৎ শান্তি আনে।

অরবিন্দ। আমাদিগকে সত্ত্বের ভিতর দিয়াই উঠিতে হইবে বটে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা সত্ত্বকে ছাড়াইয়া না যাইব ততক্ষণ সেখানে পৌঁছিতে পারিব না।

ভূপেন্দ্রনাথ। তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, সত্ত্বগুণ সেই অকারণে নষ্ট করে, তাই প্রকাশক। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ (১) প্রসন্নতা (২) আত্মানুভূতি (পরমাশান্তি (৪) তৃপ্তি (৫) প্রহর্ষ (৬) পরমাত্মনিষ্ঠা।...সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব গুণ থাকায়, যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তথা বুঝাইয়া দিতে পারে। রজস্তমঃ গুণের মত ইহা বিক্ষেপ ও আবরণ যুক্ত নহে।...সত্ত্বগুণের জ্ঞান, আত্মার ধর্ম্ম যে জ্ঞান, পরাবিদ্যা, তাহা নহে,—দর্শন বিজ্ঞান জাত জ্ঞান। ইহাতে, আত্মার আনন্দ যে আনন্দ, তাহা আনে না। কাজেই বন্ধন উৎপাদক।

৭। রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম।৭।

পদচ্ছেদ। রজঃ রাগ-আত্মকম্ বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্, তৎ নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম-সঙ্গেন দেহিনম্

অন্বয়। কৌন্তেয়, রাগাত্মকম্ রজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ বিদ্ধি, তৎ দেহিনম্ কর্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি।

কঠিন শব্দ। রাগাত্মকম্=অনুরাগ বা ইচ্ছামূলক। তৃষ্ণাসঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্ভবম্ = তৃষ্ণা বা কামনা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন। দেহিনম্ = আত্মাকে। কর্ম্মসঙ্গ = কর্ম্মাসক্তি। তৃষ্ণা অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার ইচ্ছা; সঙ্গ অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু নিজের করিয়া রাখিয়া দিবার ইচ্ছা। রজোগুণ হইতেই সকল প্রকার কামনার উদ্ভব হয়। "কাম এষ, ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব (৩।৩৮; ১৪।২২)। তদাত্মকতার জন্য, আত্মা মূলতঃ নির্ব্বিকার হওয়া সত্ত্বেও, তৃষ্ণা ও সঙ্গবোধ করিতে থাকে।

অনুবাদ। কৌন্তেয়, রজোগুণ অনুরাগ বা ইচ্ছা, এবং তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন, জানিও। তাহা কর্ম্মাসক্তির দ্বারা আত্মাকে আবদ্ধ করে।

শঙ্কর। গৈরিক আদি বর্ণের মত রজোগুণের বিষয়ে আসক্ত করাইবার ক্ষমতা থাকে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল দেয় যে কর্ম্ম, তাহাতে আসক্তি অর্থাৎ তৎপরতার নাম কর্ম্মাসক্তি।

মধুসূদন। যাহার জন্য পুরুষ বিষয়ে আসক্ত হয় তাহার নাম রাগ। রাগাত্মক = তৃষ্ণাজনক। "আমি ইহা করিতেছি, ফল উপভোগ করিব" ইত্যাদি অভিনিবেশ, কর্ম্ম সকলেতে বদ্ধ করে। রজোগুণ প্রবৃত্তির (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার) কারণ।

রামানুজ। রাগ = স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনেচ্ছার নাম রাগ। বিষয়স্পৃহা = তৃষ্ণা; পুত্রাদি সম্বন্ধ বিষয়কস্পৃহা = সঙ্গ।

শ্রীধর। রজোনামক গুণ রাগাত্মক অর্থাৎ প্রীতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পাদক। তৃষ্ণা ও সঙ্গ (= প্রাপ্তবিষয়ে আসক্তি) দ্বারাই কর্ম্মসমূহে আসক্তি হয়।

ভক্তিপ্রদীপ ঃ রাগাত্মকম্ = as being of the form of passion, কর্ম্মসঙ্গেন = with attachment for the fruit of action।

গিরীন্দ্র ঃ যে মনোবৃত্তি দেহ ও মনকে রঞ্জিত বা সংক্ষুব্ধ করে, তাহাকে রাগ বলে।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ কর্ম্ম = ভোগেচ্ছামূলক কর্ম্ম। রাগাত্মক = ভোগাসক্তি।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ আমাদের দেশ-প্রীতি, জীবের কল্যাণ ইচ্ছা—রজোগুণ প্রকৃত এই শ্রেণীর আসক্তি।

৮। তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনম্ সর্ব্বদেহিনাম্
প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ।৭

পদচ্ছেদ ঃ তমঃ তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনম সর্ব্ব দেহিনাম্, প্রমাদ-আলস্য নিদ্রাভিঃ তৎ নিবধ্নাতি ভারতম্

অন্বয় ঃ তু ভারত সর্ব্বদেহিনাম্ মোহনম্ তমঃ অজ্ঞানজম্ বিদ্ধি, তৎ প্রমাদালস্য নিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি।

কঠিন শব্দ ঃ তু = আর, অন্যদিকে (সত্ত্ব ও রজঃ হইতে পার্থক্য)। অজ্ঞানজম্ = অজ্ঞান হইতে জাত। সর্ব্বদেহিনাম্ মোহনম্ = সকল দেহধারীর ভ্রান্তি বা মোহজনক প্রমাদ = অবধানতা। আলস্য—অনিচ্ছা, নিরুদ্যমতা।

অনুবাদ ঃ আর, ভারত, সকল দেহধারীর মোহজনক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমঃ গুণ অজ্ঞান হইতে জাত জানিও। উহা অনবধানতা আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আত্মাকে বাঁধে।

অজ্ঞান = যাহা জ্ঞানের বা বস্তুর যথার্থ বোধের বিপরীত অথবা অন্য বোধ দেয়, যথা রজ্জুতে সর্প বোধ। আবরণ শক্তি রূপ অজ্ঞান। (গীতাপ্রেমী—মহাভা ৩:২১২০)

মধুসূদন। মোহনঃ = অবিবেকরূপে ভ্রান্তিজনক। প্রমাদ=বস্তুর বিবেক নিশ্চয় করিবার অসামর্থ্য; ইহা সত্ত্বগুণের কার্য্য যে প্রকাশ, তাহার বিরোধী। আলস্য = প্রবৃত্তির অর্থাৎ কার্য্যকারিতার অসামর্থ্য; ইহা রজোগুণের কার্য্যস্বরূপ যে প্রবৃত্তি তাহার বিরোধী। নিদ্রা, তমোগুণ ইহার অবলম্বন; ইহা প্রকাশ ও প্রবৃত্তি উভয়েরই বিরোধী।

শঙ্কর। জীবের হৃদয়ে মোহ অর্থাৎ অবিবেক উৎপন্ন করায় যে তমঃ।

রামানুজ। বস্তুর যথার্থ বোধের নাম জ্ঞানং; তদ্বিপরীত, অজ্ঞান। ইহাই মোহ প্রমাদ—অকর্ত্তব্য কর্ম্মে অসাবধানীকে যাহা প্রবৃত্ত করায়। আলস্য = কর্ম্ম না করার স্বভাব।

শ্রীধর। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত, আবরণ শক্তি-প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উদ্ভুত জানিও। মোহন—ভ্রান্তি উৎপাদক প্রমাদ = অমনোযোগ।

ভূপেন্দ্রনাথ। যাহা করিলে ভাল হয়, তাহার দিক দিয়াও মাড়াইবে না, অথচ যে কার্য্য করিলে নিজের ক্ষতি হইবে, তাহাতে খুব উৎসাহ ইহাই প্রমাদ।—ভাল কথা শুনিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিলেই ঘুম। বলে "বলিলেই ধ্যান জমিয়া যায়, কীর্ত্তনাদি চেঁচামেচি তাই সে করেনা, কিন্তু ধ্যানতো জমে না, নিদ্রা জমে।...আমাদের শ্বাস ক্রিয়া কখনও ইড়ায় চলে, কখনও পিঙ্গলায় ; শ্বাসের গতি অনুসারে মনের রং বদলায়।—শ্বাসের গতির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৯। সত্ত্বং সুখে সংজয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভরত
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সংজয়ত্যুত ।৯।

পদচ্ছেদ। সত্ত্বম্ সুখে সংজয়তি, রজঃ কর্ম্মণি ভারত, জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সংজয়তি উত।

অন্বয়। সত্ত্বম সুখে সংজয়তি, রজঃ কর্ম্মণি, তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে উত সংজয়তি।

কঠিন শব্দ। সংজয়তি = সংশ্লিষ্ট। উত = এমন কি, এবং। প্রমাদ = ভ্রান্তি, অনবধানতা

অনুবাদ। সত্ত্ব আত্মাকে সুখের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সংযুক্ত করে ; রজোগুণ কর্ম্মের সহিত। কিন্তু, তমোগুণ জ্ঞানকে (এমন কি জ্ঞানীর জ্ঞানকেও) আচ্ছাদিত করিয়া ভ্রান্তি ও অনবধানতার সহিত সংশ্লিষ্ট করে। (উত অর্থাৎ অপি, অর্থাৎ জ্ঞানীতেও অজ্ঞান উপস্থিত করে, আলস্য ও নিদ্রা আনিয়া দেয়। (সুখ, যে সুখ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যা ১৮।৩৬,৩৭ শ্লোকে উক্ত। কর্ম্ম, ভোগ উপস্থিতকারী কর্ম্ম)। (গীতাপ্রেমী মহাভা ৩।২১।২৪)।

শঙ্কর। তমোগুণ, সত্ত্বগুণ উৎপন্ন বিবেকজ্ঞানকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ আবরণাত্মক স্বভাবে আচ্ছাদিত করিয়া, পুনঃ প্রমাদে নিযুক্ত করে। প্রাপ্তব্য কর্ত্তব্য না করার নাম প্রমাদ।

মধুসূদন। সত্ত্বগুণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে, ইত্যাদি। তমোগুণ যে ব্যক্তি বস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যেও অজ্ঞান আনে।

শ্রীধর। দুঃখ ও শোকাদির কারণ থাকিলেও, সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখের অভিমুখী করে।···তমোগুণ, মহতেরা উপদেশ করিতে থাকিলেও।হ।দের উপদিষ্ট বিষয়ে অমনোযোগ আনিয়া দেয়।····

রামানুজ। সত্ত্বগুণে সুখাশক্তি প্রধান কারণ, ইত্যাদি

সমন্বয় গীতা। সত্ত্ব ও শুদ্ধ সত্ত্বে প্রভেদ এই যে, ইহার একটিতে জগৎ প্রকাশমান ব্রহ্ম ও অন্যটিতে তদতীত স্বয়ং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হন।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রকৃত দুঃখ শোকের কারণ থাকিলেও, যিনি জোর করিয়া ক্রিয়া করিতে বসেন, ক্রিয়াতে একটু মন লাগিলেই, তাঁহার মন হইতে বিষয় চিন্তা চলিয়া যায়।····রজো গুণের বন্ধন, কেবল কর্ম। সন্ন্যাসেও বিষয় ভোগের দিকে আকর্ষণ! বলেন জনক রাজার মত তিনি বিষয় ভোগ করেন! তাই আজ কাল জনক রাজাদের ঠেলায় লোককে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

১০। রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ১০।

পদচ্ছেদ। রজঃ তমঃ চ অভিভূয় সত্ত্বম্ ভবতি ভারত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজঃ সত্ত্বম্ তমঃ চ এবঃ তমঃ সত্ত্বম্ রজঃ তথা।

অন্বয়। চ ভারত রজঃ তমঃ অভিভূয় সত্ত্বম্ ভবতি চ রজঃ সত্ত্বম্ তমঃ তথা এব তমঃ সত্ত্বম্ রজঃ

কঠিন শব্দ। অভিভূয় = অভিভূত করিয়া, চাপিয়া, repressed (Telang).

অনুবাদ। হে ভারত, রজঃ গুণ ও তমঃগুণকে অভিভূত করিয়া, সত্ত্বগুণ হয়। (অর্থাৎ বৃদ্ধি পায়)। রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে, এবং তমঃ, বত্ত্ব ও রজঃ গুণকে চাপিয়া বৃদ্ধি পায়। (গীতাপ্রেমী—মনুস্মৃতি ১২।২৪,)

মধুসূদন। সত্ত্বগুণ যখন এককালে ও একসময়ে রজঃ ও তমঃ এই দুইটি গুণকে'ই অভিভূত করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা পূর্ব্বকথিত প্রকাশরূপ নিজ কার্য্য অসাধারণ ভাবে সম্পাদন করে। শঙ্কর, ঐরূপ।

রামানুজ। যদি তিন গুণ একসঙ্গে থাকে, তবুও প্রাচীন কর্ম্মবশ ও শরীর পোষণরূপ ভোজনের বিষমতায়, এক অন্যদের চাপিয়া, আগে বাড়িয়া যায়।

ভূপেন্দ্রনাথ। একই মানুষে কখন সাত্ত্বিক, কখন রাজসিক, কখন তামসিক ভাব....এই সমস্ত গুণ ক্রিয়া কখন কখনও পূর্ব্বকর্ম্মসূত্র ধরিয়া দেহীকে বিকল করিতে থাকে। বাহিরের দিক দিয়া কখন কখন কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

(১১) যে সময় যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জ্ঞাপক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহাই তিন শ্লোকে বলিলেন ; প্রথমে সত্ত্বগুণ লইলেন—

১১। সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ।১১

পদচ্ছেদ। সর্ব্ব-দ্বারেষু দেহে অস্মিন্ প্রকাশঃ উপজায়তে, জ্ঞানম্ যদা তদা বিদ্যাৎ বিবৃদ্ধম্ সত্ত্বম্ ইতি উত।

অন্বয়। যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু প্রকাশঃ জ্ঞানম্ উপজায়তে তদা ইতি বিদ্যাৎ উত সত্ত্বম্ বিবৃদ্ধম্

কঠিন শব্দ। প্রকাশঃ=ঝলক আলোক, চেতনতা, তদা উত=তখনই।

অনুবাদ। যখন এই দেহে, সকল ইন্দ্রিয়-দ্বারে, তাহাদের চেতনার ঝলকে (তাহাদের কার্য্যের আবরণের বা জাড্যের বিরোধী) জ্ঞান বা বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ পরিদৃষ্ট হইবে, তখনই জানিবে, সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বুদ্ধির প্রকাশ অর্থাৎ যখন মূঢ়তা থাকিবে না ; ইন্দ্রিয় গুলির কার্য্য যন্ত্রবৎ না হইয়া বোধ পূর্ণ মন তাহাদের কার্য্যে প্রকাশিত হইবে।

(গীতা শ্রেমী – গীতা ৫।২৪ ; ভাগবত ১১।২৫।১৩)

মধুসূদন। প্রকাশ=দীপের ন্যায় নিজ বিষয়ের আবরণের বিরোধী বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ। উত অর্থে 'অপি' ; ইহা ইহাই বুঝাইতেছে যে সুখাদিরূপ চিহ্নের দ্বারাও ইহা জানিতে হইবে যে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। বুদ্ধির বৃত্তির নাম প্রকাশ, আর ইহাই জ্ঞান।

রামানুজ। যখন বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশিত করিবার সময়, চক্ষু আদি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন, ইত্যাদি।

Gandhi When the light-knowledge shines forth frcm all the gates of the bopy, etc.

শ্রীধর। আত্মার ভোগের আয়তন এই শরীরে কর্ণাদি দ্বারগুলিতে যৎকালে শব্দাদির জ্ঞানরূপ প্রকাশতাব উৎপত্তি লাভ করে, তখন ঐ প্রকাশরূপ চিত্ত দ্বারা, ইত্যাদি 'উত' শব্দে লোভাদিচিহ্ন দ্বারা সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে।

ভক্তিপ্রদীপ। When enlightenments of knowledge is produced through all the sense-organs of the body etc.

Radhakrishnan. The Light of knowledge au have a full physical manifestation. To divi-ise the humau conscionsness to bring the Light to the physical, to to transfigure our whole le is the aim of the যোগ।

Krishna Prem. A state of mind that fosters ear unclonded knowledge that brings a peace nd inner harmony.

রামদয়াল। রূপ রস গন্ধাদির অন্তরালে হেন কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানময় আনন্দময় নিত্য সত্ত্ব পবিত্র আত্মবস্তু উপলব্ধি হইতে থাকে, যেন সে আর কাহারও সহিত ভিতরে জিজ্ঞাসা করিয়া কথা কহিতে থাকে।

গিরীন্দ্র। প্রকাশ জ্ঞান = প্রত্যক্ষ জনিত কোন বিষয়ের কেবল অস্তিত্ব জ্ঞান। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে যদি বিষয়ে রাগদ্বেষ জন্মে, তবে সেই অনুভূতিকে মাত্র প্রকাশ জ্ঞান বলা চলিবে না। সত্ত্বগুণ হইতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই; কিন্তু সুকৃত রাজসিক কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক হইতে পারে।

কৃষ্ণানন্দ। ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশ = যথা শব্দাদি যখন আবরণ দোষ বর্জ্জিত হইয়া, কথা সবল মৃদু ও সরল হয়, অন্যের কথা বিরুদ্ধ ভাবে গৃহীত না হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে যে জ্ঞান প্রবাহ চলে, তাহাতে কোন ভ্রমপ্রমাদ থাকে না। বর্ণ অশব্দের শব্দ শুনিতে পায়। ইত্যাদি

Telang. At all portals of the body, light (i.e. knowledge) prevails.

মতিলাল। ভাস্বরত্ব হেতু সত্ত্বগুণ শাশ্বত পুরুষের প্রকাশক।

(১২) রজোগুণ বৃদ্ধির চিহ্ন—

১২। লোভ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণাম শমঃ স্পৃহাঃ
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।: ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। লোভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ কর্ম্মণাম্ অশমঃ স্পৃহা, রজসি একানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।

অন্বয়। ভরতর্ষভ, রজসি বিবৃদ্ধে লোভঃ প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ অশমঃ স্পৃহা এতানি জায়ন্তে।

কঠিন শব্দ। প্রবৃত্তিঃ = সাংসারিক চেষ্টা, সর্ব্বদা কিছু না কিছুর দিকে মন যাওয়া। অশমঃ = অশান্তি, মনশ্চাঞ্চল্য। স্পৃহা = আকাঙ্ক্ষা

অনুবাদ। হে ভরতর্ষভ (ভরতবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) অর্জুন, রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে, লোভ, সর্ব্বদা কিছু না কিছু করিতে মনে প্রবণতা থাকা, (চিত্ত স্থির না করিয়াই) কাজ আরম্ভ করিয়ে দেওয়া, মনশ্চঞ্চিল্য আকাঙ্ক্ষা, এই সকল উৎপন্ন হয়। (গীতাপ্রেমী-ভাগবত ১১।২৫।১৭)

মধুসূদন। প্রবৃত্তি = নিরন্তর প্রযত্নমানতা। কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ = বহুবিত্তসাধ্য ও আয়াসক বিষয়ের জন্য ক্রিয়া করিবার উদ্যম। অশম = 'ইহা করিয়া ইহা করিব' এই প্রকার সঙ্কল্প ধারার নিবৃত্তি না হওয়া। স্পৃহা = পরের ধন দেখিলেই যে কোন উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা। **শঙ্কর,** ঐরূপ।

রামানুজ। নিজদ্রব্য ত্যাগ না করিতে পারার স্বভাবের নাম লোভ। ফলের সাধনরূপ কর্ম্মের আরম্ভের জন্য করা হয়, সেরূপ উদ্যোগের নাম কর্ম্মারম্ভ। ইন্দ্রিয়দিগের উপরমতার অভাবের নাম অশম। বিষয়েচ্ছার নাম স্পৃহা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর ঃ প্রবৃত্তি = সর্ব্বদা কর্ম্মকরিবার চেষ্টা। আরম্ভ = গৃহাদির নির্ম্মাণে যত্ন। অশম = ইহা করিয়া ইহা করিব, এইরূপ বাসনা ও বিবিধ কল্পনার নিবৃত্তির অভাব। স্পৃহা = ইতস্ততঃ দৃষ্ট উচ্চ ও নীচ বস্তু মাত্রের গ্রহণেচ্ছা।

রামদয়াল ঃ প্রবৃত্তি = সর্ব্বদাই ধনাগম চেষ্টা, ফিকির, ইত্যাদি। ফল সাধন রূপ কর্ম্মের আরম্ভের জন্য কৃত উদ্যোগের নাম কর্ম্মারম্ভ। অশম = অমুক কার্য্যের পর অমুক কার্য্য করিতে হইবে, এইরূপ ব্যাকুলতা। স্পৃহা = পরের জমী, পরের ধন আত্মসাৎ করা

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ প্রবৃত্তি = সর্ব্বদা কিছু না কিছু লইয়া থাকা, কখন টাকা, কখন গহনা, কখন বাড়ী, কখন বাগান।

Telang, Avarice, activity (always doing something or other), performance of actions, want of tranquility ; desire.

১৩। অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ।১৩।

পদচ্ছেদ ঃ অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তি চ প্রমাদঃ মোহঃ এব চ, তমসি এতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।

অন্বয় ঃ কুরুনন্দন, তমসি বিবৃদ্ধে অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ চ মোহঃ এতানি এবজায়ন্তে।

কঠিন শব্দ ঃ অপ্রকাশঃ = আলোকহীনতা, অর্থাৎ বুদ্ধি বা বিবেক রাহিত্য হওয়া, (সত্ত্ব গুণের বিপরীত (৬ ও ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোক দেখ)। অপ্রবৃত্তিঃ = কর্ম্মে প্রবণতা না থাকা (রজঃ গুণের বিপরীত ৭,৯ ও ১২ শ্লোক দেখ)। প্রমাদ = ভ্রান্তি, অনবধানতা (৮,৯ শ্লোক দেখ)।

অনুবাদ। হে কুরুনন্দন অর্জ্জুন, তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধি রাখিত্য হওয়া, কর্ম্মে প্রবণতা না থাকা, ভ্রান্তি ও মূঢ়তা এই গুলি উৎপন্ন হয়। (গীতাপ্রেমী, ভাগবত ১১।২৫।১৫)

মধুসূদন। উপদেশ আদি পাইতে থাকিলেও, কোন প্রকারেই জ্ঞানলাভ করিতে না পারা, তাহাই অপ্রকাশ, কর্ম্ম বিধায়ক শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও, কর্ম্মে প্রবৃত্তির অযোগ্যতাই অপ্রবৃত্তি। তৎকাল কর্ত্তব্যরূপে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান না করার নাম প্রমাদ। মোহ = নিদ্রা বা বিপর্য্যয়। এই এই চিহ্ন প্রকাশ পাইবেই, 'এব' শব্দের দ্বারা বোধিত হইতেছে।

শঙ্কর। মোহ = অবিবেকরূপ মূঢ়তা।

রামানুজ জ্ঞানের উদয় না হওয়া = অপ্রকাপ। অপ্রবৃত্তি = স্তব্ধতা, নিশ্চেষ্ট পড়িয়া থাকা।

ভক্তিপ্রদীপ। অপ্রকাশ = ignorance. অপ্রবৃত্তি = inertia. প্রমাদ = delusion.

Krishna Prem. qnotes Shelley. The soul "flags wearily through darkness and despair...." "Some people mistake the restless urge of রজঃ for Divine activity; so others mistake the dull

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

indifferentism of তমঃ for spirituality. Mealy-mouthed cowardice is called "turning the other cheek"; Lazy inefficiency is termed indifference to material circumstances, shallow fatalism is confnsed with wise acceptance of the karma of one's past, coid indifference to one's fellows becomes a rising above love aud hate, and that dull poverty of spirit that ignores all art and literature becomes transcendence of the lives of sense. All is মায়া, all is শূন্য। All is the Play of God. What does anything matter? This is not spiritnality.

মহানামব্রত। সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্বকে ঢাকিয়া দেয় তমঃ, আর সুখময়ত্বকে অন্যরূপে রং ধরাইয়া দেয় রজঃ।... গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার অর্থ প্রলয়; উহা ভাঙ্গার অর্থ সৃষ্টি, (এবং তখন হইতেই পরস্পরের ভিতর মহা যুদ্ধ)। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, তমের কার্য্য অপ্রকাশ; সত্ত্বের কার্য্য সুখ, রজের কার্য্য দুঃখ; রজের কার্য্য প্রবৃত্তি, তমের কার্য্য অপ্রবৃত্তি।...তিন গুণই শুদ্ধ আত্মার আবরণ।

ভূপেন্দ্রনাথ। সবই অপ্রকাশ; জ্ঞানের কথা শুনাইলেও মাথায় প্রবেশ করে না। অপ্রবৃত্তি=জরামরণ ভয় থাকা সত্ত্বেও প্রতীকারে প্রবৃত্ত হয় না। পিঙ্গলায় শ্বাস বহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. Want of Light, want of activity (i.e. doing nothing) headlessness, delusion,

(১৪) মরণ সময়ে যে গুণের আধিক্য থাকে, সেই গুণানুযায়ী আমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্ম হয়।

১৪। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।১৪।

পদচ্ছেদ। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ম্ যাতি দেহভৃৎ, তদা উত্তমবিদাম্ লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে।

অন্বয়। যদা দেহভৃৎ সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে প্রলয়ম্ যাতি তদা তু উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে।

কঠিন শব্দ। দেহভৃৎ = দেহধারী অর্থাৎ জীব। প্রলয় = মৃত্যু। উত্তম বিদাম্ = উত্তমকে যে জানিয়াছে, যথা উত্তম জ্ঞানী বা উত্তম কর্ম্মী ইত্যাদি। অমলান্ = নির্ম্মল। লোকান্ = স্বর্গাদি লোক সকল। তু = তাহার পর।

অনুবাদ। যখন সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি কালে দেহধারীর মৃত্যু হয়, তখন, তাহার পর উত্তমকে যাহারা জানিয়াছে তাহাদের নির্ম্মল বা দিব্যলোক সমূহ, সে প্রাপ্ত হয়। (গীতাপ্রেমী, মহাভা. ৩।২০৯।৩২)।

মধুসূদন। উত্তম বিদ্যাং = হিরণ্যগর্ভাদি যে সমস্ত উত্তম সত্ত্ব আছেন, যাঁহারা তদ্বিৎ (তদুপাসক) তাঁহাদের। অমলান্ = রজঃ এবং তমোরূপ মল রহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। উত্তমবিদাং=উত্তমতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ মহৎ তত্ত্বাদি জ্ঞাতা।

রামানুজ। উত্তম বিদাং—উত্তমতত্ত্বজ্ঞাতা, অর্থাৎ আত্মার যথার্থস্বরূপ জ্ঞাত। অমল=অজ্ঞানরহিত। তারপর আত্মজ্ঞানীদের কূলে জন্ম।

শ্রীধর। উত্তমবিৎ=হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক, তাহাদের যে যে নির্ম্মল প্রকাশময় লোক।

সন্তদাস। ব্রহ্মবিদ্‌গণের বিশুদ্ধ লোক প্রাপ্ত হয়।

গিরীন্দ্র। ইহার অর্থ ইহা নহে যে সমস্ত জীবন রজঃ ও তমে কাটাইয়া মৃত্যুর মূহূর্ত্তে যদি কোন কারণে সত্ত্ব দেখা দেয়, তবে সে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে।

ভূপেন্দ্রনাথ। নির্গুণের উপাসকদিগের প্রাণ বিলয়ের সহিত এইখানেই সত্ত্বমুক্তি প্রাপ্ত, তাঁহারা পান। কূটস্থ জ্যোতিঃদর্শন করিতে করিতে মৃত্যুতেও ঐরূপ হয়।

Telang. He reaches the untainted world of those who know highest (Hirannyagarva etc. Sridhara, Madhu Sndan).

Gandhi-Desai. Tilak says 'inspotless worlds; Vinoba says—he is born in spotless worlds in the company of the jnanins.

১৫। রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।১৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। রজসি প্রলয়ম্ গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে তথা প্রলীনঃ তমসি মূঢ় যোনিষু জায়তে।

অন্বয়। রজসি প্রলয়ম্ গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে, তথা তমসি প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে।

কঠিন শব্দ। কর্ম্মসঙ্গিষু = কর্ম্মাসক্তি-যুক্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে। প্রলীনঃ = মৃত্যুপ্রাপ্ত। মূঢ়যোনিষু = বিবেক বিরহিত যোনিতে, কৃমি কীঠপশ্বাদি যোনিতে 'in the worlds of the ignorant and lower creatures (Telang).

অনুবাদ। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, কর্ম্মাসক্তি যুক্ত মনুষ্য মধ্যে জন্ম হয়। আর তমোগুণের বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে, বিবেক বিরহিত পশু কৃমি কীটাদি যোনিতে জন্ম হয়।

মধুসূদন ও শঙ্কর। কর্ম্মসঙ্গিষু = শ্রুতি ও স্মৃতি মধ্যে যে সমস্ত বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলের অধিকারী যে সমস্ত মনুষ্য তাহাদের মধ্যে। মূঢ় যোনি = পশু আদি মোহাভিভূত যোনি।

রামানুজ। কর্ম্মকারীদের কুলে জন্ম, অর্থাৎ সেইখানে জন্ম লইয়া স্বর্গাদি ফলের সাধনরূপ কর্ম্ম করিবার অধিকারী হয়। মূঢ় যোনি, ইহার অভিপ্রায় পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।

শ্রীধর। মূঢ়যোনি = অজ্ঞান জীব মধ্যে। **ভক্তিপ্রদীপ** = among the stupid, Senseness and the ignorant.

ভূপেন্দ্রনাথ। জীব আসে, সেই মন সেই ভাবনা লইয়া। কর্ম্মাসক্তি যাহার অধিক যে আবার এই মনুষ্যযোনিই পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমোগুণের আতিশয্য থাকিলে, অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভাদি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলে সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহার যে দেহ লইতে হইবে তাহা বিড়াল কুকুর, ছাগ মহিষ, ব্যাঘ্র সর্পাদির মতই হইবে।

(১৬) এই সব যাহা বলা হইল তাহার সংক্ষেপ এই—

১৬। কর্ম্মণঃ সুকৃত স্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।১৬।

পদচ্ছেদ। কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য আহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলম্ ফলম্, রজসঃ তু ফলম্ দুঃখম্ অজ্ঞানম্ তমসঃ ফলম্।

অন্বয়। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ তু সাত্ত্বিকম্ নির্ম্মলম্ ফলম্ আহুঃ, রজসঃ ফলম্ দুঃখম্ তমসঃ ফলম্ অজ্ঞানম্।

কঠিন শব্দ। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ = সু-কর্ম্মীর অর্থাৎ পুণ্যবানদিগের কর্ম্মের সাত্ত্বিক, অর্থাৎ যাহাতে রজঃ ও তমঃ নাই, অশান্তি, চাঞ্চল্য, বা মূঢ়তা নাই নির্ম্মল = মল রহিত শুদ্ধ।

অনুবাদ। পুণ্যবানদিগের কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক ও মল রহিত, শুদ্ধ, (উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে), ইহাই কথিত হয় কিন্তু রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান, বিবেক রাহিত্য হওয়া। (অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ম্মফল ইত্যাদি আবার আলোচিত হইয়াছে।

মধুসূদন। অজ্ঞান = অবিবেক প্রায়। রজঃ ও তমঃ এ দুইটি শব্দ রজঃ ও তমের কার্য্য যে কর্ম্ম তদর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর ঃ তমঃ = তামসরূপ অধর্ম্ম, পাপকর্ম্ম।

রামানুজ ঃ এইপ্রকার সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সময়ে মৃত্যু হইলে আত্মজ্ঞানীর কুলে জন্ম লইয়া, ইত্যাদি।

ব্যোমব্রহ্ম ঃ সাত্ত্বিক কার্য্যের ফল সুখজনক ও নির্ম্মল।

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ মন ও প্রাণের ফল অবিরত বলিয়াছে, উহার ফল চাঞ্চল্য ও অবসাদ, সুতরাং সাত্ত্বিক নহে। সাত্ত্বিক নহে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম তাহাই যখন প্রাণ স্থির ও মন স্থির হইয়া সঙ্কল্প বিকল্প শূন্য হয়। ইহার ফল মন-শূন্যতা। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি দিলে মন কর্ম্ম করিয়া ফেলে।

(১৭) গুণ সমূহ হইতে কি কি উৎপন্ন হয় তাহা বলিতেছেন—

১৭। সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ
প্রমাদ মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।১৭।

পদচ্ছেদ ঃ সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্ রজসঃ লোভঃ এব প্রমাদমোহৌ তমসঃ ভবতঃ অজ্ঞানম্ এব চ।

অন্বয় ঃ সত্ত্বাৎ জ্ঞানম্ সংজায়তে চ রজসঃ এব লোভঃ চ তমসঃ প্রমাদমোহৌ ভবতং অজ্ঞানম এব। এব = নিশ্চয়ই।

অনুবাদ ঃ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভই (অর্থাৎ উহা নিশ্চয়ই), এবং তমোগুণ হইতে ভ্রান্তি ও মূঢ়তা হয়, এবং অজ্ঞানও। (পূর্ব্ব শ্লোক গুলির অর্থের জন্য দেখুন ; জ্ঞান কথা উপলক্ষণ, ইহার ভিতর প্রকাশ, সুখ, শান্তি, ইত্যাদি সাত্ত্বিক অনুভূতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল আছে। সেইরূপ লোভও উপলক্ষণও মোহও উপলক্ষণ।

মধুসূদন। জ্ঞান = সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ যে উপলব্ধি ইত্যাদি।

রামানুজ। আত্মস্বরূপের যথার্থ সাক্ষাৎকার হইয়া যাওয়া রূপ জ্ঞান।

শ্রীধর। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়া করিলে সত্ত্বগুণ বাড়ে।....কূটস্থের মধ্যে পরব্যোম স্বরূপের প্রকাশ হয়—উহাই পরমাকাশ। পরমাকাশের অনুভবই জ্ঞানের চিহ্ন। ঊর্দ্ধ, সংস্কৃতে ঊর্ধ্ব।

জগদীশ্বরানন্দ। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল, প্রকাশ-বহুল সুখ, বৃহদারণ্যকে ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে, আনন্দ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

(১৮) গতি, কোন্ দিকে হয়।

১৮। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ

পদচ্ছেদ। ঊর্দ্ধম্ গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ জঘন্য-গুণ-বৃত্তিস্থাঃ অধঃ গচ্ছন্তি তামসাঃ,

অন্বয়। সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধম্ গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি।

কঠিন শব্দ। সত্ত্বস্থাঃ = সত্ত্বগুণে স্থিত যাহারা, ঊর্দ্ধং = স্বর্গে; নিঃশ্রেয়সের দিকে বা দেব স্বভাব প্রাপ্তি। মধ্যে = মনুষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকে। জঘন্যগুণ বৃত্তিস্থা = নিকৃষ্ট কর্ম্মে স্থিত যাহারা। অধঃ = অধোলোকে, নরকে বা পশ্বাদি জন্ম বা পশু স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ। সত্ত্বগুণে স্থিত যাহারা তাহারা স্বর্গে গমন করে, রজো গুণী ব্যক্তিগণ মনুষ্য লোকেই থাকে (না ঊর্দ্ধ লোকে, না অধঃ লোকে) ও নিকৃষ্ট কর্ম্মে স্থিত তমোগুণীরা নরকে যায়, বা পশ্বাদি জন্ম পায়। (মৈত্রী ৩।৫, যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মসূত্র ৩।১৩৭-১৩৯, মনুস্মৃতি ১২।২৪-৪০ ; মহাভা ১২।১৩৪ (২৯—৩৬ ; ১১৮।২১৯।২৫-৩১ ; ১১২।৩১৪।৩-৬ ;—এ গুলি পঞ্চম হইতে অষ্টাদশ শ্লোকসম্বন্ধীয়)। **গীতাপ্রেমী** ১১।১২।৫১।

মধুসূদন। ঊর্দ্ধম্ = সত্যলোক পর্য্যন্ত। মধ্যে = পাপপুণ্যমিশ্রিত মনুষ্য লোকে।...নিকৃষ্ট যে তমোগুণ তাহার বৃত্তিতে, অর্থাৎ নিদ্রা আলস্যাদিতে। রাজসাঃ = লোভাদি মূলক কর্ম্ম তাহাতে নিরতঃ থাকে।....অধঃ = অধোগতিলাভ; পশু আদি যোনি।

শঙ্কর। উদ্ধং গচ্ছন্তি = অচ্চ লোকে উৎপন্ন হয়। জঘন্য = নিন্দনীয়।

রামানুজ। উর্দ্ধে যাওয়া = সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া। মধ্যে তিষ্ঠতি = পুনরাবৃত্তি। অধোগচ্ছন্তি অর্থাৎ অন্ত্যজ, তির্য্যক, কৃমিকীট, বৃক্ষাদি, প্রস্তরাদি।

শ্রীধর। সত্ত্বাদি বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষগণের ফলের পার্থক্য বলিতেছেন। উর্দ্ধে গমন করেন অর্থাৎ সত্ত্বের উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দময়, মনুষ্যলোক, গন্ধর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক, পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন তমোগুণের বৃত্তির নূতনতাধিক্যানুসারে তমিস্রাদি নরকে জন্মলাভ করে।

Radhakrishnan. The soul evolves through these three stages; it rises from dull inertia and subjection to ignorance through the struggle for material enjoyments to the pursuit of knowledge and happiness. The highest ideal is to transcend the ethical level and riss to the spiritual.

Krishna Prem. The phrase "Sinks downwards" should not, however be interpreted, as is sometimes done, to mean that the ego enters on an animal incarnation. It means he sinks gradually into the lowest grades of human existence...The extreme manifestation of রজঃ and তমঃ are seen in our asylum

তিলক। সাংখ্য কারিকা ১২,৪৮। অনুগীতা অশ্বমেধপর্ব্ব মনুস্মৃতি ১২।২৪।৪০। সাংখ্যের, প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ এই জ্ঞানকে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়াছে; গীতায়, নির্গুণ ব্রহ্মকে যে চিনে সেই ত্রিগুণাতীত।

Modi. ঊর্দ্ধ=Higher State of existence.

ভূপেন্দ্রনাথ। যাঁহারা সুষুম্নায় থাকেন তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি হইতে হইতে আজ্ঞা-চক্রে স্থিতি হয়, পরে সহস্রারে প্রবেশ হয় অজ্ঞা চক্র হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান, কণ্ঠ হইতে নাভি রজোগুণের ; নাভির নীচে তমোগুণের স্থান। সাধনার দ্বারা কণ্ঠের উপর মন যিনি রাখিতে পারেন তাহার মন রজস্তমোময় ক্ষেত্রপার হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে····

(১৯) মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানমূলক বন্ধনের কারণ সমূহকে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া এইবার যথার্থ দর্শন কিরূপ হয়, বলিলেন। কি মনের ভাব রাখিলে আমার ভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা বলিলেন।

১৯। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।১৯।

পদচ্ছেদঃ ন অন্যম্ গুণেভ্যঃ কর্ত্তারম্ যদা দ্রষ্টা অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরম্ বেত্তি মদ্ভাবম্ সঃ অধিগচ্ছতি।

অন্বয়ঃ যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যম্ কর্ত্তারম্ ন অনুপশ্যতি চ, গুণেভ্যঃ পরম বেত্তি, সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি।

কঠিন শব্দঃ দ্রষ্টা = বিচারশীল দর্শক। গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং = ত্রিগুণব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা। গুণেভ্যঃ পরম্ বেত্তি = ত্রিগুণ হইতে বিলক্ষণ ও তাহাদের ঊর্দ্ধে স্থিত সেই পরমকে, প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবানকে তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারে। মদ্ভাবম্ = আমার ভাব বা স্বরূপকে গুণাতীত ভাবকে ; ব্রহ্মভাব, মায়ার পরপারে থাকিবার ভাবকে (ইহা পূর্ব্বে বহুস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা ৪।১০, ৮।৫, ১৩।১৪, ১৪।২ ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৩।১৪ দ্রষ্টব্য)। ত্রিগুণের উচ্চেস্থিত; অধীশ্বর পরম বা পরমাত্মা, ইহারও বহুস্থলে উল্লেখ আসিয়াছে।

অনুবাদ ঃ যখন (বিচার-কুশল) দর্শক ত্রিগুণব্য তীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা না দেখেন। (ইহাও বহু স্থলে আসিয়াছে, যথা ১৩।২০,২৯ ; ৩।২৭ ইত্যাদি) অর্থাৎ সব কিছু প্রকৃতিই করে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের ঊর্দ্ধে ও প্রকৃতি হইতে ভিন্নকে দেখেন, নিজে দেখেন, বা প্রকৃতির অধিস্বামী ভাবে ভগবানকে, আমাকে, বিচারে দেখেন (১৩।১৭), তখন তিনি আমার ভাবকে, গুণাতীতত্বকে, ব্রহ্মভাবকে (১৩।২৭-৩০) প্রাপ্ত হন। (তাঁহার তদাত্মকত্ব চলিয়া যায়, তিনি নির্লিপ্ততা; গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন)।

মধুসূদন ঃ গুণেভ্যঃ অন্য কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি = যে গুণ সকল কার্য্যকারণাত্মক বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা আর অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া, বিচার করতঃ দেখিতে পান না। গুণেভ্য পরং বেত্তি = সেই সেই অবস্থা বিশেষে পরিণত সেই গুণ সকল হইতে যিনি পরম বা শ্রেষ্ঠ (জলগত কম্পে, বিম্ব সূর্য্য সংশ্লিষ্ট নহেন) যিনি সকল গুণের ভাসক, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বত্র সম, তাঁহাকে তত্ত্বতঃ অবগত হন। ইত্যাদি

শঙ্কর ঃ যে সময় দ্রষ্টব্য জ্ঞানী হইয়া, কার্য্য করণ ও বিষয়াকারে পরিণত গুণ হইতে অতিরিক্ত ইত্যাদি। আর, গুণ ব্যাপারের সাক্ষীরূপ আত্মাকে গুণ হইতে স্বতন্ত্র জানিতে সক্ষম হয়, তখন যে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ। আদিম শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত জ্ঞান কি তাহা বলিতেছেন—গুণেরই কর্তৃত্ব, দেহী গুণাতীত অকর্ত্তা। মদ্ভাব = মৎ সাধর্ম্ম্য।

স্বামানুজ। সাত্ত্বিক আহারে, ও ফলাভিসন্ধি রহিত ভগবদারাধন রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে রজোগুণ ও তমোগুণ দমিত করা সত্ত্বগুণে স্থিত সেই দ্রষ্টা, যখন গুণই নিজ অনুকূল প্রবৃত্তি সকলের কর্ত্তা, এই দেখে ও আত্মাকে কর্ত্তৃভূত গুণ হইতে ভিন্ন অকর্ত্তা বোঝে, তখন ভগবৎ ভাব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীধর। প্রকৃতির গুণে আসক্তি বশতঃ সংসারের বিস্তায় বলিয়া, এক্ষণে তাহার ব্যতিরেকে বিচার পূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ দেখাইতেছেন যখন দ্রষ্টা বিবেকী হইয়া বুদ্ধি প্রভৃতির আকারে পরিণত গুণ হইতে অপর কেহ কর্ত্তা নাই, এইরূপ অনুভব করেন, পরন্তু গুণ গুলিই কর্ম্ম করে এইরূপ দেখেন এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত তাহার সাক্ষী আত্মাকে জানিতে পারেন, তখন তিনি আমার ভাব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

ভক্তিপ্রদীপ। When the seer really finds no other active than the three qualities (that actuate people to action, good or bad, in this mundance plane), and realises that there is a Divine Principale which transcends the three qualities of Maya, he attains My Divine. Love.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। দেহবুদ্ধি আদি আকারে পরিণত গুণগুলি ব্যতীত কর্ম্মে কর্ত্তা আর কেহ নহেন, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্ত্তা, এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মা সাক্ষীমাত্র, এই জ্ঞান যাঁহার সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনি ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান, ইহাই "মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ পুথির জ্ঞান থাকিলে চলিবে না।...যখন প্রাণ প্রবাহ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিবে তখনই গুণাতীত পরব্রহ্মের সহিত মিলন হইবে।

Telang. When a right-seeing person sees none but the qualities to be the doer of all action, and knows what is above the qualities (i.e. ক্ষেত্রজ্ঞ, the supervising principle within Me.

(২০) অমৃত ভাব কিরূপে প্রাপ্ত হয়য়া যায়, তাই বলিতেছেন—

২০। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবম্
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈ র্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে।২০।

পদচ্ছেদ। গুণাম্ এতান্, অতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবম্, জন্ম মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে।

অন্বয়। দেহী এনান্ দেহসমুদ্ভবান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্ম-মৃত্যু-জরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে।

কঠিন শব্দ। অতীত্য = অতিক্রম করিয়া। জন্মমৃত্যু জরাদুঃখ, এই কথা আসিয়াছে ১৩।৮ শ্লোকে; জরামরণ মোক্ষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছে ৭।২৯ শ্লোকে। অমৃত=জন্মমৃত্যু রাহিত্য অবস্থা, পরমশান্তি, পরম পদ, 'মদ্‌ভাব, মোক্ষ।

অনুবাদ ৷ জীব দেহ উৎপত্তির কারণ, (বা দেহে জাতবান) এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ যখন অতিক্রম করে তখন) জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ (বা জন্মমৃত্যুজরারূপ দুঃখ) হইতে মুক্ত হয় ও অমৃত (জন্মমৃত্যু রাহিত্য অবস্থা, বা পরমপদ। বা পরম শান্তি) লাভ করে। (জন্মমৃত্যু রাহিত্য হওয়া. বা যে মৃত্যুবৎ কষ্ট উহারা দেয়, তাহাতে মুহ্যমান না হওয়াই অমৃত প্রাপ্তি বা গুণাতীত হওয়া বা পরমপদ পাওয়াও অমৃতত্ব পাওয়া)।

মধুসূদন ৷ দেহসমুদ্ভবান=দেহের উৎপত্তির বীজ স্বরূপ। অমৃত = মোক্ষ বা ব্রহ্ম ভাব ॥

শঙ্কর ৷ দেহোৎপত্তির বীজভূত এই মায়োপাধিক পুর্ব্বোক্ত তিনগুণ, জীবিতাবস্থায় ইহাদের অতিক্রম করিয়া। অমৃত = মদ্‌ভাব।

রামানুজ ৷ সেই ভগবদ্‌ভাব কিরূপ ? এই আত্মা, শরীরাকারে পরিণতপ্রকৃতি জাত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যুজরা-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতরূপ আত্মার অনুভব করে, ইহাই আমার ভাব।

শ্রীধর ৷ যেগুলি দেহাদির আকারে পরিণতি লাভ করে, এরূপ সত্বাদি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তৎকৃত জন্মাদি দ্বারা বিমুক্ত হইয়া অমৃত ভোগ করে অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করে।

ভক্তিপ্রদীপ ৷ When thc Jiva embodied

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

in hnman frame transcends the three qnalities born of প্রকৃতি, by his attachment to নির্গুণ ভক্তি, etc. he drinks the nectar of Divine Love for Me.

Radhakrishnan. দেহসমুদ্ভবম্, this implies that the modes are causd by the body, whereas the body is causd by the modes.

অরবিন্দ। গীতার কোথাও নাই যে অব্যক্ত অনির্দেশ্য কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্তার লয় সাধনই অমৃতের প্রকৃত অর্থ ; পক্ষান্তরে গীতা বলিয়াছে ঈশ্বরের যে পরমপদ তাহার মধ্যে বাস করাই অমৃতত্ব ।....সাধর্ম্য, পরাংসিদ্ধিং সেই অমৃতত্ব ।

তিলক। বেদান্ত যাহাকে মায়া বলে, তাহাকেই সাংখ্যবাদী ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বলে,এই জন্য ত্রিগুণাত্মক হওয়াই মায়া হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে জানিয়া লওয়া

সচ্চিদানন্দ। সর্গেঽপি ইত্যাদি ইহার অর্থ জন্মমৃত্যু জরা বিমুক্ত। প্রলয়ে ন ব্যথয়ন্তি, ইহার অর্থ দুঃখবিমুক্ত পরা সিদ্ধিই অমৃত।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটাই ডাকাত তোমার অমূল্য স্থিতি কাড়িয়া লয়। তমঃ তোমায় মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ; রজঃ তোমায় সংসারে বন্ধ দেয় তবে সত্ত্বগুণ ইহাদের অগোচর তোমার বন্ধন খুলিয়া দেয়; এবং তোমার বাড়ী যাইবার (অর্থাৎ পরমাত্মার) পথে তুলিয়া দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে, এই পথে চলিয়া যাও,তোমার বাড়ী পাইবে। তাহার দয়া ঐ পর্য্যন্তই সে তোমার রিক্তাবস্থা ঘুচাইয়া দিয়া যায় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলে; অণুপরিমান যে জীব সে ব্রহ্মের অণুতে মিলিয়া অজীব ব্রহ্ম হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রামও ব্রহ্ম স্বরূপ হয়...তখন দেহী মদ্ভাব অর্থাৎ ঈশ্বর ভাব প্রাপ্ত হয়।....প্রাণাপানের ঘর্ষণ দ্বারা গুহাস্থিত পুরুষকে দর্শন করা যায়।

Telang. The embodfed self who transceuds these three qualities, from which bodics are produced, attains immortality, being free from birth and death and old age and misery,

(২১) এই সব শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—

২১। অর্জ্জুন উবাচ, কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ।২১।

পদচ্ছেদ কৈঃ লিঙ্গৈঃ স্ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতঃ ভবতি প্রভো কিম্ আচার কথম্ চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে

অন্বয়। এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ কৈঃ লিঙ্গৈঃ ভবতি চ কিমাচারঃ প্রভো কথম্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে

কঠিন শব্দ অতীতঃ = অতিক্রমকারী। কৈঃ লিঙ্গৈঃ = কি কি লক্ষণের দ্বারা। কিমাচার = কিপ্রকার আচরণশীল। অতিবর্ত্ততে = অতিক্রম করেন।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে প্রভো; কি কি লক্ষণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা এই তিন গুণ অতিক্রমকারীকে জানা যায়; সে কিরূপ আচরণশীল ও কি উপায়ে এই তিন গুণ অতিক্রম করে? (এই ভাবে অর্জ্জুন প্রশ্ন তিনটি করিলেন; (পূর্ব্বের "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা"র মত প্রশ্ন, ২।৫৪) মহাভা ১২।২০২।২২; পাতঞ্জল যোগসূত্র ৪।৩২)।

গুণাতীত কি তাহার বোধ দিবার জন্য ভগবান গুণের কথা এত বিস্তৃত ভাবে বলিলেন। এই ভাবে, আত্মানাত্মবিবেক কি, তাহার বোধ দিবার জন্য, আত্মার কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এত বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন।

মধুসূদন। কিমাচারঃ=তাঁহার আচার কিরূপ? তিনি কি স্বেচ্ছাকারী অথবা শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী?

শ্রীধর। "এই গুণগুলি অতিক্রম করিয়া অমৃত ভোগ করে" ইহা শুনিয়া, গুণাতীত জীবের লক্ষণ, তাহার আচার ও গুণগুলির অতিক্রমের উপায় উত্তমরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন। কি প্রকার লিঙ্গ=আত্মচিহ্ন দ্বারা দেহী গুণাতীত হয়? ইত্যাদি।

সচ্চিদানন্দ। কৈর্লিঙ্গৈঃ=অর্থাৎ গুণাতীতস্য কা ভাষা; কিমাচার, অর্থাৎ কি প্রভাষেত, কিমাসীত। কথং অর্থাৎ কি উপায়ে। ইহাতে ব্রজেত কিংগু বলা হইল। ২২-২৩ কৈঃ লিঙ্গৈঃ; ইহার উত্তর এই লক্ষণ অবশ্য স্বয়ংবেদ্য। ২৪-২৫, ইহার উত্তর সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগ দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসও সূচিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ ঃ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন জন্মমৃত্যুর বীজ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় কিসে? যে অতিক্রম করে, আবার এমন কি লক্ষণ ফুটে উঠে যদ্দ্বারা তাহাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে? গুণেতে থাকেই বা কেমন করিয়া, গুণাতীত হয়ই বা কেমন করিয়া? গুণাতীত হইলে তাহার আচার ব্যবহার কেমনতর হয়?

(২২) গুণের দৃষ্টি কোন হইতে গুণাতীত ও কর্ম্মের দৃষ্টি কোন হইতে স্থিতপ্রজ্ঞ (দ্বিতীয় অধ্যায়)। ভগবান পাঁচটি শ্লোকে এখানে, সেখানে অর্জ্জুনের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত প্রজ্ঞ সম্বন্ধে) যাহা বলিয়াছিলেন, প্রকারান্তরে তাহাই বলিলেন। সত্য ভক্তিমানেরাও গুণাতীত, চিহ্ন একই রূপ (১২।১৩-২০]। গীতার লক্ষ্য গুণাতীতত্ব; কর্ম্মে, ভক্তিতে, জ্ঞানে সে ইহাকেই লক্ষ্য রাখিয়াছে; ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। গীতা প্রতি ষট্‌কে এই গুণাতীতত্বের বর্ণনা দিয়াছে।

লক্ষণ লইয়া আরম্ভ করিয়া, ভগবান বলিলেন—

শ্রীভগবানুবাচ ।২২। প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্‌ক্ষতি ।২২

পদচ্ছেদ ঃ প্রকাশম্ চ প্রবৃত্তিম্ চ মোহম্ এব চ পাণ্ডব ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্‌ক্ষতি।

অন্বয় ঃ পাণ্ডব, প্রকাশম্ চ প্রবৃত্তিম্ চ মোহম্ এব ন সংপ্রবৃত্তানি দ্বেষ্টি চ ন নিবৃত্তানি কাঙ্‌ক্ষতি।

কঠিনশব্দ ঃ প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, ইহারা সত্ত্বগুণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচুর্য্য অবস্থায় কার্য্যের রূপ, রজোগুণের প্রাচুর্য্য অবস্থায় কার্য্যের রূপ, ও তমোগুণের প্রাচুর্য্য অবস্থায় কার্য্যের রূপ। ইহারা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ৬,৮,১১,১২,১৩,১৭ ইত্যাদি শ্লোকে। সম্প্রবৃত্ত=উপস্থিত হইলে, ইহাদের কার্য্যচলিতে থাকিলে। দ্বেষ্টি= বিরাগ প্রদর্শন করেন না। নিবৃত্তানি =নিবৃত্ত হইলে, থামিলে। কাঙ্ক্ষতি =চলিতে থাকুক, আকাঙ্ক্ষা করেন।

অনুবাদ। হে পাণ্ডব, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, ইহারা কাজ করিতে থাকিলে যিনি বিরাগ প্রদর্শন করেন না, বা ইহাদের কাজ বন্ধ থাকিলে, 'কাজ চলিতে থাকুক' এরূপ কামনা করেন না. [উদাহরণ যথা, যখন মোহের কাজ অর্থাৎ তমোগুণের কাজ চলিতেছে, তিনি, দেখিতেছেন, কিন্তু, তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত না হইয়া "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বান সজ্জতে" ভাবে নির্লিপ্ত থাকেন, অথবা যখন প্রকাশ বা সত্ত্বগুণের কাজ চলিতে চলিতে বন্ধ হইয়া যায়, তখন তাহা "আরও চলুক" বলিয়া ছট্ফট্ করেন না, শান্ত উদাসীন থাকেন, অর্থাৎ যাহা চাহেন না, তাহা উপস্থিত হইলে চটিয়া উঠেন না, এবং যাহা চাহেন তাহা চলিয়া গেলে বা না আসিলে, হা হুতাস করেন না।]—(তিনিই গুণাতীত)। (দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনা ইত্যাদি (২।৫৬), যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহঃ (২।৫৭) নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ (২।৪৫) [শরীরের বা মনে বিভিন্ন গুণের আবির্ভাবে বা তিরোভাবে তিথি গুণাতীত থাকেন। গুণ ও বিষয়ের সংযোগ, গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে। তবে তখনই গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তেতে থাকা যায়, যখন রাগদ্বেষকে পরিহার করা যায়, নতুবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব যৌথিক হয় (৩।২৮) ৩৪ ; ১৪।২০)

রামানুজ । যে পুরুষ, আত্মা হইতে ভিন্ন, অনিষ্ট বিষয়ের রূপে, যখন সত্ত্ব রজঃ, ও তমোগুণের কার্য্য, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোক্ষ, প্রবৃত্ত হয়, তখর তাহাদের দ্বেষ করেন না, বা যখন আত্মা হইতে ভিন্ন, ইষ্ট বিষয়ের রূপে ঐ তিন নিবৃত্ত হয় তখন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা করেন না, (তখন তাহাকে গুণাতীত বলা হয়)

শ্রীধর । 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি' ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদত্ত হইলেও পুনর্ব্বার বিশেষভাবে জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা জানিয়া শ্রীভগবান অশ্য প্রকারে তাহাত্ব লক্ষণাদি বলিলেন" । এই দেহে সমস্ত দ্বারে" পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ সত্ত্বগুণের কার্য্য, প্রবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য, মোহ তমোগুণের কার্য্য—এইগুলি কেবল উপলক্ষণ । সত্ত্বাদি গুণের কার্য্যসমূহ যথাযোগ্যরূপে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেও দুঃখ বুদ্ধিতে যিনি দ্বেষ করেন না, এবং নিবৃত্ত হইলেও সুখ বুদ্ধিতে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, ইত্যাদি ।

ভক্তিপ্রদীপ । He is said to transcend the three qualities who does not hate the light of সত্ত্ব, the passionate activities of রজঃ and the infatuation or ignorance due to তমস্ ।

অরবিন্দ । তাঁহার বাহ্যিক মানসসত্তায় এবং শারীরিক গতিবিধিতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের পরিণাম স্বরূপ জ্ঞান, কর্ম্মে প্রবৃত্তি অথবা নিষ্ক্রিয়তা এবং মন ও প্রাণের মোহ উত্থিত হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম কোন্‌টা উঠিল বা যাইল তাহাতে তিনি উল্লষিত হন না। অন্য পক্ষে আবার এই সকল জিনিষের ক্রিয়ায় বা বিরতিতে তাঁহার দ্বেষও নাই, কুণ্ঠাও নাই।

রামদয়াল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞানের সপ্ত ভূমিকা ও তাহাদের সহিত বুত্থানের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম ভূমিকার নাম শুভেচ্ছা, কর্থাৎ জড়ের বন্ধনে থাকিব না এই ইচ্ছা; দ্বিতীয়, শ্রবণ মনন রূপ বিচার বা বিচরণা, তৃতীয়, নিদিধ্যাসন বা তনুমনসা। এই তিন প্রকার সাধনের ফল চতুর্থ ভূমিকা সত্ত্বাপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ইহা লাভ করিলে জীবন্মুক্তি সুখ সর্ব্বদা হয় না। পঞ্চম, অসংসক্তি, ইহাতেও আপনা হইতে ব্যুত্থান হইতে পারে। ষষ্ঠ ভূমিকা পদার্থ ভাননা, ইহাতে পরপ্রযত্নে ব্যুত্থান হয়। সপ্তম ভূমিকা তুর্য্যগা ইহাতে পরপ্রযত্নেও ব্যুত্থান হয় না। এই অবস্থায় সাধককে বলে নিত্য-সমাধিস্থ।

নিত্যতৃপ্ত গুণাতীত; কারণ সত্ত্বগুণ সুখ দেয়, নিত্য তৃপ্তকে আমরা কি দিয়া সুখী করিব? নিত্য সত্ত্বস্থ অবস্থায় পুরুষ রজঃ ও তমঃকে অতিক্রম করে।

(কোন টীকাকার "ব্যুত্থান কালে দ্বেষ করেন না", এইরূপ অর্থ আনিয়াছেন কিন্তু মূল শ্লোকে এরূপ কোন কথা নাই।

কৃষ্ণানন্দ। প্রকাশ (=জ্ঞান), প্রবৃত্তি ও মোহ স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদিত হইলে কখনও দ্বেষ করেন না, এবং তাহাদের নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। দুঃখ বোধে বিরক্ত হন না···যিনি গুণ ক্রিয়া সমূহকে সুখ দুঃখ অলীক ঘটনাবলীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন।....

সন্তদাস ঃ সত্ত্বের ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে যে কোনটিই উদয় হউক না কেন, কিছুতেই যাঁহারা দ্বেষ নাই; নিবৃত্ত হইলে কোনটিরই উদয় ইচ্ছা করেন না, ইত্যাদি।

তিলক ঃ ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ও আচার এই কয় শ্লোকে কথিত; এই লক্ষণ ও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২।৫০-৭২) ও দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত ভক্তিমান পুরুষের লক্ষণ (১২।১৩-২০) সব একই প্রকারের; বহু একই শব্দ এই তিন বিবরণে রহিয়াছে। তিলক বলেন, তিন ভাবই কর্ম্মযোগ মার্গের; সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের এই বর্ণনাকে নিজের নিজের দিকে লইয়াছেন।

মধুসূদন ঃ সম্প্রবৃত্তানি = নিজ নিজ সামগ্রী বা কারণ সমষ্টির সমাধানে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হইলেও যিনি তাহাদিগকে, ন দ্বেষ্টি অর্থাৎ দুঃখজ্ঞানে দ্বেষ করেন না; আর নিবৃত্তানি অর্থাৎ বিনাশ সামগ্রী বশতঃ (যে সমস্ত কারণ হইতে তাহাদের বিনাশ হয় সেই গুলির নিবৃত্তি হওয়ায়), সেই দুঃখস্বরূপ গুণ কার্য্য সকল বিনষ্ট হইলে তখন সেই গুলি সুখ স্বরূপ হইলেও যিনি "ন কাঙ্ক্ষতি", সুখ বোধে সেই গুলির কামনা করেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন না স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সেই গুলির তিনি মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন, যিনি এতদ্দ্বারা দ্বেষ ও রাগাদি রহিত, তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। এ গুলি সব স্বসংবেদ্য।

শঙ্কর: তাৎপর্য্য এই "আমাতে তমসভাব উৎপন্ন হইল, তাহাতে মোহিত হইলাম, তার দুঃখ স্বরূপ রাজসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইল ও আমাকে প্রবৃত্ত করিল, এই সবে, আমি স্বরূপ হতে বিচলিত হইলাম—এই যে নিজস্বরূপ হইতে বিচলিত হওয়া, উহা আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখের। আবার প্রকাশময় সাত্ত্বিক গুণ আমাকে বিবেকিত্ব প্রদান করিয়া ও সুখে নিযুক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলে, এই ভাবে সাধারণ মনুষ্য অযথার্থদর্শী হওরার জন্য সেই গুণ সমূহে বিরাগ প্রদর্শন করে, কিন্তু গুণাতীত পুরুষ ঐ গুলি আসিলে দ্বেষ করে না। আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরুষ যখন সাত্ত্বিক আদি ভাব নিজস্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন আবার তাহাদের আকাঙ্ক্ষা করে। সেইরূপ গুণাতীত, ঐ নিবৃত্ত হওয়া গুণের কার্য্য চাহে না। এ সব লক্ষণ স্বয়ংবেদ্য।

ভূপেন্দ্রনাথ: আমরা যে রকম প্রকাশকে প্রকাশ বলি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় প্রকাশ সেরূপ ধরণের নহে। সে এক আশ্চর্য্য রকমের প্রকাশ, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি"....সূর্য্যাদি তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হন।....'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা (কঠ ১।৩। তাঁহার কোথাও প্রকাশ নাই, তবে ধীর ব্যক্তি মনন করেন কিরূপে? উত্তর, তিনি অবিশুদ্ধ বুদ্ধিরই অজ্ঞেয়, পরন্তু সংস্কৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্র একাগ্রতাযুক্ত এবং সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।....পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম দর্শন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন।.... উচ্চ অবস্থার সাধক, তাঁহারা কাম্যবস্তু ও ব্রহ্ম বস্তুতে কোন পার্থক্য দেখেন না।...ক্রিয়ার পর অবস্থাই গুরু ভাব। গুরুর "গু" বর্ণ, মায়াকে বলে, যাহা গুণ বিশিষ্ট।...মূলাধার স্থিত শক্তি যখন হৃদয়ে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সেই স্থিতির নাম হংস, এবং তাহা যখন প্রাণমধ্যে যায় ও বিন্দু দেখায়, তাহারই নাম রূপ বা কূটস্থ, তারপর "রু"—কার মায়া প্রাপ্তি বিমোচক। তখন সব স্থির। এই স্থির ভাবই বিশ্বাতীত বা গুণাতীত অবস্থা।

Telang. He is said to have transcended the qualities; who is not averse to light and activity and delusion (when they) prevail and who does not desire (them) when they cease (i.e. who does not feel troubled, for instance, thinking uow I am activated by a motive of passion or darkness, and so on).

Gandhi. He who does not disdain light, activity ad delusion when they come into being, nor desires them when they vanish,...

(২৩) গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া এইবার তিনটি শ্লোকে কিমাচার অর্থাৎ গুণাতীতের আচরণ কিরূপ, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—

২৩। উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ।২৩।

পদচ্ছেদ। উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ যঃ ন বিচাল্যতে গুণাঃ বর্তন্তে ইতি এব যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে।

অন্বয়। যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে গুণাঃ এব বর্তন্তে ইতি যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে।

কঠিন শব্দ। আসীনঃ = স্থিত থাকেন বলিয়া। গুণৈঃ ন বিচাল্যতে = গুণগুলির দ্বারা বিচলিত করা যাইতে পারা যায় না। গুণা এব বর্তন্তে গুণগুলি নিজেদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। অবতিষ্ঠতি = অবস্থিত থাকেন (ইহা আর্ষ্যপ্রয়োগ)। ইঙ্গতে = চঞ্চল হন না, (চলেন না); unconcerned ভক্তিপ্রদীপ।

অনুবাদ। যিনি উদাসীনের মত অর্থাৎ সাক্ষিরূপে থাকেন বলিয়া গুণগুলির দ্বারা বিচলিত হন না, গুণগুলি নিজেদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে (বা ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকল নিজেদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে), এই জানিয়া স্থিত থাকেন, চঞ্চল হন না। (তিনিই গুণাতীত)। কর্ণকে কেহ দিনরাত বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, কর্ণ শব্দের দিকে যাইবেই, কিন্তু মন যেন তাহার দিকে না যায়, তদাত্মকত্ব যেন না হয় (৩।২৮; ৫।৮,৯); শরীর রাখিতে আহার করিতেই হইবে, কিন্তু রান্নাটা অতি ভাল হইয়াছে, বা অতি মন্দ হইয়াছে এ সব ভাব যেন মনে না আসে)। (ইহা অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ; প্রথমটি ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে জানিবার যোগ্য গুণাতীতের লক্ষণ, এইটি অপরের জানিবার যোগ্য লক্ষণ)

মধুসূদন। আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে=তিনি নিজ স্বরূপেই অবস্থিত থাকিয়া সুখদুঃখাদিরূপে পরিণত গুণসকলের দ্বারা বিচালিত হন না। গুণাঃ এব বর্ত্তন্তে=এই গুণগুলিই দেহ ইন্দ্রিয় এবং বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অবস্থান করে। অবতিষ্ঠতি=স্বরূপে অবস্থিত হন। ন ইঙ্গতে=কোথাও ব্যাপৃত হন না। উদাসীন, কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

শঙ্কর। আত্মজ্ঞানী অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে গুণ সমূহের দ্বারা বিবেকজ্ঞানের স্থিতি হইতে বিচালিত করা যায় না।....কার্য্য-করণ ও বিষয়াকারে পরিণত গুণেরা, এক অন্যের উপর ক্রিয়া করে, যে ইহা বুঝিয়া স্থিত থাকে ইত্যাদি।

রামানুজ। গুণ হইতে ভিন্ন আত্মার দর্শক তৃপ্ত থাকেন বলিয়া, ইচ্ছা দ্বেষাদিতে বিচলিত হন না, গুণই নিজ নিজ প্রকাশাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত, ইহা বুঝিয়া যে চুপ করিয়া থাকে, ও গুণের কার্য্যের অনুরূপ চেষ্টা করে না, ইত্যাদি।

শ্রীধর। গুণগুলিই নিজ কার্য্যে অবস্থিত রহিয়াছে, ইত্যাদিগের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান হওয়ায় যিনি নিস্তব্ধ থাকেন।

২৪। সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
তুল্য প্রিয়া প্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ।২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। সম-দুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ, তুল্যপ্রিয়-অপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্য-নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতি।

অন্বয়। সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সম লোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ তুলপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি।

কঠিন শব্দ। স্বস্থঃ = যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত, অর্থাৎ যিনি নিজেকে নিজে জানিয়াছেন। সম লোষ্টাশ্মকাঞ্চন = যাঁহার মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞান হইয়াছে (পরমহংস-দেবের 'টাকা মাঠি, মাঠি টাকা, ভাব)। ভাল থাকাই স্বস্থ থাকা নহে; উহা প্রকৃতির কবলস্থ, ত্রিগুণস্থ হইয়া থাকা।

অনুবাদ। যিনি দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট, যিনি নিজেকে নিজে জানিয়াছেন, যাঁহার মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞান হইয়াছে, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমবুদ্ধি যুক্ত (অর্থাৎ দুইই তাহার কাছে সমান), যিনি ধীর অর্থাৎ স্থির-বুদ্ধি-যুক্ত, যাঁহার নিন্দাতে ও স্তুতিতে সমজ্ঞান,—তিনিই গুণাতীত।

মধুসূদন ও শঙ্কর। সমদুঃখসুখ = রাগদ্বেষশূন্য। সম-লোষ্টাশ্মকাঞ্চন = হেয়, উপাদেয় ভাবরহিত, তাৎপর্য্য। লোষ্ট = ধূলির ঢেলা, অশ্ম = প্রস্তর খণ্ড। স্বস্থ = নিজমধ্যে অর্থাৎ আত্মভাবে অবস্থিত, যেহেতু তিনি দ্বৈতদর্শন বিহীন হইয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণবায়ুর স্থিরতার সহিত মন স্থির হয়, কিন্তু দেহ প্রকৃতি যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ দেহাদিতে হইতে থাকে, কিন্তু স্থির মন সেই সব সুখ দুঃখাদিতে নির্লিপ্ত থাকে, উদাসীনবৎ। তুর্য্যাবস্থাগত চিত্তের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সংস্পর্শ হয় না। জাগ্রত, স্বপ্ন সুযুপ্তি ও তুর্য্যাবস্থা—প্রথম তিনটি পর্য্যন্ত ভোগের বা আনন্দের অবস্থা, চতুর্থ শিবভা,ব সেখানে কোন ভোগ নাই....কূটস্থই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, তিনিই সকল কার্য্যের কারয়িতা, আর যিনি কাজ করেন, বিষয়ে লিপ্ত হন, তিনিই ভূতাত্মা।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে স্থিতি তাহাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা।....সুখ, দুঃখ, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, যখন মনই নাই, তখন আর সুখ দুঃখ আসিবে কিরূপে ?

২৫। মানাপমানয়োস্তুল্যো স্তুল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।

পদচ্ছেদ। মান অপমানয়োঃ তুল্যঃ তুল্যঃ মিত্র-অরি. পক্ষয়োঃ সর্ব্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী গুণ-অতীতঃ স উচ্যতে।

অন্বয়। মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ সঃ সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ; উচ্যতে ।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (১২।১৬) = দরকার নাই ত কার্য্য রচনা করিতে থাকেন, এরূপ নহে ; বা ঘাড়ে পড়িয়া সকল কার্য্যের গোড়াতে থাকিয়া বা মোড়োলী করিয়া কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হওয়া, ইহা যিনি পরিহার করেন।He gives up all efforts for activities i.e the fruits of actions.

অনুবাদ। যিনি সম্মান ও অপমান সমান জ্ঞান করেন, যিনি মিত্রের প্রতি ও শত্রুর প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন, যিনি দরকার

১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই তবু কার্য্য রচনা করা তাহা করেন না, বা ঘাড়ে পড়িয়া কাজের গোড়াতে থাকা বা মোড়োলী করা ইহা যিনি করেন না, তিনিই গুণাতীত। (টীকাকাররা সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগীর অর্থ করিয়াছেন, যিনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন বা কেবলমাত্র দেহ ধারণোপযোগী কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্ম করিতে যিনি চেষ্টা না করেন ; কিন্তু আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় ইহা ঠিক অর্থ হয় না, কারণ কর্ম্ম সন্ন্যাস গীতার মান্য নহে)।

মধুসূদন। সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী = যাহা আরব্ধ হয় তাহাই আরম্ভ, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে, আরম্ভ অর্থ কর্ম্মকে বুঝায়। সেই সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মকলাপকে পরিত্যাগ করা যাঁহার স্বভাব, তিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী।

শঙ্কর। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের জন্য কৃতকর্ম্মকে আরম্ভ বলে ; এইরূপে সকল আরম্ভ ত্যাগ করা যাহার স্বভাব, সে সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী।

রামানুজ। যে সুখ দুঃখে সমচিত্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত থাকে। অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই প্রিয় হওয়ায়, পুত্রাদির জন্ম মরণাদিতে সমচিত্ত থাকে ইত্যাদি। শরীরধারী হওয়ার সহিত সমন্বিত, সমস্ত আরম্ভত্যাগী

শ্রীধর সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী=দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফল সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগ করা যাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। গুণাতীতের কোন কাজ সঙ্কল্প করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয় না। আমিষ খাইলেন, কি নিরামিষ খাইলেন, তাঁহার কোন ধারণাই নাই।

Telang. সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী = who abandons all action.

মতিলাল। আরম্ভ = উদ্যম

Gandhi-Desai. The difference between a Stone and a Gunatita is that the latter has full consciousness and with full knowledge, he shakes himself free from bonds...

(২৬) গুণাতীতত্বেভক্তি থাকাই চাইঃ—

২৬। মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে,
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।২৬।

পদচ্ছেদ। মাম্ চ যঃ অব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে, সঃ এতান্ সমতীত্য এতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

অন্বয়। চ যঃ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

কঠিনশব্দ। অব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন = বিষয় ভজনা বা অন্য দেবতা ভজনা যে ভক্তি-সাধনায় লেশ মাত্র থাকে না, ও যাহা অহৈতুকী অনন্য ভক্তি সাধনা হয়। সমতীত্য = অতিক্রম করিয়া। এতান্ গুণান্ = এই তিন গুণ। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = উদার মহান্ সাম্যভাবের জন্য, গুণাতীত ভাব প্রাপ্তির জন্য, ব্রহ্মবৎ পরিগণিত হইবার যোগ্য হন, অথবা ব্রহ্মে একীভূত হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্য হন, মোক্ষের যোগ্য হন। Can ultimately realise Supreme Brahman, (Bhakti Pradip); becomes fit for entrance into the essence of the Brahman (Telang).

অনুবাদ। আর যিনি অহৈতুকী ঐকান্তিক (অন্য দিকে মন না যাওয়া) অনন্য ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন, তিনি এই গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন বলা যায়, (বা ব্রহ্মে একীভূত হইবার যোগ্য হন) (ব্রহ্ম, উদার মহান গুণাতীত, সম; তিনিও সেইরূপ হন বলিয়াই ইহা বলা হইল) (ব্রহ্মভূয়ায় কথা গীতার কয়েক স্থলে আছে, যথা ১৮.৫৩

এই ত্রিগুণাতীত অবস্থাই ব্রাহ্মীস্থিতি যাহা কর্ম্মযোগের স্থিত প্রজ্ঞায় আসে (২।৫৫-৭২) ও যাহা ভক্তি যোগেও আসে (১২।১৩-২০)। অন্যান্য অধ্যায়েও আমরা এই সকল কথাই পাই, যথা ৩'২৫, ২৮.৩০; ৪।১৮-২১,৫।১৮-২১,২৪, ২৫ ২৬; ৬।৪।৯; ১৮।২৬; শব্দশঃ বর্ণনাগুলি প্রায় এক; জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান, কর্ম্ম, যিনি যে পথ দিয়াই যান না কেন, সকলেই একই স্থানে আসেন; আবার বলি গুণাতীতত্বই গীতার লক্ষ্য।

মধুসূদন। সমতীত্য = সম্যকরূপে অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ অদ্বৈত দর্শনের দ্বারা বাধিত করিয়া। ব্রহ্মভূযায় কল্পতে = ব্রহ্মত্ব বা মোক্ষের যোগ্য হইয়া থাকেন; সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তাই গুণাতীতত্ব লাভের উপায়, ইহাই তাৎপর্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দ। যিনি ভগবানকে অকপট ভক্তি সহ ভজনা করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

শঙ্কর। যে সন্ন্যাসী বা কর্ম্মযোগী, সর্ব্বভূত হৃদিস্থিত আমি নারায়ণের অবিচলিত ভক্তি যোগ দ্বারা সেবা করে (ভজনের নাম ভক্তি, আর উহাই যোগ), যে উপরে উক্ত গুণ গুলিকে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোক পাইবার জন্য, অর্থাৎ মোক্ষ পাইবার জন্য, যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থাৎ মোক্ষ পাইতে সমর্থ হয়।

রামানুজ। (১৪।১৯) অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক, ইহা জানিলেই গুণাতীত হওয়া হয় না, কারণ অনাদি কাল প্রবৃত্ত বিপরীত বাসনায় ইহা বাধিত হইয়া যায়···কিন্তু যে····পরমেশ্বর রূপী আমাকে অব্যভিচারী ঐকান্তিক ভক্তি যোগ দ্বারা সেবা করে সে এই দুস্তর সত্ত্বাদি গুণ অতীত হইয়া ব্রহ্মভাব পইবার যোগ্য হইয়া যায়,····যথার্থস্বরূপে স্থিত অমৃত অব্যয় আত্মাকে পায়।

শ্রীধর। ব্রহ্মভূয়=অর্থাৎ ব্রহ্মভাব মোক্ষ পাইতে সমর্থ হন।

অহৈতুকী অনন্যভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ হয়।

(আমরা কয়েক স্থলেই বলিয়াছি যে কোন ষট্‌ক এরূপ নহে যে, যে নামের সেই ষট্‌ক, মাত্র সেই নামীয় যোগের কথা থাকিবে। এখানে আমরা জ্ঞান ষট্‌কে ভক্তির চূড়ান্ত কথা পাই। ইহা বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইবে যে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয় যে হয় তাহা ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামদয়াল বিশ্বাস, ভয়, আশা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, এই গুলি ভক্তির নিম্ন অবস্থা। অনুরাগে ভজনই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ইহাও 'আমি তোমার' 'তুমি আমার' ও 'তুমিই আমি' এই তিন অবস্থায় পরিসমাপ্ত হয়।

অরবিন্দ। যিনি অব্যভিচারী ভক্তি যোগের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমাকে লাভ করিতে চান্। তিনিও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করেন এবং তিনিও ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হন।

তিলক। কেহ হয়তো বলিতে পারেন, এই গুণাতীত অবস্থা সাংখ্য মার্গের; কর্ম্ম-যোগ-প্রধান-ভক্তি মার্গের কি করিয়া হইতে পারে? এই শ্লোক তাহার উত্তর।

বিনোবা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় নিজেকে রাখিতে গেলে আত্মজ্ঞান পাইয়া ভগবানের শরণ লইতে হইবে।

জ্ঞানেশ্বরী। যে মনুষ্য, চিত্তে অন্য কোন বিষয়ে না রাখিয়া, ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, যে সকল গুণ নাশ করিতে সমর্থ হয়।

মহানামব্রত। জীবের সাধনা হইতেছে রজঃ ও তমঃকে অতিক্রম করিয়া মলিন সত্ত্বে আরোহণ—তারপর মলিন সত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিতি। ইহার অপর নাম নিত্য সত্ত্বস্থ।...অর্জ্জুনকে নিস্ত্রৈগুণ্য হইবার উপদেশ দিলেন।...যখন সাধক গুণাতীত হবেন, তখন যে তাঁর গুণের কাজ কিছু করিতে থাকিবে না, তাহাহা নহে। 'গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব' (১৫।২৩), গুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুহ স্বকার্য্য করিতেই থাকিবে। তিনি উহাতে লিপ্ত হবেন না।...গুণাতীত হইবার সহজ পথ অব্যভিচারী ভক্তিযোগ।

ভূপেন্দ্রনাথ। ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম করা যায় এইবার সেই উপদেশ দিতেছেন।....যে ভক্তি যোগ কোন সময়েই অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তি যোগই অব্যভিচারী।.... সমস্ত পদার্থই সেই পরমেশ্বর সত্তায় পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই, এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভজনা করাই প্রকৃত ভজন', কিন্তু তাহা মুখের কথা নহে। অনন্যভাব তখনই হইতে পারে যখন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের দ্বারা বিচলিত হইবে না। মনকে নিশ্চল করা চাই... অন্ন্য কোন বস্তুর দিকে আসক্তি পুর্ব্বক দৃষ্টি পাত্ত করিবে না।...কেবল জ্ঞানের কথা আওড়াইলে বা উচ্চ কণ্ঠে হরিনাম করিয়া অশ্রু ফেলিলেই হইবে না।

Gandhi. He who Serves Me with an unwavering and exclusive bhakti yoga transcends these gunas and is worthy to becomc one with Brahman.

(২৭) অর্জ্জুন যেন প্রশ্ন করিলেন—কেন এরূপ হয়? সেই ব্রহ্ম, যাহার কথা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইল "ব্রহ্ম ভূয়ায়" বাক্যে তিনি কিরূপ? আর এই যে বলিলে, গুণাতীত সেই, যে "মাং ভক্তিযোগেন সেবতে" সেই 'মাং' অর্থাৎ তোমার সহিত ব্রহ্ম কি ভাবে সম্বন্ধিত? ভগবান উত্তর দিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।২৭।

পদচ্ছেদ ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্ অমৃতস্য অব্যয়স্য চ শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্য ঐকান্তিকস্য চ।

অন্বয়। অব্যয়স্য ব্রহ্মণঃ চ অমৃতস্য চ শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ ঐকন্তিকস্য সুখস্য অহম্ হি প্রতিষ্ঠা।

কঠিন শব্দ। অব্যয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা=অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা; কিরূপ ব্রহ্ম? অবিনাশী অপরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্ম 'অক্ষর ব্রহ্ম পরমং' (৮।৩) প্রকৃতিও প্রলয়ে আমাতে অর্থাৎ ভগবানে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু আমার এই ব্রহ্মবিভাব অপরিবর্ত্তনশীল। আর এই ব্রহ্মকে অব্যয় বলা হইল, শুধু অবিনাশী অপরিবর্ত্তনশীল বলিয়া নহে, এই ব্রহ্মবিভাব নির্গুণ নির্ব্বিশেষ। (পরমহংসদেব তাঁহার অনবদ্যভাষায় এই জন্যই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না, অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, তাহা মুখ দিয়া বাহির-করা ভাষায় বলা যায় না]। আমি পুরুষোত্তম, "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" (১৫।১৮)। আমি সগুণ নির্গুণের উপর; সগুণেও সীমিত নহি, নির্গুণেও নহি; আমি দুইয়ের প্রতিষ্ঠা। সূর্য্য কিরণ দিগদিগন্তে অনন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যগোলকের উপর; ব্রহ্মও সেইরূপ ব্যাপ্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত, আমার উপর, বাসুদেব পুরুষোত্তমের উপর। সূর্য্যমণ্ডল না থাকিলে, যেরূপ সূর্য্যকিরণ থাকিতে পারে না, আমি না থাকিলে, ব্রহ্মেরও থাকা হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার স্থিতিত্বে, আমার আনন্তর্য্যে ব্রহ্মের স্থিতি, ব্রহ্মের আনন্তর্য্য। অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমিই, তাই বলা হইল।

অমৃতস্য = অমৃতের। "অমৃতস্য" বাক্য ব্রহ্মের বিশেষণ ভাবে লওয়া যাইতে পারে, স্বতন্ত্র ভাবেও লওয়া যাইতে পারে। বিশেষণ ভাবে উপনিষদে বহুস্থানে আমরা পাইয়াছি, যথা 'ব্রহ্ম পরামৃতম" (মু ২।১।১০), ব্রহ্মৈবেদমমৃতং (মু ২।২।১১)। স্বতন্ত্র ভাবে লইলে অর্থ হইবে, মোক্ষ, পরমশান্তি, পরমধাম, পুনর্জ্জন্ম নিবারক। মোক্ষ, পরমশান্তি, এসব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যকের "অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ" প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য, এটিকেও যুক্ত-বাক্যভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যভাবে লওয়া যাইতে পারে। যুক্ত বাক্যভাবে 'শাশ্বত ধর্ম্ম' লইলে, অর্থ হইবে, ঋতং সত্যং অর্থাৎ জগৎ অনন্ত কাল যে নিয়মে চলিতেছে তাহা; সেই তাহারও প্রতিষ্ঠা আমি। শাশ্বত ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ভাবে লইলে, শাশ্বতের অর্থ হইবে চিরন্তনতা। আমি সব, চিরন্তনতা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। আর ধর্ম্ম? ধর্ম্মতো আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। আমিই ধর্ম্ম গোপ্তা; আমাকেই জীবনে ধরিয়া থাকিতে হয়।

সুখস্য ঐকান্তিকস্য। ঐকান্তিক শব্দকে যদি স্বতন্ত্র লওয়া হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে, 'একম্' অখণ্ড এক রস পূর্ণ; এই অখণ্ডতা তো আমারই, আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। আর সুখ, অর্থাৎ আনন্দময়তা, আমা হইতেই বিস্তার লাভ করিয়া আছে বলিয়াই, ভজনানন্দ, কীর্ত্তনানন্দ, সেবানন্দ, নানাভাবে মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সুখের আস্বাদ পায়। ঐকান্তিকের সহিত যদি সুখ যুক্ত করা হয়, অর্থ হইবে এক লক্ষ্য সম্পন্ন নিরতিশয় সুখ, 'সুখং আত্যন্তিকং যৎ তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ" (৬।২১); যোগী ইহা আমার ধ্যানেই পায়। সেই ঐকান্তিক সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা। উচ্চস্থিতিতে যাহা মানুষের লক্ষ্য—পারমার্থিক সুখ, শাশ্বতধর্ম্ম এবং অমৃত বা মোক্ষ, আমা হইতেই মানুষ তাহা পায়, আমিই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। (আমরা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে, বাক্য গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা দিলাম, আমাদের বিনীত নিবেদন, সুধীজনেরা যেন না অসন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ ঃ যেহেতু সেই অপরিবর্ত্তনশীল নির্বিশেষ অমৃত ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা, (সেই জন্য, মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)। শুধু ব্রহ্মের নহে, অব্যয় অমৃতের, শাশ্বতধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা। ইহারা সব আমাতে স্থিত, ইহারা সব আমিই। (সত্তার, জ্ঞানের ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা—ইহাই সৎ, চিৎ ও আনন্দ) (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান, তিনিই এক; বোধ সৌকর্য্যার্থে সম্পূর্ণ নির্গুণ হইতে পূর্ণ সগুণ বা ধরা-ছোঁয়া পাওয়া যায় না হইতে, ভাল বাসিবার মত, ভালবাসা পাইবার মত বিভাব—এইভাবে বর্গীকরণ করা হইয়াছে)।

এই শ্লোক লইয়া অনেক বাদানুবাদ ঘটিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণে ও ব্রহ্মে ভেদ আছে, কেহ বলিয়াছেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ বলিয়াছেন, "এ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত (খ্যাতনামা মহেশচন্দ্র ঘোষ, আমার ভুল হইতে পারে), কোন বৈষ্ণব, ব্রহ্মকে হীন করিবার উদ্দেশ্যে ইহা গীতায় প্রবিষ্ট করাইয়াছেন"। কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ শঙ্করাচার্য্যের সময় ইহা গীতায় ছিল; তাঁহার পূর্ব্বে, ব্রহ্ম বড় কি কৃষ্ণ বড় এরূপ সমস্যা উঠিয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মায়াবাদী বেদান্তী বলেন "ব্রহ্মাই পরতত্ত্ব ঈশ্বর কল্পিত বস্তু, ঈশ্বরত্বং তু জীবত্বং উপাধিদ্বয় কল্পিতং (।পঞ্চদশী) কেহ ব'লেন ব্রহ্ম অর্থে সগুণ বা কার্য্যব্রহ্ম, নিরুপাধিক ব্রহ্ম নহে। কেহ বলেন বেদ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতিঃ (চরিতামৃত)। যাঁহারা ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ এক নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেন, তাঁহারা বলেন যে ভগবান এই কথা জানাইবার জন্যই, আমি ব্রহ্ম এই কথা না বলিয়া আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তা আমার জন্যই, প্রধান আমি, কেন্দ্র আমি, সূর্য্য যেমন সৌরকিরণের কেন্দ্র, যাহা হইতে উহা উদ্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত।

সূর্য্যকে সরাইয়া লইলে সূর্য্য কিরণ থাকিতে পারে না। আমিই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বাচক, আমিই ব্রহ্মের প্রাণ। কেহ বলেন, "বলিভক্তিতে কি না হয়? ব্রহ্মকে জানা (৭।২৯) বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি তো হয়ই"। কেহ বলিবেন ব্রহ্মভূত হওয়া প্রথম প্রয়োজন, ভক্তি যদি পাইতেই হয় (১৮।৫৪)। ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় কি শ্রীকৃষ্ণ বড়, আমাদের মোটা বুদ্ধি এ সূক্ষ্ম প্রশ্নে প্রবেশ করিতে অক্ষম। তবে কথাটা সত্যই মধুর মনে হয়, পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্যে সকল তত্ত্ব অবস্থিত।

শঙ্কর। আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা। যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হয়, তাহা প্রতিষ্ঠা; এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, আমি অন্তরাত্মা (প্রত্যগাত্মা) কীদৃশ ব্রহ্মের? উত্তর:— অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, অব্যয় অর্থাৎ নির্বিবকার, শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য, ধর্ম্মস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানযোগরূপ ধর্ম্মদ্বারা প্রাপ্তব্য, আর ঐকান্তিক সুখস্বরূপ, অর্থাৎ ব্যভিচার রহিত, আনন্দময় ব্রহ্মের, আমি প্রতিষ্ঠা। অমৃতাদি স্বভাব সম্পন্ন পরমাত্মা বা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অন্তরাত্মা, কারণ যথার্থ জ্ঞানে উহাই পরমাত্মা রূপে নিশ্চিত। এই কথাই ব্রহ্মাভূয়ায় কল্পতে এই পদে কথিত হইয়াছে। যে ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা ভক্তের উপর অনুগ্রহাদি করিবার জন্য ব্রহ্ম প্রবর্ত্তিত হন, সেই শক্তি, আমি ব্রহ্মই, কারণ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ হয় না। অথবা, ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য হওয়ার জন্য এখানে সগুণ ব্রহ্ম, সেই সগুণ ব্রহ্মের আমি নির্বিবকল্প নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়, অন্য কেহ নহে; সগুণ ব্রহ্ম কি ভাবে বিশেষিত? উত্তর,—যাহা অমৃত অর্থাৎ মরণ ধর্ম্ম রহিত, আর অবিনাশী অর্থাৎ ক্ষয় রহিত তাহার। আবার জ্ঞাননিষ্ঠারূপ শাশ্বত নিত্য ধর্ম্মের, আর উহা হইতে হয় যাহা সেই ঐকান্তিক একমাত্র নিশ্চিত পরম আনন্দেরও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমিই আশ্রয়। অহং প্রতিষ্ঠা এই পদ এখানে অনুবৃত্তিতে লওয়া হইয়াছে।

মধুসূদন। ঈশ্বর চিন্তার দ্বারাই যে গুণাতীতত্ব লাভ করা যায়, তাহার কারণ কি. তাহাই বলিতেছেন। আমিই অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক (নিববশেষ স্বরূপ) বাসুদেবই, ব্রহ্মের অর্থাৎ তত্ত্বমসি বাক্যের 'তৎ' পদের বাচ্য অর্থ যে সৌপাধিক (মায়োপাধিক বা মায়াশবলিত) ব্রহ্ম যিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু তাঁহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পারমার্থিক নির্ব্বিকল্পক সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিরুপাধিক বস্তু যাহা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ'পদের লক্ষ্য অর্থ তাহাই হইতেছি। 'যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই প্রতিষ্ঠা' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠা অকল্পিতরূপ বিহীন যে অকল্পিত রূপ। এই কারণে, 'যে ব্যক্তি নিরুপাধিক ব্রহ্ম আমার সেবা করেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপতার যোগ্য হন', এই রূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। আমি কীদৃশ ব্রহ্ম ? যে ব্রহ্ম অমৃতস্য অর্থাৎ বিনাশশূন্য, অব্যয়স্য অর্থাৎ বিপরিণাম্ রহিত, শাশ্বতস্য অর্থাৎ অপক্ষয় রহিত, ধর্ম্মস্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যে ধর্ম্ম তদ্দ্বারা যে প্রাপ্য এবং সুখস্য অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ । তিনি ঐকান্তিক সুখ স্বরূপ অর্থাৎ অব্যভিচারী সকল দেশে সকল সময়ে যাহা বিদ্যমান। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজন্যত্ব বারণ করিবার জন্য বলিলেন ঐকান্তিকস্য। যেহেতু আমিই এতাদৃশ ব্রহ্মের বাস্তব স্বরূপ, সেই কারণে যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। ব্রহ্মা, ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপই বলিয়াছিলেন, যথা "পুরাণ, সত্য, অক্ষর, অজস্র সুখ....অমৃত পুরুষ তুমিই একমাত্র আত্মা হইতেছে", অর্থাৎ তুমিই সকল প্রকার উপাধি বিরহিত আত্মা ব্রহ্ম হইতেছ। শুকদেবও স্তুতিবাদ না করিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন "সমস্ত বস্তুরই যে ভাবার্থ বা সত্তা তাহা সোপাধিক ব্রহ্মেস্থিত; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার তাহারও স্থিতি"।....ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—সমস্ত কার্য্যপদার্থেরই যে ভাবার্থ অর্থাৎ সত্তারূপ পরমার্থ তাহা (ভবতি=) কার্য্যরূপে অভিব্যজ্যমান সোপাধিক ব্রহ্মেতেই অবস্থিত,...যেহেতু কার্য্যপদার্থের কারণের সত্তা হইতে অতিরিক্ত কোনও সত্তা আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় না।"....সোপাধিক ব্রহ্ম, নিরুপাধিক ব্রহ্মেই কল্পিত; আর কল্পিত (ভ্রমে ভাসমান) পদার্থ স্বীয় অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত নহে; আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল কল্পনার (ভ্রমের) অধিষ্ঠান বলিয়া তিনিই পরমার্থ সৎ নিরুপাধিক ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তিনিই, জগৎকারণ উৎপদ্যমান (অর্থাৎ তিনিও যখন উৎপন্ন হন) সেই সোপাধিক ব্রহ্মের ভাবার্থ বা সত্তাস্বরূপ।... শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠান-স্বরূপ, কারণ তিনিই পরমার্থ সত্য নিরুপাধিক ব্রহ্ম। অথবা,....'তুমি তো ব্রহ্মস্বরূপা হইতে ভিন্ন' এই শঙ্কার উত্তরে এই শ্লোক। .. ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার, প্রতিষ্ঠা, পর্য্যাপ্তি বা পরিপূর্ণতা, ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন নহেন। অব্যয় = যাহার উচ্ছেদ বা শেষ নাই তাদৃশ অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ, সৎস্বরূপতাই মোক্ষ। শাশ্বত ধর্ম্ম = নিত্য মোক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহার ফল, তাদৃশ ধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা।…ঐকান্তিক যে সুখ তাহারও আমি পর্য্যাপ্তি, কারণ মহস্বরূপতা লাভই সুখপ্রাপ্তির চরম। অতএব, আমার ভক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

রামানুজ ঃ হি=হেতু। কারণ, অব্যভিচারী ভক্তিযোগে আবাধিত, আমি পরমেশ্বর অমৃত স্বরূপ অবিনাশী ব্রহ্মের, তথা শাশ্বত ধর্ম্মের, অতিশয় নিতা ঐশ্বর্য্যের আর ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্', এই শ্লোকে কথিত, জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য সুখেরও প্রতিষ্ঠা। যদ্যপি 'শাশ্বত ধর্ম্ম' শব্দ প্রাপ্য বস্তুর সাধনের বাচক, তথাপি এখানে উহার পূর্ব্বাপরের শব্দ প্রাপ্য বস্তুর বাচক, অতএব ইহাও উহার সহচারী হওয়ায় প্রাপ্ত বস্তুরই লক্ষ্য করায়। এই জন্য ধর্ম্মশব্দের অর্থ "ঐশ্বর্য্য" করা হইল। সপ্তম অধ্যায়ের "দৈবী হেষা" শ্লোকাবধি ইহাই প্রতিপাদিত করান হইয়াছে যে গুণাতীত হওয়ায় ও তৎপূর্ব্বক অক্ষর ঐশ্বর্য্য ও ভগবানের প্রাপ্তির উপায়ত্ত, কেবল এক ঐকান্তিক ভগবৎ প্রপত্তিই।

শ্রীধর ঃ যেহেতু আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ প্রতিমা, অর্থাৎ আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। সূর্য্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপই। আরও নিত্য যুক্ত হওয়ায় অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের। শুদ্ধ সত্ত্বময় হওয়ায় তাহার সাধন শাশ্বত ধর্ম্মের, এবং পরমানন্দরূপ হওয়ায় ঐকান্তিক অর্থাৎ অখণ্ডিত সুখের প্রতিষ্ঠাও আমি, অতএব আমার সেবকগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্যই আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই জন্য মুক্ত জীব ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন ।

অরবিন্দ। এই যে "আমি" ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই নীরব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভিত্তি, এবং অমৃতত্ব ও অক্ষয় অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তি এবং শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখের ভিত্তি। অতএব এমন এক পদ রহিয়াছে, অবিচল সাক্ষীরূপে গুণ সমূহের দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতেছে যে অক্ষর পুরুষ, তাহারও শান্তি অপেক্ষা, সে পদ মহত্তম। ব্রহ্মের অক্ষরতার উর্দ্ধে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, কর্ম্মের রাজসিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা মহত্তর এক শাশ্বত ধর্ম্ম রহিয়াছে, এমন এক পূর্ণতম আনন্দ রহিয়াছে, যাহাকে রাজসিক দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা সাত্ত্বিক সুখেরও উর্দ্ধে, এবং এসব জিনিষ পাওয়া যায় ও অধিকার করা যায় পুরুষোত্তমের সত্তা ও শক্তির মধ্যে বাস করিয়া। কিন্তু যেহেতু ইহা ভক্তির দ্বারা অর্জ্জন করা যায়, ইহার পদ হইবে সেই দিব্য আনন্দ, যাহা নিরতিশয় প্রেমের মিলনে, এবং পূর্ণ ঐক্যোপলব্ধিতে অনুভূত হয়, যাহাতে ভক্তির পরম পরিণতি, নিরতিশয় প্রেমাস্পদ ত্বম্ আনন্দ তত্ত্বম্। আর সেই আনন্দের মধ্যে উঠা, সেই অনির্ব্বচনীয় ঐক্যের মধ্যে উঠা—ইহাই অধ্যাত্ম সিদ্ধির পরিপূর্ণতা, এবং শাশ্বত অমৃতত্ব প্রদায়ী ধর্ম্মের চরম সার্থকতা।

তিলক। ভাবার্থ এই :—সাংখ্যের দ্বৈত ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বত্র একই পরমেশ্বর থাকেন, এই কারণে তাঁহারই প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত অবস্থাও প্রাপ্ত হয়। এবং একই পরমেশ্বর মানিয়া লইলে, সাধ্য সম্বন্ধে গীতার কোনই আগ্রহ নাই (১৩।২৪,২৫)। গীতা ভক্তি মার্গকে সুলভ, অতএব সকল লোকের পক্ষে গ্রাহ্য বলিয়াছেন ঠিক, কিন্তু কোথাও অন্যান্য মার্গকে ত্যাজ্য বলেন নাই। গীতাতে কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান, অথবা কেবল যোগই প্রতিপাদ্য—এই মত বিভিন্ন সম্প্রদায় অভিমানীরা পূর্ব্ব হইতে গীতার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। গীতার মুখ্য প্রশ্ন ইহাই যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সংসারের কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থে করা হইবে বা ছাড়া হইবে, ইহার পরিষ্কার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে যে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্মভূয়-রূপ ফললাভের উপপত্তি কহিতেছেন। ব্রহ্ম শব্দের উত্তর মহদ্‌ব্রহ্ম। অব্যয় অমৃত অর্থাৎ সৎ, শাশ্বত ধর্ম্ম অর্থাৎ চিৎ। ঐকান্তিক সুখ অর্থাৎ আনন্দ। ইহাতে আগামী অধ্যায়ের মায়াভরণ এই বিষয় সূচিত হইল।

কৃষ্ণানন্দ। যেহেতু আমি (বাসুদেব) অমৃতস্বরূপ ও ও শাশ্বতও ধর্ম্মস্বরূপ অব্যভিচারী মূল স্বরূপ ব্রহ্ম।…বাসুদেবই তত্ত্বমসি (ছা ৬।৮।৭) মহাবাক্যের তৎপদ বাচ্যার্থ উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ। মায়াবিশিষ্ট সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এবং নিরুপাধিক ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থ স্বরূপ। বাসুদেব যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম শাশ্বত ইত্যাদি। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠা, ইহার অন্য অর্থও হয়। ব্রহ্ম = বেদ; আমি বেদের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে, সগুণব্রহ্ম, এ অর্থও কেহ কেহ দিয়াছেন।

সন্তদাস। ব্রহ্ম=কার্য্য ব্রহ্ম। আমাতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চবিংশ তত্ত্বের পুরুষের আমি আশ্রয়স্থল; সনাতন ধর্ম্মের আমি আশ্রয় (১৮:৫৩-৫৪)।৫৩ শ্লোকের ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে=ব্রহ্মরূপতা নামের যোগ্য হন। ৫৪ শ্লোকে ব্রহ্মভূত, অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন, তিনি মদ্‌ভক্তির অর্থাৎ পরব্রহ্ম সমন্বিনী পরাভক্তি লাভ করেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত ঐ ভক্তির দ্বারা তত্ত্বের সহিত পরব্রহ্ম স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করেন। এই শ্লোক গুলিতে ব্রহ্ম=পরব্রহ্ম নহেন, কার্য্যব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ)।

মহানামব্রত। শ্লোকটির দুই প্রকার অর্থ হয়:—আমি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমি নিত্য অমৃতের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি,... প্রতিষ্ঠা পদে আশ্রয় অবলম্বন স্থিতি, স্থান, বুঝায়। আর এক প্রকার অর্থ হয়:—ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ ঘনীভুত ব্রহ্মস্বরূপ আমি; সেই ব্রহ্ম কে বা কিরূপ? তিনি অমৃতময় অপরিণামী, নিত্যস্বরূপ ধর্ম্মস্বরূপ, ঐকান্তিক সুখ স্বরূপ।... মণির জ্যোতির স্থিতি স্থান যেরূপ মণিতে, সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ আমার অঙ্গপ্রভা। শ্রীধর অর্থ করিয়াছেন 'ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বৎ।...আমাকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মভাব পায়;....ব্রহ্মভূত হইলে পরে আমার পরাভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করে (১৮।৫৮), অর্থাৎ তখন অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও উত্তম যে পুরুষোত্তম, তাহার সেবা লাভ করে।

বিশ্বনাথ। ব্রহ্মই ভগবানের তেজ ইহা স্থাপিত করিতে বিষ্ণু পুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতাদি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গিরীন্দ্র শেখর। ত্রিগুণাতীত হইতে ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি যদি ঐকান্তিক সুখ অথবা শাশ্বত ধর্ম্মলাভ অথবা অমৃতত্ব ও অব্যয়ভাব অথবা ব্রহ্মকে পাইতে কামনা করেন, তবে তিনি অব্যভিচারিণী ভক্তি যোগের দ্বারা পরমাত্মার সেবা করুন। পরমাত্মার ভক্ত হইলে এই সকলই লাভ হইতে পারে, এই জন্য পরমাত্মাকে ইহাদের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে। এই অর্থেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা পরমাত্মা, বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সমার্থবাচক। ব্রহ্মই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা; অথবা ব্রহ্ম = মহৎ ব্রহ্ম বা বেদ।

রামদয়াল। মদ্‌ভক্ত ব্রহ্মরূপ হইয়া যায় কেন? কারণ, ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা, আশ্রয় বা বাস্তবরূপ। কিরূপ ব্রহ্মের আমি আশ্রয় বা বাস্তবরূপ? যিনি মরণ রহিত যিনি বিকার রহিত। যিনি ক্ষয় রহিত, নিত্য, যিনি জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষ্য, ধর্ম্ম প্রাপ্য, যিনি অব্যভিচারী সুখ।....যেমন সৃষ্টি ভিন্ন সৃষ্টি কর্ত্তার প্রকাশ নাই, সেইরূপ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ভিন্ন ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা নাই।....সবিকল্প ব্রহ্ম যেমন নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তিমান্ মায়ামানুষও সবিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা....প্রতিষ্ঠার ঘনীভূত প্রকাশ।....আমি অর্থাৎ শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা নাই। শক্তি বা মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম বা পুরুষ হন। আর, পুরুষের আশ্রয়ে যে মায়া প্রকাশিত হয়, তাহাই অব্যক্ত সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থা স্বরূপিণী প্রকৃতি। পুরুষ শক্তিমান, প্রকৃতি শক্তি। শক্তিই শক্তিমানের প্রতিষ্ঠা। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ বলিয়া, আমি বাসুদেব, আমি সগুণ ব্রহ্ম, আমি পুরুষ বা প্রকৃতি, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। শক্তিই ব্রহ্মের বাস্তবরূপা।...সগুণব্রহ্ম নির্গুণব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা...এই ভাবে প্রত্যাগাত্মাও অমৃত অব্যয় পরমানন্দ স্বরূপ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। মায়ামানুষ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আমি কৃষ্ণ আবৃত ব্রহ্ম।

সমন্বয় গীতা। উপক্রমে (মম যোনি মহদ্ ব্রহ্ম) ও উপসংহারে থাকায়, এখানে ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি।

Gaandhi. That Perfection is He, who is সৎ-চিৎ-আনন্দ, being the very image of Brahman. He is সৎ—the Truth or the Reality; He is চিৎ in as much as He contains iu Himself everlasting Dharma—the eternal Law of cosmic evelution; He is Ananda, because the abrode of perfeot bliss,

Radhakrishnan. For I am the abode of Brah-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

man, the Immortal and the Imperishable; of eternal Law and of Absolute Bliss. Here the personal Lord is said to be the foundation of the Absolute Brahman. Nilkantha takes Brahman to mean Veda! Ramanuja interprets it as the emancfpated soul, মধ্ব as মায়া। মধুসূদন means by it the personal Lord. Sankara makes out that the Supreme Lord is ব্রহ্ম in the sense that He is the menifestation of ব্রহ্ম । Brahman shows His grace to His devotees through ঈশ্বর শক্তি।... শঙ্কর gives an alternative explanation.—I the unconditioned and the nnutterable, am the abode of the conditioned Brahman, who is immortal and the indestructible.

Krishna Prem. He is worthy of becoming Eternal who stays by his own choice to serve the one Great Life that is the manifested Law (প্রতিষ্ঠা) of the পরব্রহ্ম।

ব্রহ্মের = প্রকৃতির ; মায়ার (মাধ্ব); পরমাত্মার (শঙ্কর), তৎপদবাচ্য সোপাধিক ব্রহ্মের (মধুসূদন), বেদের (নীলকণ্ঠ)। আমি প্রত্যাগাত্মা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (শঙ্কর); ঘনীভূত ব্রহ্ম আমি (শ্রীধর)...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Modi says that Prof, Das Gupta by allowing the words of the verse to speak for themselves comes to the conclusion that here we have one of those passages in the Gita in which the সাকার aspcct is olearly stated to be higher than the নিরাকার one. He quotes Prof. Das Gupta thus "But according to the Gita, the personal God as ঈশ্বর is the Supreme principle, and Brahman in the sense of a qnalityless undifferentiated uitimate principle as taught in the Upanishads, is a principle which though great in itself and representing the ultimate essence of God is nevertheless upheld by the personal God or ঈশ্বর। Thus though in viii. 3 and ix. 12, Brahman is referred to as the differenceless ultimate principle, yet in xiv. 27, it is Said that God is the support of even this ultimate principle Brahman.

:ভক্তিপ্রদীপ। প্রতিষ্ঠা = Mainstay, Sole Seat, of অমৃতস্য ever lasting Immortality, of the Eternal Religion (শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য), and of the Absolute Bliss (ঐকান্তিকস্য সুখস্য)।

স্বামকণ্ঠ। ব্রহ্মণোহি :—ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা আমি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন না অব্যভিচারী ভাবে সেই স্বরূপেরই অনুবিধানে প্রতিষ্ঠিত আমিই। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞভাবে ব্রহ্ম অবস্থিত বলা হইয়াছে, তথাপি তিনি আবিদৃশ্য বস্তুনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত। কিরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি? ব্রহ্মরূপ বিকার বর্জ্জিত, নিত্য সদ্ভাবের (অমৃতের) আমি প্রতিষ্ঠা। শুধু ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা নহি, সেই চিৎ প্রকাশের শাশ্বত ধর্ম্ম গুলিরও প্রতিষ্ঠা, সহজ আনন্দ ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা। ইহাতে বলা হইল প্রকাশানন্দ অক্ষর তত্ত্বরূপ যে পরব্রহ্ম, ভাব ভক্তিরূপ একমাত্র উপায়েই প্রাপ্য। (ভাঃ অধিকারীর অনুবাদ

ভূপেন্দ্রনাথ : এই 'আমি', কে? ইনিই কূটস্থ চৈতন্য যিনি গীতা বলিতেছেন। ব্রহ্মই শেষ গন্তব্য স্থান, কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রকার উপধি বর্জ্জিত।....এই নির্গুণ স্বরূপ অদৃশ্য....অব্যবহার্য্য ; নিরবয়ব নির্লিপ্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তার ঘনীভূত প্রকাশ এই কূটস্থ চৈতন্য, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।....তাহা হইলে রূপ বিবর্জ্জিত ব্রহ্মের যদি কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত করেন, তিনিই কূটস্থ চৈতন্য. শ্রীকৃষ্ণ। কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম মনবুদ্ধির অতীত, ইনি মনঃ বুদ্ধির গ্রাহ্য এই মাত্র।

Telang, For I am the embodiment of the Brahman, of indefeasible immortality, of eternal piety, and of unbroken happiness Nilkantha interprets this lo mean the ultimate

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

object of the vedas "I" here means Krishna. Sridhara suggests the parallel, as light-embodied is the Sun, so is the Brahman embodied, identical with Vasudeva.

Bhakti Pradip. The first impression of My Spiritual Reason is the Great Brahman, the self-effulgent Glow of My Body...I am the Nirguna (Transcendental) Personal God Sri Krishna the mainstay of Brahman, which is the ultimate goal of the Jnanins. Immortality, eternity, eternal religion of divine love and everblissful state of রস....are the characteristic features of My All BeautifulTranscendental Form.

জগদীশ্বরানন্দ। যেহেতু আমিই ব্রহ্মের প্রতিমা, বা ঘনীভূত ব্রহ্মমূর্ত্তি, অব্যয় মোক্ষের প্রতিষ্ঠা, সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় ও অখণ্ড আনন্দের উৎস, সেই হেতু মদ্‌ভক্ত-বৃন্দ, নিঃসন্দেহে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

মতিলাল। সূর্য্য যেমন ব্রহ্মের ঘনীভূত জ্যোতিঃ নরবিগ্রহ তেমনি ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা।...অব্যয়, অমৃত, শাশ্বত ধর্ম্মের ও একান্ত সুখের আশ্রয়।....ব্রহ্মভাব লাভ হইলে ঘনীভূত ব্রহ্ম-প্রতিমার সাযুজ্য পায়।

ভক্তি সুধাকর। সাধর্ম্ম অর্থাৎ গুণাতীত ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিসুধাকর।। সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ গুণাতীত ভগবানের সারূপ্য (শ্রীধর); সাধন বলে ভগবানে নিত্যাবস্থিত অষ্টগুণ লাভ করিয়া ভগবানের সহিত সমতা লাভ (বলদেব); ভগবৎসাম্য (রামানুজ); সারূপ্য মুক্তি (বিশ্বনাথ)।

ভক্তিসুধাকর।। মহদ্ ব্রহ্ম :—শ্রী, ভূঃ, দুর্গারূপে বর্ত্তমানা প্রকৃতি বা মহামায়া (শ্রীমধ্ব উদ্ধৃত কাষায়ণ শ্রুতি ও শার্করাক্ষ শ্রুতির বচন); "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্লোক বর্ণিত অষ্টধা বিদ্যমান প্রকৃতি (বলদেব); অষ্টধা বর্ত্তমান অচেতন প্রকৃতি মহদ্, অহঙ্কারাদি বিকারের কারণ বলিয়া মহদ্ ব্রহ্ম (রামানুজ)=প্রকৃতি যাহা দেশ কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে বলিয়া মহৎ এবং কার্য্যরূপে বিস্তার লাভ করে বলিয়া 'ব্রহ্ম' (বিশ্বনাথ ও শ্রীধর)। যোনি=গর্ভাধান স্থান (শ্রীধর); সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি স্থান (রামানুজ); বিষ্ণোর্যোনি গর্ভ সংধারণার্থা মহামায়া (মধ্ব)। গর্ভ=জগদ্বিস্তারের হেতুভূত চিদাভাস অর্থাৎ প্রলয়ে ভগবদ্দেহে বিলীনভাবে অবস্থিত অবিদ্যা কামকর্ম্মানুশয়-বিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব (শ্রীধর); 'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং, এই বাক্যে নির্দ্দিষ্ট চেতন পুঞ্জরূপা প্রকৃতি (রামানুজ বিশ্বনাথ, বলদেব)। প্রকৃতি-সম্ভব—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; এই তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে; তাদৃশ ত্রিগুণ-সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ-প্রভাবে এই সাম্য ভঙ্গ হইলে এই গুণত্রয় প্রকাশিত ও সক্রিয় হয়। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থে গুণত্রয় প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা। বস্তুতঃ গুণত্রয়ই প্রকৃতি। ব্রহ্মভূয় = ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ (শ্রীধর); ব্রহ্মবৎ অর্থাৎ প্রকৃতিবৎ ভগবানের প্রিয়ত্ব, অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়-বিগ্রহের বা সেবকের ভাব, ভগবদ্দাস্য (মধ্ব); ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি (বিশ্বনাথ); ভগবানের নিজধর্ম্ম অষ্টগুণশালিতা (বলদেব)। প্রতিষ্ঠা = ঘনীভূত ব্রহ্ম (শ্রীধর) আশ্রয় (বিশ্বনাথ, বলদেব)।

Chitbhavananda, For I am the abode of Brahman, the Immortal and the Immutable, the Eternal Dharma and Absolute Bliss. The commentator further shows that Four Yogas are herein harmonised, – Jnana Yoga for Immutable Nirguna Brahman; Eternal Dharma in Karma Yoga; Raja yoga culminates by Amrita Dhara. Absolute Bliss, and Bhakti is with reference to Saguna Brahman.

Gandhi-Desai. For I am the very image of Brahman, changeless and deathless, as also of everlasting dharma and perfect bliss. (The Gunatita is not devoid of Gunas, but beyond all Gunas.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

. শঙ্করাচার্য্যের গীতাভাষ্যের Subba Rao কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত।

Only when the nature of the mundane bondage is distinctly seen an explanation of the means and how it should be practised can be usefully given. The bondage is brought about by the 3 Gunas. (১) নিষ্কিগিতোগতাঃ = Have attained the highest good from সংসার। (২) সাধর্ম্ম-মাগতাঃ = Have become like unto Me These are not born even during creation, nor do they suffer pain during pralaya. (৩) মহৎব্রহ্ম = intelligent প্রকৃতি, Gunas are the souls, joined to 24 Tatwas issued out of Myself et. (5) Sri Krishna describes how the 3 Gunas have forged the bonds. প্রকৃতি সম্ভবাঃ = produced by differentiation and brought out in part from the non-intelligent প্রকৃতি; also produced at the time of creation through the agency of the intelligent প্রকৃতি, who divides the matter into 3 principles সত্ত্ব, etc, by the process of differentiation. The presiding forms are শ্রী, ভূঃ, দুর্গা। শ্রী is the cause in the case of the Gods; ভূঃ presiding over রজস is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of human beings ; দুর্গ, ruling তমস্ is of দৈত্য 3. (৬) enlightening = giving the knowledge of truth. (17) from সত্ত্ব knowledge of পরতত্ত্ব and অপরতত্ত্ব, i.e. of the Supreme Being and of everything under Him····লোভ for the attainment of স্বর্গ। (18) ঊর্দ্ধ= জনলোক and those above it. মধ্য=স্বর্গ। অধঃ=hell. (19) When the Seer (জীব) clearly perceives that nothing else than the Trigunas is the modiying cause and also that (i.e. Myself) which is fthe cause higher than the Trigunas, he attains to the state of being in Me (the blissful state). Another interpretation :– The first word in the verse is অন্য=Man ; thus we get "When the Jiva, the seer, percevies the Maker to be different from the Gunas, then he is Man (otherwise he is a beast). (This is not enongh, but he should know more). (20) অমৃত=The Immortal (the Param Brahman). (22) He does not hate the Light etc ; on the other hand, he seeks the Light and activity directed to বিষ্ণু). Another interpretation:—he does not envythe virtnes in another (20) overcomes the bondage produced by

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

by the 3 Gunas...ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = fit to attain the state of Brahman (or to attain the state of being in Brahman) or to be as beloved of the Lord as the প্রকৃতি is, (or to enter and remain in that প্রকৃতি till মোক্ষ। (27) I am imdeed the Support of Brahman (মহালক্ষ্মী), the intelligent প্রকৃতি and the undecaying immortalised Souls after release, of the eternal ধর্ম্ম (of undiminishing results) and of the most exalted state (ঐকান্তিকত্ব) of bliss, and attainment of মুক্তি by the Gunatita is only through লক্ষ্মী ; through her grace he finally goes to the Lord.

পরিপ্রশ্নমালা

পূর্ব্বাধ্যায়ে সহিত এ অধ্যায়ের কি সম্পর্ক ? এ অধ্যায় কেন আরম্ভ করা হইল ? ভগবান এ অধ্যায়ের বিষয়কে কেন জ্ঞানের, উত্তম জ্ঞানের বিষয় বলিলেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বল। সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ ইহার অর্থ কি ? ভগবান সৃষ্টি তত্ত্বের কিরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, উহার অন্তর্নিহিত অর্থ বল। প্রকৃতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ অধ্যায়ের মূল কথা, সৃষ্টি তত্ত্বেও এবং পরেও—ইহা দেখাও। প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্বন্ধে ভগবান অনেক কথা বলিয়াছেন—সেগুলিকে বর্গীকরণ করিয়া, সাজাইয়া বল। ত্রিগুণই মানুষকে বাঁধে—কিভাবে তাহা দেখাও; সত্ত্বগুণও বাঁধে, কি ভাবে? জীব যখন জানিতে পারে যে কার্য্য করে প্রকৃতির গুণই, এবং গুণের উপর পরমাত্মা বিরাজিত, পারমার্থিক ভাবে তখন সে কি অবস্থা পায়? তিন গুণকে অতিক্রম করা, জরামৃত্যু, ও অমৃত, এ গুলি লইয়া কি আলোচনা হইয়াছে গুণাতীত পুরুষে কি কি লক্ষণ ও অবস্থা ফুটিয়া উঠে, ভগবান যাহা যাহা বলিয়াছেন সব বল। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং এই শ্লোকটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা কর।

এ অধ্যায়ের সব কথাই জ্ঞানের, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের—যথা সৃষ্টিতে প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তাহাদের সম্বন্ধে] বহু কথা, ত্রিগুণ অতিক্রম করার কথা ও গুণাতীতের লক্ষণাদি—সবই জ্ঞাতব্য বিষয়। এক সঙ্গে, সাজান ভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণের কথা এবং ঐ ভাবে এক সঙ্গে গুণাতীতের নানা লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে অমৃতত্ব প্রাপ্তি, ব্রহ্ম কি ইত্যাদি সবই ইহার ভিতর আসিয়াছে।

মনে রাখিবার মত শ্লোক :—৩,৮,১৮,২২,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

K. P. CHATTERJEE

THE ISA UPANISHAD

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥*
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

Om, ',THAT" (Paramatma) is Full (in the sense of Reality); "THIS" (Jivatma) is likewise Full. From that Full, this Full has come out. "THAT" remains Full still, even though "THIS" Full has come out of it. OR—"THAT" (ISA) is full (in the sense of Reality); "THIS" (Universe) is likewise Full. From that Full, this Full has come out. "THAT" remains Full still, even though "THIS" Full has come out of it. (The sense of the verse, given in this way, fully establishes that the Universe is Real, and not a Falsehood or Appearance).

OR—"THAT" (Nirguna Brahma) is Full (in the sense of Reality); "THIS" (Saguna Brahma) is Full. From that Full, this Full

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

has come out. "THAT" remains full still, even though "THIS" full has come out of it.

Some put (पूर्ण) "Purna" as having infinite extension, and say that as by arithmetic, infinity minus infinity is infinity, here also it is so. But if the first "THAT" is of infinite extension, where will the second infinity find space to stay, after it has come out ? If it be said that both will be staying side by side, then that will mean, none is infinity. Further, no commitment, as answer, is given by arithmetic, for infinity minus infinity or for infinity divided by infinity. Furthermore bereft of logic will always be human ways of arguing and bringing science in the delineation of ISA, who, in Herbert Spencer's language, is "unknown and unknowable".

Om.. Peace, Peace, Peace.

Sànkara :—Taking back the Fulness of Karya-Brahma, Fulness of Para-Brahma remains.

(1) At the very start, this Upanishad declares that the following are to be regarded as Life's Principles.

ईशा वास्यमिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥१॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Can you comprehend how big is this Universe? Upto miles denoted by 1 followed by 23 ciphers, the Mt. Palomar-telescope, which is at present the biggest, has been able to see. And further, when bigger and still bigger telescopes will come to be made with further and further advance in technology, beyond and still beyond will be seen. And further, not a star is stationary, the universe is continuously expanding. And further still, not this unstationary state only, but continuously in their own ways, every molecule, every atom and every electron in this universe is vibrating. This universe is called जगत् Jagat meaning 'possessing movement'. Such is this universe; and yet as a mere dot it is lying in ISA, the LORD, the CONTROLLER. As Controller, He makes all allotments for Real Good. Hence, cover up every thing, by ISA, by whom every thing is in-dwelled and out-dwelled or covered (Gita, 9/4; 70/42). And whatever that Allotment-maker has allotted to you, live on that, with uncarping detachment. Do not covet what another has got. (This brings to mind Slokas 3/35 and 1[illegible]/44 of the GITA; and this in-dwelling and out-dwelling of everything by ISA brings to mind the great TRUTH वासुदेवः सर्वमि

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

which, as Great Truth, is real ज्ञानम् above all sectarian creeds.

Money is whose? It never stays with anybody. Money is His. Man, deluded, gets captured by money.

(2) To the above two Principles, namely seeing the LORD in-dwelling and out-dwelling everything, and being contented with what has been allotted to you, this Upanishad, as next Principle adds the following—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतँ समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

To whatever long life, say even of 100 years, you may like to live, keep on working selflessly as enjoined by Shastras; there is no other alternative than this selfless Shastric work to prevent yourself getting stained by work.

This is Sri Krishna's Karma-yoga which he elaborated in the GITA. No birth, on such selfless work results, as no कर्मबन्धन it produces. It will be seen that in these verses, the Upanishad, in clear terms, emphasises on ज्ञान कर्म समुच्चय the adoption of both ज्ञानम् and Karma as Life's Principles. Further, it will be seem that Jiva=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Brahma, has nowhere been declared in this Upanishad. (Gita Chapters 2, 3, etc.)

Sankar says, this Mantra is for non-possessers of knowledge. As work, he takes Vedic sacrifices.

Vinoba—Karma is Life; no-work is like death.

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृता।
ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥

Those who do not follow the above Principles, they are Killers of themselves. They go, after death, to the regions of devils of blinding darkness.

Those who do not subscribe to Knowledge-Karma combined (ज्ञानकर्म समुच्चय). described above in detail, they verily lose all Buddhi, and so, figuratively they kill themselves; Atma also means 'one-self', 'Buddhi', 'Manas' and not simply 'Soul'. Sankar puts non-knower of soul as soul-slayer. (Gita, 16/19)

After death they get born as lowliest creatures......'Asoorya' is another reading, meaning Sunlessness i.e. deep ignorance.

(4) Going back to ISA the Upanishad says—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्।
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

That ISA, He is ONE (Ekam). He does not move, yet faster than mind He moves. Lesser gods have certainly no power to go faster. It is He who puts life into Matter.

He is Ekam; all, in the form of one-entity exists in him, showing no differentiation. No other god, in fact nothing else beside Him, as like Him, exists, (Adwitium). He does not move, for where can He move for space is in Him Mind is the fastest thing that can be imagined, for to a star, say a million miles away, you can take your mind in a trice. ISA moves faster than mind, for to whatever spot you can take your mind, ISA will be found as having come there before; this is poetic language which means that ISA is everywhere. Senses are often spoken as lesser gods (deva). If mind finds itself unable to come up to Him, how can puny senses catch Him ? He is beyond the reach of senses and mind. 'Matariswa' (Air); here it is Life-breath. Ap is water or 'primeval' Matter or रयि of the Upanishada. It is He who creates living things by giving Life-Breath to Matter, by joining up परा प्रकृति with अपरा प्रकृति मातरिश्वा may also be taken as Agni life-sparks. Sankar says, 'vayu' makes allotment of work,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

with respect to the tendencies of creatures. Or, fearing Him, Vayu blows, etc.

Some say—Air brings about rains; other gods do allotted work

Sankar and Vinoba—The verse speaks of ईशज्ञान=आत्मज्ञान

Vinoba—Prana-vayu sets up lines of work (Apas). It may be, that कारण सलिल of Puranas, is spoken of as अप।

तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्तिक।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ ५ ॥

(5) He moves, He does not move. He is far away and yet He is near. He is in the Universe and yet out of it (Gita 9/4,5).

Putting contradictory things is a way of describing Him, as has been done here and at many places. All contradictory things dissolve one another in that 'Ekam'. (Gita 13/12 to 19). He is near, because all things are indwelled by Him and because He is in our heart (Gita 13/15, 15/15, 18/60). He is beyond the Universe, which is a mere dot in Him ; He is limitless. He is far away because common man fails to bring Him in his heart.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(6) यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

He who sees everything in the Paramatma and Paramatma in everything then by this way of seeing he will not come to hate anyone (Gita 6/29, 32;13/27,28, 30). (विजुगुप्सते also means :--feels no doubt). This Mantra is also with reference to ISA, for Atma means Paramatma i. e. ISA who is the Atma of all Atmas. I know very little, but it appears to me that the word Paramatma is nowhere in the old Upanishads. Atma has been used not only for Jivatma, but also for one-self and Paramatma. Not noticing this, people have been using Atma for Jivatma and producing confusion. In अहमात्मा गुडाकेश it would be better if Atma be taken as Paramatma. Jivatma, as meaning, may also be taken there, in the sense of "Bibhuti", for the chapter is Bibhuti chapter. No such meaning that Sri Krishna= Jivatma, ought to be deduced, for to lots of things like even gambling, He says He is it.

That Mantra says that by looking at things in the way described, the seer will perceive that all stand on the same level, and that no feeling of highness or lowness will be felt. In this way

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

also, the Mantra can be understood:—If I, in my heart (Atma), sympathetically understand how others are carrying on their affairs, (whether in any distress they are, whether any help they seek), and if others, reciprocating, understand in their hearts how I am carrying on, no cause will arise for hatred to spring up between us. It is the want of right understanding which calls in doubt and hatred. (Manu Smriti I/2/128).

Vinoba gives the 4 roots of the word Atma. Sankara—Look on the souls of others,as his soul.etc. Hatred comes when some thing repulsive is seen; but all are his soul.

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

7. When to the knower, all beings come to be known as 'one' as if like his own self, then whence will come sorrow and delusion, when seeing of this 'one-ness' is thoroughly continued (अनुपश्यतः) ?

When no "you and I" rises up, no clashing of interest occurs, then pain and delusion will not be born (Gita 12/15 ; 13/28 etc.). True, if I be looking upon you as my own self, reciprocation I may not get ; but eventually I shall

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

get it. Further, it is Avidya which brings in sorrow and delusion. Arjuna got मोह and शोक, because he had "I and you'

Vinoba—Previous Mantra is love-wise, this Mantra is wisdom-wise.

Sankara—Who sees Atmas as all-one, and pure like sky.

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण-
मस्नाविरँ शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो-
ऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥

8. The topic of ISA is again taken up. He is everywhere, effulgent (in His own glory), He is bodyless and (naturally) scarlees and sinewless. He is pure and untarnishable by sin (तमसः परस्तात, i. e. beyond darkness of ignorance) He is all-wise, all-intelligent, all.good (परिभू also means all-covering) and self-existent He keeps on making allotments through eternal years (or keeps on giving duties to presiders of years, meaning Prajapatis to tend their flocks).

Another meaning of Swayambhu is Himself is - all. Vinoba—Kavi and Maneeshi are complementary to each other.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ९ ॥

9. He who worships Avidya enters into blinding darkness; and he who is devoted to Vidya enters into greater darkness. (This is paradox). Blinding darkness means sight fails to compute the depth of that darkness; where only groping about is possible; of hardly any value. Greater darkness means groping even is not possible; of absolutely no value. These verses clearly establish the value of ज्ञानकर्म समुच्चय । Avidya=of practical value, like knowing how to sing. Vidya=of theoretical value, like knowing how many vibrations make सा, which set of vibrations is incompatible with which, which tune is to be sung when, etc. Vidya and Avidya individually, will not get full respect in an assembly, (i.e. each is dark), but less respect will the theory-men (Vidya) get. Full respect comes only to the combination. Swimming is another example ; swimming, the practical work, is of greater utility than the knowledge of the theory-side of swimming. Both, as qualification, if possessed, makes one perfect. Self-exertion पुरुषकार has less darkness than grace कृपा. Paramhansa-deva used to say,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"breeze of grace is constantly blowing, put up your sails on the boat".

Sankara—Vidya = renouncing Karma for taking to knowing about gods. Differences between "sadhya and sadhan", aim and ways are shown to establish unity of souls. Vinoba—Avidya and Vidya are nagative and positive sides. Without one the other has no value.

Similarly Avidya and Vidya = Performing Shastric rites and learning Shastra. The first one brings more recognition (less darkness). Together, the first one brings presents etc ; and then, the added second brings undying fame.

अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया ।
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद् विचचक्षिरे ॥ १० ॥

10. One result, they say, is obtained from Vidya, and another result and different result from Avidya, Thus have we heard from wise sages of tranquil mind, who explained the matter to us.

Sankara—Karma gives "Pitriloka". Vidya gives "Devaloka"... Vinoba—"THAT"=Brahma ="atmatatwa" stands beyond Vidya and Avidya.

विद्यां चाविद्यां च यस्तद् वेदोभयँ सह ।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11. He who knows both Vidya and Avidya, will be able to cross Death by Avidya, and to get Amrita, immortality, by Vidya. Death is lackingness in, or inability to get, worldly recognition and comforts. It is that killing inefficiency which destroys whatever one attempts to do. Amrita is obtaining undying fame or obtaining freedom from doubts and questions about "why" of things, and thus obtaining peace of mind, which is nectar-like. It may also mean Mukti.

Vinoba—Avidya has been put as Karma, it is not right, for this Upanishad does not put Karma as darkness. Vidya = "Atmajnan" cannot be right, for "Atmajnan" (Knowledge of Self) cannot be darker than Karma. Sankara—Avidya="Agnihotra" etc. By it, natural works etc. (this is death-like) are crossed i.e. set aside. By Vidya, god's nature is got.

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ १२ ॥

12. Mantras 12, 13 and 14 have a similar theme and show paradox. He enters blinding darkness, who worships Asambhuti, but he who is devoted to Sambhuti, enters into still greater

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

darkness. In it Sambhuti, from Bhu means that which is always is, and signifies the Eternal Entity, Nirguna Brahma. Asambhuti will thus be Saguna Brahma, or non-lasting deities. Saguna Brahma is also, in one sense, non lasting, for He gets absorbed in the Eternal Nirguna Brahma in Pralaya. Worshippers of Asambhuti (or Vinasha) i e. deities, enter into blinding darkness, i. e they miserably grope about in finding consistency in the ways and manners of their deities, and sometimes come to find repulsiveness ; and so, confused they become. Greater darkness means that in the meditation of Nirguna Brahma: mind reels and they get forced to remain in sheer blankness; for, nothing to fall back upon is got.

(it will be seen that the commentary given above is more easily understandable and more rational than many other commentaries)

Sankara—Sambhuti, from sambhaban" to get generated. Asambhuti = Prakriti-karana, Avidya. Sambhuti=Hiranyagarbha or Karya-brahma. The first three verses are about purifying Buddhi ; these three for purifying heart. Vinoba:—"restraint" without "coming out" is dark ; "coming out" without restraint is greater darkness.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् ।
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥

13. One result, they say, is obtained from the worship of Sambhuti, and another, a different one, from the worship of Asambhuti. Thus, have we heard from the wise sages of tranquil mind, who explained the matter to us (Tait. Up. 1/5) Each is complementary to the other; both are needed.

13. Sankara—By the worship of Sambhuti (Karana brahma) supernatural power is got By the worship of Asambhuti (Prakriti) "Prakritilaya' is got.

Vinobha—Sambhuti and Asambhuti from "sambhaba and asambhaba".

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदोभयं सह ।
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥१४॥

14. He who devotes himself to the worship of both, Sambhuti and Asambhuti, (Vinasha), crosses by the grace of Asambhuti, all worldly distress, (Gita 3/11, 12 and 13) and simultaneously finds by Sambhuti's grace, a permanent abode in the Eternal. This is Amrita, deathlessness; no death i. e. no birth again is got. Amrita may also mean Jivan-mukti, liberation while living, and thereafter Moksha, (Gita 15/5)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ISA has two aspects, Nirguna Brahma and Deities in which Saguna Brahma may also be counted. To both, one should have full devotion. This Upanishad, in all things, eschews partisanship. NOTE—we have not tsken Sambhuti to be read as Asambhuti as Sankara and many others have done, on their saying that अ has to be understood as dropped and so Sambhuti has to be read as Asambhuti; nor, like them, have we taken Vinasha as Sambhuti, giving the meaning Karya-Brahma or Hiranya-garbha.

Sankara reads Sambhuti as Asambhuti and says that Vinasha is Sambhuti, for by its worship, death-like powerlessness (मृत्यु) gets crossed, i. e. one retains power, for by the worship of Sambhuti or Hiranyagarbha, supernatural powers (अनिमा etc) are got. By the worship of Asambhuti (अव्यक्त, Prakriti or Nature) one gets Prakriti-laya, or dis-solution in Nature, which is nectar-like.

Vinoba—Sambhuti and Vinasha are "coming out" and "restraint" (i.e. Prakash, Nirodh). By Restraint, one gets non-attachment, वैराग्य and by "coming out, one gets Love for all. (विश्वप्रेम)

Roer—Whcever knows both "created nature"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and "destruction or विनाश i. e. uncreated nature into which every thing is dissolved"; by both together, he overcomes death by destruction, and enjoys immortality by created nature.

Sankara—By worshipping Hirayagarbha, power is got, which crosses powerlessness. By worshipping Asambhuti, (Prakriti) nectar-like Prakriti-laya is got. Vinoba—When in "Atma-jnan", by Vinasha (restraint), renunciation is got, then by Sambhuti or "Vikash" while in "Atmajnan", Viswa-prem" is got.

Ranade Its central theme is an attempt to effect a compromise between the older ritualism and the newer metaphysics ....We have reminiscences in it of Vedic deities, such as Matarisvan, Yama, Surya, Prajapati and Agni ...The identity of the self in man and the Self in the sun is insisted upon.... ..It is only when a man spends his life-time in doing Karmas enjoined in Shastras that he can hope to attain the ideal of Naishkarma .....A man who realises the oneness of all things, for whom every thing has become the Self, must cease to be affected by the common foibles of humanities (loathfulness, infatuation, grief etc.)...... Two Riddles" have been propounded in this

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Upanishad, which have taxed the brains of all theological commentators (slokas about Vidya and Avidya, Sambhuti and Asambhuti) ... .. Avidya and Vidya = False knowledge and True knowledge; It is only those, who are able to make a relative valuation and judicious combination of false knowledge and right knowledge at the same time, that are able, by means of their apprehension of opinion, to cross the ocean of life, and by the appreciation of knowledge to attain immortality ......Sambhuti = creation or construction; Asambhuti or Vinash = annihi lation or destruction, this is "synthesis" and "analysis"......The 'logical" idea is that it is only when the negative is subordinated to the positive and the positive cancels the negative .. ...that Reality is reached..... Asambhuti and Sambhuti = False Causation and True Causation. Those, who subordinate the false cause to the true cause, and make the true cause absorb the false one, are alone enabled to move beyond mere causal meanderings and reach the trans-causal state of intuitive realisation.

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।१४।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

15. (Truth-seeker's prayer to enable him to see Truth)

The face of Truth is covered by a golden plate. (a dazzling and therefore distraction-producing covering of theories and dogmas). Please remove that, O Pusan, so that I, a devotee of Truth, may see and realise the TRUTH.

Life's Principles have been given but what about the Shastra ? How Truth is to be found out from the glamorous no-two-agreeing Shastras ? Pusan is a solar deity whose duty is to sustain, guide and, with his all-spreading rays, find out concealed things for those who pray to him. We have learnt, ISA has allotted duties to gods; the above duties to Pusan and hence, being the right god to grant the above prayer, he is implored. Pusan's other virtues are given in the next verse. (Henotheism is resorted to).

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्रजा-
पत्य व्यूह रश्मीन समूह।
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥

O Pusan (nourisher), you are a number-one Rishi, you are Yama (the controller, the dispen-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ser of justice); the Sun of cource, you are, and the offspring of Prajapati (whose duty, as ISA has fixed, is to look after his subjects), Please collect up your spread-out rays and the strong glow in them, so that, I by seeing your auspicious form, realise that the person (the Atma) in you and my "I" (my Atma) are the same). This is the real lesson concealed in the dazzling no-two-agreeing Shastras, namely the Atma in man, and the Atmas in gods even, are of similar nature; see verses 6 and 7).

A number one Rishi means a seer of one pointed steady mind. Sun is the offspring of Kashyapa, who is a Prajapati. Collecting up rays etc. means leave space through which I may look into you. All Atmas stand on the same level. "The Atma inside you, Pusan, and the Atma inside me, are of the same nature," does not mean that I am ISA or Brahma.

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तँ शरीरम्।

ॐ क्रतो स्मर कृतँ स्मर क्रतो स्मर कृतँ स्मर ॥१७॥

17. When this Vayu and Anil still remain as not dying (amritamaya), after my body is burnt, then (in that after-state of mine), OM, O KRATU, do please remember the deeds of mine; O Kratu do please remember my deeds.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We have, counting from outside, several bodies or covers, inside which the Atma resides. The outer one is Annamaya Kosha, the cover which thrives on food and which is relegated to ash after death. The next and the next inner bodies, carrying the Atma, go out on death, as invisible, air-like. They are Pranamaya and Manomaya Koshas. The first one contains senses and Pranavayu, Apan vayu etc. ; hence it has been termed Vayu. The Manomaya Kosha contains mind ; and due to mind's declining to remain quiet, it has been called Anil, (air). These two bodies do not get perished on the perishing of outer body (hence Amrita), but go out containing the Atma. OM is the auspicious name of ISA and is first pronounced for gaining success, when a Mantra or prayer is put in. Kratu is the deity whose duty is to act as witness of sacrifices and good deeds of persons. He is invoked to remember the person's good deeds, and to leniently judge the person, so that in his after-death state he may remain in ISA'S mercy. OR.—When the end of the outer body will be ash, and the two inner bodies, Vayu and Anil, will try to enter into the Eternal (Amrita), O Kratu, please help that entering, remembering

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

my deeds. OR.—My outer body, perishable, will eventially be ash ; for long, it will not be able to keep me (my Atma) entrapped. But my two inner bodies of very long life, will still keep me entrapped. Sc, O kratu, please remember my helpless state and also my deeds.

Kratu is the deity who presides over sacrifices ; it may be said to be another name of Fire, Agni. In the next verse, we shall inerpret that Agni (Fire) as conscience, for like Fire, it is.

Vinoba — Kratu = thinking self. Anil = consciousness. Purport is--let the body become ash. Let subtle entities Prana etc. dissolve in their respective gods—Let all thoughts of mine i.e. of my mind get annihilated in the thought of ISA and His works. Let self blend with the Self. Think not of your works, but of ISA'S. Sankara – Kratu = mind. Let Life-breath pass into the immortal Sutratma.

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१८॥

18. O Fire, after death, lead me by a blissful path, to the highest prosperity, i.e. to ISA O worshipful deity, you know all that is woven

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

in the universe. You know all the paths. Keep away all obstacles from my path. I put again and again, for you, in respect, my words of salutation. Taking the death topic, Fire is the fire of the burning pyre which takes the soul to either of the two paths, Devayan and Pitriyan, to the gods and to the fathers, according to the deeds of the dead man. (Gita, Chapter 8) Taking the topic of "while living", keep away all obstacles meens keep away all evil thoughts from my mind. "Lead, Kindly Light, amidst the encircling gloom" (Asatoma sad gamaya, From Unteal take me to Real etc.) We would like to take Agni as conscience for like fire, conscience leads, protects, guides purifies and as Fire takes food to gods, conscience takes our prayers to ISA or to the right deity.

Through Agni, the rightful deity made for the purpose by ISA, these prayers are addressed to ISA. Agni (see Jaska) is from "agrani" meaning who leads, shows path, shines (hence we have put Conscience as meaning it); he knows all (Jataveda). Deva = who shines; worshipful person, "Raye" is related to "Rayi",

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

meaning highest prosperity, bliss, i. e. ISA. "Jataveda" knows all that is woven in the Universe.

Agni = symbol of Lord; of extreme wisdom. "Vidwan" "Jataveda" = Knower. Seeing god (Sloka 16) and entering God (Sloka 17); all is Bliss, "Rayee".

A note on Kshiti, Ap etc.

Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, and Gandha should be taken as waves, which give the sensation of sound, touch, radiation, taste and smell.

Byom, Marut, Teja, Ap, Kshiti, we would take them, in their first meanings, as Qualities, as ultra-gaseousness gaseousness, radiativeness liquidness and solidness. Byom, in its widest sense, meaning unlimited sp8ce, is not used here.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We would take now, Waves plus Qualities making Sukshma Bhutas, as thus :—(1) Sound waves plus the Quality ultra gaseousness make the Sukshma Bhuta Byom, or ultra-gas ; examples of this are electrons, protons, neutrons, mesons etc. Crookes, long ago, gave the name "Fourth state of matter" to these, they being neither solid, nor liquid, nor gas. It is now accepted that there is no rigorous vacuum anywhere, not even between Nebulae. May be one day, electrons may be broken up ; but still, under the name of ultra-gas, those particles also will come. Byom is regarded as the fundamental unit of matter ; we find with electrons, protons and neutrons, that that is so.

(2) Sound wave plus touch wave plus the Quality of gaseousness make the Sukshma Bhuta Marut. Naturally, the added new wave, the Touch wave, assumes importance in it.

(3) Sound wave plus touch wave plus Radiation wave plus the Quality of radiativeness, make the Sukshma Bhuta Teja. Naturally, the new added wave, Radiation wave, assumes importance.

(4) Sound wave plus touch wave plus Radiation wave plus taste wave plus the Quality

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of liquidness make the Sukshma Bhuta, Ap. Taste wave is thus important in it.

(5) Sound wave plus touch wave plus Radiation wave plus taste wave plus smell wave plus the Quality of solidness make the Sukshma Bhuta Kshiti. Smell wave is said to have importance in it, as we find in the words "Punya Gandha Prithibyam" (Gita 7/9). The yogis can perceive this, not we non-yogis, who can have perception of only Sthuls Bhuta, not Sukshma Bhuta.

A word of caution needs here to be given – the same terms Byom, Marut etc. have come to be used for Qualities (as we have said above, as primary meaning), and also for Sukshma Bhutas and Sthula Bhutas; one must not get confused.

Sabda, Sparsa, etc. are said to be Tanmatras, which means (1) 'That (Sukshma Bhuta) only" and (2) "Measure of that (Sukshma Bhuta". To understand (1), it will be clear from above that it is these waves which practically form the Sukshma Bhutas; further, electron, proton etc. are all waves; in fact matter is wave. The making of Paramanabic Bombs is based

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

on that. For (2) Tanmatras are measures of Sukshma Bhutas, i. e., are characteristics of these in the same sense as length is the measure or characteristic of line, length and breadth are the measures or characteristics of area, and length, breadth and height are the measures or characteristics of volume. So, Sukshma Bhuta, Kshiti has five characteristics, gandha etc.

What we experience in everyday life, are the Sthula MahaBhutas. By "Panchikaran", these are formed in the following way. Sthula Kshiti MahaBhuta forms by the combination of 50% Sukshma Kshiti MahaBhuta with 12½% each of the other four Sukshma MahaBhutas. The properties of the predominant constituent would naturally be prominent, those of others will rather remain submerged. Further, the Quality Kshiti or solidness, which is present in the making of Sukshma Bhuta Kshiti, will be menifest. All solid matter come under this head, gold, silver, dry earth—all. We have to understand, however, that it is not so that they can never be liquefied or gasified ; the Qualities Ap and Marut in them can artificially be given prominence Further, it is interesting and according to science that all smell-bearing

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

substances give out big molecules or parties of molecules and not atoms or ions or electrons, and these dash about. When they enter the nose and strike the hairs in it and thus the smell-nerves, the sensation produced we call smell. Thus, interestingly, the bigness of molecules which dash about, reminds one of the term Kshiti.

Ap, the Sthula Mahabhuta is combination of 50% Sukshma Ap Bhuta and 12½% of each of the other four Sukshma Mahabhutas. The Quality of liquidness which is in the making of the Sukshma Bhuta Ap, will be manifest. Artificially, of course, it can be solidified or gasified, and the Qualities of Kshiti and Marut in it can be given prominence Further, it is scientific and interesting to know that the taste-bearing substances give taste, only when they are as solutions or when they become dissolved, as in the saliva of the month. Those which do not get dissolved, do not give any taste. In the dissolved state only, they become able to excite the taste-buds and taste-nerves.

Vacuum, no doubt, is not able to carry ordinary sound; but what is sound ? The vibration energy of the ordinary sound-producing body

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

does not by itself rush out straight, but has to be carried by means of carriers, viz. molecules. The carrier, in touch with the vibrating body takes the vibration energy, leans sideway so far as it can normally go, and if in this leaning, it meets a molecule, it gives its energy-load to that molecule and springs back. That molecule, in its turn, in the same way, gives its energy-load to the next one, and thus, by carriers, the energy gets carried to the ear-drum. For, ears of man, cat, dog, horse etc. and even for man and man, this energy has to be in suitable range, that is, if that energy be higher than or lower than the particular range, the ear-drum will not vibrate or rather, the ear-nerve will not act, and no sound will get recognised. A similar thing we have in the case of light. Now, the point is, if the molecule in contact with the vibrating body, in its leaning sideways, does not get another molecule to hand over the vibration energy it will ineffectually throb back and forth and the energy will get frittered away, and ear-drum will not receive it. That happens in vacuum. But if the energy be such that it can be carried by ultra-gas particles, and no matter at what

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

distances from each other they are present (and they are present everywhere, for Byom is ultra-gas) then it will not lack in spreading out. But its not falling in the range of sound, hearable by us, the non-yogis, we cannot hear. "Anahata Dhwani" produced by no striking of two things, is such sound; it is a Bibhab of God Himself ("In the beginning there was Word and the Word was God," as the Bible says). It spreads out every where. So Byom's characteristic is, or it itself is, this sound. "Om" is the Word ("Bachak" or signifying God Himself) which energy is present in Byom, that is everywhere.

A point has still to be explained. Radiation is not matter, and even if it be taken convertible to matter, or in its other form the photon, as matter, (photon being something of very fine nature like ultra-gas particles), radiation should have been placed either at the beginning of the series Kshiti, Ap etc. or better at the end. To me it seems that it has been placed to differentiate between matter which is see-able and which may have colour (like Kshiti and Ap) and matter which is not see-able and has no colour (like Marut and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Byom). As to colour, the gases chlorine etc. have colours, but at that ancient time, these gases were not known ; later, only the other day, so to say, they were artificially prepared.

We have tried to explain the main points coming in the beginning of the evolution of matter, and as given in our Shastras,in a simple understandable manner, bringing out harmony with science.

Being, as we are, too small, we do not want to join issue or enter into polemical discussion. We do not want to irritate anyone.

নাসদীয় সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯-মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো
ব্যোমা পরো যৎ।
কীমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কীমাসীদ গহনং গভীরম্ ॥১

তখন অসৎ অর্থাৎ কার্য্যনামীয় কিছু ছিল না ; সৎ অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ বলিয়াও কিছু ছিল না। কার্যাভাবে অর্থাৎ আর কিছু তাহা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত না থাকায়, তাহাকে সৎ বা কারণ বলিতে পারা যায় না।

তখন রজঃ অর্থাৎ স্থূল বস্তু বা যাহা দেখা যায় এবং ব্যোম অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তু, যাহা দেখা যায় না এবং 'ব্যোমপরা' অর্থাৎ সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম বস্তু, এ-সব কিছুই ছিল না।

কি ছিল তখন? কিসের উপর তাহা ছিল ও কিসের দ্বারা তাহা আবৃত ছিল? ছিল কি শুধু তাহাই, যাহাকে গভীর গহন 'অম্ভ' বলা হয় (যাহা পুরাণে 'কারণ-বারি' নামে অভিহিত হয়)? গভীর গহন অর্থাৎ তাহা এরূপ ছিল, যাহার ভিতর দৃষ্টি চলে না ও যাহার সীমা নির্দেশ করা যায় না।

পূর্ব কল্পের জগৎ কোথায় গেল? কোন বস্তুর নিরতিশয় ধ্বংস হয় না। সূক্তের ভাব এই যে, ঋষিরা যাহা বলেন, তাহাই কি ঠিক যে পূর্বকল্পের বস্তুসমূহ একরসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থানাতীত ও কালাতীত ভাবে অম্ভ-রূপে রহিয়াছে? ইহা সাধারণ রূপে কল্পিত হয় যে, প্রলয়কালে বস্তুসমূহ একরসত্ব ও অলক্ষিতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকালে তাহাদের পুনঃ সমুদ্ভব হয়। সেই দ্রবীভূত অবস্থা সৃষ্টির উপাদানরূপে কার্য করে বলিয়া, জলে দ্রবীভূত শর্করার দৃষ্টান্তে তাহাকে কারণ-বারি বলা হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালের এই অবস্থাকে রূপকভাবে 'অম্ভ' বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তাহা স্থান-কালাতীত অবস্থা। বস্তু, আধার বা আধেয় বলিয়া তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই ছিল না। এই মন্ত্রে বস্তু ও স্থান বলিয়া কিছুই ছিল না—তাহা বলা হইল। পরবর্তী মন্ত্রে কাল বলিয়া তখন কিছুই ছিল না—বলা হইবে।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ ॥
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ২

প্রাণী সৃষ্ট হয় নাই, কাজেই মৃত্যুও সৃষ্ট হয় নাই। আর মৃত্যু সৃষ্ট হয় নাই বলিয়া অমৃতত্ব ছিল—তাহাও নহে, কারণ কোন জীবেরই সৃষ্টি হয় নাই। ঘটনা ছিল না বলিয়া, সময় বা কাল ছিল না বলিয়া সময়কে দিন-রাত্রিতে মাত্রাভূত করিবার কিছুই ছিল না। অথবা এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, পূর্ব কল্পের জগৎ অস্তরূপে থাকায় ধ্বংস বা মৃত বলা যাইতে পারা যায় না, অমৃত বা প্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাও বলা যাইতে পারে না। এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির সে-সময় কার্যাকরী অবস্থা না থাকায় অবিদ্যা ও বিদ্যা (মৃত্যু ও অমৃত্যু) তমঃ ও রজঃ (রাত্রি ও দিবা) বলিয়া কিছু ছিল না। (যে সময়ে এই সূক্তটি রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অবিদ্যা, বিদ্যা, তমঃ, রজঃ ইত্যাদি ধারণাগুলি দানা বাঁধে নাই, তবে ব্যাখ্যার জন্য এইগুলির ব্যবহার হয়তো দূষণীয় না হইতে পারে)।

সেই সময়ে সেই এক যিনি ছিলেন, তিনি নিষ্ক্রিয় শ্বাস-প্রশ্বাসহীন (অবাতম্), স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ স্বরূপে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতন বা সম্বিৎ-রূপে বিরাজিত ছিলেন, যে চেতনে জীবনী-শক্তি ও বিকাশ-শক্তি সম্ভাব্যরূপে অন্তর্নিহিত ছিল।

তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥৩

অন্ধকারের ভিতর অন্ধকার অর্থাৎ সেই গভীর গহন কারণ সলিলে, অবাঙ্মনসো-গোচর সম্বিৎ ওতপ্রোত-ভাবে ছিল। 'সর্ব'—সেই নির্বিশেষ মিশ্রণ-রূপে ছিলেন। (পুরাণে ইহাই চৈতন্যরূপী মহাবিষ্ণু কারণ সলিলে শায়িত—বলা হইয়াছে।) 'এই সমস্তই' যেন সবই শূন্য, সবই অমূর্ত অবস্থা, স্থির—একভাবে ছিল।

এই বার সেই সম্বিতের ভিতর ইচ্ছারূপী চেষ্টার ধী বা বিশিষ্টজ্ঞান মূর্ত হইয়া উঠিল। জ্ঞান হইতে উপনিষদুক্ত হিরণ্যগর্ভের বা মহদ্‌ব্রহ্মের উদ্ভব হইল।

হিরণগর্ভ বা ব্রহ্মা হইতে জগৎ সৃষ্ট-কল্পিত হয়। কারণ-বারিতে প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্ম বীজ হইতে উৎপন্ন অন্ড হইতে হিরণ্য-গর্ভের জন্ম ও কারণ সলিল-শায়ী নারায়ণের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হওয়ার উপনিষদে ও পুরাণে এই ভাব আকারিত হইয়াছে।

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা করয়ো মনীষা ॥৪

তারপর সেই ধী হইতে কামনা বা কল্পনার উদ্ভব হইল, যে কল্পনার বীজ বা জন্মস্থানরূপে 'ঐশিক' মন কথিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই জীবের বিজ্ঞানময় কোষ হইতে স্থূলতর মনোময় কোষের উৎপত্তি বলিয়া আখ্যায়িত হয়।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে, ব্রহ্ম ও মায়ার বা পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং 'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' অর্থাৎ এক হইতে বহুর উৎপত্তি ইত্যাদি কিভাবে হইয়াছে, তাহা সূক্তে এইরূপ ভাবে বলা হইল যে, ঋষিরা ধ্যানযোগে চিত্তের মনীষার দ্বারা ইহা আবিষ্কার করিলেন।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমা নআসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫

এইবার সূক্তে বলা হইতেছে যে, ঋষিরা তাঁহাদের কল্পনার, ব্রহ্ম ও মায়া বা পুরুষ প্রকৃতি যে ভিন্ন, তাহা যেন আড়াআড়ি দাঁড়ি টানিয়া নির্দেশিত করিয়া দিলেন। লম্বালম্বি দাঁড়ি টানিয়া ভাগ করিয়া দিলে একজন অন্যের সমান হইয়া যাইত, সেই জন্য এক অন্যের উপর দেখাইতে দাঁড়ি আড়াআড়ি ভাবে হইল—বলা হইল। কাহাকে নিম্নে ও কাহাকে উচ্চে দেওয়া হইল? স্রষ্টার শক্তি, জীবভূতা তটস্থা শক্তিকে উপরে ও অপরা শক্তিকে অর্থাৎ অষ্টবিধা প্রকৃতি-শক্তিকে (তাহা বিশাল শক্তি হওয়া সত্ত্বেও) সেই দাঁড়ির নিচে স্থাপন করা হইল। শক্তিকে উপরে, আর সেই শক্তির বলে আমরা যে কাজ করি অথচ ভাবি যে আমরাই আমাদের স্বাধীন শক্তিতে কাজ করিতেছি, সেই মনোভাব-প্রসূত কাজকে নিচে রাখা হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬

সূক্তে এইবার বলা হইতেছে যে, ঋষিরা সৃষ্টির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কল্পনাই ; সেই জন্য সূক্তকার এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে ইহা ঠিকভাবে জানে আর কে বলিতে পারে, কোথায় এ সৃষ্টি প্রপঞ্চের জন্ম হইল এবং কিভাবে ইহা প্রকাশিত হইল ? দেবতারা ইহা জানেন না, কারণ দেবতারা এই প্রপঞ্চের ভিতর, এই প্রপঞ্চ সৃষ্টির পর তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে। কে বলিয়া দিবে, কখন ইহা মূর্তি পরিগ্রহ করিল ?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭

এই জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভই বলা হউক বা সগুণ ব্রহ্মই বলা হউক, যিনি সর্বোচ্চ স্বর্গে স্থিত অর্থাৎ যিনি দেশকালাতীত ভাবে আছেন অর্থাৎ যিনি জগৎকে আবরণ করিয়া ও জগতে অনুস্যূত ভাবে আছেন, যিনি সর্বতশ্চক্ষু দ্বারা জগতের নিয়মন করিতেছেন, হয়তো তিনি বলিতে পারিবেন, তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ছিলেন কিনা। সূক্তকার বলিতেছেন যে, হয়তো বলিতে পারিবেন না। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায় যে মানিয়া লইলাম—তিনি নিমিত্ত কারণ ছিলেন. কিন্তু উপাদান-কারণ কি তিনি ছিলেন? ঈশ্বর মায়াধীশ হওয়া সত্ত্বেও মায়া-উপহিত হওয়ায় ব্রহ্ম-দর্শনে তাঁহার দৃষ্টি রুদ্ধ। বিশ্বস্রষ্টা বা সগুণ ব্রহ্ম 'সব' হইতে উৎপন্ন, যে সর্ব— অস্ত ও সম্বিতের যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা যদি মায়া-উপহিত ব্রহ্ম হন ও মায়াই যদি বিশ্ব প্রপঞ্চ হয়, তাহা হইলে যুক্তিতে ব্রহ্মাকে কারণ উপাদান বলা যাইতে পারা যায় না। ঋষি দ্বারা সেই জন্য এখানে জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিল যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বা ব্রহ্মা, জগৎটা সম্পূর্ণভাবে নিজে করিয়াছিলেন কিনা?

সৃষ্টি সূক্তম্ অঘমর্ষণ মন্ত্র

(ঋগ্বেদ ১০।১৯০)

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্য জায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী। ২
সূর্য্যা চন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ। ৩

মন্ত্রটির নামের, অঘমর্ষণের অর্থ পাপ বিনাশক। সেইজন্য ব্যাখ্যা এইরূপ হওয়া চাই যে পাপ বিনাশক শিক্ষা তাহা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যায়। আর, ব্যাখ্যাটি সংঘতিপূর্ণ হওয়া দরকার; শুধু অনুবাদ যাহা সকলেই দিয়াছেন, তাহা সঙ্গতিবিহীন, অত্যন্তই "অদ্ভুত"। আমরা, ব্রাহ্মণেরা, প্রতিদিন এই মন্ত্র তিনবার আবৃত্তি করি। নাম সম্বন্ধে অনেকের মত যে ইহা অঘমর্ষণ ঋষির দ্বারা রচিত বলিয়া এইরূপ নাম পাইয়াছে; পাপ বিনাশের কোন ভাব ইহাতে নাই। তবে মহিমাময়ী সন্ধ্যা-হ্নিকে ইহা স্থান পাইল কেন? সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া? এই সৃষ্টিক্রম, এবং অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অদ্ভুতভাবে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম জানিয়া আমাদের লাভ কি? শাব্দিক অদ্ভুত অনুবাদ পড়িয়া, বোঝাতো কিছুই যায় না, মুখস্থ করিলে, ভুল অনুবাদ সমষ্টি মুখস্থ করা হয়। আমাদের মনে যে অর্থ আসিয়াছে, নিম্নে তাহা দিলাম, সুধীজনেরা যেন বিরক্ত না হন। আমরা ইহাকে অঘমর্ষণ ঋষি রচিত না লইয়া, পাপ বিনাশক মন্ত্র বলিয়া লইলাম। এইবার পদগুলি লওয়া হউক। অভীদ্ধাৎ তপসোঃ=তীব্র জ্বলন্ত তপস্যা হইতে। কে তপস্যা করিলেন? টীকাকারেরা সকলে, পরমাত্মা বলিয়াছেন। পরমাত্মা কখনও তপস্যা করেন না; তাঁহার তপস্যার প্রয়োজনও নাই। তাঁহার ঈক্ষণে বা ইচ্ছায় সব কিছু হইতে থাকে। সায়ণের বেদ ভাষ্যে ও শঙ্করের শ্রুতি ভাষ্যে তাঁহারা পরমাত্মার তপস্যার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, "যস্য জ্ঞানময়ম্ তপঃ।" কিন্তু যিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার ক্ষেত্রে, "জ্ঞানময় তপঃ" ইহার কোন ও অর্থ হয় না একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেই আমরা পাইব, "ধাতা" এই শব্দ আসিয়াছে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। পুরাণ ইত্যাদি সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়, সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য পাইতে, ব্রহ্মার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল "তপস্যা কর তপস্যা কর।" সেই তীব্র তপস্যায় উদ্বুদ্ধ হইল "ঋতম্ সত্যম্।" আমরা ইহার অর্থ দিলাম, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সুপ্রতিষ্ঠিততা!" যাহা কিছু সৃষ্ট হইল, সব নিয়মে, ধাপে ধাপে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে হইল, ক্ষণিকের জন্য নহে; অন্ততঃ ব্রহ্মার আয়ুস্কাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা থাকিতে। সায়নাচার্য্য ইহার অর্থ দিয়াছেন, কায়িক, বাচিক ও মানসিক সত্য। কিন্তু তখন তো কোন লোকও হয় নাই, কথা বলিবার বাগিন্দ্রিয়ও হয় নাই। যাস্কাচার্য্য নিরুক্তকার ঋতম্ শব্দের অর্থ জল লইয়াছেন। এই অর্থ সামলাইয়াছেন এই বলিয়া যে প্রলয়কালেও জল ধ্বংস হয় না, এবং সেই ভাবে ইহা ঋতম্ সত্যম্। আমাদের এই সম্বন্ধে আরও একটা ভাব মনে আসিতেছে; ঋতম্ শব্দ Right, বা Rhythm বা রীতির সহিত বোধ হয় কিছু সম্বন্ধ রাখে অর্থাৎ Proper-ness, orderliness, এই ভাব বোধ হয় ইহা রাখে।

তারপর নিয়ম ও প্রতিষ্ঠার ক্রমানুসারে, কিসের জন্ম হইল? রাত্রি বা রাত্রী অজায়তঃ। রাত্রি শব্দকে কেহ অন্ধকার, কেহ জল, কেহ ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি বলিয়াছেন, কিন্তু মূর্খ আমরা, আমাদের এই সব অর্থ মনে লাগিতেছে না। আমরা রাত্রির অর্থ "প্রকৃতি" দিলাম, যাহা মূলতঃ অব্যক্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তাই "রাত্রিবৎ") যাহা হইতে ব্যক্ত জগৎ ধাপে ধাপে সৃষ্ট হইল। প্রকৃতি অব্যক্ত সাংখ্যে আছে, গীতাতেও আছে। তারপরে নিয়মানুবর্ত্তিতায়, এই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কি সৃষ্ট হইল ? সমুদ্র, অর্ণব। ইহার অর্থ কি ? টীকাকারেরা শাব্দিক অনুবাদে দুইয়েরই অর্থ সাগর বলিয়াছেন, এবং অনেকেই সাগর অর্থে এই দুই শব্দ লইয়া পুনরুক্তি ঘটিয়াছে বলিয়াছেন। আমরা সমুদ্র ও অর্ণবকে ব্যোম বলিতে চাই, দুই বিভাবের ব্যোম। প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির পরবর্ত্তী ধাপ ব্যোমের সৃষ্টি। সমুদ্রের ব্যুৎপত্তি সম্+উৎ অর্থাৎ উঠা পড়া, অর্থাৎ স্পন্দন। সৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমে স্পন্দন আসে। অতি দীর্ঘ radio তরঙ্গ হইতে অতি সূক্ষ্ম X-ray তরঙ্গ সবই এই ব্যোমের স্পন্দন। অনাহত ধ্বনি ওঁকারও এই স্পন্দন, বলা হয় ব্যোমই এই ধ্বনি। সমুদ্রের অর্থ পাওয়া গেল, ব্যোমের এই স্পন্দনশীল বিভাব। তারপরে অর্ণব। প্রলয়ে সব কিছু যাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয় জলে যেমন লবণ গলিয়া যায়। এবং সৃষ্টির সময় ঐ "সব কিছু" আবার বাহির হয়, "সব কিছুর" যাহা উপাদান-কারণ ও অন্তহীন সমুদ্রের মত, রূপক ভাবে তাহাকে কারণার্ণব বলা হয়। রূপকে ব্যোমই এই কারণার্ণব। বেদান্ত মতেও ব্যোমই প্রাথমিক উপাদান-কারণ ও অন্তহীন। তাহা হইলে দাঁড়াইল—সমুদ্র অর্ণব— স্পন্দনশীল ব্যোম ও সর্ব্বাধার সর্ব্ব কারণ ব্যোম। তারপরে, সম্বৎসর বা কাল। বিজ্ঞানমতে যেখানে ঘটনা নাই, সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল নাই। একটা ঘটনা ঘটিবে, এবং তাহার পরে আর একটা ঘটনা ঘটিবে; কাল এই দুই ঘটনার মাঝ, নাসদীয় সুক্তেও আমরা ইহাই পাই। প্রথম কাল, ব্যোমের দুই স্পন্দনের মাঝ, কাজেই ব্যোমের পরের ধাপ কাল, যাহাকে সম্বৎসর বলা হইয়াছে। সম্বৎসর অর্থে, ১২ মাস নহে, এখনও সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্ট হয় নাই। তাহার পর আসিয়াছে "অহো রাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী ইত্যাদি। এই মিষতঃ ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ ঠিক করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার এক অর্থ ছলনাময়, এক অর্থ ক্রীড়ায় নিযুক্ত, আর এক অর্থ নিমেষ, যাহা সময়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ, বিপল হইতেও ক্ষুদ্র অংশ, চক্ষুর পাতার বন্ধ করা ও তৎক্ষণাৎ খোলায় যে সময় যায়, সেই সময় ছলনাময়, এবং ক্রীড়াশীল ঐত উপ (১। ১। ১) ইহাকে অনেকেই বিশ্বের বিশেষণ বলিয়াছেন। অহোরাত্রাণির কেহ অর্থ দিয়াছেন, চেতন ও জড়। আমাদের মনে হয়, এই কয় পংক্তিতে সব ভাবই আসিয়াছে। আমরা ব্যাখ্যায় সব ভাবই আনিলাম, যথা—তারপর, বশী অর্থাৎ ধাতা, বিশ্বের বা থাকিবার স্থানের জন্য, দিবমৃচ পৃথিবীম্ চান্তরীক্ষম্ অথো স্বঃ, অর্থাৎ উজ্জ্বল পৃথিবী (ভূর্লোক), অন্তরীক্ষ (ভুবলোক), ও স্বর্লোক (স্বঃ মহঃ জনঃ ইত্যাদি লোক) সৃষ্টি করিলেন, এবং উহাতে ক্রীড়াশীল, অর্থাৎ উহা ক্রিয়াপূর্ণা করিতে, অহোরাত্রি অর্থাৎ চেতন ও জড় বস্তু পূর্ণ করিলেন, বা নিমেষাদি পূর্ণ অহোরাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটাইতে সূর্য্য চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন যথা পুর্ব্বমকল্পয়ৎ, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের কল্পনায় যে রূপ করা হইয়াছিল সেইরূপে এই সব, অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই যে স্তম্ভিত করা জগৎ, ইহার প্রকটনে যে শক্তি ধাপের পর ধাপে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, কোথা হইতে এই আশ্চর্য্য শক্তি ব্রহ্মা পাইলেন? উত্তর, তপ, তপ, তপ। অতএব জন্মজন্মান্তরীয় পাপ যদি নষ্ট করাইতে চাহ তাহা হইতে তপস্যায় নিজেকে সংযুক্ত রাখ. স্বধর্ম্মানুমোদিত আহ্নিকাদি হইতে আরম্ভ কর! যাদৃশীভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তোদৃশী। ইহাই অঘমর্ষণ মন্ত্রের শিক্ষা, অনবরতঃ ইহার মনন করিতে থাক। এই মন্ত্র, মাত্র সৃষ্টি ক্রমের একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি পূর্ণ, অবোধগম্য বর্ণনা নহে।

গ্রন্থকারের কতিপয় কবিতা।

দিন যে গেল, সন্ধ্যা হোল, ঘুমে দুচোখ ভরে এল
কোথায় যাব দেখ্‌তে যে না পাই।
মা মা বলে ডাকব তোরে অন্ধকার যে চারিধারে
ভয়ে গলা কাঠ্‌ হয়েছে, ছাই।
করেছি মা দিনের বেলা কেবলি দুর্দ্দান্ত খেলা,
তোমায় মাগো ভুলেও ডাকি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লান্তিভরা দুটো আঁখি   শক্তি নাই মা তোমায় ডাকি,
কি হবে মা তোমাকে শুধাই।
ময়লা মাখা দস্যি ছেলে,   তা বলে কি দিবি ফেলে ?
কোলে নে মা বোল্‌তে ভয় যে পাই,
কোন্‌ সাহসে বোল্‌বো তোমায়   নে মা কোলে নোংরা আমায়
পাবে না যে পায়েতেও ঠাঁই।

আতঙ্কে মা আঁতকে মরি   ডুব্‌ছে আমার জীবন তরী
বিঘোরে মা জীবন হারাই
কুমাতা হ'য়ো না মাগো   কেউ যে আমার নাই।

(ক্ষেত্রপদ)

বলে কেন দাও না   মা করেছি কি এমন পাপ ?
কোন্‌ জন্মে সে পাপ হোল   কেন হেন পরিতাপ ?
দোষ আমাকে না বলেই মা   দিলে সাজা অতি ঘোর ;
কোন্‌ দেশী এ বিচার মাগো   কলঙ্ক এ নয় কি তোর ?
মানুষ রাজা হলেও ভীষণ   করে না মা বিচার এমন.
এযে নৃশংসতা খাম্‌খেয়ালী,   বিচার নয় মা, গায়ের জোর।
তা ছাড়া মা বিচারেতে   কত লোকে দয়া পায়।
ডবল সাজা দিস্‌ তাকে তুই   যে তোর মাগো পায়ে লুটায়।
পুণ্যবানে সদাই সাজা,   পাপীর কাছে ভয়ে না যাও
ডরে নাক যে মা তোমা   কই মা তাদের নাগাল পাও ?
তারা বেশ তো ভালই আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তুই) ভীষণা নিরীহ কাছে,
(তোর এ) নৃশংসতা দুর্বিচারে
কোথায় দয়ার আছে ছাপ ?

কে বলে মা দয়াময়ী, দয়ার একি অপলাপ (ক্ষেত্রপদ)

এত দুঃখ দিস্ যে সবে বলমা কেন বল্ ?
যেথায় দেখ কেবল কাঁদন বুক ভাঙ্গা সব জগজ্জন
তাই "দর্শনেরা" 'দুঃখবাদ' শোনায় অনর্গল।
কেন মা সন্তান শিরে ঢালিস দুঃখ অবিরল ?
ভরে দিলি জগৎটা মা দুঃখ দিয়ে ঠেসে
(কেন) অন্যরকম করলি না মা একটু ভালবেসে ?
"শক্তি নাই মা তোমার হাতে" এসব কথা সব অচল।
ঠিক্ হোত মা নিয়ম তোমার কালে মৃত্যু দিলে পরে;
অকাল মৃত্যু কেন দিলি মা এই বিশ্ব চরাচরে ?
"পাপে আসে অকাল মৃত্যু", ওকথা তোর কেবল ছল।
কি পাপে কে চলে গেল কিছু না জানাস্
পাপ না ব'লে, দেব সাজা এই কি গো, তুই মা চাস্
পাপ করাটা চল্‌তে দিস্ ফাঁদ্ পেতে চুপ করে থাকিস্
লোক যে আর কোরবে না পাপ, বল্লে পাপ আর পাপের ফল !
না জানিয়ে কার কি পাপ বুক ভাঙ্গা দিস্ পরিতাপ
হঠাৎ কেন চাপাস বুকে পাথর জগদ্দল ?
হঠাৎ অতল দুঃখে ফেলিস্ বল্ মা কেন বল্ ?
(ক্ষেত্রপদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বহু বহু পূর্ব্বে, প্রাকৃবৈদিক যুগে "ওম্" শব্দ "আচ্ছা" "মঞ্জুর", "স্বস্তি" অর্থে ব্যবহৃত হইত। স্বস্তিবাচক Amen শব্দের সহিত বোধহয় ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে। প্রণবের বুৎপত্তি গত অর্থ প্রকৃষ্ট স্তুতি, এই ভাব ক্রমে ঐ শব্দে আসায়, উহা প্রণব নাম পাইল। ক্রমে উহার অর্থ আরও উন্নীত হইয়া, যিনি প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হন, উহা তাঁহার বাচক হইল ; তস্য বাচক প্রণব্য। প্রাকৃবৈদিক যুগে ওঁ শব্দের প্রয়োগ যে ভাবেই হইয়া থাকুক না কেন, বৈদিক যুগে, বরং তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই. উহাতে অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাব দেওয়া হইল। বহু উপনিষদে. ওঁকারের মাহাত্ম্যপূর্ণ অর্থ সমূহের বিবৃতি আছে ; আমরা এ সবের নির্দ্দেশ পূর্ব্বে দিয়াছি। ওঙ্কার ব্রহ্মই, এই সিদ্ধান্তে উহা প্রতি মন্ত্রের পূর্ব্বে (এবং অনেক স্থলে, পূর্ব্বে এবং পরেও), এবং প্রতি বীজ মন্ত্রের পূর্ব্বে উচ্চারিত হইতে লাগিল, তাহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য ; উদাহরণ, যথা, ওঁ পূর্ব্ব মিদং··পূর্ব্বমেবাবশিষ্যতে ওঁ, ওঁ নম শিবায়, ওঁ ক্লীং ইত্যাদি। কথিত হইল, সূর্য্য এই অনাহত ধ্বনি জপিতে জপিতে, তাহা হইতে শক্তি পাইতে থাকিয়া, জগৎ প্রদক্ষিণ, ও সর্ব্বক্ষণ অলৌকিক তেজ প্রদানরূপ বিরাট কাজ করিতেছেন। কথিত হয় যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মাহাত্ম্যের এই বিভাবের এক বিভাব গায়ত্রী মন্ত্রে (ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্য ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইত্যাদি—এই কথাগুলিতে) আছে; তাই বলা হয় বেদের সার গায়ত্রী, ও গায়ত্রীর সার ওঙ্কার। দৃষ্ট হইবে, গায়ত্রীর পূর্ব্বে ও পরে ওঙ্কার রহিয়াছে। (এখানে আমরা গায়ত্রীর একটি বিশেষ অর্থই লইলাম, উহার আরও অর্থ আছে)। শাস্ত্রে বার বার বলা হইয়াছে, এই অনাহত ধ্বনি, ওঁ, ব্যোমে সর্ব্বক্ষণই অবস্থিত রহিয়াছে, ব্যোম্ নামক তন্মাত্র এই ধ্বনিই। ব্যোম্ (বি+ওম্) ও ওম্ নিশ্চয়ই সম্বন্ধিত। পৌরাণিক যুগে আরও মাহাত্ম্য এই প্রণবে আরোপিত হইল। কথিত হইল, ইহা অ, উ, ম্ এই তিনের যুক্ত ধ্বনি, যে তিনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অবস্থিত, যে তিনে ত্রিকাল, ত্রিভুবন,ইত্যাদি বহু "ত্রি" রহিয়াছে। (আচার্য্য শঙ্কর, এই তিনে আরও সঙ্কেত পাইয়াছেন)। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ এই ওঙ্কারের মাহাত্ম্যে পূর্ণ; শুধু এই বীজ মন্ত্র নহে ইহা ব্রহ্মই বলিয়া গৃহীত, এবং সেইজন্য ইহা এত পূজ্য ও শক্তিশালী।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রাসঙ্গিকতা হইলেও উহা লিখিয়া ফেলিলাম, কারণ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে বা পুস্তকাদি হইতে, উহাদের কোনও সদুত্তর পাই নাই। প্রশ্নগুলি—(১) ওঁ শব্দের প্রথম অর্থ ছিল (হা 'উঁ') "আচ্ছা" "মঞ্জুর", "স্বস্তি" ইত্যাদি। কবে হইতে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ ঋষির দ্বারা ইহার অর্থ "তস্য বাচক প্রণব" বলিয়া গৃহীত হইল ? (২) এই প্রণব ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখিত হয় ওঁ ওং ওম্ ইত্যাদি ; এবং প্রচলিত সংস্কৃতে উহা হয় ওম বা ও (বাংলা) অক্ষরের মাঝখান্ হইতে একটি ছোট শুঁড় বাহির করাইয়া সেই শুঁড়ের উপর ঁ বসান হয় ; এই বিভিন্ন ভাবের লেখা কেন ও কবে হইতে প্রচলিত হইল ? ব্রাহ্মী খরোষ্ঠি পালি ও আদি-সংস্কৃত লিপিতে কি ভাবে ওঁ লিখিত হইত ? (৩) প্রণবকে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয়, ইহা কি হলন্ত ম স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করা যায় না, ও "ও" একাক্ষরী বলিয়া ? অনেকে কিন্তু ম্ কে অর্দ্ধমাত্রা বলেন ; তাহা হইলে ওম্ দেড় মাত্রা হইয়া যায়। (অর্দ্ধমাত্রা কথাটির অন্য এক বিশিষ্ট অর্থ আছে, যাহা এখানে খাটে না)। এই প্রণবের উচ্চারণ, অনেকে "ও"তে লম্বা টান দিয়া করেন (ও ও ও-ওম্); অনেকে আবার "ও"তে টান না দিয়া হলন্ত "ম"তে লম্বা গুঞ্জন দেন। (ও-ম্ ম্ ম্ ম্)। কোনটা ঠিক ?

আমাদের মনে হয়, প্রণবকে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয় এই জন্য যে, যেমন বীজ মন্ত্র সমূহে, শেষে ং যুক্ত করা হয় (যথা ক্লীং, ঐং ইত্যাদি, প্রণবেও প্রথমে ং ছিল, এবং ং-এর স্বাধীন উচ্চারণ সম্ভব হয় না বলিয়া, প্রণব একাক্ষরী নাম পাইয়াছিল,। ং-এর স্থলে, পরে ম্ বসান হয়। (হলন্ত ম-এর ও কোন স্বাধীন উচ্চারণ সম্ভব হয় না)। পরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হয় তন্ত্রমাগারা ম্-কে চন্দ্রবিন্দু করিয়া উপরে বসান্, নাদ ও বিন্দুর, space ও energy-র, পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির চিহ্ন দিতে। "ও"র চিত্রে বোধ হয় ঊর্দ্ধ জগৎ (ভূঃ ভুব ইত্যাদি) ও তন্নিম্নে নিম্নজগৎ (পৃথিবী, পাতাল ইত্যাদি) (ভূঃ বা পৃথিবী, দুইয়ের সংযোগ-স্থল ভাবে) প্রকাশিত, এবং ওঁ, এইভাবে, বোধহয়, পরমপুরুষ, পরমা প্রকৃতি, ও তৎপ্রসূত পূর্ণ জগতের চিহ্ন বা ছবি; পূর্ণমদঃ, পূর্ণমিদং। ইহাও হইতে পারে যে এই "ও" অনন্ত বা অনন্ত নাগের ছবি, যাহার উপর ৺ (ঈশ্বর) আসীন। এ মত অবশ্য আমার মন-গড়া কথা, গবেষকেরা আমার প্রশ্নগুলির যেন যথাযথ উত্তর দেন।

দশ মহাবিদ্যা

(বৈজ্ঞানিক বিবৃতি)

পরমাপ্রকৃতি পরম পুরুষকে বলিলেন, ভোলানাথ কেন ভুলিয়া যাইতেছ, তোমাতেই, তোমার ইচ্ছারূপে, আমি সর্ব্বদাই আছি। মহাপ্রলয় তুমিই করাও, যখন নিজেকে সংহরণ করিয়া সদ্‌রূপে রাখ। মাত্র তুমিই থাক, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই থাকে না। স্থান ও কাল তোমার সেই সদ্‌রূপের ভিতর লুপ্ত থাকে। তাহার পর, তোমার নিজের ব্যবস্থিত সময়ে 'সৃষ্টি আবার ফুটিয়া উঠুক' ইহা তুমিই ইচ্ছা কর। গুণাতীত তুমি, শক্তি বিনা তুমি নিষ্ক্রিয়, শিব শবাকার। শক্তিরূপিনী সেই ইচ্ছাই আমি—সৃষ্টিস্থিতি-সংহার বিধায়িনী, কর্ম্মফল প্রদায়িনী শক্তি। তুমি জাগতিক সকল ঝঞ্ঝাট হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া, আমাকে ত্রিগুণময়ী করিয়া, গুণাতীত ভাবে বসিয়া আছ, তাই বুঝিতে চাহিতেছ না, দক্ষযজ্ঞে আমি কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সংঘটিত করাইতেছি। ইহাতে যাহা কিছু হইবে, সব আমারই ইচ্ছায় হইবে, কারণ আমার ইচ্ছা বিনা জগতে কিছুই ঘটে না। কিন্তু, ভোলানাথ, আমার ইচ্ছা ত তোমারই ইচ্ছা; মহাযোগী, কিছুই ত তোমার অজ্ঞাত নহে। আমার কোথাও যাওয়া কি তোমায় ছাড়িয়া যাওয়া হয়? জগৎ ভাবে তোমাকে আমি ঘেরিয়া রহিয়াছি। একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখ জগৎ বিকাশের প্রতি চিত্রে, তোমারই পরিকল্পনায় আমি অধিষ্ঠিতা; তোমার ত তাহা অবিদিত নহে।

(১) ঐ দেখ, প্রথম যে মূর্ত্তিতে আমি তোমার বক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিলাম, ঐ সেই কালীমূর্ত্তি। ত্রিগুণের সম্যক মিশ্রণে সেই মূর্ত্তি,—তাই কৃষ্ণবর্ণা। বাক্যমনাতীত অব্যক্ত মহামায়া—তাই কৃষ্ণবর্ণা। সূর্য্য চন্দ্র তারকা অগ্নি, তখন কিছুই ছিল না; 'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবকঃ'—তাই কৃষ্ণবর্ণা। আমাকে ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে দিকই মাত্র ছিল, তাই দিগম্বরী। আমার বরাভয়দাতৃ দুইটি হস্তে সাত্তিক ভাবের, আমার খড়্গধৃত করে রাজসিক ভাবের ও আমার ছিন্নশিরধৃত করে তামসিক ভাবের বিশ্লেষণ ফুটাইয়া দিয়াছিলাম জগৎ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। লোল জিহ্বার দ্বারা আমি ইঙ্গিত দিয়াছিলাম যে, যে আমায় মা বলিয়া ডাকিবে, আমার সেই সন্তানের সকল অশুভ, সকল অকল্যাণ আমার দ্বারা অবলেহিত হইয়া যাইবে। জ্ঞান ও কর্ম্ম—মানুষ মস্তকের দ্বারা জ্ঞানালোচনাও হস্তের দ্বারা পূজা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে। সঃবীজ সমন্ত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে, তাহার প্রতীক মুণ্ডমালারূপে, আমি আমার বক্ষে দোলাইয়া দিয়াছিলাম, এবং বহু হস্তের দ্বারা যাহার ক্রিয়া সমূহ নিস্পাদিত হয় সেই ক্রিয়া বহুল কর্ম্মকাণ্ডকে, তাহার প্রতীক বহু হস্তের মেখলাভাবে তাহাকে কঠিদেশে পরিধান করিয়াছিলাম।

(২) তাহার পর, ঐ দেখ, দ্বিতীয় যে মূর্ত্তিতে জগৎ সৃষ্টির প্রথম চিত্ররূপে আমি প্রকাশিত হই, আমার সেই তারা মূর্ত্তি। ফণি নিবদ্ধ ঊর্দ্ধমুখী জটা ও ফণি উপবীত, বিরাট বিস্তৃত নীহারিকা সমূহকে (nabulae, galaxies), শক্তিরূপী ফণির বন্ধনে তাহাদের বিস্তৃতি অবরুদ্ধ করি। আমাকে ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে বিরাট অগ্নি জ্বালাইয়াছি, তাহাই জাগতিক প্রথম সৃষ্ট বস্তুর জ্বলন্ত বিকাশ—ইলেকট্রন প্রোটন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিউট্রন ও ফোটন, electrons, protons, neutrons ও photons)। সেই সংখ্যাতীত অগ্নিকণা সমূহ ভীষণ শক্তি লইয়া, ভীষণভাবে নানাদিকে ধাবমান হইতে থাকে ও সংখ্যাতীত ভীষণ সংঘর্ষ তাহাদের ভিতর চলিতে থাকে। অনন্ত পরিবর্ত্তনে তাহারা যেন নিজেদের ক্ষয় করিয়া, বস্তু হইতে শক্তি ও শক্তি হইতে বস্তু, সৃষ্টি করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখ, চিতাগ্নির মত ঐ ভীষণ অগ্নির দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩) তাহার পর, ঐ দেখ, আমার স্থিরা ষোড়শী মূর্ত্তি, জগৎ সৃষ্টিতে আমার তৃতীয় প্রকাশ। নীহারিকা সমূহ হইতে অসংখ্য নক্ষত্র নিচয়ের উদ্ভব হইল, অসংখ্য সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হইল। তোমার পৃথিবী এইরূপ একটি সৌরমণ্ডলের অঙ্গীভূত। চাঞ্চল্যে স্থৈর্য্য আসিল, আমার ষোড়শী মূর্ত্তি তাহারই চিত্র। সৃষ্টিশক্তি রজোগুণা তাই ঐ মূর্ত্তি রক্তবর্ণা ঐ মূর্ত্তির হস্তধৃত পাশাঙ্কুশে ধাবিতমান ইলেক্‌ট্রন ইত্যাদি বিধৃত ও সংযত হইয়া পঞ্চভূতে অর্থাৎ "পঞ্চপ্রেতে" পরিণত হইল। তাহাদের উপর আমি বিরাজিতা হইলাম। শাসনকর্ত্রীভাবে আমি হাতে ধনুঃশর লইলাম। "অজৈব" সৃষ্টির গোড়াপত্তন হইল।

(৪) তাহার পর, ঐ দেখ চতুর্থ মূর্ত্তি, আমার মনোমুগ্ধকরী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি, দ্যোতনশীল চৈতন্যের মূর্ত্তি, যে চৈতন্য আমি 'পঞ্চপ্রেতরূপী' পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট করাইয়া জীব সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি। হৃদয় পুণ্ডরীকে আমি প্রাণরূপে আসীনা থাকি বলিয়া আমার এ মূর্ত্তি পদ্মাসীনা। ঐ মূর্ত্তির বিকাশের সহিত "জীব" সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

(৫) তাহার পর, ঐ দেখ, আমার পঞ্চম মূর্ত্তি, ভৈরবী মূর্ত্তি বা ত্রিপুরা ভৈরবী মূর্ত্তি করে। অক্ষমালা ও পুঁথি যে পুঁথিতে বিবর্ত্তনের অনুশাসন সমূহ নিবদ্ধ করা হইয়াছে। মালার অক্ষের গম্ভীর গতিতে, ক্রমবিবর্ত্তনের (evolution এর) নিয়মে, জীবের পর জীবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। আমার ঐ ভৈরবী মূর্ত্তির দিকে দেখ, থমথমে ভাবপূর্ণ মূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। ভৈরব মূর্ত্তি dinosaurs tyrannosaurs, allosaurs) ডাইনোসাওয়ার্স, টিরানোসাওয়ার্স, এলোসাওয়ার্স ইত্যাদি বিকট বিকট জন্তু সমূহের সৃষ্টি হইতে লাগিল; বিরাট তাহাদের প্রত্যেকের দেহত্রিপুর, ত্রিপুর দৈত্যের মত। বন্য পশুর মত মানুষ সৃষ্ট হইল। ইহাদের, মৃত্তিকা নিম্নে অবস্থিত কঙ্কাল সমূহ হইতে বিজ্ঞানবিদেরা পরে এই সব বিষয় জানিতে পারিবে, পুঁথিতে তাহার সঙ্কেত দিলাম।

(৬) তাহার পর, মুগ্ধমনা দেবাদিদেব, ভয় পাইও না, আমার ষষ্ঠ মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির চিত্র দেখিয়া। জগৎ ব্যাপারে, যোগ্য যে সে টেঁকিয়া থাকিবে (Survival of the fittest) ইহাই নিয়ম। সেই শাশ্বত নিয়মে, পশুতে পশুতে, পশুতে মানুষে, মানুষে মানুষে ভীষণ বধ সাধন আরম্ভ হইল। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ চিত্রে আমি যেন নিজেকেই কাটিয়া ফেলিলাম, ডাকিনী যোগিনীদের রক্ত পিপাসা মিটাইতে।

(৭) তাহার পর, বরফের বন্যার (glacial age) ও পারস্পরিক বধ সাধনের ফলরূপে, আমার সপ্তম মূর্ত্তি ধূমাবতী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। বৃদ্ধা, ক্ষুধাক্লিষ্টা, ভগ্নরথে উপবিষ্টা,, ভগ্নকুলাধৃতকম্পিত হস্তা বিধবা মূর্ত্তির সে চিত্র। বরফের ঘন ঘন বন্যায় (glacier). বহু বহু স্থান প্লাবিত হইতে লাগিল। শ্বেতকেশা বিধবার মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে যেন ফুটিয়া উঠিল। শক্তিবিহীন স্বজনবিহীন খাদ্যবিহীন সে অবস্থা। রথধ্বজোপরি অবস্থিত বয়সের কর্কশ শব্দ মৃত্যুকে যেন চতুর্দ্দিক হইতে ডাকিয়া আনিতেছিল।

(৮) আমার নিয়মে আমি ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলাম, আবার, আমারই নিয়মে, অষ্টম মূর্ত্তিতে, বগলামুখী মূর্ত্তিতে, সুব্যবস্থা আনিতে প্রকাশিত হইলাম। বিবর্ত্তন, (evolution) মাত্রা ছাড়াইয়া যাইলে, বিপ্লব (revolution) আসে, নূতন বিধি নূতন ব্যবস্থা আনিয়া দিতে। জগৎ চক্রের বিরামহীন আবর্ত্তনে, দুঃখ বারবার আসিতে বাধ্য। মানুষ যেন তাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে, ইহা শিখাইতে আমি বগলামুখী মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করি। গদাঘাতে কিভাবে পাষণ্ডদের দমন করিতে হইবে, অধার্ম্মিক অশৈব অনুশাসন সমূহের কিভাবে জিহ্বা টানিয়া আনিয়া তাহাকে জীবন-শূন্য করিতে হইবে, আমার ঐ বগলামুখী মূর্ত্তিতে তাহা দেখাইয়া দি।

(৯) তাহার পর নূতন যুগ। মানুষ কাঁচা মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল রন্ধন করিতে শিখিল, চাষ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখিল, পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করিল। আমার নবম মূর্ত্তি, মাতঙ্গী মূর্ত্তি, তাই স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণা। শক্তির উপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সকল দিকে মানুষের উন্নতি হইতে লাগিল।

(১০) এইবার আমার দশম মূর্ত্তি মহালক্ষ্মী মূর্ত্তির দিকে দেখ, মনে আনন্দ পাইবে। তোমারই বরে মানুষ শুধু 'প্রকৃতে-র্বশাৎ' নহে, সেও কিছু স্বতন্ত্রতাও পাইয়াছে। মানুষ যদি নিজের দোষে নিজেকে নষ্ট না করে, মানুষ যদি নিজেদের শান্তিতে রাখে, তাহা হইলে আমার এই মূর্ত্তির করুণা লাভ করিবে, পরম শান্তিতে সে থাকিতে সমর্থ হইবে।

সৃষ্টির যে যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে কৃষ্ণা মহাকালীর যুগ বলা যাইতে পারে; এইবার ঋদ্ধি প্রদায়িনী স্বর্ণবর্ণা মহালক্ষ্মীর যুগ উদীয়মান। তাহার পর আসিবে মহাজ্ঞান প্রদায়িনী শুভ্রা মহাসরস্বতীর যুগ।

ভোলানাথ, যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তোমারই পরিকল্পনা সিদ্ধির জন্য নানা উদ্দেশ্যে আমি ঘটাইয়াছি, যাহা কিছু ঘটিবে তাহাও নানা উদ্দেশ্যে আমি ঘটাইব। অজ্ঞের মত, মাত্র দক্ষকন্যারূপে আমাকে দেখিও না। যে বেশেতে আমি প্রকাশিতা হইনা কেন; যে মূর্ত্তিতে তুমি আমায় পাওনা কেন, আমি পরমা প্রকৃতি, আমার পরমপুরুষ তোমাতেই আমি আছি। তুমি যোগীশ্বর, যোগ দৃষ্টিতে আমায় নিরীক্ষণ কর।

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi